

তুলি-কলম

চতুর্থ প্রকাশ

আষাঢ়, ১৩৬৩

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥

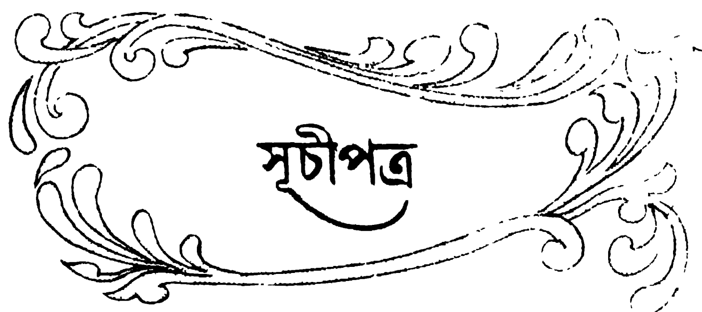
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক : ফ্রেণ্ডস্ গ্র্যাফিক

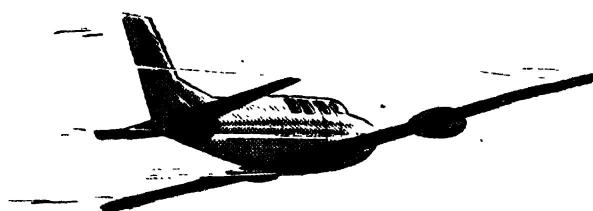
১১ বি, বিডন রো, কলকাতা-৬

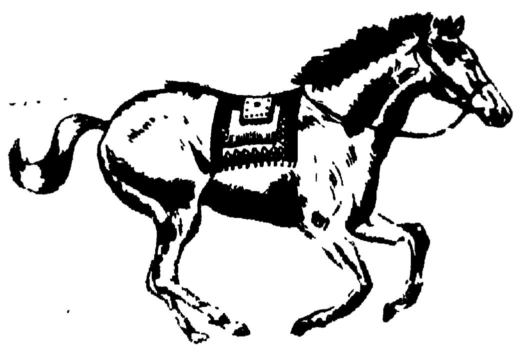
প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

অলঙ্করণ : রাজা দত্ত



সূচীপত্র





আতংকের উপত্যকা

অংশ ১

বার্লস্টোনের ট্রাজিডি

১ঃ সতর্ক-বাণী

'আমি তো মনে করি—' আমি বললাম।

'যে আমার এই রকম করা উচিত', শার্লক হোমস অধীরভাবে বলে উঠল। দীর্ঘ যন্ত্রণা-বিদ্ধ মানুষদের একজন বলে আমি নিজেকে মনে করি। কিন্তু স্বীকার করছি, তার এই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে আমিও বিরক্তি বোধ করলাম।

একটু কঠিন গলায় বললাম, 'সত্যি হোমস, মাঝে মাঝে তুমি বড়ই অকরুণ হয়ে ওঠ।'

নিজের চিন্তায় সে এতই মগ্ন হয়ে ছিল যে তখনই আমার ক্ষোভের কোন জবাব দিল না। প্রাতরাশ অভুক্ত রেখেই দুই হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে সে খাম থেকে সদ্য-খোলা একটুকরো কাগজের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তারপর খামটা হাতে নিয়ে সেটাকে আলোর সামনে মেলে ধরে খুব যত্নসহকারে ভিতর বাহির দুই-ই পরীক্ষা করে দেখল।

চিন্তিতভাবে বলল, 'এটা পোর্লকের লেখা। যদিও এর আগে মাত্র দু'বার এ হাতের লেখা আমি দেখেছি, তথাপি এটা যে পোর্লকের লেখা সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। গ্রীক 'e' অক্ষরের উপরকার আঁকড়ির বৈশিষ্টটা খুবই স্পষ্ট। আর চিঠিটা যদি পোর্লকেরই হয়, তাহলে নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

সে যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছে। কিন্তু তার কথাগুলো শুনে আমার মনে যে আগ্রহের সৃষ্টি হল তাতে বিরক্তির ভাবটা মিলিয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'পোর্লক কে?'

'পোর্লক হচ্ছে একটা ছদ্মনাম, একটি চিহ্নমাত্র; তার অন্তরালে লুকিয়ে আছে এমন একটি মানুষ যে ধরা-ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে। আগের একটা চিঠিতে সে আমাকে জানিয়েছে, নামটা তার নিজের নয়; সেই সঙ্গে সে চ্যালেঞ্জ করেছে, এই মহানগরীর লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিতর থেকে পারি তো আমি যেন তাকে খুঁজে বার করি। পোর্লক নিজে ততটা গুরুতর লোক নয়, কিন্তু এমন একজন মহাপুরুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে যার ফলে তার গুরুত্ব বেড়েছে। মাছের সঙ্গে যেন হাঙর, শেয়ালের সঙ্গে যেন সিংহ—যা কিছু তুচ্ছের সঙ্গে যেমন দুর্জয়,—তেমন একটা সম্পর্ক কল্পনা করে নাও। শুধু দুর্জয় নয় ওয়াটসন, শয়তান—পাকা শয়তান। আর সেইজন্যই তার সঙ্গে আমি মোকাবিলা করতে চাই। তোমাকে অধ্যাপক মোরিয়ার্টির কথা আমি বলি নি?

'বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অপরাধী,—যেমন বিখ্যাত তেমনি জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত।'

হোমস বলল, 'দেখ ওয়াটসন, মোরিয়ার্টিকে অপরাধী বললে তুমি আইনের চোখে কুৎসাপ্রচারকারী বিবেচিত হবে, আর সেখানেই ব্যাপারটার গৌরব এবং বিস্ময়। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী, যে-কোন শয়তানীর সংগঠক, রসাতলের নায়ক, আর এমন বুদ্ধির অধিকারী যা যে কোন জাতির ভাগ্যকে গড়তে বা ভাঙতে পারে—এমনি মানুষ সে। কিন্তু সর্বপ্রকার সন্দেহের সে উর্ধ্বে, সব সমালোচনার অতীত, ব্যবস্থাপনা ও আত্ম-অবলুপ্তির ক্ষমতা তার অসাধারণ। কাজেই তার সম্পর্কে যে কথাগুলি তুমি বলেছ তার ফলে চরিত্র-হননের অভিযোগে আদালতে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করে সে তোমার এক বছরের পেন্সন ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় করে নিতে পারবে। যে বই বিশুদ্ধ গণিতের এতখানি বিরল উচ্চতায় উঠেছে যে তার সমালোচনা করবার মত লোক বৈজ্ঞানিক জগতে কেউ নেই, তিনি কি সেই—The Dynamics of an Asteroid-এর বিখ্যাত গ্রন্থকার নন? তাকে কি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া যায়? পরনিন্দুক ডাক্তার আর অকারণে নিন্দিত অধ্যাপক—এই তো হবে তোমাদের দুজনের পরিচয়। ওয়াটসন, এরই নাম প্রতিভা। কিন্তু ছোটখাট মানুষগুলো যদি আমাকে রেহাই দেয় তাহলে একদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই।'

আমি সানন্দে বলে উঠলাম, 'তাকে দেখতে আমিও যেন সেখানে উপস্থিত থাকি। কিন্তু তুমি বলছিলে পোর্লকের কথা।'

'হ্যাঁ, ঠিক। ঐ তথাকথিত পোর্লক মূল শৃংখলের একটি যোগসূত্রমাত্র। শুধু তোমাকেই একান্তে বলছি—পোর্লক খুব শক্ত যোগসূত্র নয়। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি গোটা শৃংখলের মধ্যে সেই একমাত্র দুর্বল বিন্দু।'

'কিন্তু কোন শৃংখলই তার দুর্বলতম বিন্দু অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হতে পারে না।'

'ঠিক বলেছ ওয়াটসন। আর সেইখানেই পোর্লকের গুরুত্ব। ঠিক পথে চলবার প্রাথমিক প্রেরণায় এবং মাঝে-মধ্যে বাঁকা পথে একটা করে দশ-পাউণ্ড নোট তাকে পাঠানোর ফলে উৎসাহিত হয়ে দু'একবার সে আমাকে মূল্যবান আগাম খবর দিয়েছে,—এমন মহামূল্যবান খবর যা অপরাধীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণে সাহায্য না করে অপরাধ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় এবং অপরাধ নিবারণ করতে সাহায্য করে। সংকেত-বোধিকাটা পাওয়া গেলেই আমরা বুঝতে পারতাম যে এই চিঠিটাও অনুরূপ কোন আগাম সংবাদই বটে।'

হোমস পুনরায় কাগজখানাকে একটা অব্যবহৃত প্লেটের উপর মেলে ধরল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে তার পিছন থেকে ঝুঁকে সেই অদ্ভুত লেখাগুলো

দেখতে লাগলাম। লেখা আছে :

৫৩৪ C১ ১৩ ১২৭ ৩৬ ৩১ ৪ ১৭ ২১ ৪১
ডগলাস ১০৯ ২৯৩ ৫ ৩৭ বার্লস্টোন
২৬ বার্লস্টোন ৯ ১২৭ ১৭১

'এর অর্থ কি হোমস?'

'নিশ্চয় কোন গোপন খবর পাঠাবার চেষ্টা।'

'সংকেত-বোধিকা সাংকেতিক-লিপির মানে কি?'

'এক্ষেত্রে কিছুই না।'

"এক্ষেত্রে" বলছ কেন?'

'কারণ অনেক সংকেতই আমি অনায়াসে পড়তে পারি। পদ্ধতিটা খুব কাঁচা হলেও ওতে বুদ্ধি শ্রান্ত হয় না, বরং বেশ খোলে। কিন্তু এটা আলাদা ব্যাপার। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এগুলো কোন বইয়ের একটি পাতার শব্দের নির্দেশ। কোন্ বইয়ের কত পাতা না জানা পর্যন্ত আমি শক্তিহীন।'

'কিন্তু "ডগলাস", এবং "বার্লস্টোন" কেন?

'কারণ শব্দগুলি বইয়ের ঐ পাতায় নেই।'

'তাহলে বইয়ের কথাটা উল্লেখ করে নি কেন?'

'ভাই ওয়াটসন, য জন্মগত শঠতা নিয়ে খেলা করতে তোমার বন্ধুর আনন্দ, সেই সহজাত তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফলেই তুমিও কখনও সংকেত-লিপি ও সংকেত-বোধিকা একই খামে পাঠাবে না। কোনক্রমে চিঠিটা ধরা পড়লেই তুমি মরেছ। আর এ ব্যবস্থায় দুটো হাতছাড়া না হলে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় দফা ডাক আসার সময় হয়ে গেছে। সে ডাকে অধিকতর ব্যাখ্যাসহ আর একটা চিঠি, অথবা—এবং সেই সম্ভাবনাই বেশী—এই সংখ্যাগুলির দ্বারা নির্দেশিত বইটিই যদি না আসে তাহলে খুবই বিস্মিত হব।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই হোমসের হিসাব মত কাজ হল। বালক-ভৃত্য বিলি এসে প্রত্যাশিত চিঠিখানা দিল।

খাম খুলে হোমস বলল, 'একই হাতের লেখা'। চিঠির ভাঁজ খুলে সে সোল্লাসে বলে উঠল, 'একেবারে স্বাক্ষরিত। ওয়াটসন, ব্যাপারটা ক্রমেই পরিষ্কার হচ্ছে।'

কিন্তু চিঠির বয়ানের উপর চোখ বুলিয়ে তার চোখের পাতায় আঁধার নেমে এল।

'আরে, এ যে খুবই নৈরাশ্যজনক! আমাদের সব আশাই বুঝি বিফলে যায়।'

'সে লিখেছে, "প্রিয় মিঃ হোমস, এবিষয়ে আমি আর অগ্রসর হতে চাই

না। ব্যাপার খুবই বিপজ্জনক। তিনি আমাকে সন্দেহ করেন। আমি দেখতে পাচ্ছি, তিনি আমাকে সন্দেহ করছেন। আপনাকে সংকেত-বোধিকা পাঠাবার জন্য সবে এই চিঠির ঠিকানাটা লিখেছি, এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি এসে হাজির। চিঠিটা ঢাকা দিয়ে দিলাম। চিঠিটা যদি তিনি দেখে ফেলতেন, তাহলে আমার কপালে কষ্ট ছিল। কিন্তু তার চোখে দেখেছি সন্দেহের ঝিলিক। দয়া করে সংকেত-লিপিটা পুড়িয়ে ফেলবেন। ওটা তো এখন আপনার কোন কাজেই লাগবে না।—ফ্রেড পোর্লক।'

চিঠিখানা আঙুল দিয়ে দলা পাকাতে পাকাতে ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে হোমস কিছুক্ষণ বসে রইল।

অবশেষে বলল, 'হয় তো সবই বাজে কথা। সবই তার অপরাধী বিবেকের কথা। সে নিজে বিশ্বাসঘাতক বলেই অপরের চোখে সন্দেহের ছায়া দেখেছে।'

'সেই অপরজন নিশ্চয়ই অধ্যাপক মোরিয়ার্টি?'

'নিশ্চয়। দলের কেউ যখনই বলে "তিনি" তখনই বুঝবে কার কথা তারা বলছে। সকলের কাছে মাত্র একজনই প্রধান "তিনি"।

'কিন্তু সে কি করতে পারে?'

'হুম! এটা একটা বড় প্রশ্ন। ইওরোপের প্রথম সারির অন্যতম মস্তিষ্ক যখন তোমার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে, আর তার পিছনে থাকে অন্ধকারের সব শক্তি, তখন অনেক কিছুই ঘটতে পারে। যাই হোক, বন্ধু পোর্লক ভয় পেয়ে সব গুলিয়ে ফেলেছে। সে লিখছে, সেই অশুভ উপস্থিতির ঠিক আগেই সে খামের উপর ঠিকানাটা লিখেছিল। দয়া করে চিঠির লেখা আর খামের লেখাটা মিলিয়ে দেখ তো। একটি স্পষ্ট এবং দৃঢ়; অপরটি প্রায় পড়াই যায় না।'

'চিঠিটা সে লিখল কেন? না লিখলে কি হত?'

'চিঠিটা লিখেছে কারণ সে আশংকা করেছিল, এ ব্যাপারে আমি খোঁজ-খবর করতে পারি এবং তাকে বিপদে ফেলতেও পারি।'

'তা অবশ্য ঠিক', আমি বললাম। তারপর মূল সংকেত-লিপিটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললাম, 'অবশ্য এমন একটা গুরুতর গোপন-কথা এই কাগজটাতে লেখা থাকবে অথচ মানুষ তার অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না, তা তো হতে পারে না।'

শার্লক হোমস না খেয়েই তার প্রাতরাশ সরিয়ে রেখে তার গভীর চিন্তার সঙ্গী কড়া পাইপটায় আগুন ধরাল।

হেলান দিয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আশ্চর্য! হয় তো তোমার মেকিয়াভেলি-সুলভ বুদ্ধিকে হার মানিয়েছে এমন কিছু এর মধ্যে রয়েছে। বিশুদ্ধ যুক্তির আলোয় সমস্যাটাকে বিবেচনা করা যাক। এই লোকটি একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছে। সেখান থেকেই শুরু করা যাক।'

'শুরুটা খুবই অস্পষ্ট।'

'কিছুটা স্পষ্ট করা যায় কি-না দেখা যাক। মনটাকে এর উপর 'ফোকাস' করলে কিন্তু ততটা দুর্ভেদ্য মনে হয় না। বইটা সম্পর্কে কতটা আমরা জানতে পেরেছি?'

'কিছুই না।'

'আরে না, না, তুমি যতটা খারাপ ভাবছ তা কিন্তু নয়। সংকেত-লিপির শুরুতেই একটা বড় ৫৩৪ আছে, তাই না? আপাতত ধরে নিতে পারি যে সংকেত-লিপিতে ৫৩৪ পৃষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বইটা খুবই মোটা। এটা একটা লাভ হল। এই বৃহদায়তন বইটা সম্পর্কে আর কি জানা যাচ্ছে? পরবর্তী চিহ্ন হচ্ছে C২। এটার কি অর্থ হতে পারে ওয়াটসন?'

'নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় অধ্যায় (Chapter)।'

'তা নয় ওয়াটসন। তুমি নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবে যে পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া থাকলে অধ্যায়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আরো ভেবে দেখ, ৫৩৪ পৃষ্ঠায় যদি মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌঁছি, তাহলে প্রথম অধ্যায়ের দৈর্ঘ্য অসহনীয় হয়ে পড়ে।'

'কলম! (Column)' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'চমৎকার ওয়াটসন। আজ সকালে তোমার বুদ্ধি যে একেবারে ঝকঝক করছে। এটা যদি কলম না হয় তো আমি একটি আস্ত বোকা। তাহলে দুটো জিনিস দেখা যাচ্ছে,—একটা বড় বই, দুই কলমে ছাপা। প্রত্যেকটি কলম খুবই দীর্ঘ, কারণ চিঠিতে একটি শব্দের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে দুশ' তিরানব্বই। যুক্তির সাহায্যে যতটা জানা সম্ভব আমরা কি তার শেষ সীমায় পৌঁচেছি?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'নিশ্চয় নিজের প্রতি তুমি অবিচার করছ। বুদ্ধিটাকে আর একটু ঝকঝকে করে তোল হে ওয়াটসন। আর একটু প্রবাহ। বইটা যদি দুষ্প্রাপ্য কিছু হত, সে নিশ্চয় সেটা আমাকে পাঠিয়ে দিত। তা না করে সে চেয়েছিল এই চিঠিতে আমাকে সূত্রটা পাঠাতে। চিঠিতে তাই লিখেছে। এর থেকে মনে হয়, সেও ভেবেছে যে বইটা পেতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। বইটা তার নিজের আছে, তাই সে ধরে নিয়েছে যে বইটা আমার কাছেও থাকবে। মোটকথা, বইটা খুবই সাধারণ।'

'তোমার কথা খুব যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হচ্ছে।'

'তাহলে আমাদের তদন্তের ক্ষেত্র অনেকটা সীমিত হয়ে তিনটিতে ঠেকেছে, —একটা বড় বই, দু'কলমে ছাপা এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত।'

আমি বিজয়গর্বে চেঁচিয়ে বললাম, 'বাইবেল।'

'বেশ ওয়াটসন, বেশ! অবশ্য যদি অনুমতি কর তো বলি, যথেষ্ট বেশ

নয়। অবশ্য মরিয়ার্টির একজন সহযোগীর হাতের কাছে থাকার মত একটা বইয়ের নাম করতে হলে এছাড়া আর কোন বইয়ের নাম আমিও করতে পারতাম না। কিন্তু ঐ পবিত্র গ্রন্থের এত অসংখ্য সংস্করণ আছে যে কোন দুটি বইয়ের একই পৃষ্ঠাসংখ্যা থাকবে একথা সেও ভাবতে পারে না। কাজেই ওটা এমন একটা বই হবে যার সব কপিই এক রকম। সে নিশ্চয় করেই জানে যে তার বইয়ের ৫৩৪ পৃষ্ঠা আমার বইয়ের ৫৩৪ পৃষ্ঠার সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে।

'খুব কম বইয়ের বেলাতেই সে-রকমটা ঘটতে পারে।'

'ঠিক। এইখানেই আমাদের যুক্তির পথ। আমাদের তদন্তের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে দাঁড়াল—এমন একটা নির্দিষ্ট মানের বই যা যে-কোন লোকের কাছেই থাকা সম্ভব।'

'ব্রাডশ!'

'তাতেও অসুবিধা আছে ওয়াটসন। 'ব্রাডশ'-এর শব্দ-ভাণ্ডার খুবই সীমিত, তার সাহায্যে সাধারণভাবে কোন সংবাদ পাঠানো সম্ভব নয়। কাজেই 'ব্রাডশ' বাতিল। ঐ একই কারণে অভিধানও গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে আর কি বাকি রইল?'

'পঞ্জিকা।'

'চমৎকার ওয়াটসন। তুমি ঠিক ধরেছ। একখানা পঞ্জিকা! প্রথমে 'হুইটেকারস এলমানাক'-এর দাবী বিবেচনা করে দেখা যাক। এটা সকলেই ব্যবহার করে। এর উপযুক্ত সংখ্যক পৃষ্ঠা আছে। এটা দুই কলমে ছাপা। গোড়ার দিকে শব্দ-সংখ্যা সীমিত থাকলেও আমার যদ্দূর মনে পড়ে শেষের দিকে কথার একেবারে ফুলঝুরি ছুটেছে।' ডেস্ক থেকে বইখানা তুলে নিল। 'এই তো ৫৩৪ পৃষ্ঠা, কলম দুই; দেখতে পাচ্ছি বৃটিশ ভারতের বাণিজ্য ও সম্পদ নিয়ে অনেক কথা লেখা। ওয়াটসন, কথাগুলো টুকে নাও। তের সংখ্যক শব্দ হল 'মারহাট্টা'। খুব শুভ সূচনা নয় মনে হচ্ছে। একশ' সাতাশ হচ্ছে 'গভর্ণমেণ্ট'; শব্দটা অর্থবহ বটে, কিন্তু আমাদের বা অধ্যাপক মরিয়ার্টির দিক থেকে কিছুটা অবান্তর। আচ্ছা, আবার চেষ্টা করা যাক। মারহাট্টা সরকার কি করে? হায়! হায়! পরের 'শুয়োরের কুচি' কোন আশা নেই ওয়াটসন! আমরা শেষ!'

ঠাট্টার স্বরে কথাগুলো বললেও তার লোমশ ভুরু যেভাবে কুঁচকে উঠেছে তা দেখেই বোঝা যায় সে কতখানি হতাশ ও বিরক্ত হয়েছে। আমিও অসহায়ভাবে আগুনের দিকে চোখ রেখে বসে রইলাম। দীর্ঘ সময় চুপচাপ থাকার পর হোমস হঠাৎ সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে কাবার্ড থেকে একখানা হলদে-মলাটের বই নিয়ে এসে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওয়াটসন, হাল আমলের দিকে বড় বেশী নজর দিয়েই আমরা ভুল করেছি। সময়কে পেরিয়ে গেছি বলেই তার সাজা আমাদের পেতে হল। ৭ই জানুয়ারি দেখেই

আমরা নতুন পঞ্জিকা খুলে বসেছি। কিন্তু পোর্লকের পক্ষে পুরনো পঞ্জিকার সাহায্য নেবার সম্ভাবনাই অধিক। চিঠি লিখে সব কথা জানাতে পারলে সে হয় তো তাই জানাত। এবার দেখা যাক ৫৩৪ পৃষ্ঠায় কি আছে। তেরো নম্বর হচ্ছে 'There' ভাল কথা। একশ' সাতাশ নম্বর হচ্ছে 'is'— 'There is'—হোমসের চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলছে; শব্দগুলো গোণবার সময় তার সরু আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল—'danger' হা! হা! চমৎকার। লিখে নাও ওয়াটসন, লিখে নাও। 'বিপদের সম্ভাবনা—দেখা দিতে পারে—খুব—শীঘ্র—একটি।' তারপর রয়েছে 'ডগলাস' নামটি—'ধনী—গ্রাম্য—এখন—বার্লস্টোন—হাউস—বার্লস্টোন—নিশ্চয়—আসন্ন।' কি হে ওয়াটসন, বিশুদ্ধ চিন্তা ও তার ফলাফল সম্পর্কে কি বুঝছ? সব্জী-বিক্রেতার কাছে যদি লরেল লতার মালা পাওয়া যেত, তাহলে এখনই বিলিকে একটা পাঠিয়ে দিতাম।'

হাঁটুর উপরে রাখা ফুলস্কেপ কাগজে তার নির্দেশ মত ঐ বিচিত্র চিঠির বয়ানগুলো লিখে আমি হাঁ করে সেগুলি দেখছিলাম। বললাম, 'বক্তব্যকে বোঝবার কী অদ্ভুত ঘোরানো পদ্ধতিরে বাবা।'

হোমস বলল, 'ঠিক উল্টো। অতি সুষ্ঠুভাবে সে কাজটি করছে। একটি-মাত্র কলমের শব্দ সঞ্চয় করে বক্তব্যকে প্রকাশ করতে হলে প্রত্যেকটি শব্দই ঠিক ঠিক পাবার আশা করা যায় না। চিঠির প্রাপকের বুদ্ধির উপরে তোমাকে কিছুটা নির্ভর করতেই হবে। বক্তব্যটা কিন্তু খুবই স্পষ্ট। ডগলাস নামক জনৈক ধনী গ্রাম্য ভদ্রলোকের বিপদ আসন্ন, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। আমাদের কৌশলী বিশ্লেষণের এই তো মোদ্দা ফল।'

আশানুরূপ ফললাভ করতে না পারলে হোমস যখন মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি এক্ষেত্রে তার সাফল্যেও সে একজন প্রকৃত শিল্পীসুলভ নৈর্ব্যক্তিক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল বিলি; তার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

আশির দশকের একেবারে গোড়ার দিকে এমন দিন ছিল যখন এলেক ম্যাকডোনাল্ড আজকের মত দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করে নি। সে তখন গোয়েন্দা বিভাগের একজন বিশ্বস্ত তরুণ কর্মী। কয়েকটি কেসে ইতিমধ্যেই কিছুটা নাম করেছে। তার দীর্ঘ ও শক্ত দেহ-কাঠামো প্রভূতি শারীরিক শক্তির পরিচয় বহন করে। তার মস্তবড় মাথার খুলি আর গভীর উজ্জ্বল একজোড়া চোখ সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাক্ষ্য দেয় যা তার লোমশ ভুরুর ভিতর থেকে ঝিকমিকিয়ে উঠছে। সে একজন নীরব অথচ সঠিক কর্মী, স্বভাবে সতর্ক, কথায় এবার্ডিনীয় টান। ইতিমধ্যেই হোমস দু'বার তার সাফল্যের সহায়ক হয়েছে। অবশ্য তাতে হোমসের একমাত্র পুরস্কার সমস্যা-সমাধানের বুদ্ধিগত আনন্দমাত্র। সেই কারণে সৌখীন সহকর্মীটির প্রতি এই স্কচ ভদ্রলোক গভীর

শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তা পোষণ করে এবং বিপদে পড়লেই হোমসের সঙ্গে পরামর্শ করে তার সে মনোভাবকে খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করেও থাকে। মাঝারি মাপের মানুষরাই আত্মম্ভরী হয়ে থাকে, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষরা অতি সহজেই প্রতিভাকে স্বীকার করে। আর ম্যাকডোনাল্ডের মাথায় সেটুকু বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে যাতে সে উপলব্ধি করেছে যে এমন একটি মানুষের সাহায্য-ভিক্ষায় কোন হীনতা থাকতে পারে না যে কি ক্ষমতায় আর কি অভিজ্ঞতায় সারা ইওরোপে আজ অদ্বিতীয়। হোমস স্বভাবত বন্ধুপরায়ণ নয়, কিন্তু এই স্কচ ভদ্রলোকটিকে সে ভালবাসে এবং তাকে দেখে খুশি হয়ে বলল, 'মিঃ ম্যাক, শিকার ধরতে আপনি একটু আগেই এসে পড়েছেন। যাহোক, শিকারের ব্যাপারে আপনার সৌভাগ্য কামনা করি। আশংকা হচ্ছে কোন বিপদ দেখা দিয়েছে।'

ইন্সপেক্টর তার পরিচিত হাসি হেসে বলল, 'আমি কিন্তু মনে করি মিঃ হোমস, 'আশংকা'র বদলে 'আশা' কথাটা ব্যবহার করলেই বোধ হয় ঠিক হত। না, না, ধূমপান করব না, ধন্যবাদ। এখনই আমাকে বেরুতে হবে, কারণ যে-কোন কেসের প্রথম দিকটাই যে মূল্যবান সেকথা তো আপনি নিজেই খুব ভাল করে জানেন। কিন্তু—কিন্তু'—

ইন্সপেক্টর হঠাৎ থেমে গেল। টেবিলের উপর রাখা কাগজের টুকরোটার উপর অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। ঐ কাগজটাতেই একটু আগে ধাঁধার মত চিঠিটা আমি টুকে রেখেছিলাম।

'ডগলাস!' সে আমতা-আমতা করে বলে উঠল, 'বার্লস্টোন! এসব কি মিঃ হোমস? আরে মশায়, এ যে ভোজবাজী! কী আশ্চর্য! এসব নাম আপনি কোথায় পেলেন?'

'এটা একটা সাংকেতিক লিপি, এইমাত্র আমি আর ডাঃ ওয়াটসন এর সমাধান করেছি। কিন্তু কেন—এ নাম দুটো কি দোষ করল?'

অবাক বিস্ময়ে আমাদের দুজনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে ইন্সপেক্টর বলল, 'শুধু এইটুকু যে বার্লস্টোন জমিদার বাড়ির মিঃ ডগলাস আজ সকালে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন।'



২ : মিঃ শার্লক হোমসের আলাপচারী

এই ধরনের নাটকীয় মুহূর্তের জন্যই আমার বন্ধুর বেঁচে থাকা। এই বিস্ময়কর ঘোষণার ফলে সে মর্মাহত হয়েছে বা উত্তেজিত হয়েছে একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে। তার চেহারায় নিষ্ঠুরতার লেশমাত্র নেই। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে উত্তেজক ওষুধ ব্যবহারের ফলে সে যে খুবই নিরাসক্ত হয়ে উঠেছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি তার হৃদয়াবেগে ভাটা পড়লেও তার চিন্তাশক্তি কিন্তু তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল। এই আকস্মিক ঘোষণায় যে আতঙ্ক

আমি নিজের মধ্যে অনুভব করেছি তার মুখে তার ছায়ামাত্র পড়ে নি বরং হাতের দ্রবন থেকে স্ফটিকখণ্ড নীচে পড়তে দেখে একজন রসায়নবিদের মুখে যে শান্ত ও সাগ্রহভাব ফুটে ওঠে তার মুখেও সেই ভাবের প্রকাশ।

'অসাধারণ!' সে বলে উঠল, 'অসাধারণ।'

'আপনাকে তো বিস্মিত মনে হচ্ছে না?'

'মিঃ ম্যাক, আমার আগ্রহ জেগেছে, কিন্তু আমি বিস্মিত হয় নি। বিস্মিত হব কেন? একটি দায়িত্বসম্পন্ন লোকের কাছ থেকে আমি একখানি বেনামী চিঠি পেলাম। তাতে আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে একটি নির্দিষ্ট ভদ্রলোকের বিপদ আসন্ন। এক ঘণ্টার মধ্যেই জানতে পারলাম, বিপদ সত্যই ঘটেছে—লোকটি মারা গেছে। তাই এ ব্যাপারে আমার আগ্রহ জেগেছে, কিন্তু—আপনি যেমন বলছেন—বিস্মিত আমি হই নি।'

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় সে সাংকেতিক চিঠির বিষয়টি ইন্সপেক্টরকে বুঝিয়ে দিল। দুই হাতের উপর থুঁতনি রেখে ম্যাকডোনাল্ড চুপ করে বসে রইল। তার ধূসর রঙের মোটা ভুরু দুটো একত্র মিশে জট পাকিয়ে গেল।

সে বলল, 'আজ সকালে আমি বার্লস্টোনেই যাচ্ছিলাম। আপনারা মানে আপনি আর আপনার এই বন্ধু আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক কি না সেকথা জিজ্ঞাসা করতেই আমি এসেছিলাম। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, লণ্ডনে থেকেই আমরা বেশী কাজ করতে পারব।'

'আমি কিন্তু তা মনে করি না', হোমস বলল।

ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল, 'রেখে দিন ওসব কথা মিঃ হোমস। দু'এক দিনের মধ্যেই বার্লস্টোন রহস্যের কথা কলাও করে প্রকাশ করা হবে। কিন্তু ঘটনাটি ঘটবার আগেই সেকথা বলতে পারে এমন লোক যখন লণ্ডনেই রয়েছে, তখন আর এর রহস্যটা কোথায় আছে? সেই লোকটিকে ধরতে পারলেই তো সবকিছু জানা যাবে।'

'সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই মিঃ ম্যাক। কিন্তু পোর্লক বলে কথিত সেই ভদ্রলোকটিকে আপনি ধরবেন কেমন করে?

হোমসের দেওয়া চিঠিটা সে আর একবার পড়ল।

'কাম্বারওয়েলে ডাকে ফেলা হয়েছে—এর থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আপনি বলতে চান, নামটাও ছদ্মনাম। কাজেই সূত্র কিছু নেই। আচ্ছা, আপনি বললেন না, তাকে টাকা পাঠিয়েছেন?'

'দু' বার।'

'কিন্তু কেমন করে?'

'কাম্বারওয়েল ডাকঘরে।'

'কে সেটা নিতে আসে জানবার চেষ্টা করেছেন কি?'

'না।'

ইন্সপেক্টরকে বিস্মিত ও কিছুটা মর্মাহত মনে হল।

'কেন?'

'কারণ আমি সব সময় কথা রাখি। তার প্রথম চিঠি পেয়েই আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, কখনও তাকে খুঁজবার চেষ্টা করব না।'

'আপনি কি মনে করেন তার পিছনে আর কেউ আছে?'

'আমি জানি আছে।'

'যে অধ্যাপকের কথা আপনি বলে থাকেন তিনিই কি?'

'ঠিক তাই।'

ইন্সপেক্টর ডোনাল্ড মৃদু হাসল। চোখের পাতা নাচাতে নাচাতে সে আমার দিকে তাকাল।

'মিঃ হোমস, আপনাকে খোলাখুলিই বলছি, সি. আই. ডি. দপ্তরে আমরা সবাই মনে করি যে এই অধ্যাপককে নিয়ে আপনার মাথায় একটা পোকা সব সময় ঘুর্-ঘুর্ করছে। এ ব্যাপারে আমিও কিছুটা খোঁজ-খবর করেছি। তাকে তো একজন খুবই সম্মানিত, শিক্ষিত ও ধীসম্পন্ন লোক বলেই মনে হয়।'

'আপনি ধী-শক্তি চিনতে পেরেছেন দেখে আনন্দিত বোধ করছি।'

'আরে মশাই, চিনতে যে আমাকে হবেই। আপনার কথা শুনে আমি তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। গ্রহণ সম্পর্কে তার সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা হয়েছিল। অবশ্য আলোচনাটা কেমন করে উঠল মনে করতে পারছি না। যাহোক, তার কাছে একটা প্রতিক্ষেপক লণ্ঠন ও একটা গ্লোব ছিল। তাই দিয়ে এক মিনিটের মধ্যে তিনি সব বুঝিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে একটা বইও দিয়েছিলেন। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে এবার্ডিনে লেখাপড়া করলেও বইটা আমার পক্ষে একটু শক্ত। তার যেরকম পাতলা মুখ, পাকা চুল আর গম্ভীর কথাবার্তা তাতে তিনি একজন জব্বর মন্ত্রী হতে পারতেন। বিদায় নেবার সময় তিনি যখন আমার কাঁধে হাত রাখলেন তখন মনে হল, নিরুত্তাপ, নিষ্ঠুর জগতে যাত্রা শুরু করবার পরমুহূর্তে পিতা যেন সন্তানকে আশীর্বাদ করছেন।

হোমস মুখটিপে হেসে দুই হাত ঘসতে লাগল।

সে বলে উঠল, 'অপূর্ব! অপূর্ব! বন্ধু ম্যাকডোনাল্ড, বলুন তো এই সুন্দর হৃদয়গ্রাহী সাক্ষাৎকারটি কি অধ্যাপকের পড়ার ঘরেই হয়েছিল?'

'ঠিক তাই।'

'খুব সুন্দর ঘরটি, তাই না?'

'খুব সুন্দর—সত্যি খুব সুন্দর মিঃ হোমস?'

'আপনি তার লেখার ডেস্কের সামনে বসেছিলেন?'

'ঠিক।'

'সূর্যের আলো পড়েছিল আপনার চোখে, আর তার মুখ ছিল ছায়ায় ঢাকা?'

'দেখুন, সময়টা ছিল সন্ধ্যা ; তবে মনে পড়ছে, বাতিটা আমার মুখের উপর রাখা ছিল।'

'তাই হবে। অধ্যাপকের মাথার উপরে একখানা ছবি আপনার নজরে পড়েছিল কি ?'

'মিঃ হোমস, কিছুই আমার নজর এড়ায় না। হয় তো এ শিক্ষাটা আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি। হ্যাঁ, একটা ছবি আমি দেখেছিলাম—দুই হাতের উপর মুখ রেখে একটি তরুণী যেন আপনার দিকে কটাক্ষপাত করছে।'

'ছবিটা জাঁ বাপ্তিস্তে গ্রুজের আঁকা।'

ইন্সপেক্টর বেশ আগ্রহ প্রকাশ করল।

আঙুলের মুখগুলো একত্র করে চেয়ারে হেলান দিয়ে হোমস বলতে লাগল, 'জাঁ বাপ্তিস্তে গ্রুজ একজন ফরাসী চিত্রকর। ১৭৫০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে তার বেশ খ্যাতি হয়। অবশ্য এখানে আমি তার চিত্রকর্মের কথাই বলতে চাইছি। তার সমকালের লোকেরা তার সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করত আধুনিক সমালোচনায়ও তার সমর্থনই রয়েছে।'

ইন্সপেক্টরের চোখ দুটি নিস্পৃহ হয়ে উঠল।

'এর চেয়ে আমরা কি—' সে বলল।

হোমস বাধা দিল, 'সেই কথাতেই যাচ্ছি। আপনি যাকে বার্লস্টোন রহস্য বলছেন আমার সব কথাই তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এবং গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। বস্তুত, একে তার কেন্দ্রবিন্দুও বলা যায়।'

ম্যাকডোনাল্ড মৃদু হেসে আবেদনের ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল।

'মিঃ হোমস, আপনার চিন্তাধারা আমার পক্ষে একটু দ্রুতগতিতেই চলে। আপনি দু' একটা ধাপ বাদ দিয়ে যান, আর সে শূন্যস্থান আমি পূর্ণ করতে পারি না। ভু-ভারতে এই মৃত চিত্রকর এবং বার্লস্টোনের ঘটনাবলীর মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে বলুন ?'

হোমস বলল, 'গোয়েন্দার কাছে সব জ্ঞানই প্রয়োজনীয়। এমন কি ১৮৬৫ সালে গ্রুজের আঁকা "La Jaune Fille a L'agneau" নামক একটি ছবি পোর্টালিসের নীলামে চার হাজার পাউণ্ড দামে বিক্রয় হয়েছিল, এই তুচ্ছ ঘটনা থেকেই আপনার মনে একটা চিন্তার ধারা প্রবাহিত হতে পারে।'

আসলেও তাই হল। ইন্সপেক্টর পুনরায় সত্যসত্যই আগ্রহী হয়ে উঠল।

হোমস বলতে লাগল, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য কোষ-পুস্তক থেকেই অধ্যাপকের মাইনের পরিমাণটা জানা যায়। সেটা বার্ষিক সাতশ'।'

'তাহলে এত বড় বাড়ি তিনি কিনলেন—'

'ঠিক কথা। কেমন করে কিনলেন ?'

ইন্সপেক্টর চিন্তিত মুখে বলল, 'ঠিক, এটা তো ভাববার কথা। মিঃ হোমস, তারপর বলুন। খুব ভাল লাগছে। চমৎকার।'

হোমস হাসল। প্রকৃত শিল্পীর মতই আন্তরিক প্রশংসার কথায় হোমস সবসময়ই খুব খুশি হয়ে ওঠে।

সে প্রশ্ন করল, 'তাহলে বার্লস্টোন যাবার কি হবে?'

ঘড়িটা দেখে ইন্সপেক্টর বলল, 'এখনও সময় আছে। দরজায় আমার গাড়ি রয়েছে। ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছতে কুড়ি মিনিটও লাগবে না। কিন্তু ছবিটা সম্পর্কে একটা কথা মিঃ হোমস। আমার মনে হয় আপনি আমাকে একদিন বলেছিলেন যে আপনি কখনও অধ্যাপক মরিয়ার্টির সঙ্গে দেখা করেন নি।'

'না, কখনও করি নি।'

'তাহলে তার ঘরের কথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

'আঃ, সে অন্য কথা। তিনবার আমি তার ঘরে গিয়েছি। তার মধ্যে দু'বার বিভিন্ন অজুহাতে তার জন্য অপেক্ষা করে সে আসার আগেই চলে এসেছি। একবার—দেখুন, একজন সরকারী গোয়েন্দার কাছে সেবারকার কথা আমি বলতে চাই না। শেষবার তার অনেক কাগজ-পত্র আমি নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম, আর তাতে লাভও হয়েছিল অপ্রত্যাশিত রকমের।'

'সন্দেহজনক কিছু পেয়েছিলেন কি?'

'মোটেই না। আর তাতেই আমি অবাক হয়েছিলাম। যাহোক, এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ছবিটার কথা কেন তুলেছি। এর থেকেই বোঝা যায় তিনি খুব ধনীলোক। এত ঐশ্বর্য তিনি পেলেন কোথায়? তিনি অবিবাহিত। তার ছোট ভাই পশ্চিম ইংলণ্ডের একজন স্টেশন মাস্টার। তার চাকরির দাম বছরে সাতশ'। অথচ তিনি একখানি গ্রুজের মালিক।'

'অর্থাৎ?'

'পরবর্তী অনুমান খুবই সহজ।'

'আপনি বলতে চান যে তার প্রচুর আয়, আর সেটা আসে বে-আইনী পথে?'

'ঠিক। অবশ্য এরকম ভাববার আরও অনেক কারণ আছে—ডজন-ডজন সূক্ষ্ম সুতো অস্পষ্টভাবে একই কেন্দ্রে গিয়ে মিশেছে, আর সেইখানে সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে একটি নিশ্চল বিষাক্ত প্রাণী। আমি কেবলমাত্র গ্রুজের কথা বললাম কারণ এটা আপনার নিজের অভিজ্ঞতার ব্যাপার।'

'দেখুন মিঃ হোমস, আমি স্বীকার করছি আপনি যা বলছেন সেটা খুবই কৌতূহলজনক। অথবা তার চেয়েও বেশী—এটা খুবই আশ্চর্যজনক। কিন্তু যদি পারেন আরও একটু পরিষ্কার করে বলুন: আসলে ব্যাপারটা কি? জালিয়াতি, নকল মুদ্রা তৈরি, না চুরি? টাকাটা আসছে কোথা থেকে?'

'আপনি কখনও যোনাথান ওয়াইল্ডের কথা পড়েছেন কি?'

'দেখুন, নামটা চেনা-চেনা লাগছে। কোন উপন্যাসের চরিত্র—নয় কি? উপন্যাসের গোয়েন্দাদের নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না—ওরা তো অনেক কিছুই করে, কিন্তু কেমন করে যে করে তা কখনও আপনাকে বুঝতে দেয় না। সবই যেন প্রেরণার ব্যাপার, বিচার-বুদ্ধির নয়!'

'যোনাথান ওয়াইল্ড গোয়েন্দাও নয়, উপন্যাসের চরিত্রও নয়। সে একজন পাকা অপরাধী, বিগত শতাব্দীতে ১৭৫০ বা তার কাছাকাছি সময়ের লোক।'

'তাহলে তো তাকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না। আমি কাজের লোক।'

'মিঃ ম্যাক, আপনার জীবনের সব চাইতে কাজের কাজ হবে তিন মাসের জন্য একটা ঘরে বন্ধ থেকে প্রতিদিন বারো ঘণ্টা করে অপরাধের ইতিবৃত্ত পাঠ করা। সব কিছু—এমন কি অধ্যাপক মরিয়ার্টিও ঘুরে ঘুরে আবির্ভূত হয়; লণ্ডনের সমস্ত দুষ্কৃতকারীর নেপথ্য শক্তি ছিল যোনাথান ওয়াইল্ড,—শতকরা পনেরো হারে কমিশন নিয়ে সে তাদের সকলের কাছে তার মস্তিষ্ক আর সংগঠনকে বিক্রি করত। পুরনো টাকাই ঘুরে ঘুরে চলে আর বারে বারে সেই একই 'পাখি' ফিরে ফিরে আসে। এসবই আগেও ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। মরিয়ার্টি সম্পর্কে আপনাকে এমন আরও দু' একটি কথা বলছি যা আপনার ভাল লাগতে পারে।'

'আপনার কথা নিশ্চয় ভাল লাগবে।'

'বহু লোককে নিয়ে গড়া তার দল। দলের একদিকে আছে এই মতিচ্ছন্ন নেপোলিয়ন, অন্য দিকে আছে শত শত পরাজিত যোদ্ধা, পকেটমার, ধাপ্পাবাজ ও জুয়াড়ী—, আর ও দু'য়ের মাঝখানে আছে সব রকমের সম্ভাবিত দুষ্কার্য। তার প্রধান সেনাপতি হচ্ছে কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান, তার নিজের মতই নেপথ্যচারী, সুরক্ষিত এবং আইনের ধরা-ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে। সে তাকে কত মাইনে দেয় বলুন তো?'

'আমি শুনতেই চাই।'

'বছরে দু'হাজার। এরই নাম মস্তিষ্কের মূল্য—এটাই হল মার্কিনী ব্যবসায়িক নীতি। ঘটনাক্রমেই এসব বিবরণ আমি জানতে পেরেছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও এত অর্থ পান না। এর থেকেই মরিয়ার্টির মুনাফা এবং তার কাজের বহরের একটা ধারণা আপনি করতে পারবেন। আর একটা কথা। সম্প্রতিকালে মরিয়ার্টি যেসব চেক কেটেছে—মানে তার গৃহস্থালী সংক্রান্ত লেন-দেনের ব্যাপারে যেসব নির্দোষ সাধারণ চেক কেটেছে সেগুলি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, চেকগুলো ছ'টা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের উপর কাটা হয়েছে। এর থেকে কি বুঝছেন?

'নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত। কিন্তু আপনি এর থেকে কি জানলেন?'

'জানলাম যে তার অগাধ সম্পদ সম্পর্কে কোন গল্প-গুজব প্রচলিত হোক

এটা সে চায় না। তার কি আছে তা যেন কোন একজন লোক না জানতে পারে। তার যে বিশটা ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট আছে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই—অবশ্য তার সম্পত্তির মোটা অংশই দেশের বাইরে ডয়েট্‌সে ব্যাংকে বা ক্রেডিট লিয়নে-তে থাকারই সম্ভাবনা। যদি কখনও একটি বা দুটি বছর সময় করতে পারেন তখন অধ্যাপক মরিয়ার্টিকে নিয়ে একটু পড়াশুনা করবেন, এই আমার অনুরোধ।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার স্কচ-সুলভ বাস্তববুদ্ধি আবার তাকে বর্তমানের প্রয়োজনের মধ্যে ফিরিয়ে আনল।

সে বলল, 'মিঃ হোমস, আপনার চিত্তাকর্ষক ঘটনার বিবরণ শুনে আমরা আসল কথাই ভুলে গিয়েছি। আপনার কথার আসল বক্তব্য হল—অধ্যাপক আর এই অপরাধের মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। জনৈক পোলকের কাছ থেকে পাওয়া সতর্ক-বাণী থেকেই আপনি এটা জানতে পেরেছেন। আমাদের বর্তমান বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে আর কিছু আমরা জানতে পারি কি?'

'অপরাধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু ধারণা হয় তো করতে পারি। আপনার মূল মন্তব্য অনুসারে এটি একটি দুর্বোধ্য—অন্ততপক্ষে ব্যাখ্যাবিহীন—খুনের ঘটনা। এখন এই খুনের মূল কেন্দ্র যদি আমাদের সন্দেহের অনুরূপই হয়ে থাকে, তাহলে দুটো বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। প্রথমত, আমি বলতে চাই যে, মরিয়ার্টি খুব কঠোর হাতে তার দলকে শাসন করে থাকে। তার দলের শৃংখলা অলংঘনীয়। তার বিধানে একটিমাত্র শাস্তির উল্লেখ আছে। সেটা মৃত্যু। এখন আমরা মনে করতে পারি যে এই নিহত লোকটি—এই ডগলাস, যার আসন্ন দুর্ভাগ্যের কথা প্রধান-অপরাধীর কোন সহযোগী পূর্বেই অবগত হয়েছিল. কোন না কোনভাবে দল-নায়কের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল! তারই পরিণতি এই দণ্ড। দলের সকলের মনে মৃত্যু-ভয় জাগাবার জন্য এ শাস্তির কথা সকলকে জানিয়েও দেওয়া হবে।'

'মিঃ হোমস, এ তো একটা হল।'

'অপরটি হ'ল মরিয়ার্টি ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই এ হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছিল। কোন রকম ডাকাতি হয়েছে কি?'

'আমি তো শুনি নি।'

'যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা প্রথম ধারণার বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় ধারণার স্বপক্ষে যাবে। লুটের মালের বখরার প্রতিশ্রুতিতে অথবা নগদ টাকার বিনিময়ে মরিয়ার্টিকে দিয়ে একাজ করিয়ে নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। এর যে কোনটাই হতে পারে। কিন্তু যাই হোক না কেন, অথবা যদি তৃতীয় আর কোন ব্যবস্থাও হয়ে থাকে, সব কিছুরই সমাধান খুঁজতে বার্লস্টোনে গিয়ে। ভদ্রলোককে আমি ভালই চিনি। এখানে সে এমন কিছুই রাখে নি যাকে

ধরে আমরা তার কাছে পৌঁছতে পারি।'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'তাহলে বার্লস্টোনেই আমরা যাব। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। তৈরি হবার জন্য আপনাদের পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। ব্যাস।'

'ঐ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট', হোমস চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে পোশাক বদলাবার জন্য যেতে যেতে বলল, 'মিঃ ম্যাক, পথে যেতে যেতেই সব কিছু আপনার কাছ থেকে শুনে নেব।'

'সব কিছু,' অবশ্য আমাদের খুবই হতাশ করল। তবু যেটুকু জানলাম তাতেই বোঝা গেল যে কেস আমাদের হাতে এসেছে তা যে কোন দক্ষ লোকের গভীরতম মনোযোগের উপযুক্ত। অতি সংক্ষিপ্ত হলেও উল্লেখযোগ্য সেই বিবরণ শুনতে শুনতে হোমসের চোখ-মুখ জ্বলজ্বল্ করতে লাগল। দুখানি সরু হাত সে অনবরত ঘসতে লাগল। অনেকগুলি কর্মহীন সপ্তাহ আমরা পার হয়ে এসেছি। যে ক্ষমতা দীর্ঘ অব্যবহারের ফলে তার অধিকারীর কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, অবশেষে বুঝি তার উপযুক্ত একটা বিষয় হাতে পাওয়া গেল। অব্যবহারে ক্ষুরের ধার ভোঁতা হয়ে যায়, তাতে মরচে ধরে। কাজের ডাক এলে শার্লক হোমসের চোখ দুটো জ্বলজ্বল্ করে, ম্লান গাল দুটিতে রঙের ছোপ ধরে, আর তার সারা মুখ যেন ভিতরের একটা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সাসেক্সে আমাদের জন্য যে সমস্যাটি অপেক্ষা করে আছে সে সম্পর্কে ম্যাকডোনাল্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সে গাড়িতে বসে সামনে ঝুঁকে এক মনে শুনতে লাগল। খুব ভোরের দুধের গাড়ির মারফৎ পাওয়া একটি লিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করেই ইন্সপেক্টর আমাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। মফস্বল থেকে সাহায্যের ডাক এলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সাধারণত একটু গড়িমসি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্থানীয় অফিসার হোয়াইট ম্যাসন তার ব্যক্তিগত বন্ধু হওয়ায় ম্যাকডোনাল্ডকে খবরটা খুব তাড়াতাড়িই দেওয়া হয়েছিল। শহরের দক্ষ কর্মীদের সাধারণত ঠাণ্ডা খবরের উপরেই কাজ করতে হয়।

চিঠিখানা সে আমাদের পড়ে শোনাল। প্রিয় ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, তোমার সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী নির্দেশ একটি আলাদা খামে গেল। এটা তোমার নিজের জন্য। সকালে কোন্ ট্রেনে তোমরা বার্লস্টোন আসছ তার করে জানাবে। তা হলে আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, অথবা যদি আমি খুব ব্যস্ত থাকি, অন্য লোক পাঠাব। কেসটা গোলমেলে। রওনা হতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করো না। মিঃ হোমসকে আনতে পারলে অবশ্য নিয়ে এস। তার মনের মত একটা কাজ তিনি পাবেন। একটি মৃত ব্যক্তি জড়িত না থাকলে সমগ্র ব্যাপারটাকে একটা নাটক বলে তোমার মনে হতে পারত। আবার বলছি, ব্যাপারটা গোলমেলে।'

হোমস বলল, 'দেখছি আপনার বন্ধু বোকা নয়।'

'না স্যার। হোয়াইট ম্যাসন খুব চটপটে লোক, অবশ্য আমার বিচার যদি ঠিক হয়।'

'আর কিছু আছে?'

'শুধু এইটুকু যে সাক্ষাতে সে সবই জানাবে।'

'তাহলে মিঃ ডগলাসকেই বা কোথায় পেলেন, আর তার নৃশংস হত্যার ঘটনাই বা জানলেন কেমন করে?'

'সঙ্গে পাঠানো সরকারী রিপোর্ট থেকে পেয়েছি। "নৃশংস" কথাটা অবশ্য তাতে নেই। ওটা স্বীকৃত সরকারী ভাষা নয়। তাতেই জন ডগলাস নামটাও পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে বন্দুকের গুলিতে তার মাথায় আঘাত লেগেছে। ঘটনাটা যে গতকাল মধ্যরাত্রির কাছাকাছি সময়ে ঘটেছে তাও ওতেই বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, এটি নিঃসন্দেহে খুনের ব্যাপার, কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি; কেসটাতে বেশকিছু গোলমেলে অথচ অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখনও পর্যন্ত এছাড়া আর কিছুই আমরা জানি না মিঃ হোমস।'

'মিঃ ম্যাক, সেক্ষেত্রে আপনার অনুমতি নিয়ে এখানেই এবিষয়ে আলোচনার ইতি করছি। অনুপযুক্ত তথ্যের উপরে আগাম মতামত খাড়া করবার প্রলোভন আমাদের বৃত্তির কলংকস্বরূপ। বর্তমানে দুটি জিনিস আমি নিশ্চিতভাবে পাচ্ছি: লণ্ডনে একটি শক্তিমান মস্তিষ্ক আর সাসেক্সে একটি নিহত মানুষ। এই দুইয়ের মাঝখানে যে যোগসূত্র আছে তারই সন্ধানে আমরা যাত্রা করছি।'

৩ : বার্লস্টোনের দুর্ঘটনা

আপনাদের অনুমতি নিয়ে এবার কিছুক্ষণের জন্য আমার তুচ্ছ ব্যক্তিত্বকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পরবর্তীকালে আমরা যা জেনেছি তারই আলোয় আমাদের ঘটনাস্থলে পৌছবার আগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তার বিবরণ দেব। একমাত্র এই পথেই আমি সংশ্লিষ্ট মানুষগুলিকে এবং যে বিচিত্র পটভূমিকায় তাদের ভাগ্যের খেলা চলেছিল তাকেও পাঠকের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারব।

সাসেক্স কাউন্টির উত্তর সীমান্তবর্তী কতকগুলি আধা-কাঠের ঘর-বাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছে অতি প্রাচীন ছোট বার্লস্টোন গ্রাম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর কোন পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু গত কয়েক বছরে এর ছবির মত সৌন্দর্য আর অবস্থান অনেক বিত্তবান অধিবাসীকে আকর্ষণ করেছে। ফলে তাদের বড় বড় বাড়িগুলি গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় লোকেরা মনে করে এই সব গাছপালা উইণ্ড মহারণ্যেরই শেষ প্রান্ত এবং সংখ্যায় কমতে কমতে উত্তরের চকের খনিতে গিয়ে শেষ হয়েছে; এই বর্ধিত জন-সংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে অনেকগুলি দোকান-

পাট গড়ে উঠেছে। কাজেই বার্লস্টোন যে শীঘ্রই একটি প্রাচীন গ্রাম থেকে একটি আধুনিক শহরে রূপান্তরিত হবে তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের এটি কেন্দ্রস্থল, কারণ কেণ্টসীমান্তবর্তী নিকটতম প্রধান স্থান টানব্রাজ ওয়েলস্ এখান থেকে পূব দিকে মাত্র দশ কি বারো মাইল দূরে অবস্থিত।

শহর থেকে আধ মাইলখানেক দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বীচ গাছের জন্য বিখ্যাত একটি পুরনো পার্কের মধ্যে প্রাচীন বার্লস্টোন জমিদার বাড়িটি অবস্থিত। এই প্রাচীন অট্টালিকার একটি অংশ প্রথম ধর্মযুদ্ধের সময়কার যখন লাল রাজার কাছ থেকে পাওয়া জমিদারীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে হুগো ডি কাপুস একটি উপদুর্গ নির্মাণ করেছিল। ১৫৪৩ সালের অগ্নিকাণ্ডে সেটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং জ্যাকোবিয়ানদের আমলে যখন সেই সামন্ত দুর্গের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি ইটের তৈরি পল্লী-ভবন নির্মিত হয় তখন সেই দুর্গের কিছু পোড়া পাথর তাতে ব্যবহার করা হয়েছিল। বহু ত্রিকোণাগ্র জানালা ও ছোট ছোট হীরকাকৃতি জানালা শোভিত সেই জমিদার বাড়ি তার নির্মাণকর্তা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যেরকমটি রেখে গিয়েছিল আজও প্রায় সেইরকমই আছে। যে দুটি পরিখা একসময়ে এর দুর্গ-সদৃশ পূর্বতন অট্টালিকাকে বেষ্টন করে থাকত তার বাইরের পরিখাটা শুকিয়ে এখন সব্জী-বাগানে পরিণত হয়েছে। ভিতরের পরিখাটা এখনও বাড়িটাকে চারদিকে ঘিরে রয়েছে। চল্লিশ ফুট প্রশস্ত হলেও তার জল এখন কয়েক ফুট মাত্র গভীর। যে ছোট নদীর জল এই পরিখাতে পড়ে সেটা পরিখা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত। তাই পরিখার জল ঘোলা হলেও খানা-খন্দের মত অস্বাস্থ্যকর নয়। একতলার জানালাগুলো পরিখার জল থেকে মাত্র এক ফুট উঁচু। একটি টানা সেতুর উপর দিয়ে বাড়ির একমাত্র প্রবেশ-পথ। সেতুর শিকল এবং চরকি অনেকদিন আগেই মরচে ধরে ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু জমিদার-বাড়ির সর্বশেষ অধিবাসীরা উৎসাহের বশে সেতুটাকে পুনরায় মেরামত করেছিল। ফলে টানা সেতুটা শুধু যে কাজ চালাবার মত হয়েছে তাই নয়, প্রতি সন্ধ্যায় সেটাকে তোলা হয় এবং প্রতি সকালে আবার নামিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে জমিদার বাড়ির প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক কালের ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের ফলে রাত্রিকালে সমস্ত বাড়িটা একটা দ্বীপে পরিণত হয়। আর যে রহস্য শীঘ্রই সারা ইংলণ্ডের মনোযোগ আকর্ষণ করবে তার সঙ্গে এই ব্যবস্থার একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে।

বেশ কয়েক বছর ঐ বাড়িতে কোন লোক বাস করত না। ফলে বাড়িটা একটা সুদৃশ্য ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হতে বসেছিল। তারপর একদিন ডগলাস-পরিবার এসে ঐ বাড়িতে বসবাস শুরু করল। পরিবারে মাত্র দুটি লোক—জন ডগলাস ও তার স্ত্রী। কি চরিত্রে কি ব্যক্তিত্বে ডগলাস একজন উল্লেখযোগ্য

মানুষ। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। কিন্তু শক্ত চোয়াল, কঠোর মুখ, চকচকে গোঁফ, তীক্ষ্ণ ধূসর দুটি চোখ এবং পেশীবহুল মজবুত দেহ-কাঠামোতে যৌবনের শক্তি ও কর্ম-ক্ষমতার কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না। সে স্বভাবে হাসিখুশি, সকলের প্রতি সদয়, কিন্তু চাল-চলনে একটু বেখাপ্পা ধরনের। দেখেশুনে মনে হয় সমাজের যে স্তরে সে মানুষ হয়েছে সেটা সাসেক্সের এই পল্লী-সমাজ থেকে অনেকটা নীচু স্তরের। তথাপি অপেক্ষাকৃত ভদ্র প্রতিবেশীরা তার সম্পর্কে কিছুটা কৌতূহল ও দূরত্ব বজায় রেখে চললেও সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে অচিরেই সে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। স্থানীয় সব ব্যাপারেই সে মোটা চাঁদা দেয়; তাদের তামাকের মজলিসে ও অন্য সব অনুষ্ঠানে যোগ দেয়; এবং চমৎকার সুরেলা গলা থাকায় কেউ অনুরোধ করলেই প্রাণ খুলে গান গায়। দেখে মনে হয় তার প্রচুর অর্থ আছে এবং তা উপার্জিত হয়েছে ক্যালিফোর্ণিয়ার সোনার খনি থেকে। তার নিজের ও তার স্ত্রীর কথাবার্তা থেকে একথাও স্পষ্ট জানা গেছে যে একসময়ে সে আমেরিকায় ছিল। উদার স্বভাব ও সকলের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তার সম্পর্কে যে ভাল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, যেকোন বিপদ সম্পর্কে একান্ত উদাসীনতার সুনাম যুক্ত হয়ে সেটা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অশ্বারোহী হিসাবে সে খুবই বাজে; তথাপি যেকোন ঘোড়দৌড়ে সে যোগ দেবে এবং প্রথম সারিতে থাকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ভীষণভাবে আঘাত পেতেও পিছ্‌পা হবে না। যাজকের বাসভবনে আগুন লাগলে স্থানীয় দমকল বাহিনী যখন অসম্ভব বলে হাল ছেড়ে দিয়েছিল তখন সে-বাড়ির সম্পত্তি রক্ষার জন্য নির্ভয়ে সে-বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। ফলে পাঁচ বছরের মধ্যে জমিদার-বাড়ির জন ডগলাস সারা বার্লস্টোনে একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠল।

তার স্ত্রীও পরিচিতাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। অবশ্য ইংরেজ প্রথা অনুসারে কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে কোন নবাগত পরিবারে অভ্যাগতার সংখ্যা সাধারণতই খুব সামান্য হয়ে থাকে। তার স্ত্রীর তাতে কিছু অসুবিধা ঘটে নি, কারণ সে স্বভাবতই নির্জনতাপ্রিয় এবং স্বামী-পরিবার নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত। সকলেই জানে সে ইংরেজ মহিলা। লণ্ডনে যখন ডগলাসের সঙ্গে তার পরিচয় হয় তখন সে মৃতদার। সে সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, গাঢ়বর্ণা ও একহারা। স্বামী অপেক্ষা বয়সে কুড়ি বছরের ছোট হলেও বয়সের এই অমিল তাদের দাম্পত্য সুখের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে নি। কখনও কখনও অবশ্য ঘনিষ্ঠ মহল থেকে এরকম মন্তব্য শোনা গেছে যে দুজনের মধ্যে বোঝাপড়াটা বোধ হয় সম্পূর্ণ হয় নি, কারণ স্বামীর অতীত জীবন সম্পর্কে হয় সে উদাসীন আর না হয় সেবিষয়ে সে সামান্যই জানে। কেউ কেউ এরূপ মন্তব্যও করেছে যে, মিসেস ডগলাস কখনও কখনও অত্যধিক স্নায়ুর চাপে ভোগেন এবং স্বামীর ফিরতে বেশী রাত হলে তীব্র অস্বস্তি প্রকাশ করেন।

শান্ত পল্লী অঞ্চলে সকলেই গুজব ভালবাসে। তাই জমিদার-বাড়ির মহিলার এই দুর্বলতা নিয়ে নানা রকম আলোচনা চলে। তারপর একদিন ঘটনাচক্রে এই দুর্বলতার ব্যাপারটা যখন একটা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করল তখন মানুষের স্মৃতিপটে সেটা আরও বৃহৎ আকার নিয়ে দেখা দিল।

ঐ বাড়িতে আরও একটি লোক মাঝে মাঝে এসে থাকত। যে বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ এখন দেওয়া হবে সেই সময়ে সেখানে তার উপস্থিতির ফলে জনসাধারণের কাছে তার নামটাও ছড়িয়ে পড়ল। সে হল হ্যাম্পস্টেডের হেল্‌স্ লজের সেসিল জেমস বার্কার। সেসিল বার্কারের দীর্ঘ ঢিলে-ঢালা চেহারা বার্লস্টোন গ্রামের পথে খুবই পরিচিত, কারণ জমিদার-বাড়িতে সে প্রায়ই স্বাগত অতিথি হয়ে আসত। তার প্রতি সকলের আরও নজর পড়ত এই জন্য যে মিঃ ডগলাসের অজ্ঞাত অতীত জীবনের সেই একমাত্র বন্ধু যাকে তার নতুন ইংরেজ পরিবেশে দেখা যেত। বার্কার নিজে নিঃসন্দেহে একজন ইংরেজ। তার কথাবার্তায় এটাও স্পষ্ট যে আমেরিকাতেই ডগলাসের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয় এবং সেখানে তার সঙ্গে সে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বাস করত। তাকে দেখে মনে হয় সে একজন ধনবান লোক এবং অবিবাহিত। বয়সে ডগলাসের চাইতে ছোট, বড় জোর পঁয়তাল্লিশ। দীর্ঘ, খাড়া দেহ, চওড়া বুক, দাড়ি-গোঁফ কামানো মুষ্টিযোদ্ধার মত মুখ, ঘন কালো ভ্রূযুগল, আর এমন একজোড়া প্রভুত্বব্যঞ্জক কালো চোখ যা তার দু'খানি সক্ষম হাতের সহায়তা ছাড়াই একটা বিরুদ্ধ জনতার ভিতর দিয়ে তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সে ঘোড়ায় চড়ে না, শিকারও করে না। কখনও পাইপটা মুখে দিয়ে গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে, কখনও গৃহস্বামীর সঙ্গে, কখনও বা গৃহস্বামিনীর সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে সুন্দর পল্লী-অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে দিন কাটায়। খানসামা এমেস বলে, 'সহজ সরল হাত-খোলা ভদ্রলোক, কিন্তু আমি বাবা তার ধারে কাছেও নেই।' সে ডগলাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু; তার স্ত্রীর সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব কম নয়। সে বন্ধুত্ব অনেক সময়ই স্বামীর পক্ষে এতটা বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে যে সে বিরক্তি চাকর-বাকরদেরও নজরে পড়ে। এই হচ্ছে সেই তৃতীয় ব্যক্তি যে দুর্ঘটনার সময় পরিবারের একজন ছিল। এই প্রাচীন বাড়ির অন্য অধিবাসীদের মধ্যে শুধুমাত্র ভদ্র, শ্রদ্ধেয় ও কর্মক্ষম এমেস এবং মহিলাটির গৃহস্থালীর সহকারিণী হাসিখুশি আমুদে স্বভাবের মিসেস এলেনের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। ৬ই জানুয়ারি রাতের ঘটনাবলীর সঙ্গে বাড়ির অপর ছ'জন ভৃত্যের কোন সম্পর্ক নেই।

সাসেক্স পুলিশের সার্জেণ্ট উইলসন স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। তার কাছে প্রথম বিপদ-সংকেত পৌছে এগারোটা পঁয়তাল্লিশে। মিঃ সেসিল বার্কার অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে থানায় পৌছে তীব্রভাবে ঘণ্টা বাজাতে থাকে। জমিদার-বাড়িতে একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং মিঃ জন

ডগলাস খুন হয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে এই কথাই সে জানায়। সঙ্গে সঙ্গেই সে দ্রুত বাড়ি ফিরে যায়। কয়েক মিনিট পরেই পুলিশ-সার্জেণ্ট সেখানে হাজির হয়। একটা ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে এই বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করবার ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পর বারোটার কিছু পরেই সে ঘটনাস্থলে পৌছয়।

জমিদার-বাড়িতে পৌছে সার্জেণ্ট দেখে যে টানা সেতুটা নামানো আছে, জানালায় আলো জ্বলছে, আর সারা বাড়ি গোলমালে ও আতংকে থম্‌থম্‌ করছে। সাদা-মুখ চাকরগুলো হল-ঘরে জড়সড় হয়ে আছে, আর ভীত খানসামাটি দরজায় দাঁড়িয়ে হাত মোচড়াচ্ছে। একমাত্র সেসিল বার্কারই আত্মস্থ ও সংযত আছে। প্রবেশ-পথের নিকটতম দরজাটা খুলে দিয়ে সেই সার্জেণ্টকে ইঙ্গিত করে তাকে অনুসরণ করতে। সেইমুহূর্তে এলেন ডাঃ উডগ্রাম তৎপর ও দক্ষ চিকিৎসক। তিনজন একসঙ্গে সেই ঘরে ঢুকল। আতংকগ্রস্ত খানসামাও তাদের পিছন পিছন ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল যাতে চাকরাণীরা সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে না পায়।

হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে নিহত লোকটি ঘরের মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। একটিমাত্র গোলাপী রঙের ড্রেসিং-গাউনে তার রাত্রিকালীন পোশাক আবৃত ছিল। খালি পায়ে ছিল চটি। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ডাক্তার টেবিল থেকে হাত-বাতিটা নামিয়ে নিল। তাকে পলকমাত্র দেখেই সে বুঝতে পারল যে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। লোকটিকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত করা হয়েছে। তার বুকের উপর একটা অদ্ভুত অস্ত্র পড়ে ছিল,—এমন একটা বন্দুক যার নলটা ঘোড়ার সামনে ফুটখানেক করাত দিয়ে চেরা। পরিষ্কার বোঝা যায় খুব কাছে থেকে মুখের উপর গুলি করা হয়েছিল; ফলে তার মাথাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বন্দুকের ঘোড়াগুলোকে তার দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা হয়েছে যাতে সবগুলো গুলি একসঙ্গে ছুটে গিয়ে আঘাতকে আরও মারাত্মক করে তুলতে পারে।

এত বড় প্রচণ্ড একটা দায়িত্ব সহসা ঘাড়ে এসে পড়ায় স্থানীয় পুলিশ কর্মচারিটি খুবই বিচলিত ও বিব্রত হয়ে পড়ল।

সভয়ে সেই ভয়ংকর মাথাটার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় সে বলল, 'উর্ধ্বতন কর্তারা না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুই স্পর্শ করব না।'

সেসিল বার্কার বলল, 'আমি বলছি, এখনও পর্যন্ত কিছুই স্পর্শ করা হয় নি। আমি যেমনটি দেখেছিলাম, আপনিও ঠিক তেমনটি দেখছেন।'

'সেটা কখন?' সার্জেণ্ট তার নোট-বই বের করল।

'ঠিক সাড়ে এগারোটা। তখনও পোশাক ছাড়ি নি। আমার শোবার ঘরে আগুনের পাশে বসে ছিলাম, এমন সময় শব্দটা শুনলাম। খুব জোর শব্দ নয়—কেমন যেন চাপা। ছুটে নীচে গেলাম। ঘরে পৌছুতে ত্রিশ সেকেণ্ডও

লেগেছে বলে মনে হয় না।'

'দরজা কি খোলাই ছিল?'

'হ্যাঁ, খোলা ছিল। বেচারি ডগলাস যেমন দেখছেন এইভাবেই শুয়ে ছিল। টেবিলের উপর মোমবাতিটা জ্বলছিল। কয়েক মিনিট পরে আলোটা আমিই জ্বেলেছিলাম।'

'আর কাউকে দেখেন নি?'

'না। আমার পিছনেই মিসেস ডগলাসের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার শব্দ শুনে আমি ছুটে বাইরে গিয়ে তাকে আটকাই, যাতে এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে না পান। গৃহকর্ত্রী মিসেস এলেন এসে তাকে নিয়ে যায়। ততক্ষণে এমেস এসে পৌঁছুলে আমরা দৌড়ে এ ঘরে ফিরে আসি।'

'কিন্তু আমি তো নিশ্চিতভাবে শুনেছি যে সারারাত টানা সেতুটা তোলা থাকে।'

'ঠিক। আমি না নামানো পর্যন্ত সেটা তোলাই ছিল।'

'তাহলে হত্যাকারী পালাবে কেমন করে? সে প্রশ্নই তো ওঠে না। মিঃ ডগলাসই নিজেকে গুলি করেছেন।'

'প্রথমে আমাদেরও তাই ধারণা হয়েছিল। কিন্তু দেখুন।' বার্কার পর্দাটা সরিয়ে দেখাল, হীরকাকৃতি লম্বা জানালাটা আগাগোড়া খোলা। 'আর এটাও দেখুন।' সে অনেকটা নীচু হয়ে দেখাল, কাঠের গোবরাটের উপর একটা জুতোর তলায় রক্তাক্ত ছাপ পড়েছে। 'বাইরে যাবার সময় কেউ এখানে দাঁড়িয়ে ছিল।'

'আপনি বলতে চান কেউ পরিখা পেরিয়ে চলে গেছে?'

'ঠিক তাই।'

'তাহলে—আপনি যদি খুনের আধ মিনিটের মধ্যেই ঘরে ঢুকে থাকেন, তাহলে সেইমুহূর্তে সে নিশ্চয় জলের মধ্যেই ছিল।'

'সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি যদি তখন জানালার কাছে ছুটে যেতাম! কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, ওটা পর্দা দিয়ে ঢাকা, তাই ওকথাটা আমার মনেই আসে নি। তারপরই মিসেস ডগলাসের পায়ের শব্দ শুনতে পাই এবং তাকে ঘরে ঢুকতে বাধা দেই। এ ভয়ংকর দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না।'

'খুবই ভয়ংকর!' বিচূর্ণিত মাথাটা ও তার চারপাশের ভয়ংকর দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন। বার্লস্টোন রেলওয়ে দুর্ঘটনার পরে এরকম ভীষণ আঘাত আমি আর কখনও দেখি নি।'

পুলিশ সার্জেন্টের ধীরগতি গ্রাম্য বুদ্ধি তখনও খোলা জানালার কথাই ভাবছিল। এবার সে বলে উঠল, 'সাঁতরে পরিখা পার হয়ে লোকটি পালিয়েছে আপনার এ-কথা না হয় মানলাম,—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেতুটা

যখন তোলাই ছিল তাহলে সে বাড়িতে ঢুকল কেমন করে ?

'আহা, সেটাই তো প্রশ্ন,' বার্কার বলল।

'কখন ওটা তোলা হয়েছিল ?'

'প্রায় ছ'টার সময়,' খানসামা এমেস জবাব দিল।

সার্জেণ্ট বলল, 'শুনেছি সাধারণত সূর্যাস্তের সময়ই ওটা তোলা হয়ে থাকে। বৎসরের এই সময়ে সেটা তো ছ'টা না হয়ে সাড়ে চারটার কাছাকাছি হবার কথা।'

এমেস বলল, 'মিসেস ডগলাসের কয়েকজন অতিথি চা খেতে এসেছিলেন। তাই তারা চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওটা তুলতে পারি নি। তারপর আমি নিজে শিকলটা গুটিয়েছিলাম।'

সার্জেণ্ট বলল, 'তাহলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে। বাইরে থেকে যদি কেউ এসে থাকে—যদি তারা এসে থাকে—তারা ছ'টার আগেই সেতু পার হয়ে ভিতরে ঢুকেছিল এবং এগারোটার পরে মিঃ ডগলাস ঘরে ঢোকা পর্যন্ত কোথাও লুকিয়ে ছিল।'

'ঠিক তাই। মিঃ ডগলাস রোজ রাতে শেষবারের মত বাড়ির চারদিক ঘুরে দেখতেন সব ঠিক আছে কি না। সেই সময়ই তিনি এ ঘরে এসেছিলেন। লোকটি অপেক্ষাতেই ছিল। সুযোগমত গুলি করে বন্দুকটা ফেলে জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়। আমি তো এইরকমই বুঝেছি—কারণ অন্য কোনভাবে ঘটনার ব্যাখ্যা হয় না।'

মৃত ব্যক্তির পাশে মেঝেতে একটা কার্ড পড়ে ছিল। সার্জেণ্ট সেটা তুলে নিল। কার্ডের উপর আদ্য অক্ষর V. V. এবং তার নীচে ৩৪১ সংখ্যাটা কালি দিয়ে লেখা।

সেটা তুলে ধরে সে প্রশ্ন করল, 'এটা কি ?'

বার্কার সকৌতূহলে সেটার দিকে তাকাল।

বলল, 'এটা তো আগে আমার চোখে পড়ে নি! নিশ্চয় খুনী ফেলে গেছে।'

'ভি. ভি. ৩৪১। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'ভি. ভি. কি ? হয়তো কারও নামের আদ্য অক্ষর। ডাঃ উড, এখানে কি পেলেন ?'

অগ্নিকুণ্ডের সামনে কম্বলের উপর একটা প্রমাণ সাইজের হাতুড়ি পড়ে ছিল—সাধারণত যেধরনের হাতুড়ি মজুররা ব্যবহার করে থাকে। ম্যাণ্টেলপিসের উপর রাখা পিতলের মাথাওয়ালা পেরেকের একটা বাক্সের প্রতি সেসিল বার্কার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

বলল, 'মিঃ ডগলাস গতকাল ছবিগুলি নতুন করে ঝোলাচ্ছিলেন। আমি নিজে তাকে দেখেছি চেয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে ঐ বড় ছবিটা লাগাতে। সেই

জন্যই হাতুড়িটা আনা হয়েছিল।'

বিব্রতভাবে বিচলিত মাথাটা চুলকোতে চুলকোতে সার্জেন্ট বলল, 'কম্বলের উপরে যেখানে ওটা ছিল সেইখানেই রেখে দেওয়া ভাল। এ রহস্যের তলদেশে পৌছতে পুলিশ বাহিনীর সেরা সব মস্তিষ্কের প্রয়োজন হবে। লণ্ডনের হাত না পড়লে এ ব্যাপার শেষ হবে না।' হাত-বাতিটা তুলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে ঘরের চারদিকে হাঁটতে লাগল। জানালার পর্দাটা একদিকে সরিয়ে হঠাৎ সে উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে উঠলো, 'হ্যালো! এসব পর্দা কখন নামানো হয়েছিল?'

খানসামা বলল, 'যখন আলো জ্বালা হয়েছিল। চারটের কিছু পরেই।'

'নিশ্চয় এখানে কেউ লুকিয়েছিল।' সে আলোটা নীচু করে ধরতেই এক কোণে কাদা-মাখা জুতোর ছাপ স্পষ্ট চোখে পড়ল। 'মিঃ বার্কার, আমি বলতে বাধ্য যে এর দ্বারা আমার অভিমতই সমর্থিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে চারটের পরে যখন পর্দা নামানো হয় এবং ছটার আগে যখন সেতুটা তোলা হয় সেই সময়ে লোকটি বাড়িতে ঢুকেছিল। এই ঘরটাই তার প্রথমে নজরে পড়ে, তাই এই ঘরেই সে ঢুকে পড়ে। লুকোবার মত আর কোন জায়গা না পেয়ে সে এই পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে।' এ তো বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সম্ভবত তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাড়িতে চুরি করা, কিন্তু মিঃ ডগলাস হঠাৎ তার সামনে এসে পড়ায় তাকে খুন করে পালিয়ে যায়।'

বার্কার বলল, 'আমি তো তাই মনে করি। কিন্তু আমি বলি কি, আমরা কি মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট করছি না? লোকটি পালাবার আগেই আমাদের বাইরে গিয়ে সর্বত্র খোঁজ করা দরকার নয় কি?'

সার্জেন্ট একমুহূর্ত ভাবল।

'সকাল ছ'টার আগে কোন ট্রেন নেই, কাজেই রেলপথে সে পালাতে পারবে না। সম্পূর্ণ ভিজে পা নিয়ে যদি সে রাস্তায় নামে তাহলে অনেকেই তাকে লক্ষ্য করবে। যাই হোক, আর কেউ না আসা পর্যন্ত আমি এ স্থান ত্যাগ করতে পারি না। কিন্তু আমি মনে করি সব ব্যাপারটা খোলাখুলি না বোঝা পর্যন্ত আপনাদের কারোর এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত নয়!'

ডাক্তার বাতিটা নিয়ে মৃতদেহটা ভাল করে দেখছিল। সে প্রশ্ন করল, 'এ চিহ্নটা কিসের? খুনের সঙ্গে এর কি কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?'

মৃত ব্যক্তির ডান হাতটা ড্রেসিং-গাউন থেকে বের করা অবস্থায় কনুই পর্যন্ত সম্পূর্ণ খোলা ছিল। হাতের মাঝামাঝি জায়গায় বাদামী রঙের একটা আশ্চর্য নক্সা আঁকা রয়েছে—একটি বৃত্তের মাঝখানে একটি ত্রিভুজ। চর্বি-রঙের চামড়ার উপরে নক্সাটা খুবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ডাক্তার বলল, 'এটা তো উল্কি নয়। এরকম কিছু আমি কখনও দেখি নি। গরু-ছাগলকে যেমন ছাপ দেওয়া হয়, একেও

তেমনি কোন এক সময়ে ছাপ দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ কি?'

সেসিল বার্কার বলল, 'এর অর্থ আমিও জানি না। গত দশ বছরই ডগলাসের হাতে এই 'চিহ্নটা' আমি দেখেছি।'

খানসামা বলল, 'আমিও দেখেছি। কর্তা যখনই জামার আস্তিন গুটাতেন তখনই ঐ চিহ্নটা আমি দেখেছি। অনেক সময় অবাক হয়ে ভেবেছি এটা কি হতে পারে।'

সার্জেন্ট বলল, 'যাই হোক, খুনের সঙ্গে তাহলে ওটার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। এ কেসের সব কিছুই অদ্ভুত। আরে, আবার কি হল?'

খানসামা সবিস্ময়ে চীৎকার করে মৃত ব্যক্তির ছড়ানো হাতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ঢোক গিলে বলল, 'ওরা বিয়ের আংটিটা নিয়ে গেছে।'

'কি?'

'সত্যি। কর্তা সব সময়ই বাঁ হাতের কণিষ্ঠায় সোনার বিয়ের আংটিটা পরে থাকতেন। তার ঠিক উপরে থাকত সোনার পিণ্ড বসানো আংটিটা, আর কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মত আংটিটা থাকত তৃতীয় আঙুলে। দুটো আংটিই আঙুলে রয়েছে, কিন্তু বিয়ের আংটিটা উধাও।'

বার্কার বলল, 'ও ঠিকই বলছে।'

সার্জেন্ট বলল, 'তুমি কি বলতে চাও বিয়ের আংটিটা অন্য আংটির নীচে ছিল?'

'সব সময়ই থাকত।'

'তাহলে খুনী, অথবা অন্য যেই হোক, প্রথমে পিণ্ড বসানো আংটিটা খুলে তারপর বিয়ের আংটিটা খুলেছে এবং পিণ্ড-বসানো আংটিটা পরে আবার পড়িয়ে দিয়েছে?'

'তাই হবে।'

উপযুক্ত গ্রাম্য পুলিশটি মাথা নাড়ল।

সে বলল, 'মনে হচ্ছে লণ্ডন থেকে এসে যত তাড়াতাড়ি কেসটা হাতে নেয় ততই মঙ্গল। হোয়াইট ম্যাসন চালাক লোক। স্থানীয় যেকোন ব্যাপারে হাত দিতে সে কখনও পিছ-পা হয় নি। অনতিবিলম্বেই সে আমাদের সাহায্য করতে এখানে হাজির হবে। কিন্তু আমি মনে করি কোন কিছু করবার আগে লণ্ডনে খবর পাঠাতে হবে। মোট কথা, একথা স্বীকার করতে আমার কোন লজ্জা নেই যে আমাদের মত লোকের পক্ষে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।'



৪ : অন্ধকার

বার্লস্টোনের সার্জেন্ট . উইলসনের জরুরি ডাক পেয়ে সাসেক্সের প্রধান

গোয়েন্দা যখন সকাল তিনটেয় একটা এক-ঘোড়ার গাড়ি চেপে হেডকোয়ার্টার থেকে এসে পৌঁছল ঘোড়াটা তখন রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাচ্ছে। সকাল পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনে সে স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ডে খবর পাঠিয়েছিল, আর আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য বারোটার সময় বার্লস্টোন স্টেশনে হাজির ছিল। মিঃ হোয়াইট ম্যাসন শান্তশিষ্ট আয়েসী ধরনের লোক ; পরনে একটা ঢিলে টুইডের স্যুট, পরিষ্কার-কামানো লালচে মুখ, বলিষ্ঠ গড়ণ, পট্টি-জড়ানো মোটা পা। দেখতে অনেকটা ছোটখাট জোতদারের মত, বা অবসরপ্রাপ্ত শিকার-রক্ষকের মত, অথবা একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার ছাড়া অন্য যে কারও মত।

সে বার বার বলতে লাগল, 'সত্যি একটা ভয়ংকর কাণ্ড মিঃ ম্যাকডোনাল্ড। খবর পেলেই খবরের কাগজের লোকেরা এসে মাছির মত ঘিরে ধরবে। আমি আশা করছি তারা এসে নাক গলিয়ে সূত্র-টুত্রগুলো গুলিয়ে ফেলবার আগেই আমাদের কাজ শেষ করে ফেলব। এরকম আর কোন ঘটনা তো আমার স্মরণে আসছে না। মিঃ হোমস অবশ্য কিছু কিছু বুঝতে পারবেন। ডাঃ ওয়াটসন, আপনিও পারবেন, কারণ কাজ শেষ করবার আগে ডাক্তারদের কথাও শুনতে হবে বৈকি। ওয়েষ্টভিল আর্মস-এ আপনাদের ঘর ঠিক করা আছে। এছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই এখানে নেই। তবে শুনেছি ওটাও ভাল এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এই লোকটা আপনাদের জিনিস-পত্র নিয়ে যাবে। আপনারা এদিকে আসুন।'

সাসেক্সের এই গোয়েন্দাপ্রবর খুব ব্যস্তসমস্ত ভদ্রলোক। দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল. আরও দশ মিনিটের মধ্যেই সরাইখানার বসবার ঘরে বসে পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাগুলি আমাদের জানিয়ে দেওয়া হল। ম্যাকডোনাল্ড মাঝে মাঝে নোট নিল। হোমস চুপচাপ বসে রইল। একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী যেভাবে একটি বিরল ও মূল্যবান ফুলকে পর্যবেক্ষণ করে তার চোখে-মুখেও সেই বিস্ময় ও সশ্রদ্ধ প্রশংসা ফুটে উঠল।

কাহিনী শেষ হলে সে বলল, 'অসাধারণ! খুব অসাধারণ! এর চাইতে অদ্ভুত লক্ষণযুক্ত কোন ঘটনাই আমি মনে করতে পারছি না।'

হোয়াইট ম্যাসন সানন্দে বলে উঠল, মিঃ হোমস, আমি জানতাম আপনি এই কথাই বলবেন। সাসেক্সে আমরা তিলমাত্র বিলম্ব করি নি। আজ সকাল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে সার্জেণ্ট উইলসনের কাছ থেকে কেসটা বুঝে নেবার সময় পর্যন্ত কি কি ঘটেছিল সবই আপনাকে বলেছি। অবশ্য এতটা তাড়াহুড়া করবার দরকার ছিল না, কারণ ঠিক সেইমুহূর্তে আমাদের কিছুই করবার ছিল না। সার্জেণ্ট উইলসনই সব ঘটনা সংগ্রহ করেছিলেন। আমি সেগুলি মিলিয়ে দেখেছি, তা নিয়ে ভেবেছি এবং হয় তো দু একটা যোগও করেছি।

হোমস সাগ্রহে প্রশ্ন করল, 'কি কি করেছেন?'

'মানে, প্রথমেই হাতুড়িটা পরীক্ষা করেছি। ডাঃ উডও আমাকে সাহায্য করেছেন। তাতে কোন আঘাতের চিহ্নই দেখতে পাই নি। আমি আশা করেছিলাম, মিঃ ডগলাস যদি হাতুড়িটা দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকেন তাহলে ওটাকে মাদুরের উপর ফেলে দেবার আগে তিনি নিশ্চয়ই ওটা দিয়ে খুনীকে আঘাত করেছেন। কিন্তু ওতে কোন দাগ লেগে নেই।'

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'তাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না। হাতুড়ির আঘাতে অনেক খুনের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে হাতুড়িতে কোন দাগ নেই।'

'ঠিক। এতে প্রমাণ হয় না যে হাতুড়ি ব্যবহার করা হয় নি। কিন্তু হাতুড়িতে দাগ থাকতেও পারত এবং তাহলে আমাদের সুবিধা হত। যাহোক, বাস্তবক্ষেত্রে কোন দাগ ছিল না। তারপর বন্দুকটা পরীক্ষা করলাম। তাতে ছিল ছররা গুলি এবং সার্জেন্ট উইলসনই বলেছেন যে সব ক'টা ঘোড়া তার দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা ছিল যাতে শেষের ঘোড়াটা টানলেই দুটো নল থেকেই গুলি ছোটে। এ ব্যবস্থা যার মাথায়ই আসুক সে স্থির করেই নিয়েছিল যে গুলি ফস্কাবার কোন ঝুঁকিই সে নেবে না। করাত-কাটা বন্দুকটা দু'ফুটের বেশী লম্বা নয়; অনায়াসেই সেটাকে কোটের নীচে লুকিয়ে আনা যায়। বন্দুক-প্রস্তুতকারকের পুরো নামটাও পাওয়া যায় নি; দুটো নলের মাঝখানে "পি-ই-এন" অক্ষর তিনটি ছাপা আছে, নামের বাকি অংশটা করাত দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে।"

হোমস প্রশ্ন করল, 'একটা বড় "পি", মাথায় আঁকড়ি দেওয়া—"ই" এবং "এন" অপেক্ষাকৃত ছোট?'

'ঠিক তাই।'

'পেনসিলভেনিয়া স্মল আর্ম কোম্পানি—বিখ্যাত আমেরিকান প্রতিষ্ঠান', হোমস বলল।

হোয়াইট ম্যাসন হাঁ করে আমার বন্ধুর দিকে তাকাল,—হার্লে স্ট্রীটের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এক কথায় কোন জটিল সমস্যার মীমাংসা করে দিলে ক্ষুদে গ্রাম্য ডাক্তার যেমনভাবে তার দিকে তাকায় ঠিক তেমনিভাবে।

'এটা আমাদের খুব কাজে লাগবে মিঃ হোমস। আপনি ঠিক ধরেছেন। আশ্চর্য—আশ্চর্য! পৃথিবীর সব বন্দুক-প্রস্তুতকারীর নাম কি আপনি মুখস্ত করে রেখেছেন নাকি?'

হোমস হাত নেড়ে ব্যাপারটা থামিয়ে দিতে চাইল।

হোয়াইট ম্যাসন কিন্তু বলেই চলল, 'এটা যে আমেরিকান শট-গান সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে কোথায় যেন পড়েছি। আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে এইভাবে বন্দুকের নল কেটে ব্যবহার করা হয়। বন্দুকের

উপরের নামটা ছাড়া বাকি কথাগুলো আমার মনেও এসেছিল। তাহলে একটা প্রমাণ পাওয়া গেল, যে লোকটা বাড়িতে ঢুকে গৃহকর্তাকে খুন করেছে সে একজন আমেরিকান।'

ম্যাকডোনাল্ড মাথা নাড়ল। বলল, 'আপনি বড় বেশী জোরে ছুটছেন। এ বাড়িতে কোন অপরিচিত লোক যে ঢুকেছিল তার কোন প্রমাণই তো এখনও পাওয়া যায় নি।'

'কেন? খোলা জানালা, গোবরাটে রক্তের দাগ, অদ্ভুত একটা কার্ড, এক কোণে জুতোর ছাপ, বন্দুক।'

'সবই তো সাজানো ব্যাপার হতে পারে। মিঃ ডগলাস স্বয়ং একজন আমেরিকান, অন্তত দীর্ঘকাল আমেরিকায় ছিলেন। মিঃ বার্কারও তাই। মার্কিন ধরনের কাজ-কর্মের জন্য বাইরে থেকে একজন আমেরিকান আমদানী করার তো কোন প্রয়োজন দেখি না।'

'খানসামা এমেস—'

'তার সম্পর্কে কি বলতে চান? সে কি বিশ্বাসযোগ্য?'

'স্যার চার্লস চ্যাণ্ডোসের সঙ্গে দশ বছর ছিল—পাথরের মত খাঁটি। পাঁচ বছর আগে জমিদার-বাড়ি নেবার পর থেকেই সে ডগলাসের সঙ্গে আছে। এ ধরনের বন্দুক এ বাড়িতে সে কোনদিন দেখে নি।'

'বন্দুকটা লুকনো ছিল। তার জন্যই নল কেটে ফেলা হয়েছিল। যাতে যেকোন বাক্সে ধরে যায়। কেমন করে সে শপথ করে বলবে যে এ বাড়িতে ওরকম বন্দুক ছিল না?'

'অন্তত সে কখনও দেখে নি।'

ম্যাকডোনাল্ড তার স্কচ মাথাটাকে তথাপি নাড়তে লাগল। বলল, 'তবু আমি মানতে পারি না যে এ বাড়িতে কেউ ঢুকেছিল। যদি ধরে নেওয়া যায় যে বন্দুকটা আগে থেকেই এ বাড়িতে আনা হয়েছিল এবং এই সব বিচিত্র ঘটনা বাইরের একটি লোক এসে করেছে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় ভাল করে চিন্তা করে দেখুন। আরে বাবা, এটা একেবারেই অভাবনীয়। সাধারণ বুদ্ধির অতীত। মিঃ হোমস, আপনি তো সবই শুনেছেন, আপনার অভিমতটাই বলুন।'

হোমস বিচারকের ভঙ্গীতে বলল, 'বেশ, মিঃ ম্যাক, আপনার বক্তব্যই আগে বলুন।'

'যদি ধরেই নেওয়া যায় যে এরকম কেউ আছে তাহলেও সে চোর নয়। আংটি আর কার্ড থেকে মনে হয় কোন ব্যক্তিগত কারণে পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে হত্যা করা হয়েছে। ভাল কথা। একটি লোক খুনের সুচিন্তিত উদ্দেশ্য নিয়েই বাড়িতে ঢুকল। আর কিছু না জানলেও এটা সে জানে যে বাড়িটা চারদিকে জলবেষ্টিত হওয়ায় তার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া খুব শক্ত।

কি অস্ত্র সে বেছে নেবে? নিশ্চয় বলবেন, পৃথিবীর সব চাইতে নিঃশব্দ অস্ত্র। তাহলে সে আশা করতে পারে যে কাজ শেষ করে জানালা দিয়ে দ্রুত চলে গিয়ে পরিখা পার হয়ে ধীরেসুস্থে পালাতে পারবে। এটা বুঝতে পারি। কিন্তু এটা কি সহজবোধ্য যে সে এমন একটা অস্ত্র বেছে নেবে যাতে সবচেয়ে বেশী শব্দ হয়, যার ফলে বাড়ির সব মানুষ অতি দ্রুত ছুটে সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারে এবং এই সম্ভাবনাই যেখানে সমধিক যে পরিখা পার হবার আগেই সে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়বে? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা মিঃ হোমস?'

আমার বন্ধু চিন্তিতভাবে জবাব দিল, 'আপনার বক্তব্য বেশ জোরালো-ভাবেই তুলে ধরেছেন। মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, লোকটি পরিখার জল পার হয়ে গিয়ে থাকলে পরিখার অপর পারে সেরকম কোন চিহ্ন আছে কি না দেখবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আপনি অপর পারটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন কি না এ প্রশ্ন আপনাকে করতে পারি কি?'

'কোন চিহ্ন ছিল না মিঃ হোমস। কিন্তু পরিখা পাথরে বাঁধানো, কাজেই কোন চিহ্ন থাকবে আশাও করা যায় না।'

'কোন পায়ের দাগ বা চিহ্ন?'

'কিছু না।'

'আচ্ছা! মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, এখনই আমরা যদি সে বাড়িতে যাই, কোন আপত্তি হবে কি? হয় তো সেখানে এমন কিছু পেয়ে যেতে পারি যাতে কোন হদিস মিলতে পারে।'

'এ প্রস্তাব আমিই করতে যাচ্ছিলাম মিঃ হোমস। তবে আমি মনে করলাম যে সেখানে যাবার আগে সব আপনাকে জানানো দরকার। আমি মনে করি, যদি কিছু আপনার নজরে পড়ে—' হোয়াইট ম্যাসন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সৌখীন লোকটির দিকে তাকাল।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বলে উঠল, 'এর আগেও মিঃ হোমসের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তিনি খেলতে জানেন।'

হোমস হেসে বলল, 'অন্তত আমি যাকে খেলা মনে করি। কোন কেস আমি হাতে নিই ন্যায়ের লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং পুলিশের কাজে সাহায্য করতে। যদি কখনও সরকারী বাহিনী থেকে নিজেকে আলাদা করে থাকি, তাহলে তার কারণ তারাই আমার কাছ থেকে নিজেদের আলাদা করে নিয়েছে। তাদের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকারের বাসনা আমার কোনদিনই নেই। মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, সেই সঙ্গে এও জানবেন যে আমার নিজের মত করে কাজ করবার এবং আমার সময় মত ফলাফল—সম্পূর্ণ ফল, ভাগে ভাগে নয়—জানবার অধিকার আমি সব সময় দাবী করে থাকি।'

হোয়াইট ম্যাসন সাদরে বলল, 'আমি জানি আপনার উপস্থিতিতে আমরা

সম্মানিত। যা কিছু আমরা জানি সব আপনাকে দেখাব। আসুন ডাঃ ওয়াটসন। আশা করি সময়মত আমরাও আপনার বইতে একটু স্থান পাব।'

পরিপাটি গ্রাম্য পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। পথের দু'ধারে ছেঁটে-দেওয়া দেবদারু গাছের সারি। অদূরেই দুটো প্রাচীন পাথরের স্তম্ভ কালের ছোঁয়ায় মলিন, শ্যাওলায় ঢাকা। তাদের মাথায় দুটো বিকৃত বস্তু—একসময়ে হয়ত বার্লস্টোনের কাপুস-অরণ্যের লম্ফনোন্মুখ দুটো সিংহই ছিল। চারদিকে এমন তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ও ওক গাছের সারি যা শুধু ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায়। তার ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে কিছুটা হেঁটে হঠাৎ একটা বাঁক নিতেই আমাদের সামনে দেখা দিল যকৃৎ-রঙের ইটে-গড়া লম্বা নীচু জ্যাকোবীয় বাড়িটা—তার দুই পাশে ছাটা দেবদারু গাছের পুরনো ধরনের বাগান। আর একটু অগ্রসর হতেই দেখা দিল কাঠের টানা সেতু আর সুদৃশ্য চওড়া পরিখা। শীতকালের রৌদ্র পরিখার শান্ত জল গলানো রূপোর মত ঝক্‌ঝক্ করছে। এই প্রাচীন জমিদার-বাড়ি তৈরি হবার পর তিনটি শতাব্দী পার হয়ে গেছে, কত জন্ম ও ঘরে-ফেরা কত পল্লী-নৃত্য ও শৃগাল শিকারীদের জমায়েত। কী আশ্চর্য যে বাড়িটার এই বৃদ্ধ বয়সে এর দেয়ালে দেয়ালে এমন একটা ভীষণ ঘটনার ছায়া পড়েছে। অথচ ঐ শিখরসদৃশ বিচিত্র ছাদ আর ঝুলে-পড়া ত্রিকোণ অলংকরণ বুঝি এই ভীষণ ভয়ংকর ষড়যন্ত্রেরই উপযুক্ত আবরণ। বাড়িটার বড় বড় জানালার সারি আর ফিকে রঙের টানা সম্মুখ ভাগটা দেখতে দেখতে আমার মনে হল, এরূপ শোকাবহ ঘটনার এর চাইতে উপযুক্ত পটভূমি আর কিছু হতে পারে না।

হোয়াইট ম্যাসন বলল, 'ঐ সেই জানালা,—টানা সেতুর ঠিক ডান দিকে। গত রাতের মত আজও ওটা খোলাই আছে।'

'একটা লোকের যাবার পক্ষেও তো ওটা বেশ সরু মনে হচ্ছে।'

'আর যাই হোক, লোকটা মোটা ছিল না। মিঃ হোমস, আপনার অনুমানের সাহায্য ছাড়াই একথা আমরা বলতে পারি। কিন্তু আপনি বা আমি ঠিকই চলে যেতে পারব।'

হোমস পরিখার কিনারা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে সামনে তাকাল! তারপর পাথরে বাঁধানো ধার ও তার পাশের ঘাসের সীমানা পরীক্ষা করে দেখল।

হোয়াইট ম্যাসন বলল, 'আমি ভাল করেই দেখেছি মিঃ হোমস, ওখানে কিছুই নেই; কোন মানুষের নামবার চিহ্নও নেই। কিন্তু চিহ্ন সে রাখবেই বা কেন?'

'ঠিক। কেন রাখবে? জল কি সব সময়ই ঘোলা থাকে?'

'সাধারণত এই রকমই রং। নদীর স্রোতে কাদা আসে।'

'এটা কতটা গভীর?'

'প্রত্যেক দিকে দু'ফুটের মত, আর মাঝখানে তিন ফুট।'

'তাহলে এটা পার হতে লোকটার ডুবে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'না ; একটা শিশুও এতে ডুবতে পারে না।'

টানা সেতুটা পার হলে একটা শুকনো পাকানো দড়ির মত লোক আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। সে খানসামা এমেস। বেচারি বুড়ো মানুষটা এই আঘাতে যেন সাদা হয়ে গেছে। তখনও কাঁপছে। লম্বা বিষণ্ণ গ্রাম্য সার্জেন্টটি তখন সেই দুর্ভাগা ঘরে পাহারা দিচ্ছে। ডাক্তার চলে গেছে।

হোয়াইট ম্যাসন জিজ্ঞাসা করল, 'কোন নতুন খবর আছে সার্জেন্ট উইলসন ?'

'না স্যার।'

'তুমি এখন বাড়ি যেতে পার। অনেক কষ্ট করেছ। দরকার হলে তোমাকে ডেকে পাঠাব। খানসামাটি বরং বাইরে অপেক্ষা করুক। তাকে বলে যাও, সে যেন মিঃ সেসিল বার্কার, মিসেস ডগলাস ও গৃহকর্ত্রীকে জানিয়ে দেয় যে শীঘ্রই আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলব। এবার, ভদ্রমহোদয়গণ! প্রথমে আমার নিজের অভিমত আপনাদের শোনাচ্ছি, তারপর আপনারা নিজ নিজ মতামত গঠন করতে পারবেন।'

এই গ্রাম্য বিশেষজ্ঞটিকে আমার ভাল লাগল। ঘটনা সম্পর্কে তার জ্ঞান নির্ভরযোগ্য ; তার সাধারণ বুদ্ধিও শান্ত এবং স্পষ্ট। ফলে তার লাইনে সে ভালই অগ্রসর হতে পারবে। হোমস একাগ্র মনে তার কথা শুনছিল। সরকারী মুখপাত্রটির কথায় তার মুখে যে অধৈর্যভাব ফুটে ওঠে সেটা এর বেলায় দেখা যাচ্ছে না।

'ভদমহোদয়গণ, আমাদের প্রথম প্রশ্ন—এটা আত্মহত্যা না খুন। কেমন তাই নয় কি ? যদি আত্মহত্যা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে এই লোকটি শুরুতেই তার বিয়ের আংটিটা খুলে লুকিয়ে রাখে ; তারপর ড্রেসিং-গাউন পরে এখানে আসে, কোন লোক পর্দার ওপাশে অপেক্ষা করেছিল এই ধারণা সৃষ্টি করবার জন্য এক কোণে পা দিয়ে কাদা মাখিয়ে দেয়, জানালাটা খোলে, গোবরাটের উপর রক্ত মাখিয়ে—'

'এ সম্ভাবনাকে আমরা নিশ্চয় বাতিল করে দিতে পারি ; ম্যাকডোনাল্ড বলল।

'আমিও তাই মনে করি। আত্মহত্যার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে খুন করা হয়েছে। আমাদের স্থির করতে হবে, বাড়ির বাইরের অথবা ভিতরের কোন লোক সেকাজ করেছে।'

'আগে যুক্তিটা শোনা যাক।'

'দু'দিকেই যথেষ্ট গোলমাল আছে, অথচ দুটোর একটা হতেই হবে। প্রথমে ধরে নিচ্ছি বাড়ির ভিতরকার কোন লোক বা একাধিক লোক কাজটা করেছে। এমন একটা সময়ে তারা লোকটিকে এখানে পেয়েছিল যখন সব কিছু চুপচাপ

অথচ কেউ ঘুমোয় নি। তারপর পৃথিবীর সব চাইতে অদ্ভুত এবং সশব্দ অস্ত্র দিয়ে কাজটি সমাধা করল যেন ঘটনাটা সকলকে জানাবার জন্যই—অথচ ঐ অস্ত্রটা এ বাড়িতে কেউ কখনও দেখে নি। আরম্ভটা খুব সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে কি?'

'না, মনে হচ্ছে না।'

'আচ্ছা, তাহলে আমরা সকলেই একমত যে বিপদের সংকেত পাবার এক মিনিটের মধ্যেই বাড়ির সব লোক—শুধুমাত্র মিঃ সেসিল বার্কার নয়, যদিও তিনিই প্রথম এসেছিলেন বলে দাবী করেছেন, সেই সঙ্গে এমেস এবং অন্য সবাই—ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। আপনারা কি বলতে চান যে ওইটুকু সময়ের মধ্যে দোষী লোকটি এক কোণে পায়ের ছাপ রাখল, জানালাটা খুলল। গোবরাটে রক্তের দাগ লাগাল, মৃত ব্যক্তির আঙুল থেকে বিয়ের আংটিটা খুলে নিল, এবং আরও অনেক কিছু করল? এটা অসম্ভব!'

'হোমস বলল, 'আপনি খুব পরিষ্কারভাবে ব্যাপারটা বলেছেন। আমি আপনার সঙ্গে একমত।'

'দেখুন, তাহলে এই সিদ্ধান্তেই আমরা ফিরে যেতে বাধ্য যে বাইরের কোন লোক একাজ করেছে। এখানেও আমাদের অনেক বড় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু আর যাই হোক সেগুলো অসম্ভব নয়। এই লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল চারটে ত্রিশ মিনিট থেকে ছ'টার মধ্যে—অর্থাৎ গোধূলি এবং সেতুটা তুলে নেবার সময়ের মধ্যে। কয়েকজন অতিথি এসেছিলেন বলে দরজাটা খোলাই ছিল, কাজেই তার ঢুকবার পথে কোন বাধা ছিল না। সে একজন সাধারণ চোর হতে পারে, অথবা মিঃ ডগলাসের বিরুদ্ধে তার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশও থাকতে পারে। যেহেতু মিঃ ডগলাস তার জীবনের অধিকাংশ সময় আমেরিকায় কাটিয়েছেন, এবং যেহেতু এই বন্দুকটি আমেরিকান অস্ত্র বলেই মনে হয়, সেই হেতু ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকার সম্ভাবনাই সমধিক। সে লুকিয়ে ঘরে ঢোকে, কারণ এই ঘরই সে প্রথম দেখতে পায়, এবং পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। রাত এগারোটা পর্যন্ত সে সেখানেই লুকিয়ে থাকে। সেই সময় মিঃ ডগলাস ঘরে ঢোকেন। সাক্ষাৎকার খুব ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল, অবশ্য যদি কোন সাক্ষাৎকার ঘটে থাকে, কারণ মিসেস ডগলাস বলেছেন যে তার স্বামী তার কাছ থেকে যাবার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি গুলির শব্দ শুনেছেন।'

'মোমবাতিটাও তাই বলে,' হোমস বলল।

'ঠিক। নতুন মোমবাতিটার আধ ইঞ্চির বেশী পোড়ে নি। আক্রান্ত হবার আগেই তিনি মোমবাতিটা টেবিলের উপর রেখেছিলেন, অন্যথায় তার ভূপতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতিটাও পড়ে যেত। এর থেকে বোঝা যায় ঘরে ঢোকামাত্রই তিনি আক্রান্ত হন নি। মিঃ বার্কার যখন ঘরে ঢোকেন

তখন বাতিটা জ্বালানো এবং মোমবাতিটা নেভানো ছিল।'

'এসবই বেশ পরিষ্কার।'

'আচ্ছা। এবার এর ভিত্তিতেই সব ব্যাপারটা আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি। মিঃ ডগলাস ঘরে ঢুকলেন। মোমবাতিটা রাখলেন। পর্দার আড়াল থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল। তার হাতে বন্দুক। সে বিয়ের আংটিটা দাবী করল—কেন তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কিন্তু ঐ রকমটাই হওয়া চাই। মিঃ ডগলাস সেটা দিয়ে দিলেন। তারপর হয় ঠাণ্ডা মাথায়, আর না হয় ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে—হয় তো মাদুরের উপরে পাওয়া হাতুড়িটা ডগলাস হাতে নিয়েছিলেন—সে এইরকম ভয়ংকরভাবে ডগলাসকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। সে বন্দুকটা ফেলে দেয় এবং মনে হয় এই অদ্ভুত কার্ডটা "ভি. ভি. ৩৪১"-এর অর্থ যাই হোক,—এটাও ফেলে দেয়। তারপর সে জানালা দিয়ে নেমে পরিখা পার হয়ে পালিয়ে যায়। আর ঠিক সেইমুহূর্তে সেসিল বার্কার দেখতে পান যে খুন হয়েছে। এটা কি রকম মনে করেন মিঃ হোমস?'

'খুবই কৌতূহলজনক, কিন্তু কেমন যেন ঠিক মনে ধরছে না।'

'আরে মশাই, এছাড়া আর যা কিছু ভাবা যাক সে যে আরও মনে ধরবে না, নইলে এসব কথাই তো একেবারে অর্থহীন,' ম্যাকডোনাল্ড কথাগুলি বলে উঠল। 'একজন কেউই লোকটিকে খুন করেছে; সে যেই হোক না কেন, তার যে অন্যভাবেও একাজ করা উচিত ছিল সেটা আমি স্পষ্ট করেই প্রমাণ করে দিতে পারি। নীরবতাই যখন তার পালাবার একমাত্র সুযোগ, তখন সে একটা বন্দুক ব্যবহার করল,—এর অর্থ কি? মিঃ হোমস, আপনি যখন বলেছেন যে মিঃ হোয়াইট ম্যাসনের বক্তব্য আপনার মনঃপুত হচ্ছে না, তখন আপনাকেই পথ দেখাতে হবে।'

এই দীর্ঘ আলোচনার সময় হোমস বসে বসে সব দিকে নজর রেখেছিল। সব কথাই সে শুনেছে। সেই সঙ্গে তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটি ঘুরেছে কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। গভীর চিন্তায় কুঞ্চিত হয়েছে তার ললাট।

মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সে বলল, 'মিঃ ম্যাক, একটা সিদ্ধান্তে আসবার আগে আরও কিছু তথ্য আমি জানতে চাই। ইস্! আঘাতগুলো সত্যি ভয়াবহ। খুব অল্পক্ষণের জন্য খানসামাকে একটু ডাকবেন কি?…… এমেস, শুনলাম মিঃ ডগলাসের হাতের উপর এই অদ্ভুত চিহ্নটা—বৃত্তের মধ্যে একটা ত্রিভুজের ছাপ—তুমি অনেকবারই দেখেছ?'

'প্রায়ই দেখেছি স্যার।'

'এটার মানে কি সেবিষয়ে কোন আলোচনা কখনও শোন নি?'

'না স্যার।'

'এটা দেবার সময় নিশ্চয় খুব যন্ত্রণা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটা একটা

পোড়া দাগ। দেখ এমেস, মিঃ ডগলাসের চোয়ালের কোণে একটুকরো প্ল্যাস্টার দেখতে পাচ্ছি। উনি বেঁচে থাকতে এটা তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ স্যার, কাল সকালে দাড়ি কামাবার সময় কেটে গিয়েছিল।'

'এর আগে কখনও দাড়ি কামাতে কোথাও কেটে গেছে বলে তুমি জান?'

'অনেক দিনের মধ্যে তো নয়ই।'

'ইঙ্গিতপূর্ণ!' হোমস বলল। 'নেহাৎ ঘটনাচক্রেই এটা ঘটে থাকতে পারে, আবার এও মনে করা যেতে পারে যে কোন বিপদের আশংকাজনিত স্নায়বিক উত্তেজনার ফলেই এটা ঘটেছে। আচ্ছা এমেস, গতকাল ওর ব্যবহারে কোন রকম অস্বাভাবিকতা রক্ষা করেছিলে কি?'

'স্যার, ওকে কিছুটা চঞ্চল ও উত্তেজিত মনে হয়েছিল!'

'হ্যাঁ! আঘাতটা তাহলে একেবারেই অপ্রত্যাশিত নাও হতে পারে। খানিকটা যেন এগুনো গেছে, কি বলেন? মিঃ ম্যাক, আপনি কি কোন প্রশ্ন করবেন?'

'না মিঃ হোমস; ব্যাপারটা ঠিক হাতেই আছে।'

'আচ্ছা, এবার তাহলে এই কার্ডটায় যাওয়া যাক—"ভি. ভি. ৩৪১"। মোটা কার্ডবোর্ড। এরকম জিনিস বাড়িতে আর আছে?'

'আমার তো মনে হয় না।'

হোমস ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেল। প্রতিটি বোতল থেকে একটু কালি ব্লটিং পেপারে ঢালল। বলল, 'এ ঘরে এটা ছাপা হয় নি। এটা কাল কালি, অপরটা লালচে। লেখা হয়েছে মোটা কলমে, এগুলো সরু। না, আমি বলছি কার্ডটা অন্যত্র প্রস্তুত হয়েছে। এমেস, লেখাটার কোন মানে করতে পার?'

'না স্যার, কিছুই পারি না।'

'আপনি কি মনে করেন মিঃ ম্যাকি?'

'এক ধরনের গুপ্ত সমিতির কথা আমার মনে হচ্ছে। বাহুতে এই প্রতীক-চিহ্নও সেই কথাই বলে।'

হোয়াইট ম্যাসন বলল, 'আমারও তাই ধারণা।'

'উত্তম। এটাকেই আমরা কার্যকরী প্রকল্প হিসেবে ধরে নিতে পারি। তারপর দেখা যাক অসুবিধাগুলি দূর হয় কি না। ঐ ধরনের সমিতির কোন লোক বাড়িতে ঢুকে মিঃ ডগলাসের জন্য অপেক্ষা করে রইল এবং এই অস্ত্র দিয়ে তার মাথাটা প্রায় গুঁড়ো করে পরিখা পার হয়ে পালিয়ে গেল। যাবার আগে মৃত ব্যক্তির পাশে একখানা কার্ড রেখে গেল যাতে সেটা খবরের কাগজে প্রকাশ হলে সমিতির অন্য সদস্যরা জানতে পারে যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। এগুলো বেশ মিলে যাচ্ছে। কিন্তু অন্য সব অস্ত্র ফেলে এই বন্দুকটা কেন?'

'ঠিক।'

'আর আংটিটাই বা গেল কেন?'

'ঠিক তো।'

'এবং কেউ গ্রেপ্তার হল না কেন? এখন দুটো বেজে গেছে। আমি ধরেই নিচ্ছি, ভোর থেকে চল্লিশ মাইলের মধ্যে প্রতিটি কনস্টেবল জনৈক ভিজে-যাওয়া অপরিচিত লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে?'

'ঠিক তাই মিঃ হোমস।'

'দেখুন, কাছাকাছি যদি কোন গুপ্ত আশ্রয় না থাকে, বা হাতের কাছে বদলাবার মত পোশাক না পায়, তাহলে তো কেউ না কেউ তাকে পাবেই। অথচ এখনও পর্যন্ত কেউ তাকে পায় নি।' জানালার কাছে গিয়ে হোমস তার লেন্স দিয়ে গোবরাটের উপরকার রক্তের দাগ পরীক্ষা করতে লাগল। স্পষ্টই এটা জুতোর দাগ। খুবই চওড়া—প্রায় উত্তানপাদ বলা চলে। আশ্চর্য, কারণ এই কাদা-মাখা কোণে যে পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে তার পাতা আরও অনেক সুগঠিত। অবশ্য সবই খুব অস্পষ্ট। 'পাশের টেবিলের নীচে এটা কি?

'মিঃ ডগলাসের ডাম্বেল,' এমেস বলল।

'ডাম্বেল—এখানে তো একটা রয়েছে। অপরটা কোথায়?'

'আমি জানি না মিঃ হোমস। একটাও থেকে থাকতে পারে। কয়েক মাস হল ও দুটো আমি দেখি নি।'

'একটা ডাম্বেল—' হোমস গম্ভীরভাবে বলল। সেইমুহূর্তে দরজায় জোর আঘাত শোনা গেল। একটা লম্বা, রোদে-পোড়া, শক্ত সমর্থ পরিষ্কার কামানো লোক ভিতরে ঢুকে আমাদের দিকে তাকাল। আমার অনুমান করতে কোন কষ্ট হল না ইনিই সেই সেসিল বার্কার যার কথা আগেই শুনেছি। তার বড় বড় চোখ দুটো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের সকলের মুখের উপর দিয়ে দ্রুত ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সে বলল, 'আপনাদের আলোচনায় বাধা দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু সর্বশেষ সংবাদ আপনাদের শোনা দরকার।'

'কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে?'

'সে সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু তারা তার বাইসাইকেলটা পেয়েছে। লোকটা তার বাইসাইকেলটা ফেলে গেছে। একবার দেখবেন আসুন। হলের দরজা থেকে একশ' গজের মধ্যেই আছে।'

আমরা দেখতে পেলাম, সবুজ ঝোপের ভিতর থেকে বের করে আনা বাই-সাইকেলটা ঘিরে তিন-চার জন সহিস ও কুড়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে। বহু-ব্যবহৃত একটা রুজ-হোয়াইটওয়ার্থ, সম্ভ সম্ভ অনেক পথ চালানো হয়েছে। একটা থলের মধ্যে একটা স্প্যানার ও তেলের পাত্র রয়েছে, কিন্তু মালিকের কোন হদিস নেই।

ইন্সপেক্টর বলল. 'এই জিনিসগুলি যদি নম্বর-দেওয়া আর রেজেস্ট্রিকরা হত তাহলে পুলিশের খুব কাজে লাগত। কিন্তু যা পেয়েছি তাতেই আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সে কোথায় গেছে যদি জানতে নাও পারি, সে কোথা থেকে এসেছিল সেটা হয় তো জানতে পারব। কিন্তু লোকটা এটাকে ফেলে গেল কোন্ বুদ্ধিতে ? আর এটা ছাড়া সে গেলই বা কেমন করে ? এ কেসে কোনরকম আলোর রেখাই তো দেখতে পাচ্ছি না মিঃ হোমস।'

আমার বন্ধু চিন্তিতভাবে বলল, 'পাই নি কি ? কি আশ্চর্য !'

৫ : নাটকের কুশীলবগণ

বাড়িতে পুনরায় প্রবেশ করবার পরে হোয়াইট ম্যাসন জিজ্ঞাসা করল, 'যা কিছু দেখবার সব দেখেছেন তো ?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'আপাতত,' আর হোমস ঘাড় নাড়ল।

'তাহলে এবার হয় তো বাড়ির লোকজনদের জবানবন্দী শুনতে চাইবেন। খাবার ঘরটা সেজন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এমেস, দয়া করে তুমিই প্রথম এস। যা জান খুলে বল।'

খানসামার বিবরণ খুবই সহজ, সরল। সবকিছুতেই তার আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া গেল। পাঁচ বছর আগে মিঃ ডগলাস যখন প্রথম বার্লস্টোনে আসেন তখন থেকেই সে এখানে কাজ করছে। সে জানত মিঃ ডগলাস একজন ধনী ভদ্রলোক ; আমেরিকাতেই তিনি টাকা-পয়সা করেন। তিনি ছিলেন দয়ালু ও বিবেচক মনিব—হয় তো সব কিছুই এমেসের মনোমত নয়, কিন্তু সব কিছু তো আর মেলে না। মিঃ ডগলাসের মধ্যে কোন ভয়ের লক্ষণ সে কখনও দেখে নি—বরং তার জানার মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা নির্ভীক লোক। তিনি প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী. তাই পুরনো বাড়ির প্রাচীন রীতি অনুসারেই তিনি প্রতি রাতে টানা সেতুটা তুলে রাখবার হুকুম দিয়েছিলেন। মিঃ ডগলাস কদাচিত লণ্ডনে বা গ্রামের বাইরে যেতেন, কিন্তু খুনের আগের দিন তিনি কেনা-কাটার জন্য টার্নব্রীজ ওয়েল্‌সে গিয়েছিলেন। এমেস লক্ষ্য করেছে সেদিন থেকেই তিনি যেন কিছুটা চঞ্চল ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তাকে যেন অধৈর্য ও রুক্ষ মনে হচ্ছিল, অথচ সেরকম হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সেরাতে শুতে না গিয়ে সে বাড়ির পিছনকার ভাঁড়ার ঘরে গিয়েছিল, এমন সময় খুব জোরে ঘণ্টা বাজবার শব্দ শুনতে পায়। সে গুলির শব্দ শোনে নি, আর শোনা সম্ভবও নয়, কারণ ভাঁড়ার এবং রান্না-ঘর বাড়ির একেবারে পিছন দিকে অবস্থিত এবং কয়েকটা রুদ্ধদ্বার ঘর ও একটা লম্বা দালান পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। ঘণ্টার জোর শব্দ শুনে গৃহকর্ত্রী তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। দুজনে একসঙ্গেই বাড়ির সামনের দিকে গিয়েছিল। সিঁড়ির নীচে পৌঁছেই তারা দেখতে পায় মিসেস ডগলাস নেমে

আসছেন। না, তিনি খুব দ্রুত আসছিলেন না—তিনি যে খুব একটা বিচলিত হয়েছেন সেরকমও মনে হয় নি। তিনি সিঁড়ির নীচে নামামাত্রই মিঃ বার্কার পড়ার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন এবং মিসেস ডগলাসকে বাধা দিয়ে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন।

'ঈশ্বরের দোহাই, আপনার ঘরে ফিরে যান!' তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'বেচারি জ্যাক মারা গেছে। আপনার কিছুই করবার নেই। ঈশ্বরের দোহাই, ফিরে যান!'

সিঁড়িতেই কিছু অনুনয়-বিনয়ের পরে মিসেস ডগলাস চলে যান। তিনি চীৎকার-চেঁচামেচি করেন নি। গৃহকর্ত্রী মিসেস এলেন তাকে উপরে নিয়ে যায় এবং শোবার ঘরে তার কাছেই থাকে। তখন এমেস ও মিঃ বার্কার পড়ার ঘরে যায় এবং সেখানে সব কিছুই পুলিশ এসে যেমনটি দেখেছে সেইরকমই দেখতে পায়। সেসময় মোমবাতিটা জ্বালানো ছিল না, কিন্তু বাতিটা জ্বলছিল। তারা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল, কিন্তু রাতটা ছিল খুব অন্ধকার, তাই কিছুই দেখা বা শোনা যায় নি। তখন তারা ছুটে হল-ঘরে যায়। সেখানে সে টানা সেতু নামাবার চরকি-কলটা ঘুরিয়ে দেয়। মিঃ বার্কার পুলিশ ডাকতে ছুটে যান।

মোটামুটিভাবে এই হল খানসামার সাক্ষ্য।

গৃহকর্ত্রী মিসেস এলেনের বিবরণ এমেসের বক্তব্যেরই সমর্থক। যে ভাঁড়ার ঘরে এমেস কাজ করছিল তার থেকে মিসেস এলেনের ঘর বাড়ির সম্মুখভাগ থেকে কিছুটা কাছে। সে শুতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল এমন সময় জোর ঘণ্টার শব্দ তার মনযোগ আকর্ষণ করে। সে কানে একটু কম শোনে। হয় তো সেইজন্যই বন্দুকের শব্দটা শুনতে পায় নি। তবে একথা ঠিক যে পড়ার ঘরটা বেশ কিছুটা দূরে। তার মনে পড়ছে যেন একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। সেটাকে সে দরজার শব্দ মনে করেছিল। সেটা অনেক সময় আগেকার কথা—ঘণ্টা বাজাবার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে। মিঃ এমেস যখন বাড়ির সম্মুখ দিকে ছুটে যায়, সেও তার সঙ্গে গিয়েছিল। সে দেখতে পায়, মিঃ বার্কার খুব বিবর্ণ ও উত্তেজিতভাবে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মিসেস ডগলাস সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবার সময় তিনি তাকে বাধা দেন। তিনি তাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন, তিনিও জবাব দেন, কিন্তু তিনি কি বলেছিলেন তা শোনা যায় নি।

মিসেস এলেনকে তিনি বলেছিলেন, 'ওকে উপরে নিয়ে যাও। ওর কাছে থাক!'

কাজেই সে তাকে নিয়ে শোবার ঘরে চলে যায় এবং সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। তিনি খুব উত্তেজিতভাবে থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকেন, কিন্তু নীচে যাবার চেষ্টা করেন না। শোবার ঘরের আগুনের পাশে ড্রেসিং-গাউন পরা

অবস্থায়ই তিনি দুই-হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে ঠায় বসেছিলেন। প্রায় সারা রাত মিসেস এলেন তার কাছেই ছিল। বাকি দাসদাসীরা সকলেই শুতে চলে গিয়েছিল এবং পুলিশ আসার আগে কোন বিপদের কথাই তারা শুনতে পায় নি। বাড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে তারা ঘুমোয়, কাজেই কোন কিছু না শুনতে পাওয়াই স্বাভাবিক।

গৃহকর্ত্রীর কথা এই পর্যন্ত—জেরার ফলে সে হা-হুতাশ ও বিস্ময় প্রকাশ ছাড়া নতুন কিছুই বলতে পারে নি।

মিসেস এলেনের পরে সাক্ষী হিসাবে এল মিঃ সেসিল বার্কার। আগের রাতের ঘটনা সম্পর্কে যেকথা সে ইতিপূর্বে পুলিশের কাছে বলেছে, তাছাড়া নতুন কিছুই তার বলবার ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে সে বিশ্বাস করে যে, খুনি জানালা দিয়েই পালিয়েছে। তার মতে রক্তের দাগই এব্যাপারে চূড়ান্ত প্রমাণ। তাছাড়া সেতুটা যখন তোলা ছিল তখন পালাবার আর কোন পথই ছিল না। তারপর খুনীর কি হল, সাইকেলটা সত্যি তার হলে সেটা সে নিয়ে গেল না কেন, এসব কথার কোন ব্যাখ্যা সে দিতে পারে নি। লোকটা নিশ্চয়ই পরিখার জলে ডুবে মরে নি, কারণ কোন জায়গায়ই জল তিন ফুটের বেশী গভীর নয়।

তার নিজের মনে খুন সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট অভিমত আছে। ডগলাস খুব চাপা লোক; তার জীবনের এমনকিছু অধ্যায় আছে যে বিষয়ে সে কখনও কোন কথা বলে না। যৌবনকালে সে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে আমেরিকা চলে যায়। সেখানে তার অবস্থা ভাল হয়। বার্কারের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় কালিফোর্নিয়ায়। সেই সময় বেনিটো কেনিয়ন নামক জায়গায় একটি সফল খনির ব্যবসায় তারা অংশীদার ছিল। তাদের ব্যবসা বেশ ভালই চলছিল। হঠাৎ ডগলাস সব কিছু বেচে দিয়ে ইংলণ্ডে রওনা হয়। সেই সময় সে বিপত্নীক ছিল। পরবর্তীকালে বার্কার টাকা-পয়সা গুছিয়ে লণ্ডনে চলে আসে। এইভাবে আবার তাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ডগলাস অনেক সময়ই বলত যে একটা বিপদ তার মাথার উপরে ঝুলছে; কালিফোর্নিয়া থেকে তার হঠাৎ চলে আসা এবং ইংলণ্ডের এই নির্জন স্থানে বাড়ি ভাড়া করে থাকাও সেই বিপদের সঙ্গে জড়িত। সে মনে করত, কোন গুপ্ত সমিতি, কোন নির্মম সংগঠন তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে এবং তাকে না মেরে ফেলা পর্যন্ত তারা থামবে না। ডগলাসের কিছু কিছু কথা থেকেই তার এই ধারণা হয়েছে, যদিও সে কখনও বলে নি সেটা কোন্ সমিতি বা কেমন করে সেই সমিতিকে সে চটিয়েছে। তার ধারণা প্ল্যাকার্ডের লেখাগুলোতে ঐ গুপ্ত সমিতিরই উল্লেখ রয়েছে।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড প্রশ্ন করল, 'কালিফোর্নিয়ায় আপনি ডগলাসের সঙ্গে কতদিন ছিলেন?'

'মোট পাঁচ বছর।'

'আপনি বলছেন তিনি অবিবাহিত ছিলেন ?'

'সে বিপত্নীক ছিল।'

'কখনও কি শুনেছেন তাঁর প্রথমা স্ত্রী কোন্ দেশের মহিলা ?'

'না। মনে পড়ে সে বলেছিল, মহিলা সুইডেনীয় ছিলেন। তার ছবি আমি দেখেছি। তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হবার এক বছর আগে তিনি নিউমোনিয়ায় মারা যান।'

'তাঁর অতীত জীবন আমেরিকার কোন বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত কি ?'

'তাকে শিকাগোর কথা বলতে শুনেছি। ঐ শহরটা সে ভালই চিনত। সেখানে কাজও করেছে। কয়লা ও লোহা উৎপাদনকারী জেলাগুলির কথাও তার মুখে শুনেছি। প্রথম যৌবনে সে অনেক জায়গায় ঘুরেছে।'

'তিনি কি রাজনীতিক ছিলেন ? ঐ গুপ্ত সমিতির সঙ্গে রাজনীতি জড়িত ছিল কি ?'

'না। রাজনীতি নিয়ে সে মাথা ঘামাত না।'

'তিনি কোন পাপ কাজে লিপ্ত ছিলেন বলে কি আপনার ধারণা ?'

'ঠিক উল্টো। তার মত সোজা লোক আমি জীবনে দেখি নি।'

'কালিফোর্নিয়ায় থাকতে তার জীবনে কৌতূহলজনক কিছু ঘটেছিল কি ?'

'পার্বত্য অঞ্চলের খনিতে থাকতে ও কাজ করতেই সে ভালবাসত। যেখানে লোকসমাগম হয় সেখানে সে পারতপক্ষে যেত না। সেইজন্যই তো প্রথমে আমার সন্দেহ হয় কেউ তার পিছনে লেগেছে। তারপর যখন সে হঠাৎ ইউরোপ যাত্রা করল তখনই আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম। আমার বিশ্বাস কোনরকম বিপদ-সংকেত সে পেয়েছিল। তার চলে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে আধ ডজন লোক তার খোঁজ-খবর করেছিল।'

'কি ধরনের লোক ?'

'মানে বেশ শক্তিশালী কঠোর-দর্শন মানুষ। তারা খনিতে এসে তার গতিবিধি জানতে চেয়েছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, সে ইউরোপে গেছে, কিন্তু কোথায় তাকে পাওয়া যাবে তা আমি জানি না। দেখেই বুঝেছিলাম তারা তার ভালর জন্য আসে নি।'

'লোকগুলো কি আমেরিকান—কালিফোর্নিয়ার অধিবাসী ?'

'দেখুন, কালিফোর্নিয়ার লোকদের সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তবে তারা অবশ্যই আমেরিকান। কিন্তু তারা কেউ খনির লোক নয়। তারা যে কি তাও জানি না। তারা চলে গেলে আমি খুশিই হয়েছিলাম।'

'সেটা কি ছ'বছর আগেকার কথা ?'

'সাতের কাছাকাছি।'

'আর কালিফোর্নিয়ায় আপনারা একসঙ্গে ছিলেন পাঁচ বছর। তাহলে ব্যবসাটা কম করেও এগারো বছরের ?'

'তাই হবে।'

'খুব গুরুতর ঝগড়া না হলে এত দীর্ঘকাল সেটা কেউ জিইয়ে রাখে না। কোন তুচ্ছ কারণে এরকমটা ঘটতে পারে না।'

'আমি মনে করি এটা তাকে সারা জীবন তাড়া করেছে। কখনও তার মন থেকে মোছে নি।'

'কিন্তু কোন লোকের মাথার উপরে যদি একটা বিপদ ঝুলে থাকে এবং তার স্বরূপও যদি সে জানে, তাহলে আপনার কি মনে হয় না যে সে পুলিশের আশ্রয় নেবে?'

'হয় তো এমন কোন বিপদ যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। একটা জিনিস আপনাদের জানা উচিত। সে সব সময় সশস্ত্র থাকত। তার রিভলবারটি কখনও পকেটের বাইরে থাকত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে গত রাতে সে ড্রেসিং-গাউন পড়ে ছিল এবং রিভলবারটাকে শোবার ঘরে রেখে গিয়েছিল। আমার মনে হয়, সেতুটা তোলা হয়ে গেলে সে নিজেকে নিরাপদ ভাবত।'

ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'তারিখগুলো আর একটু স্পষ্ট করে বলুন। ডগলাস কালিফোর্নিয়া ছেড়েছেন ছ' বছর হল। আপনি আসেন পরের বছর, তাই নয় কি?'

'তাই।'

'আর পাঁচ বছর হল তিনি বিবাহ করেছেন। তাহলে তার বিয়ের সময়ই আপনি নিশ্চয় ফিরে এসেছিলেন।'

'প্রায় একমাস আগে। আমিই তার নিত-বর হয়েছিলাম।'

'আপনি মিসেস ডগলাসকে তার বিয়ের আগে চিনতেন কি?'

'না, চিনতাম না। দশ বছর আমি ইংলণ্ডের বাইরে ছিলাম।'

'তারপরে তো আপনি তার অনেক কিছুই দেখেছেন?'

বার্কার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গোয়েন্দার দিকে তাকাল:

বলল, 'তারপরে ডগলাসের অনেক কিছুই আমি দেখেছি। মিসেস ডগলাসকেও দেখেছি কারণ কোন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হলে তার স্ত্রীকেও দেখতেই হয়। আপনি যদি কল্পনা করে থাকেন—'

'মিঃ বার্কার, আমি কিছুই কল্পনা করি নি। এই কেসের ব্যাপারে যে-কোনরকম খোঁজ-খবর নিতে আমি বাধ্য। কাউকে আঘাত দিতে আমি চাই নি।'

বার্কার রাগতভাবে বলল, 'কোন কোন খোঁজ-খবরই আপত্তিকর।'

'আমরা শুধু তথ্যগুলি চাই। আপনার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থেই সব কিছু পরিষ্কার হওয়া দরকার। মিঃ ডগলাস কি তার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বকে সম্পূর্ণ অনুমোদন করতেন?'

বার্কারের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। দু'খানা শক্ত হাত কাঁপতে কাঁপতে একত্র সন্নিবদ্ধ হল।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'এ ধরনের প্রশ্ন করবার কোন অধিকার আপনার নেই। যে বিষয়ে তদন্ত করতে আপনি এসেছেন তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?'

'প্রশ্নটা আমি আবার করছি।'

'বেশ। আমি জবাব দেব না।'

'আপনি জবাব না দিতে পারেন, কিন্তু আপনার জানা দরকার যে আপনার জবাব না দেওয়াটাই একটা জবাব, কারণ লুকোবার মত কিছু না থাকলে আপনি আপত্তি করতেন না।'

বার্কার একমুহূর্ত দাঁড়াল। তার মুখ কঠিন হয়ে উঠল। মোটা কালো ভ্রূযুগল গভীর চিন্তায় নেমে এল। তারপর হেসে মুখ তুলল।

'দেখুন, বুঝতে পারছি আপনারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করছেন, সুতরাং আপনাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করবার কোন অধিকার আমার নেই। আমি শুধু চাই এ নিয়ে মিসেস ডগলাসকে আপনারা বিরক্ত করবেন না, কারণ এমনিতেই অনেক কষ্ট তিনি পেয়েছেন। আমি বলতে পারি, পৃথিবীতে বেচারি ডগলাসের একটিমাত্র দোষ ছিল—সেটা তার ঈর্ষা। সে আমাকে ভালবাসত—কোন মানুষ বন্ধুকে এর চাইতে বেশী ভালবাসতে পারে না। সে তার স্ত্রীর প্রতিও অনুরক্ত। সে চাইত আমি এখানে আসি। অনবরতই আমাকে ডেকে পাঠাত। অথচ তার স্ত্রী আর আমি যদি একসঙ্গে বসে কথা বলতাম, বা আমাদের মধ্যে যদি কোন সহানুভূতি দেখা দিত, তাহলেই ঈর্ষার ঢেউ তার উপর দিয়ে বয়ে যেত। মুহূর্তের মধ্যে সে দিশেহারা হয়ে যা খুশি বলতে থাকত। সেজন্য অনেকবার প্রতিজ্ঞা করেছি আর এখানে আসব না, কিন্তু তারপরই সে অনুতাপ করে ক্ষমা চেয়ে এমনভাবে চিঠি লিখত যে আমাকে আসতেই হত। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আমার এই শেষ কথাগুলো আপনারা বিশ্বাস করুন, তার চাইতে অনুরাগিণী বিশ্বস্ত স্ত্রী কোনদিন কোন মানুষের ছিল না—এবং এও বলতে পারি যে কোন বন্ধুই আমার চাইতে অধিক বিশ্বস্ত হতে পারে না।'

যথেষ্ট উচ্ছ্বাস ও আবেগের সঙ্গেই কথাগুলি বলা হয়েছিল, কিন্তু ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বিষয়টি ছাড়ল না।

সে বলল, 'আপনি জানেন, মৃত ব্যক্তির বিয়ের আংটি তার আঙুল থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে?'

'তাই তো মনে হয়,' বার্কার বলল।

"মনে হয়" মানে কি? আপনি জানেন এটা সত্য।'

লোকটি বিচলিত ও অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ল।

"মনে হয়" বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি, তিনি যে নিজেই আংটিটা

খুলে নিয়েছিলেন তাও হতে পারে।'

'আংটিটা খোয়া গেছে, তা সে যেই নিয়ে থাকুক, তাতেই কি মনে হয় না যে বিবাহ এবং এই শোকাবহ ঘটনা পরস্পর জড়িত?'

বার্কার চওড়া কাঁধ দুটো ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'কিসে কি মনে হয় আমি জানি না। কিন্তু আপনি যদি এই কথাই বলতে চান যে এর ফলে এই মহিলার সম্মানের হানি ঘটতে পারে'—মুহূর্তের জন্য তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল, তারপরই আপ্রাণ চেষ্টায় নিজের আবেগকে সে সংযত করল—'তাহলে আপনি ভুল করছেন।'

ম্যাকডোনাল্ড উদাসীনভাবে বলল, 'বর্তমানে আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।'

শার্লক হোমস বলে উঠল, 'একটি ছোট কথা বলবার আছে। আপনি যখন ঘরে ঢোকেন তখন টেবিলের উপর একটিমাত্র মোমবাতি জ্বলছিল, তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'সেই আলোয় আপনি দেখলেন, একটি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে?'

'ঠিক।'

'তৎক্ষণাৎ আপনি সাহায্যের জন্য ঘণ্টা বাজালেন?'

'হ্যাঁ।'

'খুব দ্রুত সাহায্য এসে গেল?'

'এক মিনিট বা কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই।'

'অথচ তারা এসে দেখল, মোমবাতিটা নিভে গেছে এবং বাতিটা জ্বালানো হয়েছে। এটা বেশ উল্লেখযোগ্য মনে হচ্ছে।'

বার্কার আবার অস্থিরচিত্ত হয়ে উঠল।

একটু থেমে সে বলল, 'আমি তো এতে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখছি না মিঃ হোমস। মোমবাতির আলোটা খুব অস্পষ্ট ছিল। আমার প্রথম চিন্তাই হয়েছিল একটা ভাল আলোর ব্যবস্থা করা। বাতিটা টেবিলের উপরেই ছিল। তাই জ্বালিয়ে দিলাম।'

'এবং ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলেন?'

'ঠিক।'

হোমস আর কোন প্রশ্ন করল না। বার্কার আমাদের প্রত্যেকের উপর সতর্ক দৃষ্টি ফেলে—আমার মনে হল সে দৃষ্টিতে একটা উদ্ধত ভাব রয়েছে—মুখ ঘুরিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড একটি চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছিল, সে মিসেস ডগলাসের সঙ্গে তাঁর ঘরেই দেখা করবে। কিন্তু মিসেস ডগলাস উত্তরে জানিয়েছেন যে তিনি খাবার ঘরেই আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি ঘরে

ঢুকলেন। বছর ত্রিশেক বয়সের দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী, অত্যন্ত সংযত ও আত্মস্থ। কৌতূহলী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তিনি তাঁর বিষণ্ণ করুণ চোখ দুটি আমাদের সকলের উপর বুলিয়ে নিলেন। তারপরই হঠাৎ কথা বললেন।

'আপনারা কোন সন্ধান পেলেন কি?'

তাঁর কণ্ঠস্বরে আশা অপেক্ষা আশংকার ছাপই বেশী ফুটে উঠেছিল—এটা কি আমার কল্পনামাত্র?

ইন্সপেক্টর বলল, 'আমরা সব রকম ব্যবস্থাই নিয়েছি মিসেস ডগলাস। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে কোনরকম অবহেলাই করা হবে না।'

মৃত মানুষের মত গলায় তিনি বললেন, 'অর্থের জন্য ভাববেন না! আমার ইচ্ছা যেন সর্ব প্রকার চেষ্টাই করা হয়।'

'আপনি হয় তো এমন কিছু বলতে পারেন যাতে ব্যাপারটার উপর কিছুটা আলোকপাত হয়।'

'আমি তা মনে করি না। তবে আমি যা জানি সবই আপনাদের বলব।'

'মিঃ সেসিল বার্কারের কাছে আমরা শুনেছি আপনি নিজে কিছুই দেখেন নি—মানে, ঘটনাস্থলে আপনি একবারও যান নি?'

'না। সিঁড়ির মুখ থেকেই সে আমাকে ফিরিয়ে দেয়। আমার ঘরে ফিরে যেতে অনুরোধ করে।'

'ঠিক তাই। আপনি গুলির শব্দ শুনেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এসেছিলেন।'

'ড্রেসিং-গাউনটা পরে নেমে এসেছিলাম।'

'মিঃ বার্কার আপনাকে সিঁড়িতে বাধা দিয়েছিলেন গুলির শব্দ শুনবার কতক্ষণ পরে?'

'কয়েক মিনিট হতে পারে। সেই মুহূর্তে সময়ের খেয়াল রাখা কঠিন। সে আমাকে আর না এগোতে অনুরোধ করে। সে বলে আমি কিছুই করতে পারব না। তখন গৃহকর্ত্রী মিসেস এলেন আমাকে উপরে নিয়ে যায়। সবই যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত।'

'আপনি গুলির শব্দ শোনবার আগে আপনার স্বামী কত সময় নীচে ছিলেন সে সম্পর্কে কোনরকম আন্দাজ করতে পারেন কি?'

'না, তা বলতে পারি না। সে ড্রেসিং-রুম থেকেই গিয়েছিল। তার কোন রকম সাড়া আমি পাই নি। রোজ রাতে সে বাড়িটা ঘুরে দেখত, কারণ অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে তার একটা ভয় ছিল। ঐ একটি ব্যাপারেই তাকে আমি বিচলিত থাকতে দেখেছি।'

'মিসেস ডগলাস, আমিও ঐ ব্যাপারটাতেই আসতে চাইছি। আচ্ছা, ইংলণ্ডেই তো আপনার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয়, তাই না?'

'হ্যা। পাঁচ বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে।'

'আমেরিকায় থাকাকালীন এমন কোন কথা কি তিনি বলেছেন যার ফলে তাঁর কোন বিপদ ঘটতে পারে ?'

জবাব দেবার আগে মিসেস ডগলাস ভাল করে ভেবে নিলেন।

অবশেষে বললেন, 'হ্যা। আমার সব সময়ই মনে হত, তার মাথার উপরে একটা বিপদ ঝুলছে। সে বিষয় নিয়ে সে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইত না। আমার প্রতি বিশ্বাসের অভাবের জন্য নয়—আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ভালবাসা ও বিশ্বাস ছিল—আমাকে সব রকম বিপদের আশংকা থেকে দূরে রাখবার জন্যই সে ওরকম করত। সে মনে করত, সব কথা জানলে আমি দিনরাত তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা ভোগ করব। তাই সে চুপচাপ থাকত।'

'তাহলে ব্যাপারটা আপনি বুঝলেন কেমন করে ?

মিসেস ডগলাসের মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'কোন স্বামী সারাজীবন তার গোপন কথা লুকিয়ে রাখবে আর যে স্ত্রী তাকে ভালবাসে তার মনে কোন সন্দেহ দেখা দেবে না, এ কি হতে পারে ? নানাভাবে আমি এটা জেনেছি। তার আমেরিকার জীবনের কতকগুলি ঘটনা সম্পর্কে কিছুই সে বলতে চাইত না—এর থেকে জেনেছি। তার কতকগুলো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থেকে জেনেছি। হঠাৎ বলে-ফেলা কতকগুলো কথা থেকে জেনেছি। অপ্রত্যাশিত নতুন লোকের দিকে সে যে-ভাবে চাইত তার থেকে জেনেছি। এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম যে তার কিছু শক্তিশালী শত্রু আছে, সে বিশ্বাস করত যে তারা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং সেইজন্য সে সব সময়ই নিজেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করত। এবিষয়ে আমি এতই নিশ্চিত ছিলাম যে বছরের পর বছর তার ফিরতে প্রত্যাশিত সময়ের চাইতে বিলম্ব ঘটলেই আমি ভীত হয়ে পড়তাম।'

হোমস বলে উঠল, 'কোন্ কোন্ কথা আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?'

মহিলা উত্তর দিলেন, "আতংকের উপত্যকা"। তাকে প্রশ্ন করলেই এই কথাটা সে বলত। "আমি আতংকের উপত্যকায় ছিলাম। এখনও তার থেকে বের হতে পারি নি।" "কোন দিন কি আতংকের উপত্যকা থেকে বের হতে পারব না ?"—যখনই তাকে অস্বাভাবিক রকমের চিন্তিত দেখেছি তখনই আমি এ প্রশ্ন তাকে করেছি। সে জবাব দিয়েছে "কখনও কখনও মনে হয় কোনদিন আমরা বের হতে পারব না।"

'নিশ্চয়ই আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আতংকের উপত্যকা বলতে তিনি কি বোঝেন ?'

'করেছি ; সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। ঘাড় নাড়তে নাড়তে সে বলত, "তার ছায়ায় আমরা একজন আছি এই যথেষ্ট খারাপ। ঈশ্বর করুন

সে ছায়া যেন তোমার উপরেও না পড়ে। ওটা হয় তো সত্যি এমন একটা উপত্যকা যেখানে সে একসময়ে ছিল এবং যেখানে তার জীবনে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছিল—সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত—কিন্তু এর বেশী আর কিছু আমি বলতে পারব না।'

'কোন নাম তিনি কখনও উল্লেখ করেন নি?'

'হ্যাঁ, তিন বছর আগে শিকারে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়লে একবার তার জ্বর-বিকার দেখা দিয়েছিল। আমার মনে আছে তখন বার বার একটি নাম সে উচ্চারণ করত। ক্রোধ এবং আতংকের সঙ্গেই করত। নামটা হল ম্যাকগিন্টি—বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি। ভাল হয়ে উঠলে তাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি কে, আর সে কার বডির মাস্টার? সে হেসে জবাব দিয়েছিল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার নয়।" এইটুকু মাত্রই তার কাছ থেকে জানতে পেরেছি। কিন্তু বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি ও আতংকের উপত্যকার মধ্যে নিশ্চয় কোন সংযোগ আছে।'

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'আর একটি কথা। লণ্ডনের একটি বোর্ডিং হাউসে মিঃ ডগলাসের সঙ্গে আপনার দেখা হয় এবং সেখানেই আপনাদের বিয়ের কথা হয়, তাই নয় কি? এই বিয়ের ব্যাপারে কোন রোমান্স মানে গোপন বা রহস্যজনক কিছু ছিল কি?'

'রোম্যান্স ছিল। চিরকালই থাকে। কিন্তু রহস্যজনক কিছু ছিল না।'

'তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না?'

'না; আমি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলাম।'

'আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন তার বিয়ের আংটিটা খোয়া গেছে। এর মানে কি? ধরুন তার অতীত জীবনের কোন শত্রু তাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে খুন করেছে। সে ক্ষেত্রেও তার বিয়ের আংটিটা নিয়ে যাবার কি কারণ থাকতে পারে?'

'আমি শপথ করে বলতে পারি', মুহূর্তের জন্য মহিলাটির ঠোঁটের উপর হাসির একটি সূক্ষ্ম ছায়া ঝিলিক দিয়ে উঠল।

তিনি জবাব দিলেন, 'আমি ঠিক বলতে পারছি না। ব্যাপারটা খুবই অসাধারণ।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'ঠিক আছে। আপনাকে আর আটকে রাখব না। এ-রকম সময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হল বলে আমরা দুঃখিত। আরও কিছু কথা অবশ্যি আছে, তবে সেগুলি যথাসময়ে আপনাকে জানালেই হবে।'

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। যে দ্রুত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে এইমাত্র তিনি আমাদের দেখছিলেন সেই দৃষ্টি আবার আমি লক্ষ্য করলাম। তিনি যেন এই প্রশ্নই করতে চাইছিলেন: "আমার সাক্ষ্য শুনে আপনারা কি বুঝলেন?" অভিবাদন জানিয়ে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন।

ঘরের দরজাটা বন্ধ হতেই ম্যাকডোনাল্ড চিন্তিতভাবে বলল, 'মহিলাটি সুন্দরী—খুবই সুন্দরী। এই বার্কার লোকটি এখানেই মজেছে। সে স্ত্রীলোকের কাছে আকর্ষণীয়ও বটে। সে নিজেই স্বীকার করেছে, মৃত ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত হয়েছিল এবং ঈর্ষার কারণ কি ছিল সেটাও ভাল করেই জানত। তারপর ঐ বিয়ের আংটি। ওটাকে ভুললে চলবে না। যে মানুষ একজন মৃতের আঙুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে নিতে—এ বিষয়ে মিঃ হোমস কি বলেন?'

আমার বন্ধু দুই হাতের উপর মাথা রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসেছিল। এখন উঠে ঘণ্টা বাজাল।

খানসামা ঘরে ঢুকলে বলল, 'এমেস, মিঃ সেসিল বার্কার এখন কোথায় আছেন?'

'দেখছি স্যার।'

একটু পরেই ফিরে এসে জানাল, বার্কার বাগানে আছে।

'আচ্ছা এমেস, কাল রাতে স্টাডিতে যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয় তখন মিঃ বার্কারের পায়ে কি ছিল মনে করতে পার কি?'

'পারি মিঃ হোমস। তার পায়ে ছিল শোবার ঘরের চটি। পুলিশে খবর দিতে যাবার সময় আমিই বুটজোড়া এনে দিয়েছিলাম।'

'সে চটিজোড়া এখন কোথায় আছে?'

'হল-ঘরের চেয়ারের নীচেয় আছে।'

'খুব ভাল কথা এমেস। আমাদের জানা দরকার কোন্‌টা মিঃ বার্কারের পায়ের ছাপ, আর কোন্‌টা বাইরের লোকের।'

'ঠিক কথা স্যার। আমি আরও লক্ষ্য করেছিলাম যে চটি জুতোয় রক্তের দাগ লেগেছিল, যেমন আমার জুতোয়ও লেগেছিল।'

'ঘরের যা অবস্থা তাতে সেইটেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ঠিক আছে এমেস। দরকার হলে তোমাকে ডাকব।'

কয়েক মিনিট পরে আমরা স্টাডিতে ঢুকলাম। হোমস হল-ঘর থেকে চটি-জোড়া নিয়ে এসেছিল। এমেস ঠিকই বলেছিল, দুপাটি জুতোর তলাই রক্তে কাল হয়ে আছে।

জানালার আলোয় দাঁড়িয়ে চটিজোড়া খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে আপন মনেই বলে উঠল, 'আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য তো!'

বিড়ালের মত একলাফে ঝুঁকে পড়ে সে জানালার গোবরাটের রক্তের ছাপের উপর একপাটি চটি রাখল। একেবারে মিলে গেল। নীরবে সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

উত্তেজনায় ইন্সপেক্টরের চেহারাই পাল্টে গেল। রেলিং-এর উপর লাঠি চালালে যেরকম শব্দ হয় তার মুখের স্থানীয় উচ্চারণে কথাগুলি সেইরকম খট্‌খট্‌ করতে লাগল।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আরে মশায়! আর কোন সন্দেহ নেই! জানালার ছাপ বার্কারই করেছে। যে কোন জুতোর ছাপের চাইতে এটা চওড়া। মনে পড়ছে আপনি বলেছিলেন এটা উত্তানপাদ। এইতো তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি মিঃ হোমস—উদ্দেশ্যটা কি?'

আমার বন্ধুও চিন্তিতভাবে পুনরাবৃত্তি করল, 'হ্যাঁ, উদ্দেশ্যটা কি?'

হোয়াইট ম্যাসন মুখ টিপে হেসে আত্মতুষ্টিতে তার মোটা হাত দুটো ঘসতে লাগল।

বলে উঠল, 'বলেছিলাম না একটা ভয়ংকর ঘটনা! ঘটনাটা সত্যি ভয়ঙ্কর।'



৬: আলোর রেখা

তিনজন গোয়েন্দার অনেক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তদন্ত করবার ছিল, তাই আমি একাই গ্রামের সরাইখানায় আমাদের আস্তানায় ফিরে গেলাম। তবে যাবার আগে ঐ বাড়ির সংলগ্ন প্রাচীন ধরনের অদ্ভুত বাগানটার মধ্যে একটু হেঁটে বেড়ালাম। নানা রকম অদ্ভুত আকৃতিতে ছাঁটা সারি সারি বুনো ঝাউ গাছ দিয়ে চারদিক ঘেরা। তার ভিতরে একটি সুন্দর চত্বরের মাঝখানে একটি সূর্য-ঘড়ি। স্থানটা এতই মনোরম ও শান্ত যে আমার শ্রান্ত দেহটা যেন জুড়িয়ে গেল। ওরকম একটা পরম শান্তিময় পরিবেশে সেই অন্ধকার পড়ার ঘর আর তার মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা রক্তাক্ত দেহটাকে কি স্মৃতির আর কি বিস্মরণে একটা আজগুবি দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। অথচ বাগানের ভিতর ঘুরে ঘুরে আমার মনটাকে যখন তার গভীর প্রশান্তির মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, তখন এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যার ফলে আবার সেই শোকাবহ ঘটনার মধ্যেই আমাকে ঠেলে দিল এবং আমার মনের উপর একটা অশুভ ছায়া ফেলল।

আগেই বলেছি, সুসজ্জিত ঝাউ গাছের সারি বাগানটাকে ঘিরে রয়েছে বাড়ির দিক থেকে বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে সেই গাছের সারি ক্রমশঃ ঘন হয়ে একটা বেড়ার সৃষ্টি করছে। সেই বেড়ার ওধারে এমনভাবে একটি পাথরের আসন রয়েছে যেটা বাড়ির দিক থেকে কেউ এলে তার চোখেই পড়বে না। সেখানে পৌঁছতেই আমার কানে এল, পুরুষ-কণ্ঠের কিছু মন্তব্য আর নারী-কণ্ঠের একটুকরো হাসির তরঙ্গ। বেড়ার একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছতেই আমার চোখ পড়ল মিসেস ডগলাস ও সেই বার্কার লোকটার উপরে। তারা কেউই তখনও আমার উপস্থিতি টের পায় নি। মহিলাটিকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। খাবার ঘরে তখন তাকে ধীর, স্থির ও বিচক্ষণ মনে হয়েছিল। এখন দুঃখের মুখোশ খুলে পড়েছে। তার চোখ দুটি বেঁচে থাকার আনন্দে চক্‌চক্‌ করছে; সঙ্গীর কোন কথায় তার মুখখানা

এখনও স্ফূর্তিতে কাঁপছে। লোকটি সামনে বসে আছে। দুখানি হাত একত্র করে হাঁটুর উপরে রাখা। সুন্দর মুখের উপরে হাসির ঝিলিক খেলছে। সেই-মুহূর্তে—কিন্তু মুহূর্তমাত্র বিলম্বে—আমাকে দেখেই তারা যেন আবার গাম্ভীর্যের মুখোস মুখে এঁটে দিল। দু'জনের মধ্যে অতি দ্রুত দু' একটা কথা হল; তারপরই বার্কার আমার দিকে এগিয়ে এল।

সে বলল, 'ক্ষমা করবেন, আমি কি ডাঃ ওয়াটসনের সঙ্গে কথা বলছি?'

খুব উদাসীনভাবে আমি মাথা নোয়ালাম। আমি জোর করে বলতে পারি আমার মনের ভাব তাতেই বেশ স্পষ্ট করে প্রকাশ পেয়েছিল।

'আমরাও ভেবেছিলাম আপনিই হবেন, কারণ মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব সর্বজনবিদিত। দয়া করে এসে মিসেস ডগলাসের সঙ্গে একটু কথা বলবেন কি?'

কঠিন মুখে আমি তাকে অনুসরণ করলাম। মনের চোখে মেঝের উপর পড়ে-থাকা ক্ষত-বিক্ষত দেহটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আর এখানে এই শোকাবহ ঘটনার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই তার স্ত্রী এবং নিকটতম বন্ধু তারই বাগানের একটি ঝোঁপের আড়ালে বসে একত্রে হাসাহাসি করছে। আমি সংযতভাবে মহিলার সঙ্গে কথা বললাম। খাবার ঘরে তার দুঃখে আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। এখন তার আবেদনমাখা চোখের দিকে তাকালাম নিরুত্তাপ চোখে।

তিনি বললেন, 'আমার আশংকা হচ্ছে আপনি আমাকে নির্মম ও নিষ্ঠুর ভাবছেন?'

আমি ঘাড়টা ঝাঁকুনি দিলাম।

বললাম, 'সেটা আমার কোন ব্যাপারই নয়।'

'হয় তো একদিন আপনি আমার প্রতি ন্যায়-বিচার করবেন। শুধু যদি জানতেন—'

বার্কার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ডাঃ ওয়াটসনের তো জানবার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তো নিজেই বলেছেন, এটা তার ব্যাপারই নয়।'

'ঠিক তাই', আমি বললাম। 'কাজেই অনুমতি করুন আমি এখন চলি।'

মিনতি-ভরা গলায় মহিলা চেঁচিয়ে বললেন, 'একটু দাঁড়ান, ডাঃ ওয়াটসন। একটি প্রশ্ন আমি করতে চাই যার জবাব দেবার অধিকার আপনার চাইতে বেশী পৃথিবীতে আর কারও নেই, আর সেই জবাবের উপর আমার অনেক-কিছু নির্ভর করছে। মিঃ হোমসকে এবং পুলিশের সঙ্গে তার সম্পর্ককে আপনি সকলের চাইতে ভাল জানেন। ধরুন একান্ত গোপনে কোন কথা যদি তাকে জানান হয়, তাহলে সে কথা গোয়েন্দাদের জানিয়ে দেওয়া কি তার পক্ষে অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন?'

বার্কার সাগ্রহে বলল, 'হ্যাঁ, সেইটেই কথা এ ব্যাপারে তিনি স্বাধীনভাবে এসেছেন, না তাদের সঙ্গী হয়ে এসেছেন?'

'এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা আমার পক্ষে উচিত হবে কিনা আসলে সেইটেই আমি জানি না।'

'ডাঃ ওয়াটসন, আমি অনুরোধ করছি—মিনতি করছি, নিশ্চিতভাবে বলছি এ ব্যাপারে আপনি যদি সঠিক পথ দেখান তাহলে আমাদের উপকার —অশেষ উপকার করবেন।'

মহিলাটির কণ্ঠস্বরে এমন একটা আন্তরিকতার সুর বেজেছিল যে সেইমুহূর্তে তার সব চপলতা ভুলে গিয়ে তার ইচ্ছামত কাজই করলাম।

আমি বললাম, 'তদন্তের ব্যাপারে মিঃ হোমস স্বাধীনভাবেই কাজ করেন। তিনিই তার প্রভু, স্বীয় বিচার-বুদ্ধি অনুসারেই কাজ করেন। সেই সঙ্গে একই কেসে কার্যরত সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গেও তিনি সহযোগিতা করেই চলেন; কোন অপরাধীর শাস্তিবিধানের ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে এরূপ কোন কথাই তিনি তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন না। এর বেশী আমি কিছু বলতে পারি না। বরং আমি বলি, বিস্তারিত খবর জানাতে হলে আপনি মিঃ হোমসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

এই কথা বলে আমি টুপিটা তুলে নিয়ে পথে নামলাম। তাঁরা দু'জন তখনও বেড়ার আড়ালেই বসে রইল। বেড়ার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, তারা তখনও আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করছে। তারা আমার দিকেই তাকাচ্ছিল। মনে হল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিষয় নিয়েই তারা কথা বলছে।

সব ব্যাপারটা হোমসকে জানালে সে বলল, 'তাদের কোন গোপন কথাই আমি শুনতে চাই না।' সারা বিকেলটা জমিদার বাড়িতে সহকর্মীদ্বয়ের সঙ্গে আলোচনায় কাটিয়ে পাঁচটা নাগাদ যখন সে এক-পেট ক্ষিদে নিয়ে ফিরল তখন তার জন্য চা-খাবারের অর্ডার দিলাম। 'কারও বিশ্বাসভাজন হতে আমি চাই না ওয়াটসন, কারণ বলা যায় না তো, যদি ষড়যন্ত্র ও হত্যার অভিযোগে কাউকে গ্রেপ্তার করতে হয়।'

'তুমি কি মনে কর সেরকম হতে পারে?'

'দেখ ভাই ওয়াটসন, এই চতুর্থ ডিমটিকে নিশ্চিহ্ন করে তাকেই সমস্ত ব্যাপারটা তোমার সামনে উপস্থিত করার জন্য তৈরি হবে। আমি বলছি না যে ব্যাপারটার কোন কিনারা হয়েছে—মোটেই তা হয় নি,—তবে হারানো ডাম্বেলটার খোঁজ যখন মিলেছে—'

'ডাম্বেল!'

'সে কি ভাই ওয়াটসন, এও কি সম্ভব যে তুমি এখনও বুঝতে পার নি যে ওই হারানো ডাম্বেলের উপরেই কেসটা ঝুলছে? আরে, আরে, এজন্য তোমার

এতটা মুসড়ে পড়বার কিছু নেই, কারণ—আমাদের দু'জনের মধ্যেই বলছি—ইন্সপেক্টর ম্যাক বা স্থানীয় বুদ্ধিমান গোয়েন্দাটিও এই ঘটনার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করছে বলে আমি মনে করি না। একটি ডাম্বেল, ওয়াটসন! একটি ডাম্বেলসহ একজন ক্রীড়াবিদের কথা ভাব। মনে মনে কল্পনা কর তার একপেশে ফল—শিরদাঁড়ায় ক্যাটল ধরবার সমূহ সম্ভাবনা। মারাত্মক ওয়াটসন, মারাত্মক।'

মুখ-ভর্তি টোস্ট নিয়ে সে বসে রইল। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন যেন গুলিয়ে গেল। তাই দেখে তার দুটি চোখ দুষ্টুমিতে ঝিলিক দিতে লাগল। তার ক্ষুধার প্রবলতা থেকেই তার সফলতার পরিচয় পাচ্ছি। কারণ আমি তো দেখেছি, যখনই কোন সমস্যা নিয়ে তার ব্যর্থকাম মন মাথা কুটে মরেছে তখনই কত দিন-রাত সে না খেয়ে কাটিয়েছে; আর সমস্ত মনোযোগকে একত্র সন্নিবদ্ধ করার কঠোরতায় তার শুকনো দেহটা আরও উগ্র হয়ে উঠেছে। অবশেষে পুরনো গ্রাম্য সরাইখানার আগুনের পাশে বসে একটা পাইপ ধরিয়ে সে ধীরে ধীরে থেমে থেমে ঘটনার বিবরণ দিতে লাগল—সেটা যেন সুচিন্তিত কোন বিবৃতি অপেক্ষা সোচ্চার কোন চিন্তারই প্রকাশ।

'মিথ্যা ওয়াটসন,—একটা প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড অপ্রয়োজন, ক্ষমাহীন মিথ্যা—একেবারে শুরুতেই এই মিথ্যার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ। বার্কারের মুখের সমস্ত গল্পটাই মিথ্যা। মিসেস ডগলাসও বার্কারের গল্পকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং তিনিও মিথ্যাবাদী। দু'জনই মিথ্যাবাদী ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কাজেই আমাদের সামনে সমস্যাটা খুবই পরিষ্কার—কেন তারা মিথ্যে বলছে? আর কি সেই সত্য যাকে তারা প্রাণপণে চাপা দিতে চেষ্টা করছে? এস, ওয়াটসন, তুমি আর আমি চেষ্টা করে দেখি, মিথ্যাকে পার হয়ে সত্যকে আবিষ্কার করতে পারি কি না।'

'আমরা কেমন করে জানলাম যে তারা মিথ্যে বলছে? কারণ এটা এমন একটা বাজে গাল-গল্প যা স্পষ্টতই সত্য হতে পারে না। ভেবে দেখ! যে গল্প আমাদের বলা হয়েছে তদনুসারে খুনের পরে এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে খুনী মৃত ব্যক্তির আঙুল থেকে অপর একটি আংটির নীচ থেকে ওই আংটিটা খুলে নিয়েছে, অপর আংটিটা আবার পরিয়ে দিয়েছে—ওরকম একটা কাজ সে কখনও করতে পারেই না—এবং মৃতের পাশে ওই অদ্ভুত কার্ডটা ফেলে গেছে। আমি বলছি এটা একেবারেই অসম্ভব। তুমি হয়তো তর্ক তুলতে পার—কিন্তু ওয়াটসন, তোমার বিচার-বুদ্ধির প্রতি এটুকু শ্রদ্ধা আমার আছে যে তা তুমি করবে না—যে লোকটিকে খুন করবার আগেই আংটিটা খোলা হয়েছিল। কিন্তু মোমবাতিটা এত অল্প সময় জ্বালান ছিল যাতে মনে হয় যে উভয়ের সাক্ষাৎকারটা খুব বেশী সময়ের জন্য হয় নি। ডগলাসের নির্ভীক চরিত্র সম্পর্কে আমরা যা শুনেছি তাতে কি মনে হয় যে এত সহজেই

সে তার বিয়ের আংটিটা দিয়ে দেবে, বা সেটা তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব? না, না, ওয়াটসন, বাতিটা জ্বালাবার পরে খুনী বেশ কিছু সময় মৃতের পাশে একাকী ছিল। সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বন্দুকের গুলিই মৃত্যুর কারণ বলে মনে হয়। সুতরাং যে সময়ের কথা আমাদের বলা হয়েছে তার কিছু সময় আগেই গুলিটা করা হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তো কোন রকম ভুল হতে পারে না। সুতরাং আমাদের সামনে দেখা দিচ্ছে একটা সুচিন্তিত ষড়যন্ত্র—যে দু'জন গুলির শব্দ শুনেছে অর্থাৎ মিঃ বার্কার ও মিসেস ডগলাসের ষড়যন্ত্র। তার উপরে আমি যদি দেখাতে পারি যে পুলিশের সামনে একটা মিথ্যা সূত্র তুলে ধরবার জন্য বার্কার ইচ্ছা করেই জানালার গোবরাটে রক্তের ছাপ এঁকে রেখেছিল, তাহলে তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে সমস্ত ব্যাপারটা তার বিরুদ্ধেই ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

'এইবার আমাদের জানতে হবে খুনটা ঠিক কখন হয়েছিল। সাড়ে দশটা পর্যন্ত দাসদাসীরা বাড়ির মধ্যে চলাফেরা করছিল, কাজেই তার আগে নিশ্চয়ই নয়। পৌনে এগারোটা নাগাদ তারা যার যার ঘরে চলে গিয়েছিল। যায় নি শুধু এমেস, সে ছিল রান্নাঘরে। বিকেলে তুমি চলে আসার পরে আমি কতকগুলি জিনিস পরীক্ষা করে দেখেছি যে সবগুলো দরজা বন্ধ থাকলে পড়ার ঘরে ম্যাকডোনাল্ড যতই শব্দ করুক রান্নাঘর থেকে সেটা আমি শুনতে পাই নি। অবশ্য গৃহকর্ত্রীর ঘর থেকে ব্যাপারটা অন্যরকম। দালান থেকে ঘরটা বেশী দূরে নয় এবং খুব জোরে শব্দ করা হলে আমি সেখান থেকে অস্পষ্ট-ভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম। খুব সামনে থেকে গুলি করলে বন্দুকের শব্দটা কিছুটা জড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে তাই হয়েছিল। শব্দটা খুব জোরে হয় নি, তথাপি রাত্রির নিস্তব্ধতায় নিশ্চয় এমেস এলেনের ঘরে পৌঁছেছিল। সে নিজেই বলেছে কানে কম শোনে, কিন্তু তবুও সে তার সাক্ষ্যে বলেছে যে বিপদ-সংকেত বাজবার আধ ঘণ্টা আগে সে দরজা বন্ধ করবার মত একটা শব্দ শুনেছিল। বিপদ-সংকেত বাজবার আধ ঘণ্টা আগে মানে পৌনে এগারোটা। আমার কোন সন্দেহ নেই যে সে বন্দুকের শব্দই শুনেছিল এবং ঠিক সেই সময়ই খুনটা হয়েছিল। তাই যদি হয় তাহলে এবার আমাদের জানতে হবে, মিঃ বার্কার ও মিসেস ডগলাস যদি প্রকৃতই খুনী না হয়ে থাকে তাহলে পৌনে এগারোটার সময় বন্দুকের শব্দ শুনে নীচে নেমে আসা থেকে সোয়া এগারোটার সময় ঘণ্টা বাজিয়ে দাসদাসীদের ডাকা পর্যন্ত তারা কি করছিল। তারা কি করছিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বা বিপদের সংকেত-জ্ঞাপক ঘণ্টা বাজায় নি কেন? এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছি, আর এর জবাব যখন পাওয়া যাবে তখনই সমস্যা-সমাধানের পথে আমরা কিছুটা এগিয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'এ দু'জনের মধ্যে যে একটা বোঝাপড়া আছে সেবিষে

আমিও নিশ্চিত। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে স্ত্রীলোক বসে বসে হাসি-ঠাট্টা করতে পারে সে বড়ই হৃদয়হীনা।'

'ঠিক তাই। ঘটনার যে বিবরণ সে দিয়েছে তাতেও স্ত্রী হিসেবে তার মুখ খুব উজ্জ্বল হয় না। তুমি জান, স্ত্রীজাতির সর্বৈব প্রশংসার মানুষ আমি নই। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে স্বামীর প্রতি তিলমাত্র অনুরাগ থাকলে কোন মানুষের মুখের কথায় স্ত্রী কখনও স্বামীর মৃতদেহ রেখে দূরে চলে যায় না। ওয়াটসন, আমি যদি কোনদিন বিয়ে করি তাহলে আমার স্ত্রীর মনে অন্তত এটুকু অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারব যাতে আমার মৃতদেহ যখন মাত্র কয়েক গজ দূরে পড়ে থাকবে তখন সে তার গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে সেখান থেকে চলে যেতে পারবে না। ব্যাপারটার নাটকীয়তা বড়ই দুর্বল, কারণ স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক বিলাপের এই অভাব অতিবড় শিক্ষানবীশ তদন্তকারীরও চোখ এড়াতে পারে না। আর কোন কিছু যদি না থাকত তাহলেও শুধু এই ঘটনাটাই আমার মনে একটা পূর্ব-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের আভাষ এনে দিত।'

'তুমি তাহলে নিশ্চিতভাবেই মনে কর যে বার্কার ও মিসেস ডগলাসই হত্যার জন্য দায়ী?'

আমার দিকে পাইপটা নাড়তে নাড়তে হোমস বলল, 'ওয়াটসন, তুমি বড়ই বিপজ্জনকভাবে একেবারে সরাসরি প্রশ্ন কর। যেন গুলির মত এসে লাগে। তুমি যদি বলতে চাও যে মিসেস ডগলাস ও বার্কার খুনের প্রকৃত তথ্য জানে এবং লুকোতে চেষ্টা করছে, তাহলে তোমাকে মন খুলে জবাব দিতে পারি। আমি নিশ্চিত তাই তারা করছে। কিন্তু তোমার মারাত্মক বক্তব্যটা অত সহজ নয়। তোমার বক্তব্যের পথে কি কি অসুবিধা আছে সেটা আলোচনা করা যাক।'

'আমাদের ধরে নিতে হবে যে এই দুটি নারী-পুরুষ অবৈধ প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে এবং তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটিকে সরিয়ে দিতে তারা কৃতসংকল্প। এই ধারণাটা কিন্তু খুবই ফাঁকা, কারণ দাসদাসী ও অন্যদের যথাযথ জিজ্ঞাসাবাদ করেও এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বরং স্বামী-স্ত্রী যে পরস্পরের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিল তার প্রমাণ অনেক পাওয়া গেছে।'

'আমি নিশ্চিত জানি সেটা সত্য হতে পারে না,' বাগানের হাস্যময়ী সুন্দর মুখখানির কথা ভেবে আমি বললাম।

'অন্তত তাদের দেখে তাই মনে হয়েছে। যাহোক, আমরা ধরে নিচ্ছি এই দুটি নর-নারী অসম্ভব চতুর, এ বিষয়ে তারা সকলকে ফাঁকি দিয়েছে এবং স্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। সে এমন একটি লোক যার মাথার উপর বিপদ ঝুলছিল—'

'সেও তো তাদের মুখ থেকেই শোনা।'

হোমসকে চিন্তিত মনে হল।

'তা বটে। তুমি এমন একটা অভিমত খাড়া করতে চাইছ যাতে গোড়া থেকে তারা যা কিছু বলেছে সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে। তোমার ধারণা অনুসারে কোন অদৃশ্য ক্ষতির সম্ভাবনা, কোন গুপ্ত সমিতি, বা আতংকের উপত্যকা বা মনিব অমুক ম্যাক বা ঐ ধরনের কিছু কখনও ছিল না। দেখ, সেটা ভাল, একেবারে খোলাখুলি কথা। দেখা যাক, ঐ ধারণাই বা আমাদের কোথায় নিয়ে যায়। খুনের ব্যাখ্যার জন্যই তারা এই বিবরণটি বানিয়ে বলেছে। তারপর একজন বাইরের লোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য পার্কের মধ্যে একটা সাইকেল রেখে দিয়েছে। জানালার গোবরাটে রক্তের দাগও ঐ ধারণাই পোষণ করে। মৃতদেহের পাশের কার্ডও তাই বলে। ওটা হয়তো বাড়ির মধ্যেই লেখা হয়েছিল। সবই তোমার ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ওয়াটসন, এবার এমন কতকগুলো বেয়াড়া কথা এসে পড়ছে যেগুলোকে তোমার ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। খুনের জন্য সব অস্ত্র ফেলে একটা মাথা-কাটা বন্দুক—তাও আবার আমেরিকায় তৈরি—ব্যবহার করা হল কেন? তারা কি করে এতদূর নিশ্চিত হল যে বন্দুকের শব্দ শুনেও কেউ সেখানে হাজির হবে না? এটা তো সম্পূর্ণ আকস্মিক যে মিসেস এলেন দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনেও খোঁজ-খবর নিতে আসে নি। তোমার ঐ অপরাধী যুগল এসব করল কেন?'

'স্বীকার করছি সেটা আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না।'

'তাছাড়া, একটি স্ত্রীলোক আর তার প্রেমিক যদি স্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তাহলে কি মৃত্যুর পরে তার হাতের বিয়ের আংটিটা খুলে নিয়ে এমন খোলাখুলি নিজেদের দোষকে প্রচার করে? সেটা কি তোমার কাছে খুব সম্ভবপর বলে মনে হয় ওয়াটসন?'

'না, তা হয় না।'

'আবার আরও ভেবে দেখ, লুকিয়ে একটা বাইসাইকল ফেলে যাবার কথা তোমার মনে এলেও তুমি কি এরকম একটা কাজ সত্যি করবে, অত্যন্ত বোকা গোয়েন্দাও সহজে যেটাকে একটা ভড়কি বলে ধরে ফেলতে পারে, কারণ কাজ সেরে পালাবার জন্য ঐ বাইসাইকলটাই তো আসামীর সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবার কথা?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'অথচ এমন কোন ঘটনা ঘটতেই পারে না মানুষের বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আচ্ছা, সত্য বলে ধরে না নিয়েই নিছক মনের খেলা হিসেবে আমি একটা নতুন চিন্তার ধারার কথা বলছি। আমি স্বীকার করছি এটা নিছক কল্পনামাত্র। তবে অনেক সময়ই তো কল্পনা থেকেই সত্য জন্ম

নেয়।

'আমরা ধরে নিচ্ছি এই ডগলাসের জীবনে একটা গোপন পাপ, প্রকৃতই লজ্জাজনক কোন গোপন পাপ ছিল। আরও ধরে নিচ্ছি, তারই ফলে কোন প্রতিশোধকামী বাইরে থেকে এসে তাকে খুন করে। যে কারণেই হোক—আমি স্বীকার করছি সে কারণটা আমি এখন বুঝতে পারছি না—প্রতিশোধকামী মৃত ব্যক্তির বিয়ের আংটিটা নিয়ে যায়। যতদূর মনে হয় এই প্রতিশোধস্পৃহার জন্ম লোকটির প্রথম বিবাহের সময়ে এবং ঐ রকম কোন কারণেই আংটিটা অপহৃত হয়েছে। খুনী চলে যাবার আগেই বার্কার ও মিসেস ডগলাস ঘরে ঢোকে। খুনী তাদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে একটা জঘন্য কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তার কথা মেনে নিয়েই তাকে চলে যেতে দেওয়া হয়। সেজন্য তারা হয়তো সেতুটা নামিয়ে দেয়, কারণ নিঃশব্দেই ওটা নামানো যায়, এবং তারপরে আবার তুলে দেয়। সে পালিয়ে যায়, এবং যে কারণেই হোক মনে করে যে বাইসাইকলের বদলে পায়ে হেঁটে যাওয়াই তার পক্ষে নিরাপদ। সুতরাং সে যন্ত্রটাকে এমন একটা জায়গায় রেখে যায় যেখানে সে নিরাপদে চলে যাবার আগে সেটা কারও চোখে পড়বে না। এ পর্যন্ত কিন্তু আমরা সম্ভাবনার সীমানার মধ্যেই আছি, তাই নয় কি?'

কিছুটা ইতস্ততভাবে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এরকম হতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আমাদের মনে রাখতে হবে ওয়াটসন, যাই ঘটে থাকুক সেটা খুবই অসাধারণ কিছু। আচ্ছা, আবার আমাদের ধারণার ক্ষেত্রেই ফিরে যাই। খুনী চলে যাবার পরে এই নর-নারীযুগল—তারা অপরাধী নাও হতে পারে—বুঝতে পারল যে তারা এমন একটা অবস্থায় পড়েছে যেখান থেকে তারাই যে খুন করে নি বা তার সমর্থন করে নি সেটা প্রমাণ করা খুব শক্ত হবে। তারা খুব তাড়াতাড়ি যেমন করে হোক ব্যাপারটার মোকাবিলা করতে চাইল। বার্কারের রক্তমাখা চটি দিয়ে জানালার গোবরাটে ছাপ দিয়ে দিল যাতে বোঝানো যায় ঐ পথে খুনী পালিয়েছে। শুধু তারা দু'জনই বন্দুকের শব্দ শুনেছে, কাজেই সাধারণভাবেই তারা বিপদ-ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিল,—অবশ্য ঘটনার আধ ঘণ্টা পরে।'

'এসব তুমি প্রমাণ করবে কেমন করে?'

'দেখ, বাইরের কোন লোক হলে তাকে খোঁজ করে ধরা যেতে পারে। সেটাই তো হবে সব চাইতে কার্যকরী প্রমাণ। তা যদি না হয়—দেখ, বিজ্ঞানের ঝুলি তো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। আমি তো মনে করি ঐ পড়ার ঘরে একটা সন্ধ্যা যদি আমি একাকী কাটাতে পারি তাহলে অনেকটা এগোতে পারব।'

'একটা সন্ধ্যা একাকী !'

'আমি এখনই সেখানে যাচ্ছি। এমেসের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে এসেছি। সেই ঘরে বসে থেকে দেখব তার পরিবেশ কোন রকম প্রেরণা জোগায় কিনা। আমি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী। বন্ধু ওয়াটসন, তুমি হাসছ। আচ্ছা, দেখা যাক। ভাল কথা, তোমার সেই বড় ছাতাটা এনেছ তো ?'

'এই তো রয়েছে।'

'দেখ, ওটা আমি ধার নিতে পারি তো ?'

'নিশ্চয়—কিন্তু এমন শোচনীয় অস্ত্র কেন ! যদি বিপদ ঘটে—'

'ভাই ওয়াটসন, গুরুতর কিছু ঘটবে না, নইলে নিশ্চয় তোমার সাহায্য নিতাম। তবে ছাতাটা নেব। আপাতত টানব্রিজ ওয়েলস থেকে আমার সহকর্মীদের ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ওই বাইসাইকলটির সম্ভাবিত মালিকের খোঁজে তারা সেখানে গেছে।'

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড ও হোয়াইট ম্যাসনের অভিযান থেকে ফিরে আসতে রাত হয়ে গেল। উল্লসিত হয়ে ফিরে এসে তারা জানাল, তদন্ত-কার্য অনেক দূর এগিয়েছে।

ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'আরে মশায় স্বীকার করছি, বাইরের কোন লোক মোটেই এব্যাপারে আছে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখন সে সন্দেহ কেটে গেছে। বাইসাইকলটা সনাক্ত করা হয়েছে, আর লোকটির বিবরণও জানা গেছে। কাজেই অনেকটা পথ আমরা এগিয়ে গেছি।'

হোমস বলল, 'এটা আমার কাছে শেষের শুরুর মত শোনাচ্ছে। সর্বান্তঃ-করণে আপনাদের দু'জনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'দেখুন, আগের দিন টানব্রিজ ওয়েলসে যাবার পর থেকেই মিঃ ডগলাসকে বিচলিত দেখা যায়। তাই সেখান থেকেই আমি শুরু করি। নিশ্চয় টানব্রিজেই তিনি বিপদের কথা জানতে পারেন। কাজেই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, কোন লোক যদি বাইসাইকল নিয়ে এসেই থাকে তাহলে আশা করা যেতে পারে যে সে টানব্রিজ ওয়েলস থেকেই এসেছিল। বাইসাইকলটা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে হোটেলগুলোয় দেখালাম। সঙ্গে সঙ্গে "ঈগল কমার্শিয়াল"-এর ম্যানেজার সেটাকে সনাক্ত করে জানাল, দু'দিন আগে হারগ্রেভ নামক যে লোকটি সেই হোটেলে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিল ওটা তার। এই বাইসাইকল আর একটা ছোট চামড়ার ব্যাগই তার সম্বল ছিল। সে লণ্ডন থেকে এসেছে বলে তার নাম রেজিস্ট্রি করিয়েছে, কিন্তু কোন ঠিকানা দেয় নি। ব্যাগটা লণ্ডনে তৈরি এবং তার ভিতরকার জিনিসপত্রগুলিও বৃটিশ, কিন্তু লোকটি স্বয়ং নিঃসন্দেহে একজন আমেরিকান।'

হোমস সানন্দে বলে উঠল, 'বেশ, বেশ। আমি যখন বন্ধুর সঙ্গে বসে বসে ধারণার জাল বুনছিলাম, আপনারা দেখছি তখন কাজের কাজ করে

ফেলেছেন। মিঃ ম্যাক, এর কাছ থেকে আমরা কর্মিৎকর্মা হবার শিক্ষা নিতে পারি।'

ইন্সপেক্টর খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন মিঃ হোমস।'

আমি বললাম, 'এ সবই কিন্তু তোমার ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।'

'সে হতেও পারে, নাও হতে পারে। আগে শেষটা শুনি মিঃ ম্যাক। এই লোকটিকে সনাক্ত করার মত কিছু কি পাওয়া যায় নি?'

'সেটা এতই সামান্য যে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে যাতে ধরা না পড়ে সে-বিষয়ে লোকটি খুবই সতর্ক ছিল। কোন কাগজ নেই, চিঠিপত্র নেই, এমন কি পোশাক-পরিচ্ছদের কোন চিহ্নও নেই। তার শোবার ঘরের টেবিলের উপর গ্রামাঞ্চলের একটা সাইকল-মানচিত্র শুধু পড়ে ছিল। গতকাল সকালে প্রাতরাশ খেয়েই সে বাইসাইকলে চেপে হোটেল থেকে চলে যায়। তারপর আমরা খোঁজ-খবর না করা পর্যন্ত তার আর কোন খোঁজই নেই।

হোয়াইট ম্যাসন বলে উঠল, 'তাতেই তো গোলমালে পড়েছি মিঃ হোমস। তাকে নিয়ে যাতে কোন হৈ-চৈ না হয় এটাই যদি সে চাইত তাহলে তো ফিরে এসে একজন ভালোমানুষ পর্যটকের মত হোটেলে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এখন যা দেখছি, তার জানা উচিত ছিল যে হোটেলের ম্যানেজার তার নামে পুলিশে রিপোর্ট করবেই এবং তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়াকে এই খুনের সঙ্গে জড়িত করাও হবে।'

'এরকম একটা ভাবাই স্বাভাবিক। তথাপি এখনও পর্যন্ত তার বুদ্ধিরই প্রশংসা করতে হয়, কারণ সে ধরা পড়ে নি। কিন্তু তার বিবরণ—সেটার কি হল?'

ম্যাকডোনাল্ড নোট-বই বের করল।

'তারা যতটা বিবরণ দিতে পেরেছে সবই এতে আছে। তারা যে লোকটিকে ভাল করে লক্ষ্য করেছিল তা মনে হয় না; তবু কুলি কেরাণী এবং পরিচারিকা সকলেই একমত যে তার মোটামুটি বর্ণনা এতে আছে। লোকটি উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি, পঞ্চাশের মত বয়স, মাথার চুল কিছু কিছু পাকা, ধূসর গোঁফ, বাঁকা নাক, আর সকলেরই বর্ণনা অনুসারে মুখটা হিংস্র ও ভীতিপ্রদ।'

হোমস বলে উঠল, 'আরে, ভাষাগুলো বাদ দিলে, এ যে দেখছি প্রায় স্বয়ং ডগলাসেরই বর্ণনা। তারও পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স, চুল ও গোঁফ পাকা, আর উচ্চতাও ঐ রকমই। আর কিছু জেনেছেন?

'তার পরিধানে ছিল চেন-লাগানো জ্যাকেটসহ ভারী ধূসর রঙের স্যুট; তাছাড়া একটা ছোট হলদে ওভারকোট ও একটা নরম টুপি।'

'আর বন্দুকটা?'

'সেটা লম্বায় দু'ফুটেরও কম। অনায়াসেই তার চামড়ার ব্যাগের মধ্যে

ধরে যেতে পারে। সেটাকে অনায়াসেই তার ওভারকোটের ভিতরেও নেওয়া চলে।'

'এসব কিছুতে কেসটার কতখানি সুবিধা হবে বলে আপনি মনে করেন?'

ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'দেখুন মিঃ হোমস, লোকটিকে যখন ধরতে পারব—আপনি নিশ্চিত জানবেন তার বর্ণনা জানবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তারযোগে সর্বত্র প্রচার করে দিয়েছি—তখনই ব্যাপারটা ঠিক মত বিচার করতে পারব। তবু ইতিমধ্যেই আমরা অনেকটা এগিয়েছি। আমরা জেনেছি যে হারগ্রেভ নামে নিজের পরিচয় দিয়ে জনৈক আমেরিকান দু'দিন আগে একটি বাইসাইকল ও একটি চামড়ার ব্যাগ নিয়ে টানব্রিজ ওয়েলসে এসেছিল। তার ব্যাগের ভিতর ছিল একটি মাথা-কাটা বন্দুক। কাজেই খুনের উদ্দেশ্য নিয়েই সে এসেছিল। গতকাল সকালে বন্দুকটাকে ওভারকোটের ভিতর লুকিয়ে বাইসাইকলে চেপে এই জায়গার উদ্দেশে সে যাত্রা করে। আমরা যতদূর জেনেছি কেউ তাকে আসতে দেখে নি, কিন্তু পার্কের দরজায় পৌছতে তাকে গ্রামের ভিতর দিয়েই যেতে হবে এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া রাস্তায় তো অনেক সাইকল-আরোহীই চলে। সম্ভবত তৎক্ষণাৎ সে সাইকলটাকে সেই লরেল-ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রাখে যেখানে সেটাকে পাওয়া গেছে, এবং সম্ভবত নিজেই সেখানে লুকিয়ে থেকে বাড়িটার উপর নজর রাখে, কখন মিঃ ডগলাস বেরিয়ে আসেন। একটা বাড়ির ভিতরে ব্যবহার করার পক্ষে বন্দুক ঠিক সুবিধাজনক অস্ত্র নয়, কিন্তু সে হয় তো চেয়েছিল বাইরেই ওটা ব্যবহার করবে। সেক্ষেত্রে এর কতকগুলি সুবিধাও রয়েছে, যেমন লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব, আর ইংলণ্ডের যেকোন শিকার-অঞ্চলে বন্দুকের শব্দ এতই সচরাচর শোনা যায় যে সেটা বিশেষকরে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।'

হোমস বলল, 'এ সবই খুব পরিষ্কার।'

'কিন্তু মিঃ ডগলাস বাইরে এলেন না। তখন সে কি করবে? বাইসাইকলটা রেখে সন্ধ্যার আবছায়ায় বাড়ির দিকে অগ্রসর হল। সে দেখল, সেতুটা ফেলা আছে, আর আশেপাশে কেউ নেই। সেই সুযোগ সে নিল। অবশ্য কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে একটা কিছু উদ্দেশ্য বলে দিলেই হবে—এটাও নিশ্চয় ভেবেছিল। কারও সঙ্গে দেখা হল না। প্রথম যে ঘরটি দেখতে পেল তার ভিতরেই ঢুকে পড়ে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। সেখানে থেকেই দেখতে পেল, টানা সেতুটা তোলা হয়ে গেল। তখনই বুঝল, পরিখা পার হয়েই তাকে পালাতে হবে। সোয়া এগারোটা পর্যন্ত সেখানেই সে অপেক্ষা করে রইল। এমন সময় স্বাভাবিক নৈশ রোঁদে মিঃ ডগলাস সেই ঘরে ঢুকলেন। সে তাকে গুলি করে পূর্ব ব্যবস্থামত পালিয়ে গেল। সে জানত, হোটেলের লোকেরা পুলিশের কাছে তার বাইসাইকলের বর্ণনা দেবে এবং সেটাই তার বিরুদ্ধে একটা সূত্র হয়ে উঠবে। তাই বাইসাইকলটাকে

সেখানেই রেখে অন্য কোন উপায়ে লণ্ডন অথবা পূর্ব-ব্যবস্থামত অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। এটা কি রকম মনে করেন মিঃ হোমস ?'

'দেখুন মিঃ ম্যাক, যতদূর শোনা গেল ততদূর সবই বেশ ভাল এবং খুব পরিষ্কার। এটা আপনার দিককার কাহিনী। আমার দিককার কথা হল, উল্লেখিত সময়ের আধ ঘণ্টা আগে খুনটা হয়েছিল ; মিসেস ডগলাস এবং মিঃ বার্কার কোন কিছু লুকোবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে ; তারা খুনীকে পালাতে সাহায্য করেছে—অথবা অন্তত এটা ঠিক যে সে পালাবার আগেই তারা সে ঘরে ঢুকেছিল—এবং জানালা দিয়ে তার পালাবার সাক্ষ্য-প্রমাণ নিজেরাই তৈরি করেছে ; তাছাড়া খুব সম্ভব তারাই সেতুটা নামিয়ে দিয়ে তার যাবার রাস্তা করে দিয়েছে। প্রথম অর্ধেকের এই হচ্ছে আমার ভাষ্য।'

দু'জন গোয়েন্দাই মাথা নাড়তে লাগল।

লণ্ডনের গোয়েন্দা বলল, 'দেখুন মিঃ হোমস, এটা সত্য হলে আমরা কিন্তু এক রহস্য থেকে ধাক্কা খেয়ে আর এক রহস্যের মধ্যে পড়ব।'

হোয়াইট ম্যাসন যোগ করল, 'এবং আরও জটিল রহস্যের মধ্যে। মহিলাটি জীবনে কখনও আমেরিকায় ছিলেন না। একজন আমেরিকান খুনীর সঙ্গে তার এমন কি সম্পর্ক থাকতে পারে যার জন্য তিনি তাকে রক্ষা করতে চাইবেন ?'

হোমস বলল, 'এ সব অসুবিধার কথা আমি প্রকাশ্যেই স্বীকার করছি। আজ রাতে আমি নিজের মত করে একটু তদন্ত করতে চাই। সম্ভবত তার ফলে আমাদের দুই তরফেরই কিছু সুবিধা হবে।'

'আমরা কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি মিঃ হোমস ?'

'না, না! অন্ধকার আর ডাঃ ওয়াটসনের ছাতা। আমার প্রয়োজন খুবই সামান্য। আর এমেস—বিশ্বস্ত এমেস—নিঃসন্দেহে আমাকে সাহায্য করবে। আমার সব রকম চিন্তার সূত্র একটি মূল প্রশ্নের দিকেই আমাকে অনিবার্যভাবে নিয়ে চলেছে—একজন ক্রীড়াবিদ লোক একটিমাত্র ডাম্বেলের মত অস্বাভাবিক একটা যন্ত্রের সাহায্যে তার ব্যায়াম করবে কেন ?'

হোমস তার একক অভিযান শেষ করে যখন ফিরল তখন রাত অনেক। আমরা একটা দুই-শয্যাবিশিষ্ট ঘরে শুতাম। ঐ ছোট গ্রাম্য সরাইখানায় এইটেই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ; আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। তার ঘরে ঢোকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

বললাম, 'হোমস নতুন কিছু পেলে ?

মোমবাতিটা হাতে নিয়ে সে নীরবে আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তার দীর্ঘ শীর্ণ দেহটা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ফিস ফিস করে বলল, 'ওয়াটসন, তোমাকে বলছি, একজন উন্মাদ, এমন

একজন যার মস্তিষ্ক নরম হয়ে গেছে, এমন একজন নির্বোধ যার মনের জোর একেবারেই হারিয়ে গেছে,—তার সঙ্গে একই ঘরে ঘুমুতে কি ভয় পাবে?'

আমি সবিস্ময়ে জবাব দিলাম, 'মোটেই না।'

সে বলল, 'আ, এটা ভাগ্যের কথা।' সে রাতে আর একটি কথাও সে বলল না।



৭ : সমাধান

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর আমরা ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড ও মিঃ হোয়াইট ম্যাসনের দেখা পেলাম স্থানীয় পুলিশ-সার্জেন্টের ছোট বসবার ঘরে। তারা তখন আলোচনায় ব্যস্ত। তাদের সামনের টেবিলের উপর একগাদা চিঠি ও টেলিগ্রামের স্তূপ। তারা সেগুলিকে সযত্নে আলাদা আলাদা করে তালিকা তৈরি করছিল। তিনটি তাড়া একপাশে রাখা হয়েছে।

হোমস উৎফুল্লভাবে প্রশ্ন করল, 'পলাতক সাইকল আরোহীর খোঁজ এখনও চলছে? সে বদমাসের সর্বশেষ খবর কি?'

ম্যাকডোনাল্ড সখেদে চিঠিপত্রের স্তূপটা দেখাল।

'এখন পর্যন্ত লিচেস্টার, নটিংহাম, সাদাম্পটন, ডার্বি, ইস্ট হাম, রিচমণ্ড ও আরও চৌদ্দটি স্থান থেকে তার খবর এসেছে। তার মধ্যে ইস্ট হাম, লিচেস্টার ও লিভারপুল—এই তিন জায়গায় তাকে পরিষ্কার সনাক্ত করা হয়েছে এবং গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। হলুদ কোট-পরা পলাতকে দেশটা যেন ছেয়ে গেছে।'

হোমস সহানুভূতির সুরে বলে উঠল, 'আহা রে! দেখুন মিঃ ম্যাক, মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, আপনিও শুনুন, আমি আপনাদের একটা আন্তরিক পরামর্শ দিতে চাই। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, এই কেসটায় আপনাদের সঙ্গে যখন যোগ নেই তখন আমার শর্ত ছিল, অর্ধ-প্রমাণিত কোন সিদ্ধান্ত আপনাদের জানাব না, আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হব ততক্ষণ আমি আমার মত করে কাজ করে যাব। সেই হেতু বর্তমানে আমার মনের সব কথা আপনাদের বলব না। অপর পক্ষে, আমি বলেছিলাম, এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সঙ্গে কোনরকম লুকোচুরিও খেলব না। কাজেই একটা অনর্থক কাজে আর একটি অপ্রয়োজনীয় মুহূর্তের জন্যও আপনাদের শক্তিকে বৃথা নষ্ট হতে দেওয়া আমি উচিত বলে মনে করি না। তাই এই সকালে আপনাদের একটা পরামর্শ দিতে এসেছি। মাত্র তিনটি শব্দে আমার পরামর্শটা আপনাদের শোনাচ্ছি: কেসটি পরিত্যাগ করুন।'

ম্যাকডোনাল্ড ও হোয়াইট ম্যাসন তাদের বিখ্যাত সহকর্মীর দিকে সবিস্ময়ে তাকাল।

'আপনি এটাকে নৈরাশ্যজনক মনে করেন?' ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল।

'আপনাদের কেসটাকেই আমি নৈরাশ্যজনক মনে করি। সত্যে পৌঁছবার কোন আশা নেই—সেকথা মনে করি না।'

'কিন্তু এই সাইকলারোহী। সে তো মনগড়া নয়। তার বর্ণনা, তার ব্যাগ, তার বাইসাইকল আমরা পেয়েছি। লোকটা নিশ্চয় কোথাও আছে। তাকে কেন পাওয়া যাবে না?'

'হ্যা, হ্যা, নিঃসন্দেহে সে কোথাও আছে। আর তাকে পাওয়া যাবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি চাই না ইস্ট হাম বা লিভারপুলে আপনারা অযথা শক্তি ক্ষয় করেন। সঠিক ফললাভের কোন সোজা রাস্তা পাব বলেই আমি বিশ্বাস করি।'

'আপনি কি যেন লুকিয়ে রাখছেন। এটা কিন্তু আপনার অন্যায় মিঃ হোমস।' ইন্সপেক্টর বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

'আমার কর্ম-পদ্ধতি আপনি জানেন মিঃ ম্যাক। তবে যত অল্প সময় সম্ভব ততক্ষণই কথাটা লুকনো থাকবে। খুঁটিনাটি বিষয়গুলি একদিক থেকে মিলিয়ে নিতে চাই, আর সেটা এখুনি করা যাবে। তারপর আমার সব ফলাফল আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে আমি নমস্কার জানিয়ে লণ্ডনে ফিরে যাব। এর অন্যথা হবে না, কারণ আপনাদের কাছে আমার অনেক ঋণ; আমার অভিজ্ঞতা থেকে এর চাইতে অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও কৌতূহলজনক ঘটনার কথা আমি স্মরণ করতে পারছি না।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ হোমস। কাল রাতে টানব্রিজ ওয়েলস থেকে ফিরে আপনার সঙ্গে যখন দেখা করি তখন আপনি আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মোটামুটি একমত ছিলেন। তার পরে এমন কি ঘটল যার জন্য এ কেস সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা পোষণ করছেন?'

'দেখুন, আপনার প্রশ্নের উত্তরেই বলছি। আগের কথামতই কাল রাতে কয়েকঘণ্টা সময় আমি জমিদার বাড়িতে ছিলাম।'

'বেশ তো; তারপর কি হল?'

এই মুহূর্তে ও প্রশ্নের একটা সাধারণ উত্তরই আপনাকে দিতে পারি। ভাল কথা, স্থানীয় তামাকের দোকানীর কাছ থেকে মাত্র এক পেনি দাম দিয়ে কেনা এই পুরনো বাড়ির একটা খুব সংক্ষিপ্ত অথচ পরিষ্কার ও হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আমি ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছি। পুরনো জমিদার বাড়ির ছবি আঁকা একখানা পুস্তিকা হোমস তার ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে বের করল। 'প্রিয় মিঃ ম্যাক, চারপাশের ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে সচেতনভাবে যুক্ত হতে পারলে তবেই যে কোন তদন্ত কার্য প্রভূত পরিমাণে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অধৈর্য হবেন না। আমি নিশ্চিত করে বলছি, সাদামাঠা বিবরণ থেকেই মনের উপরে অতীতের একটা ছবি ফুটে উঠবে। অনুমতি করেন তো একটু নমুনা শোনাই। প্রথম জেমসের রাজত্বকালের পঞ্চম বর্ষে নির্মিত এবং

অধিকতর প্রাচীন একটি অট্টালিকার ভগ্নস্তূপের উপর দণ্ডায়মান বার্লস্টোনের এই জমিদার বাড়ি পরিখাবেষ্টিত জ্যাকোবিয় বাসভবনের সুন্দরতম বর্তমান নিদর্শনগুলির অন্যতম—"

'আপনি আমাদের বোকা বানাচ্ছেন মিঃ হোমস।'

'ধীরে মিঃ ম্যাক, ধীরে!—এই প্রথম আপনার মধ্যে রাগের লক্ষণ দেখলাম। ঠিক আছে, আপনার যখন এতই আপত্তি, বিবরণটি হুবহু পড়ব না। কিন্তু আমি যদি বলি, একজন পার্লামেন্টীয় কর্নেল ১৬৪৪ সালে এ বাড়ি দখল করেছিলেন, গৃহযুদ্ধের সময় চার্লস কয়েকদিন এ বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন, এবং সবশেষে দ্বিতীয় জর্জ এ বাড়ি পরিদর্শনে এসেছিলেন, তাহলে আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে এই প্রাচীন ভবনটির সঙ্গে নানা ধরনের স্বার্থ জড়িয়ে আছে।'

'এতে আমি কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করছি না মিঃ হোমস, কিন্তু এসবের সঙ্গে তো আমাদের কাজের কোন সম্পর্ক নেই।'

'নেই নাকি? সত্যি নেই নাকি? প্রিয় মিঃ ম্যাক, দৃষ্টির প্রসারতা আমাদের জীবিকার অন্যতম প্রধান গুণ। বিভিন্ন ধারণা নিয়ে খেলা এবং বাঁকাভাবে জ্ঞানের প্রয়োগ—অনেক সময় আশ্চর্য ফল দেয়। যদিও অপরাধ আমার অবসর বিনোদনের বিষয়, তথাপি আপনার চাইতে আমি বয়সে বড় এবং হয়তো আমার অভিজ্ঞতাও বেশী। কাজেই আমার এই মন্তব্যের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।'

গোয়েন্দাটি আন্তরিকতার সঙ্গেই বলল, 'সেকথা সকলের আগে আমিই স্বীকার করছি। স্বীকার করি আপনি ঠিক জায়গায়ই পৌছে থাকেন, কিন্তু আপনার পদ্ধতিটা বড়ই ঘোরালো—প্যাঁচালো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, অতীতের ইতিহাসকে ফেলে এবার বর্তমানের ঘটনায় আসছি। আগেই বলেছি, কাল রাতে আমি জমিদার বাড়িতে গিয়েছিলাম। মিঃ বার্কার বা মিসেস ডগলাস কাউকে দেখতে পাই নি। তাদের বিরক্ত করবার কোন প্রয়োজনও আমার ছিল না। তবে মহিলাটির মধ্যে কোনরকম শোকের প্রকাশ দেখা যায় নি এবং তিনি বেশ ভালভাবেই রাতে ভোজন-পর্ব শেষ করেছেন—একথা শুনে বেশ খুশিই হয়েছিলাম। আমি বিশেষভাবে ভালমানুষ মিঃ এমেসের সঙ্গে দেখা করতেই গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে কিছুটা ভদ্রতার বিনিময়ের পর অন্য কাউকে না জানিয়েই সে আমাকে পড়ার ঘরে কিছুক্ষণ একাকি থাকতে দিয়েছিল।'

'কী! সেটার সঙ্গে!' আমি চীৎকার করে উঠলাম।

'না, না, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। মিঃ ম্যাক, আমি খবর পেয়েছি মৃতদেহ সরিয়ে নেবার অনুমতি আপনিই দিয়েছিলেন। ঘরটা তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং সেখানে পনেরো মিনিট থেকে আমি অনেক কিছু

জেনেছি।'

'সেখানে কি করেছিলেন ?'

'দেখুন, এই সাধারণ বিষয় নিয়ে আর রহস্তের সৃষ্টি করব না। আমি নিখোঁজ ডাম্বেলটার খোঁজ করলাম। এই কেসের ব্যাপারেও জিনিসটা আমার কাছে সব সময়ই বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। অবশেষে সেটা পেয়েছি।'

'কোথায় ?'

'আঃ! সেখানেই তো আমরা অজানার তীরে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাকে আর একটু—আর সামান্ত একটু অগ্রসর হতে দিন, তারপর—আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আমি যা জানি তার সবটাই আপনারাও জানতে পারবেন।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'আপনার শর্তমত কাজ করতে আমরা বাধ্য কিন্তু আপনি যখন কেসটাই পরিত্যাগ করতে বললেন—আচ্ছা, কেসটা আমরা পরিত্যাগ করব কেন ?'

'প্রিয় মিঃ ম্যাক, শুধু এই সহজ কারণে যে তদন্তের লক্ষ্য সম্পর্কেই আপনাদের কোন ধারণা নাই।'

'বার্লস্টোন জমিদারীর মিঃ জন ডগলাসের হত্যা সম্পর্কে আমরা তদন্ত করছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করছেন। তবে বাইসাইকেলে সওয়ার সেই রহস্তময় ভদ্রলোকের খোঁজ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি বলছি, তাতে কোন লাভ হবে না।'

'তাহলে আপনি আমাদের কি করতে বলেন ?'

'আপনারা যদি রাজী থাকেন তাহলে ঠিক কি করতে হবে বলে দিতে পারি।'

'দেখুন আমি একথা বলতে বাধ্য যে আপনার চাল-চলন একটু অদ্ভুত হলেও তার পিছনে সবসময়ই যুক্তি থাকে। আপনি যেরকম পরামর্শ দেবেন আমি তাই করব।'

'আর আপনি, মিঃ হোয়াইট ম্যাসন ?'

গ্রাম্য গোয়েন্দাটি অসহায়ভাবে একবার এদিক একবার ওদিক তাকাতে লাগল। মিঃ হোমস ও তার কার্য-পদ্ধতি দুই-ই তার কাছে নতুন।

অবশেষে সে বলল, 'ঠিক আছে। ইন্সপেক্টরের পক্ষে যা ভাল আমার পক্ষেও তাই ভাল।'

'চমৎকার!' হোমস বলে উঠল। 'তাহলে আমি বলি কি, আপনারা দু'জনেই মনের সুখে গ্রামাঞ্চলে একটু বেড়িয়ে আসুন। শুনেছি, বার্লস্টোন রীজ থেকে উইল্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী খুবই মনোরম। দুপুরের খাবারটা

কোন হোটেলে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। তবে আমি তো এ অঞ্চলটা চিনি না, তাই কোন ভাল হোটেলের নাম করতে পারছি না। সন্ধ্যায় শ্রান্ত কিন্তু খুশি মনে—'

সক্রোধে চেয়ার ছেড়ে উঠে ম্যাকডোনাল্ড বলে উঠল, 'আরে মশাই, এ যে ঠাট্টাকেও হার মানাচ্ছেন!'

সানন্দে তার কাঁধটা চাপড়ে দিয়ে হোমস বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। যেমনভাবে ইচ্ছে দিনটা কাটিয়ে দিন। যা খুশি করুন, যেমন খুশি যান, কিন্তু সন্ধ্যা হবার আগেই এখানে আমার সঙ্গে অতি অবশ্য দেখা করবেন—মনে রাখবেন মিঃ ম্যাক, অতি অবশ্য।'

'এটা অবশ্য অনেকটা বুদ্ধিমানের মত কথা।'

'আমি সদুপদেশই দিয়েছি। তবে আমি জোর করছি না। শুধু দরকারের সময় আপনারা এখানে এলেই হল। কিন্তু আপাতত আমরা বিদায় নেবার আগে আমি চাই আপনি মিঃ বার্কারকে একটা চিঠি লিখুন।'

'মানে?'

'যদি চান তো চিঠির কথাগুলি আমিই বলে দিচ্ছি। তৈরি?'

'প্রিয় মহাশয়, আমার মনে হচ্ছে পরিখাটা শুকিয়ে ফেলা আমাদের কর্তব্য। আশা করছি, সেখানে আমরা এমন কিছু পেতে পারি—'

ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'অসম্ভব। আমি তো অনুসন্ধান করেছি।'

'ধীরে মশাই ধীরে। দয়া করে আমি যা বলছি তাই করুন।'

'ঠিক আছে বলুন।'

'—আশা করছি সেখানে আমরা এমন কিছু পেতে পারি যা আমাদের তদন্তের সহায়ক হবে। আমি সব ব্যবস্থা করেছি; কাল খুব সকালে মজুররা নদীর খাতটা অন্য পথে ঘুরিয়ে দিয়ে কাজ শুরু করবে—'

'অসম্ভব।'

'—খাতটা অন্যপথে ঘুরিয়ে কাজ শুরু করবে; পূর্বাহ্ণেই ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত বিবেচনা করলাম।'

'এবার স্বাক্ষর করুন; তারপর চারটে নাগাদ লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিন। সেইসময় আমরা এই ঘরে মিলিত হব। ততক্ষণ আমরা প্রত্যেকে যার যা খুশি করতে পারি, কারণ আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে এই তদন্ত এখানে এসেই আপাতত থেমে গেছে।'

আবার যখন আমরা একত্র সমবেত হলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। হোমস খুব গম্ভীর, আমি কৌতূহলী, আর গোয়েন্দাযুগল স্বভাবতই চিন্তিত ও বিরক্ত।

আমার বন্ধু গম্ভীর স্বরে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি চাই আমার সঙ্গে আপনারাও সব কিছু যাচাই করে নিন; আপনারা নিজেরাই বিচার করে

দেখুন আমার সংগৃহীত তথ্যাদির দ্বারা আমার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় কি না। আজকের রাতটা খুব ঠাণ্ডা; আমাদের অভিযান কতক্ষণ চলবে আমি জানি না; তাই বলছি, সকলেই ভাল করে গরম পোশাক পরে নিন। অন্ধকার হবার আগেই আমাদের স্ব স্ব স্থানে পৌছতে হবে; কাজেই আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমরা এখনই যাত্রা শুরু করব।'

জমিদার বাড়ির পার্কের বাইরের সীমানা বরাবর অগ্রসর হয়ে এমন একটা জায়গায় আমরা পৌছলাম যেখানে বেড়ার রেলিং-এ খানিকটা ফাঁক রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে ঢুকে হোমসের পিছু পিছু এগিয়ে আমরা প্রধান ফটক ও টানা সেতুর প্রায় উল্টো দিকের একটা ঝোপের কাছে উপস্থিত হলাম। সেতুটা তোলা হয় নি। হোমস হামাগুড়ি দিয়ে লরেলের বেড়ার পিছনে বসে পড়ল। আমরা তিনজন তাকে অনুসরণ করলাম।

ম্যাকডোনাল্ড রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন আমরা কি করব?'

হোমস জবাব দিল, 'ধৈর্য ধরে বসে থাকব আর যথাসম্ভব কম শব্দ করব।'

'কিন্তু আমরা এখানে এলাম কেন? সত্যি বলছি, সব কথা আপনার খোলাখুলি বলা উচিত ছিল।'

হোমস হাসল।

বলল, 'ওয়াটসন বলে থাকে, আমি নাকি বাস্তব জীবনের নাট্যকার। মাঝে মাঝে আমার ভিতরকার শিল্পীমন জেগে ওঠে এবং একটি সফল মঞ্চ-নাটকের দাবী জানায়। সত্যি বলছি মিঃ ম্যাক, আমাদের তদন্তের ফলাফল যাতে গৌরবময় হয়ে উঠতে পারে তেমনভাবে দৃশ্য-সংস্থাপন না করতে পারলে আমাদের এই জীবিকা বড়ই নীরস ও কঠিন হয়ে পড়ত। সরাসরি অভিযোগ, ঘাড়ের উপর পাশবিক আঘাত—এ দিয়ে কি নাটকের পরিণতি জমে? কিন্তু দ্রুত অনুমান, সূক্ষ্ম ফাঁদ, আসন্ন ঘটনার সুদক্ষ পূর্বাভাষ, সাহসিক সিদ্ধান্তের বিজয়দৃপ্ত সপ্রমাণ—আমাদের জীবন-ভোর কর্মধারায় এগুলিই কি গর্ব এবং গৌরব নয়? এই মুহূর্তে পরিবেশের জাঁকজমকে আর শিকারী-সুলভ প্রত্যাশায় আপনাদের বুকও তো উত্তেজনায় কাঁপছে। আমি যদি সময়-সারনির মত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতাম তাহলে এই উত্তেজনা কোথায় পেতেন? মিঃ ম্যাক, আমি শুধু একটু ধৈর্য ধরতে বলছি, তাহলেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।'

সকৌতুকে হাল ছেড়ে দিয়ে লণ্ডনের গোয়েন্দা বলল, 'আশা করি ঠাণ্ডায় মৃত্যুলাভ করবার আগেই গর্ব, গৌরব ও বাদ বাকিরা সবাই এসে পড়বে।'

ঐ কথায় সায় দেবার মত যথেষ্ট কারণ আমাদের সকলেরই ছিল, কারণ আমাদের প্রতীক্ষা দীর্ঘ ও বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। ধীরে ধীরে প্রাচীন বাড়িটার লম্বা গম্ভীর মুখের উপরে ছায়াগুলো কালো হয়ে এল। পরিখা থেকে একটা ঠাণ্ডা ভিজে বাতাস এসে আমাদের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল;

আমাদের দাঁতে দাঁতে সুর বাজতে লাগল। ফটকের উপর একটিমাত্র বাতি জ্বলছে, আর খুনে পড়ার ঘরে একটা স্থির আলো দেখা যাচ্ছে। আর সব কিছু অন্ধকার, নিথর।

হঠাৎ ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'আর কতক্ষণ এভাবে চলবে? আর কিসের জন্যই বা আমরা অপেক্ষা করে আছি?'

কিছুটা কড়া গলায় হোমস জবাব দিল, 'আর কতক্ষণ চলবে সেবিষয়ে আপনাদের মত আমারও কোন ধারণা নেই। অপরাধীরা যদি রেলগাড়ির মত নির্দিষ্ট সময় মেনে চলত তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের সকলেরই খুব সুবিধা হত। আর কিসের জন্য আমরা—দেখুন, ওরই জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি।'

সে যখন কথা বলছিল তখন পড়ার ঘরের উজ্জ্বল হলুদে আলোটা একজন লোকের এদিক ওদিক যাতায়াতের ফলে মাঝে মাঝেই আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। যে লরেল ঝোপের পাশে আমরা বসেছিলাম সেটা জানালার ঠিক উল্টো দিকে এবং তার দূরত্বও একশ' ফুটের বেশী নয়। এই সময়ে কজার শব্দ করে জানালাটা খুলে গেল। আমরা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম একটি মানুষের মাথা ও ঘাড়ের কালো রেখা। সে বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে আছে। কয়েক মিনিট সে চোরের মত চুপি চুপি বাইরে তাকাতে লাগল, যেন সে চাইছে আর কেউ তাকে দেখতে না পাক। তারপর সে সামনে ঝুঁকলো। চতুর্দিকের একান্ত স্তব্ধতার জন্য জলের আলোড়নের একটা মৃদু শব্দ আমাদের কানে এল। দেখে মনে হল, হাতের একটা কিছু দিয়ে সে পরিখার জল নাড়ছে। তারপর হঠাৎ জেলে যেভাবে মাছকে ডাঙায় তোলে ঠিক সেই-ভাবে সে একটা কিছু টেনে নিল—একটা প্রকাণ্ড গোল বস্তু. যেটাকে খোলা জানালা দিয়ে টেনে ভিতরে নেবার সময় ঘরের আলোটা ঢেকে গেল।

'এইবার!' হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'এইবার।'

সবাই উঠে দাঁড়ালাম। অসাড় হাত-পা নিয়ে কোনরকমে তার পিছনে ছুটতে লাগলাম। আর সে? প্রয়োজনের সময় যে শারীরিক শক্তির অগ্নি-দীপ্তি তাকে অদৃষ্টপূর্ব এক কর্মক্ষম ও শক্তিশালী মানুষে পরিণত করে তারই প্রেরণায় সে দ্রুতগতিতে সেতুটা পার হয়ে খুব জোরে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিল। ও-পাশ থেকে খিল খোলার শব্দ শোনা গেল। দ্বারপথে বিস্মিত এমেসকে দেখা গেল। কোন কথা না বলে তাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে হোমস ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমরাও পেছনে পেছনে গেলাম। যার জন্য এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম ঘরের মধ্যে সেই দাঁড়িয়ে আছে।

টেবিলের উপরকার তেলের বাতিটার উজ্জ্বল আলোই আমরা বাইরে থেকে দেখেছিলাম। বাতিটা এখন সেসিল বার্কারের হাতে। আমরা ঢুকতেই সে বাতিটা আমাদের দিকে বাড়িয়ে ধরল। তার শক্ত দৃঢ়সংকল্প,

পরিষ্কার-কামানো মুখ আর ভয়ংকর চোখ ছুটি বাতির আলোয় চকচক করতে লাগল।

সে চীৎকার করে বলল, 'এসব শয়তানীর অর্থ কি? এখানে আপনারা কি চান?'

হোমস ক্ষিপ্রগতিতে চারদিকে চোখ বুলিয়েই লেখার টেবিলের নীচে ঝুঁকে ফেলে দেওয়া দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ভিজে বাণ্ডিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'এইটে চাই মিঃ বার্কার—ডাম্বেল বেঁধে ভারীকরা এই বাণ্ডিলটা যেটা আপনি এইমাত্র পরিখার জল থেকে তুললেন।'

বার্কার হতভম্বের মত হোমসের দিকে তাকাল।

'এটার কথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

'কারণ ওটা আমিই ওখানে রেখেছিলাম।'

'আপনি রেখেছিলেন! আপনি!'

হোমস বলল, 'হয় তো আমার বলা উচিত "একটা সরিয়ে আর একটা রেখেছিলাম।" ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, আপনার হয় তো মনে আছে একটি ডাম্বেল দেখতে না পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। সেদিকে আপনার দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু অন্য ঘটনার চাপে পড়ে আপনি সেটা ভেবে দেখবার সময় করে উঠতে পারেন নি। ভেবে দেখলে কিন্তু তার থেকে অনেক কথা জানতে পারতেন। জল যেখানে কাছেই রয়েছে আর একটা ভারী জিনিসও খোয়া গেছে, তখন এটা ধরে নেওয়া খুব অসম্ভব নয় যে কোন জিনিস জলের নীচে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। অন্তত ধারণাটা একবার পরীক্ষা করে দেখা অবশ্যই কর্তব্য। কাজেই এমেসের সাহায্যে—সেই আমাকে এ ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল—এবং ডাঃ ওয়াটসনের ছাতার বাঁকানো বাঁটের সাহায্যে গত রাতেই এই বাণ্ডিলটা জল থেকে তুলে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। অবশ্য এটাকে কে ওখানে রেখেছিল সেটা প্রমাণ করাই সব চাইতে আগে দরকার। আগামীকাল পরিখাটা শুকিয়ে ফেলা হবে এই ঘোষণার দ্বারা সহজেই সেকাজও করা হয়েছে। ঘোষণার অনিবার্য ফলস্বরূপ বাণ্ডিলটা যেই লুকিয়ে রাখুন না কেন, অন্ধকার হওয়া মাত্রই নিশ্চয় সে ওটাকে জল থেকে তুলে নেবে। সে সুযোগ কে গ্রহণ করেছে তার অন্তত চারজন সাক্ষী আমাদের রয়েছে। কাজেই মিঃ বার্কার, এবার আপনার কথা বলার পালা।'

শার্লক হোমস ভিজে বাণ্ডিলটা টেবিলের উপর বাতির পাশে রেখে দড়িটা খুলে ফেলল। তার ভিতর থেকে একটা ডাম্বেল বের করে সেটাকে ঘরের এককোণে রাখা জোড়ার অপরটির দিকে গড়িয়ে দিল। তারপর বের করল একজোড়া জুতো। আঙুলের দিকটা দেখিয়ে বলল, "দেখতেই পাচ্ছেন এটা আমেরিকায় তৈরি।" এবার টেবিলের উপর রাখল একখানা দীর্ঘ, মারাত্মক

খাপে-ভরা ছুরি। সব শেষে বের করল এক বাণ্ডিল জামা-কাপড়—একপ্রস্থ তলাকার জামা, মোজা, ধূসর রঙের টুইডের স্যুট এবং একটি বেঁটে হলুদ ওভারকোট।

হোমস বলল, 'জামা-কাপড়গুলি সবই সাধারণ, কেবলমাত্র ওভারকোটটি ছাড়া। ওটা কিন্তু অনেক ইঙ্গিত বহন করছে।' কোটটাকে আলোর দিকে ধরে তার লম্বা শীর্ণ আঙুলগুলো তার উপরে চালাতে লাগল। 'দেখতে পাচ্ছেন, এই ভিতরের পকেটটা লাইনিং-এর ভিতর দিয়ে এতখানি প্রসারিত যাতে একটা মাথা-কাটা পাখি-মারা বন্দুকের যথেষ্ট জায়গা হতে পারে। গলার কাছে দর্জির নামের পট্টি লাগানো রয়েছে—নিয়েল, পোশাক-প্রস্তুতকারক, ভারমিসা, ইউ. এস. এ.। স্থানীয় রেকটারের গ্রন্থাগারে সারা বিকেল পড়াশুনা করে এটুকু বাড়তি জ্ঞান সঞ্চয় করেছি যে ভারমিসা হল যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিখ্যাত কয়লা ও লোহার খনি-অঞ্চলের একটি সমৃদ্ধশালী ছোট শহর। আমার মনে আছে মিঃ বার্কার যে কয়লাখনি অঞ্চলের প্রসঙ্গে আপনি মিঃ ডগলাসের প্রথমা স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। কাজেই তারপরে এরূপ অনুমান করা খুব অবান্তর হয় না যে মৃত ব্যক্তির পাশে পাওয়া কার্ডের উপরে লেখা ভি. ভি. ভারমিসা ভ্যালিরই দুটি আদ্য অক্ষর, বা এই উপত্যকাই বহুবার শোনা সেই আতংকের উপত্যকা হতে পারে যেখান থেকে খুনের দূতদের পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। এবার আপনার পালা। মিঃ বার্কার, এবার আপনার ব্যাখ্যা শুনতে চাই।'

মহান গোয়েন্দার এই বিবৃতির সময় সেসিল বার্কারের মুখের ভাব একটা দেখবার মত দৃশ্য। ক্রোধ, বিস্ময়, আতংক এবং অস্থিরতার ছায়া পর পর তার মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সে কঠিন বিদ্রূপের আশ্রয় নিল।

মুখ সিঁটকে বলল, 'আপনি তো অনেক কিছুই জানেন মিঃ হোমস, আপনিই আরও কিছু শোনালেই তো ভাল হত।'

'মিঃ বার্কার, কোন সন্দেহ নেই যে আমি আরও অনেক কিছুই বলতে পারি, কিন্তু সেকথাগুলো আপনার মুখেই ভাল শোনাবে।'

'ওঃ আপনি তাই মনে করেন বুঝি? দেখুন, আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে এখানে যদি গোপন কথা কিছু থেকে থাকে সেটা আমার গোপন কথা নয়, কাজেই সেটা জানবার দায়ও আমার নয়।'

ইন্সপেক্টর শান্তভাবে বলল, 'দেখুন মিঃ বার্কার, আপনি যদি এই লাইন ধরেন তাহলে পরোয়ানা এনে আপনাকে গ্রেপ্তার করার আগে পর্যন্ত আপনাকে আমাদের নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে।'

বার্কার উদ্ধতভাবে বলল, 'আপনাদের যা খুশি তাই করতে পারেন।'

মনে হল আলোচনা বুঝি সেখানেই শেষ হয়ে গেল, কারণ তার পাথরের

মত মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে কোনরকম পদ্ধতিতেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে আর কিছু বলানো যাবে না। অবশ্য একটি স্ত্রী-কণ্ঠের শব্দে এই অচল অবস্থার অবসান ঘটল। আধ-খোলা দ্বার-পথে দাঁড়িয়ে মিসেস ডগলাস সব কথাই শুনছিলেন। এবার তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, 'সেসিল, আমাদের জন্য তুমি অনেক করেছ। তার ফল ভবিষ্যতে যাই হোক, তুমি যথেষ্ট করেছ।'

শার্লক হোমস গম্ভীরভাবে বলল, 'যথেষ্ট, যথেষ্টর চাইতেও বেশী। ম্যাডাম, আপনার প্রতি আমার সবরকম সহানুভূতি আছে। তাই আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করছি আমাদের সাধারণ বুদ্ধির উপর কিছুটা আস্থা রাখুন, আর স্বেচ্ছায় পুলিশকে সব কথা খুলে বলুন। হতে পারে, আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনের মারফৎ যে ইঙ্গিত আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন তদনুসারে কাজ না করায় আমারই ভুল হয়েছে, কিন্তু সেসময়ে আমার বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে আপনি স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে এই খুনের সঙ্গে জড়িত। এখন আমি নিশ্চিত জানি যে তা নয়। সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে এখনও অনেক কিছুই বোঝা যায় নি। তাই আমি জোরের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনি মিঃ ডগলাসকে বলুন তার সব কথা আমাদের বলতে।'

হোমসের কথা শুনে মিসেস ডগলাস বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন। গোয়েন্দাযুগল ও আমার মুখ থেকেও তারই প্রতিধ্বনি বেরিয়েছিল। এমন সময় দেখলাম একটা মানুষ যেন দেয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঘরের কোণের অন্ধকার থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। মিসেস ডগলাস ঘুরে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার গলা জড়িয়ে ধরল। বার্কার ধরল তার প্রসারিত হাত।

তার স্ত্রী বললেন, 'এই পথই ভাল জ্যাক, আমি নিশ্চিত জানি এই পথই ভাল।'

শার্লক হোমস বলল, 'ঠিক তাই মিঃ ডগলাস, আমিও নিশ্চিতভাবে বলছি, আপনিও বুঝতে পারবেন যে এই পথই শ্রেষ্ঠ।'

অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোয় এলে মানুষ যেরকম মিটমিট করে তাকায় লোকটি সেইরকম বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখখানি দেখবার মত—বড় বড় ধূসর দুটি চোখ, একজোড়া শক্ত, ছোটকরে ছাঁটা আধূসর গোঁফ, চৌকো ঠেলে-আসা থুতনি, আর একখানি খুশিভরা মুখ। সে আমাদের সকলের দিকেই একবার ভাল করে তাকাল। তারপর আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে এক বাণ্ডিল কাগজ আমার হাতে দিল।

আধা ইংরেজ ও আধা আমেরিকান গলায় সে বলল, 'আপনার কথা আমি শুনেছি।' তার গলার স্বর বেশ শান্ত ও মনোরম। 'এ দলের আপনি লিপিকার। দেখুন ডাঃ ওয়াটসন, এরকম একটা কাহিনী যে এর আগে কখনও

আপনার হাত দিয়ে বের হয় নি সেজন্য আমি আমার শেষ ডলারটি পর্যন্ত বাজী রাখতে পারি। কাহিনীটা আপনি আপনার মত করেই বলবেন, তবে ঘটনাগুলো সবই এতে আছে এবং এগুলো হাতে থাকলে আপনার পাঠকের অভাব হবে না। দু'দিন আমাকে আটক রাখা হয়েছিল, সেই সময়েই দিনের আলোয়—একটা ইঁদুরের গর্তে যতটা আলো পাওয়া সম্ভব—সব কথা আমি লিখেছি। সেগুলো আপনাকে দিলাম—আপনাকে আর আপনার পাঠককে। এতেই আতংকের উপত্যকার কাহিনী পাবেন।'

শার্লক হোমস শান্তভাবে বলল, 'সে তো অতীতের কথা মিঃ ডগলাস। এখন আমরা আপনার বর্তমানের কথা শুনতে চাই।'

'নিশ্চয়ই শুনবেন স্যার', ডগলাস বলল। 'বলতে বলতে ধূমপান করতে পারি তো? ধন্যবাদ মিঃ হোমস। যতদূর মনে পড়ে আপনি নিজেও তো ধূমপান করেন; তাই দুটো দিন পকেটে তামাক নিয়ে বসে আছি অথচ পাছে তামাকের গন্ধে ধরা পড়ে যাই তাই খেতে পারছি না—এ যে কি অবস্থা আপনি তা বুঝতে পারবেন।' ম্যাণ্টেলপিসে হেলান দিয়ে সে হোমসের দেওয়া চুরুটটা টানতে লাগল। 'মিঃ হোমস, আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু কখনও ভাবি নি আপনার সঙ্গে দেখা হবে।' আমার কাগজগুলো দেখিয়ে সে বলল, 'ওগুলো দেখবার আগে আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে আমি নিজেই একটা টাটকা খবর হয়ে এসেছি।'

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড পরম বিস্ময়ে নবাগতের দিকে তাকিয়েছিল।

আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে বলল, 'দেখুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি যদি বার্লস্টোন জমিদারীর মিঃ জন ডগলাস, তাহলে এই দু'দিন ধরে আমরা কার খুনের তদন্ত করে বেড়াচ্ছি, আর আপনিই বা এখন কোন্ গগন থেকে এসে উদয় হলেন? আপনি যেন মেঝে ফুঁড়ে ভানুমতীর খেল্-এর মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।'

তিরস্কারের ভঙ্গীতে তর্জনী তুলে হোমস বলল, 'আঃ মিঃ ম্যাক, তবু আপনি রাজা চার্লসের লুকিয়ে থাকার বিবরণ সম্বলিত চমৎকার স্থানীয় সংগ্রহ-গ্রন্থখানি পড়ে দেখবেন না! সেকালের দিনে লুকিয়ে থাকবার উপযুক্ত স্থান ছাড়া লোকে লুকোত না। আর যে লুকোবার জায়গা একবার ব্যবহৃত হয়েছে সেটা আবারও ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি আগেই ভেবেছিলাম, মিঃ ডগলাসকে এই ছাদের নীচেই পাওয়া যাবে।'

ইন্সপেক্টর রেগে বলল, 'আর এতটা সময় ধরে আপনি আমাদের সঙ্গে এই-ভাবে ফাঁকিবাজী করেছেন? অর্থহীন জেনেও এই তদন্তে আমাদের অযথা শক্তিক্ষয় করতে দিয়েছেন?

'প্রিয় মিঃ ম্যাক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি মুহূর্তও নয়। মাত্র কাল রাতেই আমি মনস্থির করতে পেরেছি। যেহেতু আজ সন্ধ্যার আগে আমার

সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না, তাই তো আপনাকে আর আপনার সহকর্মীকে আজকের দিনটা ছুটি নিতে বলেছিলাম। বলুন, এর চাইতে বেশী আমি আর কি করতে পারতাম ? পরিখার জলে যখন এই জামা-পোশাকগুলো পেলাম তৎক্ষণাৎ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে মৃতদেহটি মিঃ জন ডগলাসের হতেই পারে না, ওটা নিশ্চয়ই টানব্রিজ ওয়েলস থেকে আগন্তুক সেই বাইসাইকলারোহীর দেহ। আর কোন সিদ্ধান্তই সম্ভব ছিল না। সুতরাং তখনই আমাকে ভাবতে হয়েছিল, তাহলে মিঃ জন ডগলাস কোথায় গেল। এ অবস্থায় এটা ভাবাই স্বাভাবিক যে তার স্ত্রী এবং বন্ধুর সহযোগিতায় এমন একটা ঘরে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে যেখানে পালিয়ে থাকবার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, এবং সবকিছু শান্ত হয়ে গেলেই সে সেখান থেকে পালিয়ে চলে যাবে।'

মিঃ ডগলাস কথাগুলো সমর্থনের ভঙ্গীতে বলল, 'আপনার বিবরণ প্রায় যথাযথই হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম আপনাদের বৃটিশ আইনকে ফাঁকি দেব, কারণ সে আইনে আমার কি ব্যবস্থা হবে ঠিক জানি না; তাছাড়া আমি দেখলাম ঐ কুকুরগুলোকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দেবার এই সুযোগ। মনে রাখবেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লজ্জিত হবার মত, বা দরকার হলে আবারও করতে পারব না এমন কোন কাজ আমি করি নি। তবে আমার কাহিনী শুনবার পরে সেটা আপনারাই বিচার করবেন। আমাকে সতর্ক করে কোন লাভ নেই ইন্সপেক্টর, সত্যের মাটিতে দাঁড়াতে আমি প্রস্তুত।'

'একেবারে গোড়া থেকে শুরু করব না। সেসব তো ওতেই আছে'—আমার হাতের কাগজের বাণ্ডিলটা দেখাল—'আর ওটাও এক আশ্চর্য কাহিনী। মোটামুটি ব্যাপারটা এই রকম : এমন কিছু লোক আছে যারা সম্যক কারণেই আমাকে ঘৃণা করে এবং আমাকে ধরবার জন্য শেষ ডলার পর্যন্ত দিতে পারে। যতদিন আমি বেঁচে আছি এবং তারা বেঁচে আছে, ততদিন এই পৃথিবীতে আমি নিরাপদ নই। তাদের তাড়া খেয়ে আমি শিকাগো থেকে কালিফোর্নিয়ায় গেছি; সেখান থেকে তারা আমাকে আমেরিকা-ছাড়া করেছে। কিন্তু যখন বিয়ে করে এই শান্তির নীড়ে বসবাস শুরু করলাম, তখন ভেবেছিলাম আমার শেষের দিনগুলি শান্তিতেই কাটবে। আমার স্ত্রীকে অতীতের কথা কিছুই বলি নি। কেন তাকেও এর মধ্যে টেনে আনব বলুন ? তাহলে যে জীবনে আর কখনও সে স্বস্তি পেত না, সব সময়েই বিপদের ভয়ে দিন কাটাত। অবশ্য আমার মনে হয় সে কিছু জানত, কারণ আমি হয় তো কালে-ভদ্রে মুখ ফসকে দু' একটা কথা বলে থাকতে পারি,—কিন্তু গতকাল আপনারা তার সঙ্গে দেখা করবার আগে আসল ব্যাপার সে কিছুই জানত না। সে যা জানত সবই আপনাদের বলেছে; বার্কারও তাই করেছে; কিন্তু ঘটনার রাতে সব কিছু বুঝিয়ে বলবার মত সময় আমার ছিল না। আমার স্ত্রী এখন সবই

জানে, হয় তো আরও আগেই তাকে সব কথা বললেই আমি ভাল করতাম। ‘কিন্তু তুমি তো জান প্রিয়ে’,—মুহূর্তের জন্ম স্ত্রীর হাতখানি সে নিজের হাতের মধ্যে নিল—‘কথাগুলি বড়ই নির্মম; তবু যা কিছু করেছি ভালর জন্যই করেছি।’

‘দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ, এই ঘটনার আগের দিন আমি টানব্রিজ ওয়েলস্ গিয়েছিলাম এবং ক্ষণেকের জন্য একটি লোককে রাস্তায় দেখতে পেয়েছিলাম। শুধু ক্ষণেকের দেখা, কিন্তু আমার দৃষ্টি খুব সজাগ, লোকটিকে চিনতে আমার ভুল হয় নি। সে হচ্ছে আমার সব চাইতে বড় শত্রু—এত বছর ধরে সে হরিণের পিছনে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আমাকে তাড়া করে চলেছে। বুঝলাম বিপদ আসন্ন, তাই বাড়ি ফিরেই সব ঠিক করে ফেললাম। ভেবেছিলাম নিজের শক্তিতেই সব বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারব। এমন এক সময় ছিল যখন সারা যুক্তরাষ্ট্রের লোক আমার সৌভাগ্যের কথা বলত। সে ভাগ্য যে এখনও আমার সঙ্গেই আছে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

‘পরদিন সারাক্ষণ খুব সজাগ রইলাম, একবারও পার্কে গেলাম না। না গিয়ে ভালই করেছিলাম, অন্যথায় আমি কিছু করবার আগেই তার পাখি-মারা বন্দুক দিয়ে আমাকেই সে গুলি করত। সেতুটা তোলা হয়ে গেলে—প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেতুটা তোলা হলেই আমি যেন শান্তি ফিরে পেতাম—বিপদের চিন্তা আমার মাথা থেকে চলে গেল। সে যে বাড়িতে ঢুকে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে সেটা আমি ভাবতেই পারি নি। প্রতিদিনের অভ্যাস মত যখন ড্রেসিং-গাউনটা চড়িয়ে বাড়িটা ঘুরে দেখছিলাম, তখন পড়ার ঘরে ঢোকা মাত্রই বিপদের গন্ধ পেলাম। আমি মনে করি, মানুষের জীবনে যখন কোন বিপদ আসে—আমার জীবনে অনেক বিপদের মুহূর্ত এসেছে—তখন একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক করে দেয়। পরমুহূর্তেই জানালার পর্দার নীচে একটা জুতো দেখতে পেলাম। সব কিছু বুঝতে আর বাকি রইল না।

‘আমার হাতে শুধু একটা মোমবাতি। কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে হলের বাতি থেকে প্রচুর আলো আসছিল। মোমবাতিটা ফেলে দিয়ে ম্যাণ্টেলের উপর রাখা হাতুড়িটার জন্য লাফ দিলাম। সেইমুহূর্তে সেও আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা ছুরির ঝিলিক চোখে পড়ল। আমিও হাতুড়িটা ছুঁড়ে মারলাম। তারপর কোথায় সেটা লাগল জানি না, কিন্তু ছুরিটা সশব্দে মেঝের উপর পড়ে গেল। পাকাল মাছের মত ক্ষীপ্রগতিতে সে টেবিলের ও-পাশে ঘুরে গিয়েই কোটের নীচ থেকে বন্দুক বের করল। ঘোড়া টানার শব্দ কানে এল, কিন্তু সে গুলি ছুঁড়বার আগেই আমি বন্দুকটা ধরে ফেললাম। আমি ধরেছিলাম বন্দুকের নলটা। মিনিটখানেক দু'জনে বন্দুক নিয়ে টানাটানি চলল। যার মুঠো আলগা হবে তারই মৃত্যু। তার হাতের মুঠো কখনও আলগা হয় নি। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ সময় সে বন্দুকের কুঁদোটা নীচের দিকে

চেপে রেখেছিল। হয়তো আমিই ঘোড়াটা টেনেছিলাম। অথবা হয় তো দু'জনের টানাটানিতেই ঘোড়াটা সরে গিয়েছিল। যেভাবেই হোক, দুটো নলের মুখ দিয়ে সব গুলি তার মুখে গিয়ে লাগল। টেড বল্ডুইনের ক্ষতবিক্ষত মুখের দিকে আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। শহরে তাকে আমি চিনেছিলাম, আবার যখন সে আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখনও তাকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু তখন যে অবস্থায় তাকে দেখলাম তাতে তার নিজের মা-ও তাকে চিনতে পারত না। অনেক কঠোর কাজ জীবনে করেছি, কিন্তু তাকে দেখে আমারও যেন মাথা ঘুরে গেল।

'টেবিলে ভর দিয়ে কোনরকমে দাঁড়িয়েছিলাম, ছুটতে ছুটতে নেমে এল বার্কার। আমার স্ত্রীর নেমে আসার শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে দরজার কাছে গিয়ে তাকে বাধা দিলাম। কোন স্ত্রীলোকের সেদৃশ্য দেখা উচিৎ নয়। তাকে কথা দিলাম, শীঘ্রই তার কাছে যাব। বার্কারকেও দু'একটা কথা বললাম—এক নজর দেখেই সে সব বুঝতে পারল—তারপর বাড়ির অন্য সকলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কারও দেখা নেই। তখন বুঝলাম তারা কিছু শুনতে পায় নি এবং যা কিছু ঘটেছে জানি শুধু আমরা তিনজন।

'ঠিক সেইমুহূর্তে ফন্দিটা আমার মাথায় এল। তার চমৎকারিত্বে আমিই চমকে উঠলাম। লোকটার আস্তিন সরে গিয়েছিল, তার হাতের উপরে "আস্তানা"-র প্রতীক-চিহ্ন আঁকা রয়েছে। এই দেখুন।'

আমরা যাকে ডগলাস বলে জানি সেই লোকটি তার নিজের কোট ও আস্তিন তুলে বৃত্তের মধ্যে একটা ত্রিভুজ আঁকা দেখাল—ঠিক যেমনটি দেখেছিলাম মৃত ব্যক্তির হাতে।

'এটা দেখেই ফন্দিটা আমার মাথায় আসে। সব যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার উচ্চতা, চুল এবং দেহ-গঠন সবই প্রায় আমার মত। বেচারি! তার মুখ তো চিনবারই উপায় নেই। তখন এইসব পোশাক নিয়ে এলাম। পনেরো মিনিটের মধ্যে বার্কার এবং আমি দুজনে মিলে আমার ড্রেসিং-গাউনটা তাকে পরিয়ে দিলাম। আপনারা যেভাবে দেখেছিলেন সেই-ভাবে সে পড়ে রইল। তার সব জিনিসপত্র একটা বাণ্ডিলে বেঁধে হাতের কাছে ভারী জিনিস যেটা পেলাম সেটাকেই তার সঙ্গে ঝুলিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। যে কার্ডটা আমার মৃতদেহের পাশে রাখবে বলে সে সঙ্গে করে এনেছিল সেটা তার পাশেই পড়ে রইল। আমার আংটিগুলো তার আঙুলে পরানো হল, কিন্তু বিয়ের এই আংটিটা'—সে তার পেশীবহুল হাতটা মেলে ধরল—'দেখতেই পাচ্ছেন ওটা আঙুলে একেবারে বসে গেছে। বিয়ের দিন থেকে এটা কোনদিন আঙুল থেকে খুলি নি এবং কাইল দিয়ে না কেটে ওটা খোলাও যাবে না। ওটা আঙুল থেকে খুলে দিতে চাইতাম কি না জানি না, কিন্তু দিতে চাইলেও পারতাম না। কাজেই ও নিয়ে আর মাথা ঘামালাম

না। বরং উপর থেকে একটুকরো প্লাস্টার এনে এখন আমার আঙুলে যেখানে আংটিটা পরা আছে সেইরকম স্থানে লাগিয়ে দিলাম। মিঃ হোমস, আপনার সব সতর্কতা সত্ত্বেও এইটে আপনার চোখে পড়ে নি, কারণ, প্লাস্টারটুকু খুলে নিলেই দেখতে পেতেন তার নীচে কোন ক্ষত নেই।

'এই হচ্ছে তখনকার পরিস্থিতি। কিছুদিন লুকিয়ে থেকে তারপর কোথাও গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারলেই বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাবার একটা সুযোগ আমরা পেতাম। আমি পৃথিবীর মাটিতে বেঁচে থাকতে ওই শয়তানগুলো আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দিত না। কিন্তু ওরা যখন সংবাদপত্রে দেখত যে বল্ডুইন তার শিকারকে ঠিকই ধরেছে, তাহলেই আমার সব আপদের শান্তি হত। বার্কারকে ও আমার স্ত্রীকে এতকথা পরিষ্কার করে বোঝাবার মত যথেষ্ট সময় তখন আমার হাতে ছিল না, কিন্তু তারা যেটুকু বুঝেছিল তাই আমাকে সাহায্য করবার পক্ষে যথেষ্ট। লুকোবার জায়গাটার সব কিছুই আমার জানা ছিল; এমেসও সব জানত, কিন্তু বর্তমান ঘটনার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক যে থাকতে পারে সেটা তার মাথায় আসে নি। আমি সেখানে লুকিয়ে পড়লাম, আর বাকিটা করবার ভার রইল বার্কারের উপর।

'সে তখন কি করল সেটা আশা করি আপনারাই বুঝে নিতে পারবেন। জানালাটা খুলে দিয়ে সে গোবরাটের উপর এমনভাবে ছাপ এঁকে দিল যাতে মনে হবে যে খুনী ওই পথে পালিয়েছে। কাজটা একটু শক্ত বই কি কিন্তু সেতুটা যখন তোলা রয়েছে তখন তো ও ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। তারপর সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে সে প্রাণপণে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। তারপর কি ঘটল আপনারা সবই জানেন—এবং হে ভদ্রমহোদয়গণ, এখন আপনাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আমি আপনাদের সত্য কথা—আগাগোড়া সত্য কথাই বলেছি, সুতরাং হে ঈশ্বর, আমার সহায় হও! আপনাদের কাছে আমার একটাই জিজ্ঞাস্য: ইংরেজ আইনে আমার অবস্থা কি হবে?'

'ইংরেজ আইন প্রধানত ন্যায়ের আইন। সে আইনের কাছ থেকে আপনার ন্যায্য প্রাপ্যের চাইতে খারাপ কিছু আপনি পাবেন না। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, আপনি যে এখানে বাস করছেন, বা কেমন করে আপনার বাড়িতে ঢোকা যায়, অথবা আপনার দেখা পাবার জন্য কোথায় লুকিয়ে থাকা প্রয়োজন —এত কথা এই লোকটা জানল কেমন করে?'

'সেবিষয়ে আমি কিছুই জানি না।'

হোমসের মুখ খুব সাদা ও গম্ভীর হয়ে উঠল।

সে বলল, 'আমার আশংকা, গল্পটা এখনও শেষ হয় নি। ইংরেজ আইনের চাইতে, এমন কি আপনার আমেরিকান শত্রুদের চাইতেও বড় বিপদ আপনার আসতে পারে। মিঃ ডগলাস, আপনার সামনে সমূহ বিপদ আমি

দেখতে পাচ্ছি। আমার পরামর্শ শুনুন—খুব সতর্ক হয়ে থাকুন।'

এবার—হে আমার দায় বিভূষিত পাঠকবর্গ, আমি অনুরোধ করছি কিছুক্ষণের জন্য আমার সঙ্গে চলুন—সাসেক্সের অন্তর্গত বার্লস্টোন জমিদার বাড়ি থেকে অনেক দূরে খৃস্টীয় যে বৎসরে এমন একটি ঘটনাবহুল অভিযান আমরা করলাম যার পরিণতিতে পেলাম জন ডগলাস নামে পরিচিত একটি লোকের একটি আশ্চর্য কাহিনী, সেসময় থেকে অনেক দূর অতীতে। আমার সঙ্গে ফিরে চলুন সময়ের বিচারে আজ থেকে বিশ বছর আগে, আর স্থানের বিচারে পশ্চিম দিকে কয়েক হাজার মাইল দূরে। তাহলেই এমন একটি আশ্চর্য ও ভয়ংকর কাহিনী আপনাদের শোনাতে পারব যা এতখানি আশ্চর্য ও ভয়ংকর যে আমি বললেও সে ঘটনাকে বিশ্বাস করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে। মনে করবেন না যে একটা গল্প শেষ না করেই আর একটা গল্প আপনাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি। পড়তে পড়তেই বুঝতে পারবেন তা নয়। সেই দূর অতীতের ঘটনার বিবরণ যখন শেষ করব এবং আপনারাও যখন অতীতের এই রহস্যের সমাধান করবেন, তখন বেকার স্ট্রীটের সেই ঘরে আবার আমরা মিলিত হব যেখানে আরও অনেক আশ্চর্য ঘটনার মতই এই ঘটনাটিও পরিণতি খুঁজে পাবে।



অংশ ২

দি স্কাউরারস্

মানুষটি

দিনটি ছিল ১৮৭৫ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। তীব্র শীত পড়েছে; গিলমার্টন পর্বতমালার গিরিপথগুলিতে পুরু হয়ে বরফ জমেছে। অবশ্য বাষ্পচালিত লাঙলের সাহায্যে রেলপথটাকে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং দীর্ঘ সারিবদ্ধ কয়লা-খনি ও লৌহ-খনির শ্রমিক বস্তিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী সান্ধ্য ট্রেনটি খাড়া ঢালু পথ বেয়ে আর্তনাদ করতে করতে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছিল। ঢালু পথটা সমতলের স্ট্যাগভিল থেকে ভারমিসা উপত্যকার মাথায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহর ভারমিসার দিকে চলে গেছে। সেখান থেকে রেলপথটা হঠাৎ নীচে নামতে নামতে বার্টন স্ ক্রসিং, হেমডেল ও পুরোপুরি চাষী অঞ্চল মার্টনের দিকে চলে গেছে। রেলপথটা সিঙ্গল লাইন হলেও মাঝে মাঝেই অসংখ্য সাইডিং রয়েছে এবং প্রত্যেকটা সাইডিং-এ কয়লা ও লৌহ-খনির বোঝাই ট্রাকের দীর্ঘ সারি দেখলেই বোঝা যায় কী পরিমাণ লুকনো সম্পদ সেখানে রয়েছে যার টানে আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের এই একান্ত পরিত্যক্ত নির্জন প্রান্তরে দলের পর দল কর্কশ মানুষদের এই কর্মচঞ্চল জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছে।

জায়গাটা সত্যি নির্জন ছিল। যে অগ্রপথিক প্রথম এখানে পদার্পণ করেছিল সে কল্পনাও করতে পারে নি যে কালো পাথর ও গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই বিষণ্ন অঞ্চলটির সঙ্গে তুলনা করলে সুন্দরতম তৃণভূমি এবং অত্যন্ত সরস জলীয় চারণভূমিও সম্পূর্ণ মূল্যহীন বলে মনে হতে পারে। দুই পাশের অন্ধকার ও প্রায় দুষ্প্রবেশ্য অরণ্যের মাথায় দুই দিক থেকে মাথা তুলেছে পর্বতমালার সুউচ্চ শিখর, সাদা বরফ আর খাঁজ-কাটা পাথর, এবং তার মাঝখানে গড়ে উঠেছে একটি দীর্ঘ, আঁকাবাঁকা, অসরল প্রান্তর। ছোট ট্রেনটি এই উপত্যকা বেয়েই ধীরে ধীরে যেন হামাগুড়ি দিয়ে উঠছিল।

প্রধান যাত্রী-গাড়িটাতে সবেমাত্র তেলের বাতিগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে; দীর্ঘ, খোলা গাড়িটাতে বিশ-ত্রিশটি যাত্রী বসেছিল। তাদের অধিকাংশই মজুর, উপত্যকার নিম্নাঞ্চলে দিনের খাটুনি সেরে বাড়ি ফিরছিল। তাদের মধ্যে অন্তত ডজনখানেক লোকের অপরিচ্ছন্ন মুখ আর হাতের নিরাপত্তা-লণ্ঠন দেখলেই বোঝা যায় তারা খনি-মজুর। দল বেঁধে বসে ধূমপান করতে করতে ওরা নীচু গলায় কথাবার্তা বলছিল আর মাঝে মাঝেই গাড়ির বিপরীত দিকের দু'জন লোকের দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের ইউনিফর্ম আর ব্যাজ দেখলেই বোঝা যায় যে তারা পুলিশের লোক। এছাড়া গাড়িতে আর ছিল মজুর শ্রেণীর কয়েকটি স্ত্রীলোক ও দু'একজন সাধারণ যাত্রী যারা স্থানীয় ছোটখাট দোকানদারও হতে পারে। কিন্তু না, গাড়ির এক কোণে একটি যুবক একলাটি বসেছিল। এই মানুষটিকেই আমাদের দরকার। তাকে ভাল করে দেখুন, কারণ সে দেখবার মতই লোক।

সতেজ চেহারার মাঝারি গড়নের যুবক, যতদূর মনে হয়, বয়স ত্রিশ বছরের খুব বেশী নয়। চশমার ভিতর দিয়ে চারপাশের লোকগুলোকে দেখছে, আর বড় বড় তীক্ষ্ণ খুশিমাখা ধূসর চোখ দুটো মাঝে মাঝেই অনুসন্ধিৎসায় ঝিকমিক করছে। দেখলেই বোঝা যায়, সে সামাজিক ও সরল প্রকৃতির মানুষ, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই উৎসুক। যে কেউ তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে মিলেমিশে চলাই তার অভ্যাস, সকলের সঙ্গে কথা বলাই তার প্রকৃতি; সে উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন ও সদাহাস্যময়। তথাপি যে তাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করবে সে তার চোয়ালের দৃঢ়তা ও ঠোঁটের কঠোর বাঁধন দেখে সেই ভেবে সতর্ক হবে যে, এ-সবের অন্তরালে একটা গভীরতা আছে, এবং এই সুদর্শন বাদামী চুলের আইরিশ যুবকটি যে সমাজেই পরিচিত হোক না কেন সেখানেই ভাল হোক আর মন্দ হোক একটা গভীর ছাপ রেখে যাবে।

পাশে খনি-মজুরটির কাছে দু'একটি হাল্কা মন্তব্য করে সংক্ষিপ্ত রূঢ় জবাব পাবার পর যাত্রীটি অস্বস্তিকর নীরবতায় মধ্যে ডুবে গিয়ে জানালার বাইরে

অপস্রিয়মান দিগন্ত-রেখার দিকে তাকিয়ে রইল। দিগন্তরেখাটি মোটেই মনোরম নয়। ক্রমবর্ধমান অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গায়ের জ্বলন্ত চুল্লির লাল আভা ফুটে উঠেছিল। দুই দিকেই বড় বড় ধাতুমল ও পোড়া কয়লার ঢিপি দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের উপর মাথা তুলেছে কয়লা-খনির উঁচু উঁচু সব চিমনি। লাইনের পাশে পাশে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে গায়ে-গায়ে লেগে-থাকা হতশ্রী কাঠের বাড়িগুলো ; ভিতরের আলোয় তাদের জানালাগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ছে। মাঝে মাঝে যখনই ট্রেনটা থামছে তখনই সেখানে ভীড় করছে ওই সব বাড়ির কালো কালো বাবান্দারা। ভারমিসা জেলার লোহা ও কয়লাপ্রধান এই উপত্যকা আয়েসী বা সংস্কৃতিবান লোকদের বসবাসের উপযুক্ত নয়। সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে আদিমতম জীবন-সংগ্রাম, কঠোর ক্রিয়াকর্ম, আর সেকাজ যারা সম্পাদন করে সেই সব কর্কশ, সবল কর্মীদের রুক্ষ চিহ্ন।

যাত্রী যুবকটি যখন বাইরের বিষণ্ণ প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছিল তখন তার মুখে বিরক্তি ও আগ্রহের যে আভাষ ফুটে উঠেছিল তাতেই বোঝা যায় যে এই দৃশ্য তার কাছে নতুন। মাঝে মাঝেই সে পকেট থেকে একখানা মোটা চিঠি বের করে পড়ছিল আর পাশে কিছু কিছু নোট লিখছিল। একবার কোমরের পিছন থেকে এমন একটা বস্তু বের করল যেটা তার মত নরম প্রকৃতির একটা মানুষের কাছে থাকবে বলে কেউ আশা করতে পারে না। বস্তুটা একটা খুব বড় মাপের নৌ-বিভাগীয় রিভলবার। সেটাকে আলোর সামনে কাত করে ধরতেই ভিতরকার তামার গুলির ঝলকানিতেই বোঝা গেল রিভলবারটা গুলি-ভরা। খুব দ্রুত সেটাকে সে আবার গুপ্ত পকেটে ভরে ফেললেও পাশের বেঞ্চিতে বসা একজন শ্রমিক সেটা দেখে ফেলল।

সে বলল, 'ওহে সাঙাৎ, তুমি দেখছি বেশ তৈরি হয়েই আছ।'

যুবকটি অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসল।

বলল, 'ঠিক। আমি যেখান থেকে আসছি সেখানে অনেক সময়ই এগুলো কাজে লাগে।'

'সেটা কোথায় ?'

'আমি সর্বশেষ আসছি শিকাগো থেকে।'

'এ অঞ্চলে নতুন বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

মজুরটি বলল, 'সময়ে বুঝতে পারবে ওটা এখানেও দরকার।'

'আচ্ছা! তাই বুঝি ?' যুবকটি আগ্রহ প্রকাশ করল।

'এখানকার খবর কিছু শোন নি ?'

'সেরকম কিছু নয়।'

'সে কি ? আমার তো ধারণা সারা দেশই জানে। শিগগিরই শুনতে

পাবে। এখানে এসেছ কেন?'

'শুনেছি ইচ্ছা করলেই এখানে কাজ পাওয়া যায়।'

'তুমি কি শ্রমিক সংঘের লোক?'

'নিশ্চয়।'

'তাহলে মনে হয় কাজ পেয়ে যাবে। বন্ধুবান্ধব কেউ আছে?'

'এখনও হয় নি, তবে বন্ধুত্ব করবার মত ব্যবস্থা আছে।'

'কি রকম?'

"প্রাচীন মুক্ত-মানব সংঘের" (Ancient Order of Freeman) সদস্য আমি। সব শহরেই তাদের একটা 'আস্তানা' আছে, আর আস্তানা যদি পাই তাহলে বন্ধুও পেয়ে যাব।'

এ কথায় সঙ্গীটির উপর অদ্ভুত ফল ফলল। সে সন্দেহজনকভাবে গাড়ির অন্য যাত্রীদের দিকে তাকাল। খনি-মজুররা তখনও নীচু গলায় আলাপ আলোচনা করছে। পুলিশ-অফিসার দুজন ঝিমুচ্ছে। মজুরটি যুবক যাত্রীটির আরও কাছে সরে এসে হাত বাড়িয়ে দিল।

বলল, 'এখানে হাত রাখ।'

দুজন পরস্পরের হাত চেপে ধরল।

'দেখছি তুমি সত্যি কথাই বলেছ। তবু নিশ্চিত হওয়া ভাল।'

সে তার ডান হাতটা ডান ভুরুর কাছে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি তার বাঁ হাতটা বাঁ ভুরুর কাছে তুলল।

মজুরটি বলল, 'অন্ধকার রাত বড়ই অসুবিধাজনক।'

অপর জন জবাব দিল, 'হ্যাঁ নবাগতের ভ্রমণের পক্ষে।'

'ঠিক আছে। আমি ভাই স্ক্যানলান, আস্তানা ৩৪১, ভারমিসা উপত্যকা। তোমাকে এদেশে দেখে খুশি হলাম।'

'ধন্যবাদ। আমি ভাই জন ম্যাকমুর্ডো, আস্তানা ২৯, শিকাগো। বডিমাস্টার জে. এইচ. স্কট। আমার ভাগ্য ভাল যে এত তাড়াতাড়ি একটি ভাইয়ের দেখা পেয়ে গেলাম।'

'দেখ, চারদিকে আরও প্রচুর আছে। ভারমিসা উপত্যকায় আমাদের 'সংঘের' যেমন বোলবোলাও, যুক্তরাষ্ট্রের আর কোথাও তেমনটি পাবে না। তোমার মত লোকের আমাদের দরকার। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না 'শ্রমিক সংঘে' তোমার মত একজন চালাক লোকের কোন কাজ জুটল না কেন।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'কাজ তো ছিল প্রচুর।'

'তাহলে ছাড়লে কেন?'

ম্যাকমুর্ডো পুলিশের দিকে মাথা নেড়ে হাসল। 'এ বাছারা জানতে পারলে বিপদ হবে।'

স্ক্যানলান সহানুভূতিসূচক শব্দ করল।

চুপি চুপি শুধাল, 'কোন গাড্ডা?'

'গভীর।'

'কোন খতরনাক কাজ?'

'তার চাইতে বেশী?'

'খুনটুন নয় তো?'

যা বলা উচিত তার চাইতে বেশী বলে ফেলে বিস্মিত হবার ভাব দেখিয়ে ম্যাকমুর্ডো বলল, 'এসব কথা বলার সময় এখনও হয় নি। শিকাগো ছেড়ে আসার ব্যাপারে আমার নিজস্ব কারণ আছে, আপাতত এইটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাক। এসব প্রশ্ন করবার তুমি কে হে?'

আকস্মিক ভয়ংকর ক্রোধে তার ধূসর চোখ দুটো চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে ঝকঝক করে উঠল।

'ঠিক আছে স্যাঙাত। দোষের কথা কিছু বলি নি। তুমি যাই করে থাক তাতে কেউ কিছু মনে করবে না। তা এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'ভারমিসায়।'

'সেটা এখান থেকে তৃতীয় হল্ট। কোথায় উঠবে?'

ম্যাকমুর্ডো একখানা খাম বের করে কালি-পড়া তেলের বাতিটার দিকে তুলে ধরল।

'এই যে ঠিকানা—জ্যাকব স্যাক্‌টার, শেরিডান স্ট্রীট। শিকাগোর পরিচিত একটি লোক এই বোর্ডিং-হাউসটার কথা বলে দিয়েছে।'

'দেখ, আমি ওটা চিনি না, আর ভারমিসা আমার এলাকার বাইরে। আমি হবসন'স প্যাচ-এ থাকি, আর সেখানেই আমরা আড্ডা গেড়েছি। তবে বিদায় নেবার আগে তোমাকে একটা ছোট পরামর্শ দিচ্ছি। ভারমিসায় যদি কোন বিপদে পড়, সোজা ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে ম্যাকগিণ্টি কর্তার সঙ্গে দেখা করো। সে হচ্ছে ভারমিসা 'আস্তানার' বডিমাস্টার; আর ব্ল্যাক জ্যাক ম্যাকগিণ্টি না চাইলে এ অঞ্চলে কিছুই ঘটতে পারে না। চলি স্যাঙাত। যে-কোন সন্ধ্যায় 'আস্তানায়' তোমার সঙ্গে আবার দেখা হতেও পারে। কিন্তু আমার কথাগুলি মনে রেখো, বিপদে পড়লেই ম্যাকগিণ্টি কর্তার সঙ্গে দেখা করো।'

স্ক্যানলান নেমে গেল; ম্যাকমুর্ডোও আবার তার নিজের চিন্তায় ডুব দিল। রাত নামছে; মাঝেমাঝেই জ্বলন্ত চুল্লির আগুন অন্ধকারে সশব্দে লাফাচ্ছে। আর তারই বিষণ্ণ পটভূমিকায় চিরন্তন ঘট-ঘটাং আওয়াজের তালে তালে ঘুরন্ত চরকি-কলগুলোর সঙ্গে সঙ্গে কালো কালো মূর্তিগুলো কখনও উপুড় হচ্ছে, কখনও খাড়া হচ্ছে, কখনও বেঁকছে, কখনও ঘুরছে।

'মনে হয় নরক বোধ হয় ওই রকমই দেখতে,' একটা কণ্ঠস্বর শোনা

গেল।

ম্যাকমুর্ডো মুখ ফিরিয়ে দেখল একটি পুলিশ তার আসনের কাছে সরে এসে বাইরের অনন্ত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছে।

পুলিশটি বলে উঠল 'সেইজন্যই আমি মেনে নিচ্ছি যে নরক ওই রকমই একটা কিছু হবে। আমাদের পরিচিত জনা কয়েকের চাইতেও বড় শয়তান যদি ওখানে থেকে থাকে তাহলে সেটা আমার পক্ষে আশার অতিরিক্ত। যুবক, মনে হচ্ছে আপনি এ অঞ্চলে নতুন এসেছেন?'

'কেন? তাতে কি হল?' ম্যাকমুর্ডো রুক্ষ গলায় জবাব দিল।

'একটু হল মিস্টার; বন্ধু চিনে নিতে একটু সাবধান হবার পরামর্শ আপনাকে দেওয়া উচিত বলে মনে করি। আমি যদি আপনি হতাম তাহলে মাইক স্ক্যানলান বা তার দলবলকে দিয়ে শুরু করতাম বলে মনে হয় না।'

'কে আমার বন্ধু হল না হল তাতে আপনার কি?' ম্যাকমুর্ডো এমনভাবে গর্জন করে উঠল যে গাড়ির সবাই সে তর্কাতর্কি শুনতে সেখানে জড় হল। 'আমি কি আপনার পরামর্শ চেয়েছি, না কি আপনি মনে করেন, আমি এখনও মায়ের দুধ খাই যে আপনার পরামর্শ ছাড়া চলতে পারব না? আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে তবেই কথা বলবেন, আর প্রভুর দিব্যি আমার বেলায় সেজন্য আপনাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে!'

মুখটা তুলে সে পাহারাওয়ালাটির দিকে খেঁকি কুকুরের মত দাঁত বের করে তাকাল।

পুলিশ দুটি মোটা সোটা ভাল মানুষ; তাদের বন্ধুভাবকে এরকম তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করায় দুজনই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

একজন বলল, 'আপনি রাগ করবেন না। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে এখানে আপনি নবাগত, তাই আপনার ভালর জন্যই একটু সতর্ক করে দিচ্ছিলাম।'

ম্যাকমুর্ডো রাগে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি এ অঞ্চলে নতুন বটে, কিন্তু আপনাদের মত লোকের কাছে নতুন নই। দেখছি সব জায়গাতেই আপনারা এক, কেউ না চাইলেও উপদেশের ঝুড়ি চাপিয়ে দেন।'

একজন পুলিশ মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'অচিরেই আপনার আরও পরিচয় পাব বলেই মনে হচ্ছে। আমার বিচারে যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে নির্ঘাৎ আপনি একজন খাঁটি বাছাই মাল…।'

অপরজন মন্তব্য করল, 'আমিও তাই ভাবছি। মনে হচ্ছে আবার আমাদের দেখা হবে।'

ম্যাকমুর্ডো চীৎকার করে বলল, 'ভাববেন না যে আমি আপনাদের ভয় করি। আমার নাম জ্যাক ম্যাকমুর্ডো—বুঝলেন? যদি আমার দেখা পেতে চান, জ্যাকব শ্যাফটারের বোর্ডিং, শেরিডান স্ট্রীট, ভারমিসা, এই ঠিকানায়

আমাকে পাবেন। আপনাদের কাছে আমি কোন কিছুই লুকোচ্ছি কি? দিনে বা রাতে সব সময়ই আপনাদের মুখোমুখি হবার সাহস আমার আছে। সে-কথা ভুলে যাবেন না।'

নবাগতের এই নির্ভয় আচরণ দেখে খনি-মজুরদের মধ্যে সহানুভূতি ও প্রশংসার গুঞ্জন উঠল; আর পুলিশ দুজন ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করে দিল। কয়েক মিনিট পরেই ট্রেনটা স্বল্পালোকিত ডিপোতে দাঁড়াল, আর যাত্রীরা সবাই নেমে গেল, কারণ ভারমিসাই এ লাইনের সব চাইতে বড় শহর। চামড়ার হাত-থলেটা নিয়ে ম্যাকমুর্ডো অন্ধকারে পা বাড়াতে যাচ্ছে এমন সময় একটি খনি-মজুর তাকে ডাকল।

সে সভয়ে বলল, 'ঈশ্বরের দিব্যি স্যাঙাত, পুলিশের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তা তুমি জান। তোমার কথা শুনতে খুব ভাল লাগছিল। তোমার হাত-থলেটা আমাকে দাও। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। শ্যাফ্‌টারের বোর্ডিং-এর পাশ দিয়েই আমার বস্তিতে যাবার পথ।'

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাবার আগে মজুররা সবাই একযোগে বন্ধুভাবে তাকে 'শুভরাত্রি' জানাল। ভারমিসায় পদার্পণ করবার আগেই উদ্ধত ম্যাকমুর্ডো সেখানকার একটি চরিত্র হয়ে দাঁড়াল।

সারা দেশটাই তখন সন্ত্রাসে ভরা, কিন্তু শহরটার অবস্থা বুঝি আরও খারাপ। দীর্ঘ উপত্যকা জুড়ে প্রকাণ্ড সব চুল্লি আর বায়ুতাড়িত ধোঁয়ার মেঘের একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য ছড়িয়ে রয়েছে। পাহাড়ের গায়ে বিরাটাকার সব গর্তের পাশে যেসব চোঙ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তারা যেন মানুষের শক্তি আর শ্রমশীলতারই উপযুক্ত স্মারক। কিন্তু শহরটা বুঝি কদর্যতা ও নোংরামির একেবারে শেষ ধাপে নেমে গেছে। গাড়ির চাকায় চাকায় চওড়া রাস্তাটা গোলা বরফের একটা ভয়ংকর পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। গলি-পথগুলো সংকীর্ণ ও উঁচু-নীচু। অসংখ্য গ্যাসের বাতি আছে বটে, কিন্তু তাতে শুধু এলোমেলো নোংরা কাঠের বাড়িগুলোর দীর্ঘ সারিটাই ভাল করে চোখে পড়ে। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে রাস্তার দিকে একটা করে বারান্দা আছে। দুজনে যখন শহরের মধ্যেখানে পৌঁছল তখন একসারি আলোকিত দোকান ও অনেকগুলো শুঁড়িখানা ও জুয়োর আড্ডা। আড্ডাতেই মজুররা তাদের কষ্টোপার্জিত মোটা মাইনে খরচ করে থাকে।

যে শুঁড়িখানাটা মর্যাদায় প্রায় একটা হোটেলের মত দেখতে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে পথ-প্রদর্শক বলল, ওইটেই ইউনিয়ন হাউস। জ্যাক ম্যাকগিন্টি ওখানকার কর্তা।'

'তিনি লোক কেমন?' ম্যাকমুর্ডো জিজ্ঞাসা করল।

'সে কি! তুমি কি কর্তার কথা কখনও শোন নি?'

'তুমি তো জান এদেশে আমি নতুন এসেছি; কাজেই তার কথা শুনব

কি করে ?'

'দেখ, আমি মনে করতাম ইউনিয়নের বাইরেও তার নামটা পরিচিত। নামটা প্রায়ই কাগজে ওঠে কি না।'

'কেন ?'

'মানে'—মজুরটি গলা নীচু করল—'ব্যাপার-স্যাপারের জন্য।'

'কিসের ব্যাপার-স্যাপার ?'

'হায় ঈশ্বর, তুমি দেখছি নেহাৎই ভাল মানুষ; অবশ্য একথা বলছি বলে কিছু মনে করো না। এসব অঞ্চলে তুমি একই ধরনের ব্যাপারের কথা শুনতে পাবে, আর সেটা হল স্কাউরার (Scowrer)-দের ব্যাপার।'

'ঠিক বলেছ, শিকাগোতে থাকতে স্কাউরারদের কথা আমি পড়েছি। খুনীদের দল, তাই না ?'

মজুরটি ভয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গীর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'যদি জীবনের মায়া থাকে তো চুপ কর! আরে বাবা, খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওকথা বললে এখানে তুমি বেশী দিন বেঁচে থাকতে পারবে না। এর চেয়ে অনেক ছোট কথার জন্য অনেককে মেরে লাশ করে দিয়েছে।'

'দেখ, আমি তো কিছুই জানি না। শুধু যা কাগজে পড়েছি তাই বললাম।'

'তুমি যে সত্যি কথা পড় নি তা বলছি না।' কথা বলবার সময় লোকটা ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল, যেন তার আশংকা আছে যে অন্ধকারেও কোন বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। 'লোককে মারলেই যদি খুন হয়, তাহলে ঈশ্বর জানেন এখানে খুন হয় এবং বেশকিছু হয়। কিন্তু খবরদার, এর সঙ্গে জ্যাক ম্যাকগিন্টির নামকে কখনও জড়িও না, কারণ সব কথাই তার কানে যায়, আর কাউকে ছেড়ে কথা বলার মত লোক সে নয়। যেখানে তুমি যাবে সেটা ওই বাড়িটা—ঐ যে রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। আর বুড়ো জ্যাকব স্যাফ্‌টার যে ওটা চালায় তার মত সৎ লোক তুমি এ শহরে পাবে না।'

'তোমাকে ধন্যবাদ', বলে ম্যাকমুর্ডো নব-পরিচিতের সঙ্গে কর-মর্দন করে হাত-থলেটা হাতে নিয়ে সেই বাস-ভবনের পথে পা বাড়িয়ে দিল এবং দরজায় সশব্দে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে যে দরজা খুলে দিল সে তার প্রত্যাশার একেবারেই বিপরীত।

একটি স্ত্রীলোক, যুবতী এবং অপূর্ব সুন্দরী। সুইডিস্ গড়ণ, সুশ্রী ও সুকেশী, কালো চোখ দুটি বড় সুন্দর। আগন্তুকের দিকে ভাল করে তাকাতেই যে বিস্ময় ও খুশি-খুশি হতচকিতভাব তার মনে জাগল তার ফলে একটা রঙের আভা তার বিষণ্ণ মুখে ছড়িয়ে পড়ল। খোলা দরজার উজ্জ্বল আলোর ফ্রেমে তাকে দেখে ম্যাকমুর্ডোর মনে হল এমন সুন্দর একখানি ছবি সে আর কখনও দেখে নি; চারদিকের জঘন্য ও নোংরা পরিবেশের জন্যই যেন সে আরও

বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। খনির কালো কালো ধাতু-মলের স্তূপের উপরে একটা মনোহর ভায়োলেট ফুল ফুটলেও সেটা এর চাইতে অধিক বিস্ময়কর মনে হত না। সে এতই মোহিত হয়ে পড়েছিল যে কোন কথা না বলে হাঁ করে তাকিয়েইছিল। মেয়েটিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল।

মনোরম সুইডিস টান মিশিয়ে সে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম বাবা এসেছে। আপনি কি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? বাবা শহরে গেছে। যেকোন মুহূর্তেই ফিরে আসবে।'

ম্যাকমুর্ডো প্রকাশ্য বিস্ময়েই তার দিকে তাকিয়ে ছিল; শেষ পর্যন্ত এই উদ্ধত আগন্তুকের সামনে অস্বস্তি বোধ করায় মেয়েটিই চোখ নামাল।

তখন সে বলল, 'না মিস, তার সঙ্গে দেখা করার কোন তাড়া নেই। তবে আপনাদের এখানে থাকবার কথাই আমাকে বলে দিয়েছে। তখন ভেবেছিলাম জায়গাটা আমার ভাল লাগতে পারে, এখন দেখছি ভাল লাগবে।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'আপনি খুব দ্রুত মনস্থির করতে পারেন।'

সে জবাব দিল, 'অন্ধ না হলে যে কেউই পারত।'

এই প্রশংসায় মেয়েটি হেসে উঠল।

বলল, 'ভিতরে আসুন। আমি মিঃ শ্যাফ্‌টারের মেয়ে মিস এটি শ্যাফ্‌টার। আমার মা নেই, আমিই বোর্ডিংটা চালাই। বাবা না ফেরা পর্যন্ত আপনি সামনের ঘরে স্টোভের পাশে বসতে পারেন। ওই তো, বাবা এসে গেছে; আপনি ওর সঙ্গেই কথাবার্তা পাকা করুন।'

একজন স্থূলকায় বয়স্ক লোক হাঁটতে হাঁটতে এল। কয়েকটি কথায় ম্যাকমুর্ডো তার কাজের কথা বুঝিয়ে বলল। শিকাগো থেকে মারফি নামক একজন তাকে এই ঠিকানা দিয়েছে। সে আবার অপর কারও কাছ থেকে ঠিকানাটা পেয়েছিল। বুড়ো শ্যাফ্‌টার রাজি হল। আগন্তুক কোনরকম দর-দস্তুর করল না, সব শর্তই মেনে নিল এবং বোঝা গেল তার টাকার কমতি নেই। সপ্তাহ প্রতি আগাম বারো ডলারের বিনিময়ে সেখানে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হল। এইভাবে ম্যাকমুর্ডো, যে নিজের স্বীকারোক্তি মতেই একজন আইনের হাত থেকে পলাতক আসামী, শ্যাফ্‌টারদের গৃহে আশ্রয় পেল, আর এখান থেকেই শুরু হল একটা দীর্ঘ অন্ধকারময় ঘটনা-শৃংখল যার পরিসমাপ্তি ঘটল আর একটি বহুদূরবর্তী দেশে।

২ : বডিমাস্টার



ম্যাকমুর্ডো এমনই লোক যে খুব তাড়াতাড়ি নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সে যেখানে যায় সেখানেই আশেপাশের লোক তাকে চিনে ফেলে। এক সপ্তাহের মধ্যেই সে শ্যাফ্‌টারদের বোর্ডিং-এর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ লোক

হয়ে উঠল। সেখানে দশ বারো জন বোর্ডার থাকত; তারা সং ফোরম্যান বা দোকানের সাধারণ কেরাণী; এই আইরিশ যুবকটির তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর লোক। সন্ধ্যায় সকলে যখন জমায়েত হত, তখন তার চুটকিই হত সব চাইতে রসালো, তার কথাবার্তা ঝকঝকে, আর তার গান সব চাইতে সরেস। সে ছিল জন্ম-আড্ডাবাজ, এমন একটা চুম্বক-শক্তি তার ছিল যার দ্বারা সে সকলের ভিতর থেকেই হাস্যরস টেনে বের করতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে বার বার সে হঠাৎ এমন তীব্র ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা প্রদর্শন করে—যেমনটি করেছিল রেলের কামরায়—যাতে পরিচিত সকলেই তাকে শ্রদ্ধা ও ভয় করতে বাধ্য হয়। আইন ও তৎসংশ্লিষ্ট সব কিছুর প্রতি সে এত তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করে যে তাতে বোর্ডাররা কেউ কেউ খুশি হয়, আবার অন্যরা আতংকিত হয়ে ওঠে।

প্রথম থেকে সে খোলাখুলিভাবেই বাড়ির মেয়েটির প্রশংসা করতে লাগল। ফলে সে স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিল, যে-মুহূর্তে তার রূপ ও লাবণ্য তার চোখে পড়েছে তখন থেকেই সে তার হৃদয় জয় করে নিয়েছে। প্রেম-নিবেদনের ব্যাপারেও সে পিছ-পা নয়। দ্বিতীয় দিনেই সে মেয়েটিকে জানাল যে সে তাকে ভালবাসে, এবং সেই থেকে তাকে নিরুৎসাহ করবার জন্য মেয়েটির কি বলবার থাকতে পারে সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সেই একই কথা তাকে বারবার শোনাতে লাগল।

সে চেঁচিয়ে বলত, 'অন্য কেউ! সেরকম কেউ থাকলে তার কপালে দুঃখ আছে। সে অন্য কোথাও খুঁজে দেখুক। অন্যের জন্যে আমি কি আমার জীবনের এই সুযোগ এবং আমার মনের বাসনাকে হারাব? এটি! তুমি বার বার "না" বলতে পার, কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন তুমি "হ্যাঁ" বলবে; আর অপেক্ষা করবার মত বয়স আমার আছে।' তার আইরিস বাকপটুত্ব ও রমণীয় স্তাবকতার জন্য সে একজন বিপজ্জনক প্রেমিক। তাকে ঘিরে অভিজ্ঞতা ও রহস্যের এমন একটা মোহ ছিল যা মেয়েদের আগ্রহ এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ভালবাসাকে আকর্ষণ করে। যে মোনাঘান জেলা থেকে সে এসেছে তার সুন্দর উপত্যকার কথা আর সুদূর রমণীয় দ্বীপের কথা সে বলত, এখানকার ময়লা আর বরফের পরিবেশের তুলনায় সেসব দ্বীপের নীচু পাহাড় আর সবুজ প্রান্তর আরও সুন্দর মনে হত। উত্তরাঞ্চলের নানা শহর ও ডেট্রয়ট শহরের জীবন-যাত্রার কথা সে খুব ভাল জানত; জানত মিচিগান ও বাফেলো শহরের উচ্ছৃংখল শিবির-জীবনের কথা; এবং সব শেষে জানত শিকাগোর জীবন-যাত্রার কথা, কারণ সেখানে সে একটা করাত-কলে কাজ করত। তারপর তাতে লাগল রোমান্সের ছোঁয়া; সেই বড় শহরে তার জীবনে কত সব বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে যা এতই বিস্ময়কর ও গোপনীয় যে বলাও চলে না। ইচ্ছা করে সে হঠাৎ সে দেশ ছেড়ে আসার, পুরনো সব সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে শেষে এই ভয়ংকর উপত্যকায় উপনীত

হবার কথা বলত, আর এটি শুনত; তার কালো চোখ দুটি করুণায় ও সহানুভূতিতে জলজল্ করত—আর ঐ দুটি থেকেই কত দ্রুত আর কত সহজেই না প্রেম জন্মলাভ করে।

ম্যাকমুর্ডো শিক্ষিত মানুষ; হিসাব-লেখার একটা অস্থায়ী চাকরি জুটে গেল। সেকাজে সারাদিনই তার বাইরে বাইরে কাটে, ফলে "প্রাচীন মানব-সংঘে"র (Ancient order of Freeman) এই আস্তানার প্রধানের সঙ্গে দেখা করবার কোন সুযোগই তার এখনও পর্যন্ত হয় নি। দলের সদস্য যে মাইক স্ক্যানলানের সঙ্গে ট্রেনের মধ্যে তার দেখা হয়েছিল সে একদিন সন্ধ্যায় দেখা করতে এসে এ-কথা তাকে মনে করিয়ে দিল। স্ক্যানলান দেখতে ছোট-খাটো, মুখের গড়ণ টানাটানা, স্নায়ু দুর্বল আর চোখ দুটো কালো। ম্যাকমুর্ডোর সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় তাকে বেশ খুশি মনে হলে। দু'এক পাত্র হুইস্কি সে টানবার পরে সে তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যটা জানাল।

বলল, 'দেখ ম্যাকমুর্ডো, তোমার ঠিকানাটা মনে ছিল, তাই দেখা করতে এলাম। খুবই আশ্চর্যের কথা যে তুমি এখনও বডিমাস্টারের সঙ্গে দেখা করো নি। ম্যাকগিন্টি কর্তার সঙ্গে এখনও দেখা করো নি কেন বলতো?'

'দেখ, আমি একটা চাকরি পেয়েছি। তাই খুব ব্যস্ত আছি।'

'অন্য কাজের সময় না পেলেও তার জন্য তোমাকে সময় করতেই হবে। আরে বাবা, তুমি কি পাগল হয়েছ যে এখানে আসার পরে প্রথম সকালেই ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে নিজের নাম রেজিস্ট্রি করাও নি! তার বিষ-নজরে যদি পড়—মানে সেরকমটা যেন না ঘটে—এই আর কি।'

ম্যাকমুর্ডো কিছুটা বিস্মিত হল।

'দু বছরের বেশী হল আমি আস্তানার সদস্য হয়েছি, কিন্তু কাজকর্ম যে এত জরুরী তাতো কখনও শুনি নি।'

'হয় তো শিকাগোতে নয়।'

'কিন্তু সোসাইটি তো একটাই।'

'তাই নাকি?' স্ক্যানলান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে একটা অশুভ ছায়া।

'নয় কি?'

'এক মাসের মধ্যে তুমিই সেটা বলতে পারবে। শুনলাম, আমি ট্রেন থেকে নামবার পরে একজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'জেনে গেলাম; কি জান, এখানে ভাল-মন্দ সব খবরই জানাজানি হয়ে যায়।'

'ঠিকই শুনেছ। কুকুরগুলোকে জানিয়ে দিয়েছি আমি ওদের কি মনে করি।'

'প্রভুর দিব্যি, তুমি ম্যাকগিন্টির মনের মানুষ হতে পারবে!'

'সে কি—সেও কি পুলিশকে ঘৃণা করে নাকি?'

স্ক্যানলান হো-হো করে হেসে উঠল।

উঠতে উঠতে সে বলল, 'আরে বাপু, তার কাছে গিয়েই দেখ না। দেখা না করলে সে তোমাকেই ঘৃণা করবে, পুলিশকে নয়! এখন বন্ধুর পরামর্শ শোন; এখনই চলে যাও।'

ঘটনাচক্রে সেই সন্ধ্যায়ই আরও একজনের সঙ্গে দেখা হলে সেও ওই এক-কথাই বলল। হয়তো এটির প্রতি তার মনযোগ আগের চাইতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অথবা হয় তো ক্রমে ক্রমে তাদের দুজনের ব্যাপারটা ভাল-মানুষ সুইডিস গৃহকর্তাটিরও চোখে পড়েছিল; কিন্তু কারণ যাই হোক, বোর্ডিং-হাউসের মালিক যুবকটিকে তার নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল এবং কোনরকম ভূমিকা না করে সরাসরি কথাটা তুলল।

বলল, 'দেখুন মিস্টার, আমার মনে হচ্ছে আমার এটির উপর আপনার নজর পড়েছে। কথাটি কি ঠিক, না কি আমারই ভুল?'

যুবকটি জবাব দিল, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।'

'দেখুন, গোড়াতেই আপনাকে বলতে চাই যে এতে কোন ফল হবে না। আপনার আগেই অন্য কেউ পা বাড়িয়েছে।'

'এটি আমাকে বলেছে।'

'দেখুন, সে ঠিক কথাই বলেছে! কিন্তু লোকটি কে তা কি বলেছে?'

'না; আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু সে বলতে চায় নি।'

'আমিও সাহস করে বলতে চাই না। হয় তো সে চায় নি যে আপনি ভয় পেয়ে সরে যান।'

'ভয়!' ম্যাকমুর্ডো মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল।

'হ্যাঁ বন্ধু! তাকে ভয় করায় আপনার লজ্জার কিছু নেই। সে টেডি বল্ডুইন।'

'কিন্তু লোকটা কি?'

'সে স্কাউরারদের একজন কর্তা।'

'স্কাউরার! তাদের কথা আগেও শুনেছি। সব জায়গায়ই স্কাউরারদের কথা, আর সব সময়ই চুপে চুপে! আপনাদের কিসের ভয়? এই স্কাউরাররা কারা?'

এই ভয়ংকর সোসাইটির কথা বলার সময় অন্য সবাই যেমন করে থাকে বোর্ডিং-হাউসের পরিচালকও সেইভাবে গলার স্বর নীচু করল।

বলল, 'স্কাউরাররা হচ্ছে "প্রাচীন মুক্ত-মানব সংঘ।"

যুবকটি চমকে উঠল।

'সে কি, আমি নিজেও তো ওই "সংঘের" সদস্য।'

'আপনি! আগে জানলে কিছুতেই আপনাকে এখানে জায়গা দিতাম না —সপ্তাহে একশ' ডলার দিলেও না।'

'কিন্তু "সংঘের" দোষ কি? তার কাজ তো দান-ধ্যান করা আর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। নিয়মাবলী তো তাই বলে।'

'অন্য জায়গায় হয় তো তাই। এখানে নয়।'

'এখানে কি?'

'এখানে ওটা একটা খুনী সমিতি; ঠিক তাই।'

ম্যাকমুর্ডো অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠল।

জিজ্ঞাসা করল, 'সেটা আপনি প্রমাণ করবেন কেমন করে?'

'প্রমাণ! পঞ্চাশটা খুনেও কি প্রমাণ হয় না? মিলম্যান ও ভ্যান শর্স্ট, নিকলসন পরিবার। আর বুড়ো মিঃ হিয়াম ও ছোট্ট বিলি জেমস, এবং আরও অনেকের ব্যাপারটা কি? প্রমাণ! এই উপত্যকায় এমন কোন স্ত্রী-পুরুষ কি আছে যে একথা জানে না?'

ম্যাকমুর্ডো সাগ্রহে বলল, 'দেখুন, আমি চাই হয় আপনার বক্তব্য প্রত্যাহার করুন, না হয় সেটা প্রমাণ করুন। আমি এ ঘর ছেড়ে যাবার আগেই দুটোর যেকোন একটা আপনাকে করতেই হবে। নিজেকে আমার জায়গায় বসান। এ শহরে আমি নবাগত। আমি এমন একটি সমিতির সদস্য যাকে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ বলেই জানি। যুক্তরাষ্ট্রের দূর-দূরান্তে আপনি এ সমিতির দেখা পাবেন, আর সর্বত্রই সেগুলি নির্দোষ। এখন আমি এখানে ঐ সমিতিতে যোগ দেবার কথা ভাবছি, আর আপনি বলছেন যে এটা আর "স্কউরারস্" নামক খুনী সমিতি আসলে একই। মিঃ শ্যাফটার, আমি মনে করি আপনার উচিত হয় আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া আর নয় এটা প্রমাণ করা।'

'দেখুন মিস্টার, আমি শুধু এই কথাই বলতে পারি যে সারা পৃথিবী একথা জানে। একটার যারা কর্তা তারাই অন্যটারও কর্তা। এদের একটাকে যদি আপনি আঘাত করেন তাহলে অন্যটি আপনাকে আঘাত করবে। অনেকবারই এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি।'

'এসব তো গুজব! আমি চাই প্রমাণ!' ম্যাকমুর্ডো বলল।

'বেশী দিন এখানে থাকলে নিজেই প্রমাণ পাবেন। কিন্তু আমি ভুলে যাচ্ছি যে আপনিও ওদেরই একজন। শীঘ্রই আপনিও অন্য সবার মতই খারাপ হয়ে উঠবেন। কিন্তু মিস্টার, আপনি অন্য জায়গা দেখুন। এখানে আপনাকে রাখতে পারব না। এদেরই একজন আমার এটির সঙ্গে ভাব করতে আসে, অথচ তাকে ফিরিয়ে দেবার সাহস আমার নেই। এর পরেও এদেরই আরেক জনকে বোর্ডার হিসাবে রাখা কি খারাপ কাজ হবে না? হ্যাঁ, আজ রাতের পরে আপনি আর এখানে শোবার জায়গা পাবেন না!'

কাজেই ম্যাকমুর্ডো বুঝতে পারল, একটা আরামদায়ক বাসস্থান এবং তার

ভালবাসার মানুষ—এই দুইয়ের কাছ থেকেই তার উপর নেমে এসেছে নির্বাসন-দণ্ড। এই সন্ধ্যায়ই বসবার ঘরে মেয়েটিকে একলা পেয়ে তাকে নিজের বিপদের কথাগুলি বলল।

বলল, 'তোমার বাবা নির্ঘাৎ আমাকে নোটিশ দেবেন। এটা যদি শুধু একটা ঘরের কথা হত আমি মোটেই পরোয়া করতাম না; কিন্তু এটি, যদিও মাত্র এক সপ্তাহ হল তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে, তথাপি তুমি আমার জীবনস্বরূপ; তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।'

মেয়েটি বলল, 'চুপ, মিঃ ম্যাকমুর্ডো, ও কথা বলবেন না! আমি তো আপনাকে বলেছি, বড়ই দেরী করে আপনি এলেন। আরও একজন আছে; তাকে আমি এখনও বিয়ের কথা দেই নি বটে, কিন্তু কাউকেও সেকথা দিতে পারি না।'

'এটি, ধরো যদি আমি প্রথম আসতাম, তাহলে কি আমি সে সুযোগ পেতাম?'

মেয়েটি দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকোল।

ফুঁপিয়ে বলে উঠল, 'ঈশ্বরের কৃপায় তুমি যদি প্রথম আসতে।'

সেইমুহূর্তেই ম্যাকমুর্ডো তার সামনে নতজানু হয়ে বসল।

চীৎকার করে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই এটি, ঐ কথাই থাক! একটা কথার জন্য কি তোমার ও আমার জীবন তুমি নষ্ট করবে? নিজের মনকে মেনে চল প্রিয়ে!—কি বলছ সেটা বুঝবার আগেই যদি কাউকে কোন কথা দিয়ে থাক তবু তার থেকে তোমার মনের নির্দেশই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।'

নিজের দুখানি শক্ত বাদামী হাতে সে এটির সাদা হাতখানি জড়িয়ে ধরলো।

'শুধু বল তুমি আমার হবে, তাহলেই দুজনে মিলে আমরা অবস্থার মোকাবিলা করব।'

'এখানে নয় তো?'

'হ্যাঁ, এখানে।'

'না, না, জ্যাক!' ম্যাকমুর্ডো তখন দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। 'এখানে আমরা থাকতে পারি না। আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পার না?'

মুহূর্তের জন্য ম্যাকমুর্ডোর মুখের উপর একটা দ্বন্দ্বের ছায়া পড়েই সেটা পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল।

সে বলল, 'না, এখানেই। এটি, যেখানে আছি ঠিক এখানেই সমস্ত জগতের বিরুদ্ধেও আমি তোমাকে রক্ষা করব।'

'কেন আমরা দুজন এখান থেকে চলে যেতে পারি না?'

'না এটি, এখান থেকে আমি যেতে পারি না।'

'কিন্তু কেন ?'

'আমি বিতাড়িত হয়েছি একথা মনে হলে আর কখনও আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। তাছাড়া, ভয়েরই বা কি আছে ? আমরা কি স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ নই ? তুমি যদি আমাকে ভালবাস আর আমি ভালবাসি তোমাকে, তাহলে কে আমাদের মাঝখানে দাঁড়াতে সাহস করবে ?'

'তুমি জান না জ্যাক। মাত্র কয়েকদিন তুমি এখানে এসেছ। এই বল্ডুইনকে তুমি চেন না। ম্যাকগিন্টি আর তার স্কাউরারদের তুমি চেন না।'

ম্যাকমুর্ডো বলে উঠল, 'না, তাদের আমি চিনি না, আর আমি তাদের ভয়ও করি না, বিশ্বাসও করি না। প্রিয়ে, দুর্ধর্ষ লোকের সঙ্গে আমি বাস করেছি, কিন্তু তাদের ভয় করার বদলে শেষ পর্যন্ত তারাই আমাকে ভয় করেছে—সব সময়ই তাই হয়েছে এটি। এটা তো পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। তোমার বাবার কথাই যদি ঠিক হয়, এই লোকগুলি উপত্যকা জুড়ে একটার পর একটা অপরাধ করে চলেছে, আর সবাই যদি তাদের পরিচয়ও জানে, তাহলে তাদের কারও বিচার হচ্ছে না কেন ? আমার কথার জবাব দাও এটি ?'

'কারণ তাদের বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী দিতে সাহস করে না। সাক্ষী দেবার পরে এক মাসও সে বেঁচে থাকে না। তাছাড়া তাদের দলের লোকই শপথ করে সাক্ষী দেয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধের ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে ছিল। জ্যাক, এসব তুমি নিশ্চয় পড়েছ। আমি তো জানতাম, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কাগজে এসব কথা লেখা হত।'

'দেখ, কিছু কিছু আমি ঠিকই পড়েছি, কিন্তু আমি মনে করতাম যে এ সবই গাল-গল্প। হয় তো এই লোকগুলো যা করছে তার কোন সঙ্গত কারণ আছে। হয়তো তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল এবং এছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন পথ তাদের ছিল না।'

'ওঃ জ্যাক, তুমিও ওরকম কথা আমাকে শুনিও না। সেও এই কথাই বলে—সেই অপরজন।'

'বল্ডুইন—সেও ওই কথা বলে, সত্যি ?'

'সেইজন্যই তো তাকে আমি এত ঘৃণা করি। জ্যাক, এখন তোমাকে সত্যি কথা বলছি; সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে আমি ঘৃণা করি; কিন্তু তাকে ভয়ও করি। ভয় করি আমার জন্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাকে ভয় করি আমার বাবার জন্য। আমি জানি, মনের কথা বললে আমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। তাই তো আধা কথা দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছি। আসলে ঐটেই আমাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু জ্যাক, তুমি যদি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে, তাহলে বাবাকে সঙ্গে নিতে পারতাম আর এই দুষ্ট লোকগুলোর কবল থেকে মুক্ত হয়ে সারা জীবন সুখে কাটাতে পারতাম।'

ম্যাকমুর্ডোর মুখের উপর আবার দ্বন্দ্বের ছায়া পড়ল। আবারও সে মুখ

পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল।

'এটি, তোমার কোন ক্ষতি হবে না—তোমার বাবারও না। আর ওই দুষ্ট লোকদের কথায় বলি, আশা করি আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার আগেই তুমি দেখতে পাবে যে ওদের মধ্যে যে সব চাইতে খারাপ আমি তার চাইতে কম যাই না।'

'না, না, জ্যাক। যেকোন স্থানেই আমি তোমার উপর ভরসা রাখব।'

ম্যাকমুর্ডোর মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল।

'হা ঈশ্বর, তুমি তো আমার সম্পর্কে কিছুই জান না! তোমার মন নিষ্পাপ, তাই আমার মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে তা তুমি কল্পনাও করতে পার না! কিন্তু, আরে, কে এলো?'

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল, আর একটি যুবক এমনভাবে হেলতে-দুলতে ঢুকল যেন সেই বাড়ির মালিক। যুবকটি সুদর্শন, চটপটে, এবং বয়সে ও গঠনে ম্যাকমুর্ডোরই অনুরূপ। চওড়া কোণওয়ালা কালো ফেল্ট হ্যাটটা তখনও তার মাথায়ই রয়েছে; তার নীচে একখানি সুন্দর মুখ, তাতে দুটি হিংস্র, প্রভুত্বব্যঞ্জক চোখ আর বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকা একটি নাক। স্টোভের পাশে উপবিষ্ট দুটি যুবক-যুবতীর দিকে সে বর্বর চোখে তাকাল।

এটি সভয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'আপনাকে দেখে খুশি হলাম মিঃ বল্ডুইন। আপনি বোধ হয় কিছুটা আগেই এসে পড়েছেন। আসুন, বসুন।'

দুই হাত কোমরে রেখে বল্ডুইন ম্যাকমুর্ডোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

তারপর সরাসরি প্রশ্ন করল, 'লোকটা কে?'

'আমার একজন বন্ধু মিঃ বল্ডুইন—এখানকার নতুন বোর্ডার। মিঃ ম্যাকমুর্ডো, আপনাকে মিঃ বল্ডুইনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি কি?'

দুটি যুবকই অপ্রসন্নভাবে পরস্পরের প্রতি মাথা নাড়ল।

বল্ডুইন বলল, 'আশা করি আমাদের সম্পর্কের কথা মিস এটি আপনাকে বলেছে?

'আপনাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি জানতাম না।'

'জানতেন না? আচ্ছা, তাহলে এবার জানতে পারবেন। আমার কাছ থেকেই জেনে নিন, এই যুবতী মহিলাটি আমার; আর—বাইরে গেলে দেখতে পাবেন, আজকের সন্ধ্যাটি বেড়াবার পক্ষে খুবই ভাল।'

'ধন্যবাদ; তবে এখন বেড়াতে যাবার কোনরকম বাসনা আমার নেই।'

'নেই বুঝি?' লোকটির হিংস্র চোখ দুটি ক্রোধে জ্বলতে লাগল। 'মিঃ বোর্ডার, একটা লড়াইয়ের বাসনা আছে কি?'

লাফ দিয়ে উঠে ম্যাকমুর্ডো বলল, 'তা আছে। এর চাইতে স্বাগত প্রস্তাব আর কিছু হতে পারে না।'

বেচারি বিচলিত এটি চেঁচিয়ে উঠল, 'ঈশ্বরের দোহাই জ্যাক! ঈশ্বরের দোহাই! জ্যাক, জ্যাক, ও তোমার ক্ষতি করবে!'

একটা কটূক্তি করে বল্ডুইন বলল 'ওঃ, একেবারে "জ্যাক," তাই বুঝি! এর মধ্যেই এতদূর এগিয়েছে, কি বল?'

'ও টেড, আমার কথা শোন—দয়া কর! টেড, আমার জন্য, আমাকে যদি কখনও ভালবেসে থাক, উদার হও, ক্ষমা কর!'

ম্যাকমুর্ডো শান্তভাবে বলল, 'এটি, তুমি এখান থেকে চলে গেলে আমরা ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলতে পারি। অথব, মিঃ বল্ডুইন, আপনিও তো আমার সঙ্গে রাস্তায় নামতে পারেন। বাইরে সুন্দর সন্ধ্যা, আর পাশের বাড়িটার পরেই একটা খোলা মাঠও আছে।'

তার শত্রু বলল, 'তোমাকে ঠাণ্ডা করতে আমার হাত ময়লা করবার দরকার হবে না। এখান থেকে যাবার আগেই তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাব যে এ দেশের মাটিতে পা না দিলেই তুমি ভাল করতে।'

ম্যাকমুর্ডো চেঁচিয়ে বলল, 'সে বোঝাপড়ার জন্য এই তো উপযুক্ত সময়।'

'আমার সময় আমিই বেছে নেব মিস্টার। সেটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও। এখানে তাকাও।' হঠাৎ সে জামার আস্তিন গুটিয়ে তার পুরোবাহুর উপরে ছাপ-মারা একটা অদ্ভুত চিহ্ন দেখাল। একটি বৃত্তের মাঝখানে একটি ত্রিভুজ। এটার অর্থ কি জান?'

'জানি না, জানতেও চাই না।'

'ঠিক আছে, জানবে। আমি কথা দিচ্ছি। আর জানতে বেশী দেরীও হবে না। মিস এটি হয় তো এবিষয়ে তোমাকে কিছু বলতে পারে। আর তুমি এটি, তোমাকে নতজানু হয়ে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। শুনতে পাচ্ছ মেয়েটা? নতজানু হয়ে। আর তখন আমি বলে দেব তোমার কি শাস্তি! তুমি বীজ বুনেছ—আর প্রভুর দিব্যি, তোমাকেই যাতে ফসল কাটতে হয় সে ব্যবস্থা আমি করব!' সক্রোধে সে দুজনের দিকে তাকাল। তারপর বাইরের দিকে পা বাড়াল। একটু পরেই বাইরের দরজাটা তার পিছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

ম্যাকমুর্ডো ও মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই এটি ম্যাকমুর্ডোকে জড়িয়ে ধরল।

'আঃ, জ্যাক, তোমার কি সাহস! কিন্তু কোন ফল হবে না—তোমাকে পালাতেই হবে। আজই রাতে—জ্যাক—আজই রাতে! সেই তোমার একমাত্র আশা। সে তোমার জীবন নেবে। তার দুটো ভয়ংকর চোখেই আমি তা দেখেছি। তাদের ডজন খানেকের বিরুদ্ধে তুমি একলা কি করবে? বিশেষ করে যখন ম্যাকগিন্টি কর্তা ও তার আস্তানার দলবল রয়েছে তার পিছনে?'

ম্যাকমুর্ডো তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে চুম্বন করল; তারপর আস্তে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

'এখানে প্রিয়ে, এখানে! আমার জন্য বিচলিত হয়ো না, ভীত হয়ো না। আমি নিজেও একজন "ফ্রীম্যান" তোমার বাবাকেও একথা জানাতে চাই। হয় তো আমি এদের চাইতে কিছু ভাল নই। কাজেই আমাকে সাধুপুরুষ বানিও না। এসব কথা শুনে তুমিও হয় তো আমাকে ঘৃণা করবে।'

'তোমাকে ঘৃণা করব জ্যাক! জীবন থাকতে তা পারব না। আমি শুনেছি, এখানে ছাড়া অন্য কোথাও "ফ্রীম্যান" হলে কোন দোষ নেই; তাহলে সেজন্য তোমাকে আমি খারাপ ভাবব কেন? কিন্তু জ্যাক, তুমিও যখন "ফ্রীম্যান" তখন ম্যাকগিন্টির কাছে গিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর না কেন? তাই যাও জ্যাক, শীঘ্র যাও। তোমার সব কথা আগে বলো, নইলে ঐ কুকুরগুলো তোমার পিছনে লাগবে।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'আমিও তাই ভাবছি। এখনই গিয়ে সব পাকা করে ফেলব। তোমার বাবাকে বলে দিও, আজকের রাতটা আমি এখানেই ঘুমোব, তারপর সকালে অন্য একটা বাসা দেখে নেব।'

ম্যাকগিন্টির শুঁড়িখানার পানশালায় যথারীতি ভীড় জমে উঠেছে, কারণ সারা শহরের ইতর লোকদের সেটাই প্রিয় আড্ডাখানা। লোকটি সকলেরই প্রিয়, কারণ তার স্বভাবটি সাদামাঠা ও হাসিখুশি। অবশ্য সেটা মুখোশ মাত্র; তার আড়ালে অনেক কিছুই সে ঢেকে রাখে। তবে জনপ্রিয়তা ছাড়াও সারা শহর এবং নীচেকার উপত্যকার ত্রিশ মাইল ও তার পার্শ্ববর্তী পাহাড় অঞ্চল পর্যন্ত সকলেই তাকে এত ভয় করে যে তার ফলেই তার শুঁড়িখানায় সব সময় ভীড় লেগে থাকে, কারণ কেউই তার শুভেচ্ছাকে উপেক্ষা করতে পারে না।

সকলেই বিশ্বাস করে যে সব গুপ্ত শক্তিকে ম্যাকগিন্টি নির্মমভাবে প্রয়োগ করে থাকে। তাছাড়াও সে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার, ও পথ-দপ্তরের কমিশনার। গুণ্ডা-বদমাসদের ভোটেই সে এই-সব পদ পেয়েছে, আর তারাও বিনিময়ে তার কাছ থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাবে বলে আশা করে। বাড়ি-ভাড়া ও করের হার অত্যন্ত বেশী, পূর্ত বিভাগের কাজ কুখ্যাতভাবে উপেক্ষিত, ঘুষখোর হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা হিসাবপত্র কলুষিত। সৎ নাগরিকদের ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা আদায়; অথচ পাছে আরও বিপদ ঘটে তাই তারা মুখ বুজে থাকে। এইভাবে বছরের পর বছর ম্যাকগিন্টি কর্তার হীরের পিনের আকার ক্রমেই বড় হতে থাকে, তার অধিকতর ঝকঝকে পোশাকের সোনার চেনটা ওজনে বাড়তে থাকে, আর তার শুঁড়িখানাটা বাড়তে বাড়তে মার্কেট স্কোয়ারের একটা পুরো অংশই দখল করতে বসেছে।

সুইং-ডোরটা ঠেলে ম্যাকমুর্ডো পানশালায় ঢুকল। ভিতরের ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল। তামাকের ধোঁয়া ও মদের গন্ধে ঘরটা আচ্ছন্ন। চারদিকে উজ্জ্বল আলোর সমারোহ। প্রতিটি দেয়ালের রং-চঙে গিল্টি করা বড় বড় আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে সে আলো আরও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধাতুর পাত-বসানো চওড়া কাউণ্টারের পাশে অপেক্ষমান আড্ডাধারীদের জন্য পানীয় তৈরির কাজে বেশ কিছু উর্দি-পরা লোক কর্মব্যস্ত। একেবারে শেষপ্রান্তে বার-এর উপর শরীরটা রেখে ঠোঁটের সূক্ষ্ম কোণে সিগারটা ধরে একটি লম্বা, শক্তিশালী, ভারী গড়ণের লোক দাঁড়িয়েছিল। সে লোক স্বয়ং বিখ্যাত ম্যাক-গিণ্টি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। দেখতে লোমশদেহ দৈত্যের মত, গালের হাড় পর্যন্ত দাড়ি, কলার পর্যন্ত নেমে এসেছে একগোছা দাঁড়কাকের মত চুল। গায়ের রং ইতালীয়দের মত ধোঁয়াটে, অদ্ভুত কালো রঙের দুটো চোখ, আর তার সঙ্গে বাঁকা দৃষ্টি মিশে কেমন যেন একটা শয়তানী চেহারা ফুটে উঠেছে। কিন্তু অন্য সব দিক থেকে দেখলে তার সুবিন্যস্ত দেহের গঠন, সুন্দর মুখমণ্ডল ও দিলখোলা ব্যবহার, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলা এই আমুদে লোকটির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছে। যে কেউ তাকে দেখে বলবে, তার কাটাকাটা কথাগুলো রুক্ষ হলেও লোকটি কিন্তু সরল ও সৎ। কিন্তু যখনই ওই দুটি গভীর, অনুতাপবিহীন মরা কালো চোখ কারও উপর পড়ে তখনই সে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে ওঠে; বুঝতে পারে সে একটা গোপন অনর্থের অসীম সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়েছে; আর তার পিছনে রয়েছে এমন শক্তি, সাহস ও কৌশল যে সে সম্ভাবনা আরও হাজার গুণ মারাত্মক হতে পারে।

লোকটিকে ভাল করে দেখে নিয়ে ম্যাকমুর্ডো তার স্বভাবসিদ্ধ নির্বিকার স্পর্ধায় দুই হাতে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল এবং ঐ শক্তিমান উপরওয়ালার ছোটখাটো তামাসার কথায়ও যারা হেসে গড়িয়ে পড়ছিল সেই সাঙ্গপাঙ্গদের সরিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ও পাশের মারাত্মক কালো চোখ দুটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই নবাগত যুবকের দুঃসাহসী দুটো ধূসর চোখের নির্ভীক দৃষ্টিও চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে তার উপরেই পড়ল।

'ওহে যুবক, তোমাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হয় না!'

'আমি এখানে নতুন এসেছি মিঃ ম্যাকগিণ্টি।'

'একজন ভদ্রলোককে যথাযোগ্যভাবে সম্বোধন করতে না পারার মত নতুন তো তুমি নও।'

দলের ভিতর থেকে একজন বলে উঠল, 'উনি কাউন্সিলার ম্যাকগিণ্টি যে।'

'আমি দুঃখিত কাউন্সিলার। এখানকার রীতিনীতি আমি জানি না। তবে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি।'

'বেশ তো, দেখা কর। এই তো আমাকে দেখছ। আমাকে দেখে কি-

রকম মনে নয়?

'এত অল্প সময়ে কিছু বলা শক্ত। যদি আপনার অন্তরটাও আপনার দেহের মতই বড় হয়, আর আপনার আত্মাটা হয় মুখের মতই সুন্দর, তাহলেই আমি সন্তুষ্ট,' ম্যাকমুর্ডো বলল।

'আরে, তোমার কথায় দেখছি আইরিশ টান আছে,' বেশ জোরেই পানশালার মালিক কথাগুলি বলল। স্পর্ধিত আগন্তুককে খুশি করতে অথবা নিজের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সে কথাগুলি বলল তা ঠিক বোঝা গেল না। 'আমার চেহারা তাহলে তোমার ভাল লেগেছে?'

'নিশ্চয়', ম্যাকমুর্ডো বলল।

'কেউ কি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কে সে?'

'ভারমিসার ৩৪১ আস্তানার ভাই স্ক্যানলান।' ইতিমধ্যেই এক গ্লাস পানীয় তাকে দেওয়া হয়েছিল। সেটাকে ঠোঁটের কাছে ধরে চুমুক দিতে দিতে হাতের কণিষ্ঠাটি তুলে বলল, 'আপনার স্বাস্থ্য পান করছি কাউন্সিলার আর আশা করছি আমাদের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক।'

ম্যার্কগিন্টি বেশ খুঁটিয়ে তাকে দেখছিল। ঘন কালো ভুরু দুটি তুলে বলল, 'ওহো, ব্যাপারটা তাহলে এই রকম, তাই না? তাহলে তো একটু ভাল করে খোঁজ নিতে হচ্ছে মিস্টার—'

'ম্যাকমুর্ডো।'

'একটু কাছে সরে এস মিঃ ম্যাকমুর্ডো, কারণ এখানে আমরা কাউকে বিশ্বাস করি না, বা কারও কথাও বিশ্বাস করি না। কিছুক্ষণের জন্য ওদিকটায় আড়ালে চল।

চারদিকে পিপে দিয়ে সাজানো একটা ছোট ঘর। ম্যাকগিন্টি সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটা পিপের উপরে বসল। চিন্তিতভাবে সিগারটা দাঁতে কাটতে কাটতে অস্বস্তিকর চোখ দুটো দিয়ে সঙ্গীকে ভাল করে দেখতে লাগল। কয়েক মিনিট একেবারেই চুপচাপ বসে রইল।

একটি হাত কোটের পকেটে রেখে অন্য হাতে বাদামি গোঁফে তা দিতে দিতে ম্যাকমুর্ডো সানন্দেই সে পরীক্ষাটাকে মেনে নিল। হঠাৎ ম্যাকগিন্টি নীচু হয়ে একটা অলুক্ষণে রিভলবার বের করল।

বলল, 'এদিকে দেখ হে রসিক পুরুষ, কোনরকম চালাকি যদি করেছ, হাতে হাতেই শাস্তি মিলবে।'

মর্যাদার সঙ্গে ম্যাকমুর্ডো বলল, "ফ্রীম্যান"-দের "আস্তানা"র বডিমাস্টারের পক্ষে একজন নবাগত ভাইয়ের প্রতি এক আশ্চর্য স্বাগত সম্ভাষণই বটে!'

ম্যাকগিন্টি বলল, 'আরে, সেইটেই তো তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। যদি না পার তাহলে ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। তুমি কোথায় দলে ঢুকেছিলে?'

'আস্তানা ২৯, শিকাগো।'

'কবে?'

'২৪শে জুন, ১৮৭২।'

'বডিমাস্টার কে?'

'জেমস এইচ. স্কট।'

'জেলার শাসনকর্তা কে?'

'বার্থোলোমিউ উইলসন।'

'হুম! তুমি বেশ চটপটে আছ। এখানে কি করছ?'

'কাজ করছি, যেমন আপনি করেন, তবে অনেক ছোট কাজ।'

'খুব তাড়াতাড়ি পাল্টা জবাব দিতে পার দেখছি।'

'হ্যাঁ, বরাবরই আমি বাকপটু।'

'কাজেও পটু কি?'

'কাজ যারা ভাল জানে তাদের মধ্যে আমার নামও আছে।'

'ঠিক আছে, তুমি যেরকম ভাবছ তার চাইতে আগেই তোমাকে পরীক্ষা করা হতে পারে। এ অঞ্চলে 'আস্তনা'র কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু শুনেছ কি?'

'শুনেছি এখানে ভাই হওয়া শক্ত।'

'ঠিকই শুনেছ ম্যাকমুর্ডো। শিকাগো ছেড়েছ কেন?'

'সেকথা বলার আগে যেন আমার ফাঁসি হয়।'

ম্যাকগিন্টি চোখ খুলল। এরকম জবাব শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। তার বেশ মজা লাগছে।

'আমাকে সেকথা বলবে না কেন?'

'কারণ কোন ভাই অপর ভাইয়ের কাছে মিথ্যা বলতে পারে না।'

'তাহলে আসল ব্যাপারটা এত খারাপ যে বলা চলে না।'

'ইচ্ছা করলে সেভাবেও বলতে পারেন।'

'দেখ মিস্টার, যে লোক তার অতীতের কথা জানাতে পারে না, বডিমাস্টার হিসেবে তাকে তো আমি "আস্তানায়" ঢোকাতে পারি না।'

ম্যাকমুর্ডো বিচলিত হল। তারপর ভিতরের পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা জীর্ণ কাটিং বের করল।

বলল, 'একজন সংকর্মীর উপর তম্বি করবেন না তো?'

ম্যাকগিন্টি সরোষে চেঁচিয়ে বলল, 'এধরনের কথা আমাকে বললে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব।'

ম্যাকমুর্ডো নরম হয়ে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন কাউন্সিলার। আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। কিছু না ভেবেই কথাটা বলে ফেলেছি। আমি

জানি, আপনার হাতে আমি নিরাপদ। এই কাটিংটা দেখুন।'

'৭৪ সালের নববর্ষ সপ্তাহে শিকাগোর মার্কেট স্ট্রীটের লেক স্যালুন-এ জোনাস পিন্টো নামক একটি লোকের গুলিবিদ্ধ হবার বিবরণের উপর ম্যাকগিন্টি চোখ বুলিয়ে নিল।

কাগজটা ফেরৎ দিয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমার কাজ?'

ম্যাকমুর্ডো মাথা নাড়ল।

'তাকে গুলি করেছিলে কেন?'

'ডলার তৈরির ব্যাপারে সাম খুড়োকে আমি সাহায্য করছিলাম। হয় তো আমার ডলারগুলো তার মত নিখুঁত হত না, তবে সেগুলোও দেখতে ভালই ছিল আর তৈরিতে খরচও কম হত। এই পিন্টো লোকটা সেসব বস্তু চালাবার কাজে আমাকে সাহায্য করত—'

'কি কাজ?'

'মানে, ডলারগুলোকে বাজারে ছাড়ার কাজ আর কি। তারপর সে ভেগে পড়তে চাইল। হয়তো কাজ ছেড়েও দিয়েছিল। আমি আর অপেক্ষা করি নি। তাকে খুন করে কয়লা-খনি অঞ্চলে পালিয়ে গেলাম।'

'কয়লা-খনি অঞ্চলে কেন?'

'কারণ কাগজে পড়েছিলাম যে ঐ সব অঞ্চলে পুলিশের কড়াকড়ি কম।'

ম্যাকগিন্টি হাসল।

'তুমি প্রথমে ছিলে ডলার-জালিয়াত, তারপরে খুনী, আর তারপরেও এখানে এসেছ সাদর অভ্যর্থনা পাবার আশা করে?'

ম্যাকমুর্ডো জবাব দিল, 'অনেকটা সেই রকমই তো আশা।'

'দেখ, মনে হচ্ছে তুমি অনেকদূর যেতে পারবে। ভাল কথা, এখনও কি ডলার বানাতে পার?'

ম্যাকমুর্ডো পকেট থেকে আধ ডজন মুদ্রা বের করে বলল, 'এগুলো কোন-দিনই ওয়াশিংটন টাকশাল থেকে বেরোয় নি।'

'বল কি হে!' সেগুলিকে তার গরিলার মত লোমশ মস্ত বড় হাতে নিয়ে আলোর সামনে তুলে ধরল। 'কোন তফাৎ বুঝতে পারছি না। হায় ঈশ্বর, মনে হচ্ছে তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। বন্ধু ম্যাকমুর্ডো, আমাদের দলে দু'একজন খারাপ লোকেরও দরকার, কারণ মাঝে মাঝে আমাদেরও লড়াইয়ে নামতে হয়। যারা আমাদের কোণঠাসা করতে চাইছে তাদের যদি পাল্টা আক্রমণ করতে না পারি তাহলে শীঘ্রই দেয়ালে আমাদের পিঠ ঠেকে যাবে।'

'আশা করি তাদের সরিয়ে দেবার কাজে আমার যা করবার তা আমি করব।'

'তোমার স্নায়ু বেশ শক্ত বলে মনে হয়। যখন এই পিস্তলটা তোমার

দিকে তাক করেছিলাম তখন তুমি মোটেই বিচলিত হও নি।'

'আমার তো কোন বিপদ তখন ছিল না।'

'তাহলে কার?'

'আপনার কাউন্সিলার।' কুর্তার পাশ-পকেট থেকে ম্যাকমুর্ডো একটা পিস্তল বের করল। 'সারাক্ষণই আপনার উপর নজর রেখেছিলাম। আমার গুলি আপনার মতই দ্রুত হত বলে মনে করি।'

ম্যাকগিন্টি প্রথমে রাগে লাল হয়ে তারপরেই হো-হো করে হেসে উঠল।

'হা ঈশ্বর!' সে বলল, 'এমন অদ্ভুত ভয়ের কথা অনেকদিন শুনি নি। মনে হচ্ছে তোমাকে নিয়ে "আস্তানা" গর্ব করতে পারবে। আরে, তুমি আবার কি চাও? পাঁচ মিনিটও কি একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে পারব না? যখন-তখন এসে তোমরা নাক গলাবে?'

পানশালার পরিচারক থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমি দুঃখিত কাউন্সিলার, তবে মিঃ টেড বল্ডুইন এসেছেন। তিনি বললেন, এইমুহূর্তে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

এ খবরের কোন দরকার ছিল না, কারণ পরিচারকের ঘাড়ের উপর দিয়ে স্বয়ং সেই লোকের শক্ত নিষ্ঠুর মুখটাই উঁকি দিল। পরিচারককে ধাক্কা দিয়ে বের করে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ম্যাকমুর্ডোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বটে, আমার আগেই এখানে এসে গেছ। কাউন্সিলার, এই লোকটার বিষয়ে তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

পিপে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাকগিন্টি বলল, 'না, না, এসব চলবে না। বল্ডুইন, এ আমাদের একটি নতুন ভাই, তাকে তো এভাবে বরণ করা চলবে না। হাত বাড়াও বাপু, মিটিয়ে নাও।'

'কখনও না।' বল্ডুইন রাগে ফেটে পড়ল।

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'উনি যদি মনে করেন যে আমি ওর প্রতি কোন অন্যায় করেছি তাহলে ওর সঙ্গে লড়তে আমি রাজী আছি। আমি চাই কব্জির লড়াই, তবে উনি যদি তাতে খুশি না হন, তাহলে উনি যেভাবে চাইবেন সেই-ভাবে আমি লড়ব। কাউন্সিলার, বডিমাস্টার হিসাবে বিচারের ভারটা আমি আপনার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।'

'ব্যাপারটা কি?'

'একটি তরুণী মহিলা। নিজের ইচ্ছামত পছন্দ করবার অধিকার তার আছে।'

'আছে না কি?' বল্ডুইন চেঁচিয়ে বলল।

"আস্তানার"র দুই ভাইয়ের মধ্যে যখন কথা, তখন আমি বলছি, আছে' কর্তাই কথাগুলি বলল।

'এটাই কি তোমার রুলিং?'

দুষ্টুমি করে তাকিয়ে ম্যাকগিণ্টি বলল, 'হ্যাঁ, ভাই টেড বল্ডুইন। তুমি কি এতে আপত্তি করতে চাও?'

'জীবনে এর আগে যাকে কখনও দেখ নি তার জন্য কি এমন একজনকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে যে পাঁচ বছর তোমার পাশে ছিল? জ্যাক ম্যাকগিণ্টি, সারা জীবনের মত তুমি বডিমাস্টার হও নি, আর ঈশ্বরের দিব্যি, আবার যখন ভোট হবে—'

কাউন্সিলার বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বল্ডুইনের গলা চেপে ধরে একটা পিপের উপর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ম্যাকমুর্ডো বাধা না দিলে ম্যাকগিণ্টি হয়তো গলা টিপেই তাকে মেরে ফেলত।

তাকে টেনে সরিয়ে দিতে দিতে সে বলল, 'ঠাণ্ডা হোন কাউন্সিলার, ঈশ্বরের দোহাই, ঠাণ্ডা হোন!'

ম্যাকগিণ্টি তাকে ছেড়ে দিল। ভীত কম্পিত বল্ডুইন হাঁপাতে লাগল। তার সারা শরীর এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন সে মৃত্যু-গহ্বর হতে ফিরে এসেছে। যে পিপেটার উপর তাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল সেটার উপরেই বসে পড়ল।

'টেড বল্ডুইন, অনেকদিন থেকেই তুমি এটা চাইছিলে, আজ পেয়ে গেলে,' ম্যাকগিণ্টি চেঁচিয়ে বলল। তার চওড়া বুকটা দ্রুত ওঠা-নামা করতে লাগল। 'তুমি হয়তো ভেবেছ, ভোটের ফলে আমি যদি বডিমাস্টারের পদটা হারাই তাহলে তুমিই সেটা পাবে। "আস্তানা"ই সেটা ঠিক করবে। কিন্তু যতদিন আমি দলপতি আছি ততদিন আমার বা আমার রুলিং-এর বিরুদ্ধে আমি কাউকে মুখ খুলতে দেব না।'

গলায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্ডুইন কোনরকমে বলল, 'তোমার বিরুদ্ধে তো আমার কিছু বলার নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে দিলখোলা খুশির ভঙ্গীতে অপরজন বলে উঠল, 'আরে তাহলে তো আবার আমাদের মধ্যে ভাব হয়ে গেল; এব্যাপারের এখানেই শোধবোধ হয়ে যাক।'

তাকের উপর থেকে শ্যাম্পেনের বোতলটা পেড়ে সে তার কর্কটা খুলে ফেলল।

তিনটে বড় গ্লাসে ভরতে ভরতে বলল, 'ঠিক আছে, এস আমরা "আস্তানা"র ঝগড়ার নামে একটু পান করি। তুমি তো জানই, এর পরে আমাদের মধ্যে আর কোন মনোমালিন্য থাকতে পারে না। এবার আমার গলার আপেলে বাঁ হাত রেখে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি টেড বল্ডুইন, অপরাধটা কি?'

বল্ডুইন জবাব দিল, 'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।'

'এবার একেবারেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'আমিও তাই চাই।'

দুজনে গেলাসে চুমুক দিল। বল্ডুইন আর ম্যাকমুর্ডোর মধ্যেও পানীয় বিনিময় হল।

হাত ঘষতে ঘষতে ম্যাকগিন্টি চেঁচিয়ে বলল, 'কালো রক্তের ব্যাপার এখানেই শেষ হল। এরপরেও বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের "আস্তানা"র শাস্তি পেতে হবে; এখানে সে শাস্তিটা যে খুব কড়া ভাই বল্ডুইন তা জানে। আর ভাই ম্যাকমুর্ডো, গণ্ডগোল পাকালে তুমিও শীঘ্রই সেটা জানতে পারবে।'

বল্ডুইনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ম্যাকমুর্ডো বলল, 'বিশ্বাস করুন, সে-রকম কিছু আমি সহজে করব না। আমি যেমন ঝগড়া করতে জানি, তেমনি ক্ষমা করতেও জানি। সকলেই বলে, এটা আমার আইরিশ রক্তের গুণ। কিন্তু আমার দিক থেকে সব চুকে গেছে, আমার মনে কোন আক্রোশ নেই।'

বল্ডুইনকে সেই প্রসারিত হাতে হাতটা রাখতেই হল, কারণ ভয়ংকর কর্তার মারাত্মক দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু তার গম্ভীর মুখ দেখেই বোঝা যায় অপর জনের কথায় সে মোটেই প্রভাবিত হয় নি।

ম্যাকগিন্টি দুজনেরই কাঁধ চাপড়ে দিল।

বলল, 'আ! এই মেয়েগুলো! এই মেয়েগুলো! ভাব তো, আমাদেরই দুটো বাচ্চুর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে সেই পেটিকোট। এতে তো শয়তানেরই মজা। এ ব্যাপারটা তোমাদের নিজেদেরই মিটিয়ে নিতে হবে, কারণ এটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে। মেয়েমানুষ ছাড়াই অনেক ঝক্কি বডিমাস্টারের পোয়াতে হয়। ভাই ম্যাকমুর্ডো, তুমি আস্তানা ৩৪১ এ যোগ দেবে। আমাদের রীতিনীতিগুলো শিকাগো থেকে আলাদা। শনিবার রাতে আমাদের সভা আছে; সেখানে হাজির হলেই তোমাকে ভারমিসা উপত্যকার সমিতির সভ্য করে নেব।'

: আস্তানা ৩৪১ ভারমিসা



যে সন্ধ্যায় এতগুলি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটল তার পরদিনই বৃদ্ধ জ্যাকফ শ্যাফ্‌টারের বাসা ছেড়ে ম্যাকমুর্ডো শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে বিধবা ম্যাকনামারার আশ্রয়ে গিয়ে উঠল। ট্রেনে যে লোকটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল সেই স্ক্যানলানও কিছুদিনের মধ্যে ভারমিসায় এসে হাজির হল এবং দুজন একই জায়গায় বাসা বাঁধল। বাড়িতে আর কোন বোর্ডার ছিল না; গৃহকর্ত্রীও সাদাসিধে বৃদ্ধা আইরিশ মহিলা, তাদের ব্যাপারে নাক গলাত না; কাজেই তাদের খুশিমত কথাবার্তা বলতে বা কাজকর্ম করতে কোন অসুবিধা হত না, আর যাদের কিছু গোপন কাজকর্ম করতে হয় তাদের পক্ষে এটা খুবই

সুবিধাজনক। শ্যাফ্‌টার শেষ পর্যন্ত এতদূর নরম হল যে ম্যাকমুর্ডোকে তার হোটেলে এসে খাবার অনুমতি দিল, ফলে এটির সঙ্গে তার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণই রইল। বরং যতই দিন যেতে লাগল সে যোগাযোগ ততই ঘনিষ্ঠতর ও গাঢ়তর হতে লাগল। নিরাপদ বুঝে ম্যাকমুর্ডো তার নতুন বাসার শোবার ঘরে জাল মুদ্রার ছাঁচগুলো বের করল এবং নানাভাবে গোপনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি করিয়ে "আস্তানা"র অনেক ভাইকে এনে সেগুলো দেখাতে লাগল। তারাও প্রত্যেকেই যাবার সময় কিছু কিছু জালমুদ্রা পকেটে করে নিয়ে যেতে লাগল। মুদ্রাগুলিও এমন সুকৌশলে তৈরি যে সেগুলি চালাতে কখনও কোন অসুবিধা বা বিপদই হত না। এমন একটা আশ্চর্য বিদ্যা জানা সত্ত্বেও ম্যাকমুর্ডো কেন যে কাজকর্ম করে তার সঙ্গীদের কাছে এটা একটা চিরন্তন বিস্ময়; সে অবশ্য তাদের সকলকেই বলে থাকে যে দৃশ্যত কোন কাজকর্ম না করেই যদি সে দিন কাটায় তাহলে অচিরেই পুলিশ তার পিছনে লাগবে।

একজন পুলিশ অবশ্য ইতিমধ্যেই তার পিছনে লেগেছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে ঘটনাটি এই দুঃসাহসী লোকটির কোন ক্ষতি না করে বরং ভালই করেছে। প্রথমত মুলাকাতের পরে সে প্রায় প্রতিদিনই ম্যাকগিন্টির পানশালায় হাজিরা দিত; আর সেখানে সমবেত সেই সাংঘাতিক লোকগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠল যারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে 'বাচ্চু' বলে ডাকে। করিৎকর্মা চালচলন আর অকুতভয় কথাবার্তার জন্য সে সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠল, আর একদিন পানশালার ঘরের মধ্যে একটা ঘরোয়া লড়াইতে বিপক্ষকে এমন ধোলাই দিল যে গুণ্ডাদলের সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখল। তারপর আর একটা ঘটনার ফলে তার শ্রদ্ধার মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

একদিন রাতে ভীড় যখন বেশ জমে উঠেছে তখন পানশালার দরজাটা খুলে গেল এবং 'কোল অ্যাণ্ড আয়রণ পুলিশ বিভাগের নীল ইউনিফর্ম ও উঁচু টুপি পরা একটি লোক ভিতরে ঢুকল। সাধারণ পুলিশ বিভাগ এতদঞ্চলের সংগঠিত গুণ্ডামীর মোকাবিলায় সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করায় তাদের সাহায্য করার জন্য রেলওয়ে এবং কয়লাখনির মালিকরা এই বিশেষ পুলিশ বিভাগটি গঠন করেছে। সে ঢুকতেই সকলে চুপ মেরে গেল। অনেকেই বাঁকা চোখে তাকে দেখতেও লাগল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ আর দুষ্কৃতকারীদের সম্পর্কটা বিচিত্র; তাই ইন্সপেক্টর স্বয়ং যখন তার খরিদ্দারদের দলে ভিড়ে গেল তখনও কাউণ্টারের পিছনে উপবিষ্ট ম্যাকগিন্টির চোখে মুখে কোন বিস্ময় ফুটে উঠল না।

পুলিশ-অফিসার বলল, 'সোজা একটা হুইস্কি, কারণ আজ রাতে বেশ কড়া শীত পড়েছে। কাউন্সিলার, আপনার সঙ্গে কি আগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে বলে মনে করেন?'

ম্যাকগিন্টি বলল, 'আপনি তো নতুন ক্যাপ্টেন?'

'ঠিক তাই। দেখুন কাউন্সিলার, শহরে আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে আমরা আপনার উপর এবং অন্যান্য প্রধান নাগরিকদের উপরেই ভরসা করছি। আমার নাম ক্যাপ্টেন মারভিন—"কোল অ্যাণ্ড আয়রণ"-এর।'

ম্যাকগিন্টি ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আপনাদের ছাড়াই আমরা ভাল চালাতে পারতাম। শহরের নিজস্ব পুলিশই তো রয়েছে, কাজেই আমদানী-করা মালের কোন দরকার ছিল না। আপনারা তো পুঁজিপতিদের মাইনে করা হাতিয়ার, গরীব নাগরিকদের উপর ডাণ্ডা মারতে আর গুলি চালাতেই তো আপনাদের ভাড়া করা হয়েছে।'

পুলিশ অফিসারটি লঘুস্বরেই বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এ নিয়ে আমরা তর্ক করতে চাই না। আমি আশা করি, সকলেই যার যার কর্তব্য করে যাব; অবশ্য কর্তব্যটা সকলের চোখে এক নয়।' গ্লাসটা শেষ করে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই ম্যাকমুর্ডোর মুখের উপর তার চোখ পড়ে গেল। সেও পাশে দাঁড়িয়ে তাকেই দেখছিল। ম্যাকমুর্ডোকে উপর-নীচ ভাল করে দেখে সে বলে উঠল, 'আরে! আরে! এ যে পুরনো মুখ দেখছি!'

ম্যাকমুর্ডো ছিটকে সরে গেল।

বলল, 'জীবনে কোন কালেই আমি আপনার বা আপনার দলের কারও বন্ধু ছিলাম না।'

পুলিশ-ক্যাপ্টেন হেসে বলল, 'পরিচয় থাকলেই সব সময় বন্ধু হয় না। তুমি নির্ঘাৎ শিকাগোর জ্যাক ম্যাকমুর্ডো; সেটা অস্বীকার করো না।'

ম্যাকমুর্ডো ঘাড় ঝাঁকুনি দিল।

বলল, 'অস্বীকার করছি না। আপনি কি মনে করেন আমার নামের জন্য লজ্জা পাবার কিছু আছে?'

'তা তো নিশ্চয়ই আছে।'

দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সে গর্জে উঠল, 'আপনি কি বলতে চান?'

'না, না জ্যাক, হুমকি দিয়ে আমাকে কাবু করতে পারবে না। এই কয়লা খনিতে আসবার আগে আমি শিকাগোতে অফিসার ছিলাম। সেখানকার যে কোন দাগীকে দেখলেই আমি চিনতে পারি।'

ম্যাকমুর্ডোর মুখ বদলে গেল।

বলে উঠল, 'আপনি তাহলে শিকাগো সেণ্ট্রালের মারভিন!'

'তোমার সেবার জন্য সেই পুরনো টেডি মারভিন। সেখানকার জোনাস পিণ্টো হত্যাকাণ্ডের কথা আমরা কেউই ভুলি নি।'

'আমি তাকে গুলি করি নি।'

'করো নি বুঝি? সাক্ষী-সাবুদ বেশ নিরপেক্ষই ছিল, কি বল? অবশ্য তার মৃত্যুটা একটু অসাধারণভাবেই ঘটেছিল, নইলে তো তারা তোমাকে ঘায়েল করতেই পারত। যাক গে, সেসব পুরনো কথা; এখন তোমাকে চুপি

চুপি বলছি—যদিও একথা বলা আমার পক্ষে ঠিক নয়—তোমার বিপক্ষে কোন স্পষ্ট প্রমাণ তারা পায় নি, আর ইচ্ছা করলে কালই শিকাগো ফিরে যাবার পথ তোমার সামনে খোলা।'

'যেখানে আছি ভালই আছি।'

'আরে, একটা সুখবর দিলাম, আর তুমি আমাকে একটা ধন্যবাদও দিলে না!'

'তা বটে; আপনি হয় তো ভাল ভেবেই কথাটা বলেছেন, তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই,' ম্যাকমুর্ডো খোলা মনেই কথাগুলো বলল।

ক্যাপ্টেন বলল, 'যতদিন দেখব তুমি সোজাপথে চলছ ততদিন আমি চুপ করেই থাকব; কিন্তু বাপু, এরপরেও যদি বাঁকা পথ ধরো তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম হবে! আচ্ছা, শুভরাত্রি—শুভরাত্রি কাউন্সিলার।'

সে ঘর থেকে চলে গেল, ততক্ষণে সে একটি স্থানীয় মহামস্তান সৃষ্টি করে ফেলেছে। শিকাগোতে ম্যাকমুর্ডোর কার্যলাপ নিয়ে আগে থেকেই কানাঘুষা চলছিল। সকলের চোখে 'হিরো' হয়ে উঠবার অনিচ্ছারশতঃই এতদিন সে সবরকম প্রশ্নকে হেসে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ ব্যাপারটা সরকারীভাবে সমর্থিত হতে পানশালার মস্তানরা তাকে ঘিরে ধরে সাদরে হাত ঝাঁকাতে লাগল। সেই থেকেই তার চলাফেরা সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে উঠল। আকণ্ঠ মদ গিলেও সে ঠিক থাকতে পারে; কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় সঙ্গী স্ক্যানলান যদি তাকে বাড়ি নিয়ে না যেত তাহলে এই মাতাল মস্তানটিকে পানশালায়ই রাতটা কাটাতে হত।

কোন এক শনিবার রাতে ম্যাকমুর্ডোকে "আস্তানা"র সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। সে ভেবেছিল, শিকাগো-ফেরৎ বীর হিসাবে বিনা অনুষ্ঠানেই সে পার পেয়ে যাবে; কিন্তু ভারমিসায় এমন কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান আছে যা নিয়ে তারা গর্ববোধ করে; কাজেই প্রত্যেক নবাগতকেই সেগুলো মানতে হয়। ইউনিয়ন হাউসের একটা বড় ঘরে সকলে জমায়েত হল। জনা ষাট মত সদস্য ভারমিসায় হাজির হল; অবশ্য এটাই সংগঠনের পুরো সদস্য-সংখ্যা মোটেই নয়, কারণ এই উপত্যকায়ই আরও কতকগুলি 'আস্তানা" রয়েছে; তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের দু পাশেও আরও কিছু আছে। কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটাতে হলেই এইসব আস্তানার মধ্যে সদস্য-বিনিময় হয়ে থাকে, কারণ তার ফলে যে কোন অঞ্চলেই নবাগত অপরিচিত সদস্যদের দিয়ে দুষ্কার্যগুলি করানোর সুবিধা হয়। সারা কয়লা-খনি অঞ্চলে কম করেও মোট পাঁচশ' সদস্য ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে।

জমায়েত-ঘরে একটা লম্বা টেবিলের চারপাশে সকলে বসেছে। পাশেই আর একটা টেবিলে বোতল আর গ্লাস সাজানো রয়েছে। অনেকেরই চোখ সেদিকে। প্রধানের আসনে বসেছে ম্যাকগিন্টি। তার এলোমেলো কালো

চুলের উপর একটা চওড়া কালো ভেলভেটের টুপি, আর গলায় জড়ানো একটা লাল রঙের ছোট চাদর। দেখলে মনে হয় সে যেন কোন পৈশাচিক অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করছে। তার ডাইনে ও বাঁয়ে বসেছে "আস্তানা"র পদস্থ কর্মীরা, তাদের মধ্যে টেড বল্ডুইনের নিষ্ঠুর সুন্দর মুখটাও দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকেই মর্যাদা অনুযায়ী এক একটা চাদর বা পদক পরে আছে। প্রায় সকলেই পরিণত বয়সের মানুষ, আর বাদবাকি সবাই আঠারো থেকে পঁচিশ বছরের যুবক,—ঊর্ধতন সহকর্মীদের আদেশ-নির্দেশ তারাই পালন করে থাকে। বয়স্ক লোকদের মধ্যে অনেককে দেখলেই তাদের ভিতরকার বাঘের মত উচ্ছৃংখল মনটাকে চেনা যায়; সাধারণ সদস্যদের দেখে বিশ্বাস করা শক্ত যে এইসব কৌতূহলী খোলা-মুখের যুবকরা আসলে একদল ভয়ংকর খুনী, আর তাদের মনগুলি এমনভাবে নীতিভ্রষ্ট হয়েছে যার ফলে এই সব কাজকর্মে তারা একটা নৃশংস গর্ববোধ করে এবং এই সব নাটের যিনি গুরু তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। তাদের স্বভাবে এতদূর বিকৃতি ঘটেছে যে, যে-লোক তাদের কোন ক্ষতি করে নি, এবং অনেক ক্ষেত্রেই যাকে তারা জীবনে কোনদিন চোখেও দেখে নি, স্বেচ্ছায় তার বিরুদ্ধে লাগাটাকেই একটা গৌরবজনক কাজ বলে মনে করে। কাজ হাসিল করার পরে কার আঘাতে লোকটি মরেছে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে এবং নিহত লোকটার আর্তনাদ ও শারীরিক বিকৃতির বর্ণনা করে উল্লাস বোধ করে। প্রথম প্রথম এইসব কাজের ব্যবস্থা তারা গোপন করত, কিন্তু যে সময়কার কাহিনী আমরা বলছি তখন তারা সম্পূর্ণ প্রকাশ্যেই সব কিছু করছে; আইনের হাত বার বার পরাস্ত হওয়ায় তারা একদিকে যেমন বুঝতে পেরেছে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে কেউ রাজী হবে না, অন্য দিকে তারা আরও বুঝেছে যে তাদের স্বপক্ষে কথা বলবার মত অসংখ্য সাক্ষী পাওয়া যাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ আইনজীবীদের নিজেদের স্বপক্ষে নিয়োগ করবার মত প্রচুর অর্থপূর্ণ সিন্দুকও তাদের আছে। গত দশ বছরে তারা যত অপরাধ করেছে তার একটি ক্ষেত্রেও কারও কোন শাস্তি হয় নি। স্কাউরারদের একমাত্র বিপদ আসতে পারে স্বয়ং আক্রান্ত শত্রুর দিক থেকে। সংখ্যায় তারা যতই মুষ্টিমেয় হোক এবং যতটা অতর্কিত অবস্থায়ই আক্রান্ত হোক, তারাও আক্রমণকারীকে পাল্টা আঘাত করতে পারে এবং অনেকক্ষেত্রে করেছে।

ম্যাকমুর্ডোকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল তার সামনে একটা কঠিন পরীক্ষা আসছে। কিন্তু কেউই তার স্বরূপ বলে দেয় নি। দুজন ভাই গম্ভীরভাবে তাকে একটা বাইরের ঘরে নিয়ে গেল। কাঠের পার্টিশনের ওপারে বহুকণ্ঠের কলগুঞ্জন তার কানে আসছিল। দু'একবার নিজের নামটাও কানে এল। সে বুঝতে পারল, তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। একজন রক্ষী ঘরে ঢুকল, তার বুকের উপর একটা সবুজ-সোনালী চাদর জড়ানো।

সে বলল, 'বডিমাস্টারের আদেশ, একে ভাল করে বেঁধে, চোখ ঢেকে নিয়ে যেতে হবে।' তখন তিনজনে মিলে তার কোটটা খুলে ফেলল, ডান হাতের আস্তিন গুটিয়ে দিল এবং শেষটা কনুইয়ের উপর বরাবর একটা দড়ি দিয়ে ভাল করে পেঁচিয়ে বাঁধল। তারপর একটা পুরু কালো টুপি দিয়ে মাথা ও মুখের উপরের দিকটা ঢেকে দিল যাতে সে কিছুই না দেখতে পায়। তারপর তাকে সভা-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল।

চোখ ঢাকা থাকায় চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চারদিকে লোকের কলরব কানে আসছে। তারপর কানের আবরণ ভেদ করে ভেসে এল ম্যাকগিন্টির একঘেয়ে দূরাগত কণ্ঠস্বর।

'জন ম্যাকমুর্ডো, তুমি কি ইতিমধ্যেই "প্রাচীন মুক্ত-মানব সংঘের" সদস্য হয়েছ?'

মাথা নীচু করে সে সম্মতি জানাল।

'তোমার আস্তানার নম্বর কি ২৯, শিকাগো?'

সে আবার মাথা নীচু করল।

'অন্ধকার রাত বড়ই অস্বস্তিকর', কণ্ঠস্বর বলল।

'হ্যাঁ, নবাগতের চলাফেরার পক্ষে,' সে জবাব দিল।

'ঘন মেঘ করেছে।'

'হ্যাঁ, ঝড় আসছে।'

'ভাইরা সব খুশি তো?' বডিমাস্টার প্রশ্ন করল।

সম্মতির গুঞ্জন শোনা গেল।

ম্যাকগিন্টি বলল, 'ভাই, তোমার সংকেত ও প্রতি-সংকেতের দ্বারাই তুমিও বুঝতে পারছ যে যথার্থই তুমি আমাদের একজন। যাহোক, আমরা তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, এই জেলায় এবং এ অঞ্চলের অন্যান্য জেলায় এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে এবং আমাদের এমন কতকগুলি কর্তব্য আছে যা অবশ্য পালনীয়। তুমি কি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছ?'

'আছি।'

'তোমার মন কি কঠিন?'

'হ্যাঁ।

'এক পা এগিয়ে সেটা প্রমাণ কর।'

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে দুটো কঠিন বিন্দু তার চোখের উপর এমন-ভাবে চাপ দিল যাতে সে বুঝতে পারল যে চোখ দুটো না হারিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি দৃঢ়সংকল্পে মনস্থির করে পা বাড়াতেই সে চাপটা মিলিয়ে গেল। একটা প্রশংসার মৃদু গুঞ্জনও শোনা গেল।

কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ওর মন ঠিকই কঠিন। তুমি যন্ত্রণা সইতে পার?'

'অস্থে যতটা পারে,' সে জবাব দিল।

'পরীক্ষা কর!'

একটা তীব্র যন্ত্রণা তার পুরোবাহুকে বিদ্ধ করলেও আপ্রাণ চেষ্টায় সে চীৎকার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল। আকস্মিক আঘাতে মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হলেও যন্ত্রণা চাপতে সে ঠোঁট কামড়ে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রইল।

বলল, 'আরও বেশী সহ্য করতে পারি।'

এবার প্রশংসার গুঞ্জন উচ্চতর হল। প্রথম আবির্ভাবেই এর চাইতে ভাল পরিচয় "আস্তানা"র আর কেউ কখনও দিতে পারে নি। সকলে পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে তার মুখের ঢাকনা খুলে দিল। ভাইদের সকলের অভিনন্দন শুনতে শুনতে চোখ মিট মিট করে সে হাসতে লাগল।

ম্যাকগিন্টি বলল, 'শেষ কথা ভাই ম্যাকমুর্ডো। গোপনীয়তা ও বিশ্বস্ততার শপথ তুমি নিয়েছ। সে শপথ ভঙ্গের শাস্তি যে তৎক্ষণাৎ অনিবার্য মৃত্যু তা অবগত আছ তো?'

'আছি,' ম্যাকমুর্ডো বলল।

'যে কোন অবস্থায় এখনকার মত বডিমাস্টারের নির্দেশ পালন করতে তুমি রাজী আছ?'

'আছি।'

'তাহলে ভারমিসার আস্তানা ৩৪১-এর নামে তার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে ও সব বিতর্কে যোগ দিতে তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। ভাই স্ক্যানলান, টেবিলে মদের পাত্রগুলি সাজাও, আমরা এই সার্থক ভাইয়ের নামে পান করব।'

ম্যাকমুর্ডোকে তার কোটটা ফিরিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু সেটা পরবার আগে সে তার ডান হাতটা পরীক্ষা করে দেখল। হাতটায় তখনও খুবই ব্যথা করছিল। দেখল, পুরোবাহুর মাংসের উপরে গাঢ় লাল রঙের একটা বৃত্ত ও তার মধ্যে একটা ত্রিভুজ গরম লোহা দিয়ে এঁকে দেওয়া হয়েছে। দু'একজন প্রতিবেশী তাদের হাতের আস্তিন গুটিয়ে নিজ নিজ হাতে "আস্তানার" অনুরূপ প্রতীক-চিহ্ন দেখাল।

একজন বলল, 'এ কষ্ট আমরা সবাই পেয়েছি, তবে তোমার মত সাহসের সঙ্গে কেউ সহ্য করতে পারি নি।'

'ধুর্। এতো কিছুই নয়।' মুখে বললেও জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু কমে নি তখনও।

অভিষেক-অনুষ্ঠানের পরে মদ্যপান-পর্ব শেষ হলে "আস্তানা"র কাজকর্ম শুরু হল। শিকাগোর গতানুগতিক অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত ম্যাকমুর্ডো মনের বিস্ময় চেপে রেখে কান খাড়া করে সব শুনতে লাগল।

ম্যাকগিন্টি বলল, 'কর্ম-সূচীর প্রথম দফা হল মার্টন জেলার আস্তানা

২৪৯-এর বিভাগীয় প্রধান উইণ্ডল্-এর এই চিঠিখানা পড়া। সে লিখেছে :

"প্রিয় মহাশয়, এই স্থানের নিকটবর্তী কয়লা-খনির মালিক 'রে অ্যাণ্ড স্টার্মাস-এর অ্যাণ্ড্রু রে-কে শায়েস্তা করতে হবে। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, পাহারাওয়ালা খতমের ব্যাপারে আমাদের দুজন ভাই আপনাদের যে সেবা করেছে, আপনাদের "আস্তানা"র কাছে তার প্রতিদান আমাদের পাওনা রয়েছে। আপনি যদি দুটি ভাল লোক পাঠান তাহলে এই আস্তানার খাজাঞ্চি হিগিন্স তাদের ভার নেবে। তার ঠিকানাও আপনি জানেন। কখন এবং কোথায় কাজ হাসিল করতে হবে তাও সেই দেখিয়ে দেবে।—আপনার মুক্তি-অনুরাগী জে, ডব্লু, উইণ্ডল্, ডি, এম, এ, ও, এফ।" যখনই আমরা দু'একটি লোক ধার চেয়েছি, উইণ্ডল্ কখনও প্রত্যাখ্যান করে নি, তাই আমরাও তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।' ম্যাকগিণ্টি থামল। তারপর দুটি একঘেয়ে হিংস্র চোখ মেলে ঘরের চারদিক তাকাল। 'স্বেচ্ছায় এ কাজের ভার কে নেবে?'

কয়েকটি যুবক হাত তুলল। তাদের দিকে তাকিয়ে বডিমাস্টার সম্মতি-সূচক হাসি হাসল।

'তোমাকে দিয়েই হবে বাঘা করম্যাক। গত বারের মত ভালভাবে যদি হাত চালাতে পার তাহলে কোন ভুল হবে না। আর তুমি উইলসন।'

'আমার পিস্তল নেই,' স্বেচ্ছাসেবকটি বলল; সে বিশ বছরেরও কম বয়েসী একটি বালকমাত্র।

'এই তোমার পয়লা নম্বর, তাই না? দেখ, কখনও না কখনও রক্ত দিতেই হবে। এটাতে তোমার শুরুটা ভালই হবে। আর পিস্তলের কথা, ওটা যথাসময়েই পেয়ে যাবে। যদি তোমরা সোমবারে সেখানে হাজির হও তাহলেই যথেষ্ট। ফিরে এলে প্রচুর অভ্যর্থনা পাবে।'

'এবারের জন্য কোন পুরস্কার কি পাব?' প্রশ্ন করল করম্যাক। জন্তুর মত দেখতে একটি যুবক। মুখটা কালো, খাড়া চেহারা। স্বভাবের হিংস্রতার জন্যই তার ডাক-নাম দেওয়া হয়েছে 'বাঘা।'

'পুরস্কারের কথা ভেব না। সম্মানের জন্যই কাজটা কর। হয় তো কাজ শেষ হলে বাক্সের তলায় গোটা কয়েক ডলার থাকতেও পারে।'

'লোকটা কি করেছে?' তরুণ উইলসন জিজ্ঞাসা করল।

'লোকটা কি করেছে সেটা তোমার জানবার দরকার নেই। তার বিচার সেখানেই হয়ে গেছে। সেটা আমাদের কোন ব্যাপার নয়। আমাদের একমাত্র করণীয় তাদের হয়ে কাজটা করে দেওয়া, যেমন তারাও আমাদের জন্য করে থাকে। আর সে ব্যাপারেও বলি, পরের সপ্তাহেই এখানকার কিছু কাজ হাসিল করতে মার্টন আস্তানা থেকেও দুজন ভাই এখানে আসছে।'

একজন জানতে চাইল, 'তারা কারা?'

'সেকথা জিজ্ঞাসা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তুমি কিছু জানও না, তাই তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আর তাই কোন গোলমালও হবে না। কিন্তু তারা এমনই মানুষ যে একবার কাজে হাত দিলে ঠিক হাসিল করে ছেবে।'

টেড বল্ডুইন বলে উঠল, 'তার দরকারও হয়ে পড়েছে! এখানকার লোকজন বড়ই বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। এই তো গেল সপ্তাহেই ফোরম্যান ব্লেকার আমাদের তিনজনকে উড়িয়ে দিয়েছে। অনেকদিনই এটা তার পাওনা হয়েছে, এবার সেটা পুরোপুরিই পাবে।'

'কি পাবে?' . ম্যাকমুর্ডো পাশের লোকটির কানে কানে বলল।

লোকটি হেসে বলল, 'বড় বন্দুকের একটা কার্তুজের ব্যাপার আর কি। ভাই, আমাদের ব্যাপার-স্যাপার কেমন বুঝছ?'

যে দুষ্টচক্রের সভ্য সে হয়েছে তার প্রভাব এর মধ্যেই ম্যাকমুর্ডোর পাপ মনের উপর বেশ কিছুটা পড়েছে।

সে বলল, 'ভালই লাগছে। হিম্মৎ যার আছে এটা তার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা।'

যারা চারদিকে বসেছিল তাদের কয়েকজন কথাটা শুনে খুব তারিফ করল।

টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে লোমশ বডিমাস্টার চেঁচিয়ে বলল, 'কি হচ্ছে ওখানে?'

'আমাদের নতুন ভাই স্যার; আমাদের কাজকর্ম তার ভাল লাগছে।'

ম্যাকমুর্ডো তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল।

'মহামান্য প্রভু, আমি বলতে চাই, লোকের প্রয়োজন হলে "আস্তানা"-র সাহায্যের জন্য আমাকে নির্বাচন করলে আমি গৌরব বোধ করব।'

এতে সকলেই তাকে খুব বাহবা দিল। সকলেরই মনে হল, দিগন্তে একটি নতুন সূর্য সবে দেখা দিয়েছে। প্রাচীন কেউ কেউ ভাবল, অগ্রগতিটা বড় দ্রুত হয়ে যাচ্ছে।

সভাপতির পাশে উপবিষ্ট শকুন-মুখো পাকা-চুল বৃদ্ধ সেক্রেটারি হ্যারাওয়ে বলল, 'আমি প্রস্তাব করছি, "আস্তানা" যতদিন তাকে কাজে না লাগাচ্ছে ততদিন ভাই ম্যাকমুর্ডোর অপেক্ষা করা উচিত।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'নিশ্চয়, আমিও তাই বলতে চেয়েছি। আমি তো আপনাদের হাতের লোক।'

সভাপতি বলল, 'তোমার সময়ও আসবে ভাই। কাজ করতে ইচ্ছুক সদস্য হিসাবে তোমার নাম আমরা চিহ্নিত করে রেখেছি; আমাদের বিশ্বাস, এ অঞ্চলে তুমি ভাল কাজই করবে। আজ রাতে একটা ছোট কাজ আছে; তুমি ইচ্ছা করলে তাতে হাত লাগাতে পার।'

'যে কোন ভাল কাজের জন্যই আমি অপেক্ষা করে আছি।'

'যাই হোক, আজ রাতে তুমি এসো। এখানে আমাদের অবস্থাটা তাহলে কিছুটা জানতে পারবে। ব্যাপারটা পরে জানাব। এদিকে—' কার্য-সূচীটার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—'সভার সামনে আরও দু'একটা বিষয় বলার আছে। প্রথমত, খাজাঞ্চির কাছে জানতে চাই ব্যাংকে আমাদের কত আছে। জিম কার্ণয়্যাওয়ের বিধবার পেন্সনের ব্যাপারটা রয়েছে। "আস্তানা"র কাজেই তার মৃত্যু ঘটেছে, তাই বিধবার যাতে ক্ষতি না হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে।'

ম্যাকমুর্ডোর পাশের লোকটি তাকে জানাল, 'তারা যখন গত মাসে মার্লে ক্রীক-এর চেষ্টার উইলকক্সকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল সেই সময় জিম গুলিতে মারা যায়।'

সামনের ব্যাংকের বই দেখে খাজাঞ্চি বলল, 'এই মুহূর্তে তহবিলের অবস্থা ভালই। সম্প্রতি ফার্মগুলি বেশ উদার হয়েছে। ঝামেলা না করার জন্য ম্যাক্স লিণ্ডার কোং পাঁচ শ' দিয়েছে। ওয়াকার ব্রাদার্স এক শ' পাঠিয়েছিল, কিন্তু নিজের দায়িত্বেই সেটা ফেরৎ পাঠিয়ে আমি পাঁচ শ' চেয়েছি। বুধবারের মধ্যে কোন খবর না পেলে তাদের মেসিন বিগড়ে যেতে পারে। গত বছর আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় তবে তারা সিধে হয়েছিল। তারপর ওয়েষ্ট সেকশন কোলিং কোম্পানিও তাদের বার্ষিক দস্তুরি দিয়ে দিয়েছে। যেকোন দায় মেটাবার মত যথেষ্ট অর্থ আমাদের হাতে আছে।'

একজন ভাই জিজ্ঞাসা করল, 'আর্চি সুইণ্ডনের খবর কি?'

'সব বেচে দিয়ে সে জেলা ছেড়ে চলে গেছে। বুড়ো শয়তান একটা চিঠি লিখে জানিয়ে গেছে, একদল ব্ল্যাকমেলারের তাঁবেদার হয়ে মস্ত বড় খনির মালিক হওয়ার চাইতে নিউ ইয়র্কে রাস্তার মোড়ের স্বাধীন ঝাড়ুদার হওয়াও অনেক ভাল। তার কপাল ভাল যে চিঠিটা আমাদের হাতে আসবার আগেই সে ভেগে পড়েছে! আশা করি এই উপত্যকায় আর সে মুখ দেখাতে সাহস করবে না।'

সভাপতির মুখোমুখি টেবিলের অপর প্রান্তে একটি বয়স্ক লোক বসেছিল। পরিষ্কার কামানো দয়ালু মুখ, সুন্দর ভুরু। সে দাঁড়িয়ে বলল, 'খাজাঞ্চি মশাই, যে লোকটিকে আমরা অঞ্চল ছাড়া করেছি তার সম্পত্তি কে কিনেছে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

'নিশ্চয় পারেন ভাই মরিস। সে সম্পত্তি কিনেছে স্টেট এ্যাণ্ড মার্টন কাউন্টি রেলরোড কোম্পানি।'

'আর ঠিক একই উপায়ে গত বছর টডম্যান এবং লী-র যে কয়লা খনিগুলি বিক্রি হয়েছিল সেগুলি কে কিনেছিল?'

'ওই একই কোম্পানি, ভাই মরিস।'

'সম্প্রতিকালে চুম্যানসন, শুমান, ভ্যান ডেহের এবং অ্যাটউড প্রমুখ

ভদ্রলোকদের যেসব লোহার কারখানা বিক্রি হয়েছে সেগুলো কে কিনেছে?'

'সে সবগুলোই কিনেছে ওয়েস্ট গিলমারটন জেনারেল মাইনিং কোম্পানি।'

সভাপতি বলল, 'ভাই মরিস, মালিকরা যখন সেগুলিকে জেলার বাইরে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, তখন কারা সেগুলো কিনল তা জেনে আমাদের তো কিছুই যায়-আসে না।'

'পূজ্যপাদ প্রভু, আপনার প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই আমি মনে করি যে এতে আমাদের অনেক কিছুই যায়-আসে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলেছে। ক্রমাগতই আমরা ছোটখাটো লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিতাড়িত করছি। তার ফল কি হচ্ছে? তাদের জায়গায় পাচ্ছি "রেলরোড" বা "জেনারেল আয়রণ"-এর মত বড় বড় কোম্পানি যাদের ডিরেক্টররা নিউ ইয়র্কে বা ফিলাডেলফিয়াতে থাকে বলে আমাদের তোয়াক্কাই করে না। ব্যবসাগুলি স্থানীয় মালিকদের হাতছাড়া করছি বটে, কিন্তু তাদের পরিবর্তে বাইরে থেকে নতুন লোক আসছে। ফলে ব্যবস্থাটা আমাদের পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। ছোট ব্যবসায়ীরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারত না। তাদের না ছিল টাকা, না ছিল ক্ষমতা। যদি তাদের একেবারে ছিবড়ে করে না ফেলতাম তাহলে তারা আমাদের আওতায় এখানেই থেকে যেত। কিন্তু এই সব বড় বড় কোম্পানি যদি বোঝে যে আমরা তাদের লাভের পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছি তাহলে আমাদের ধরে ধরে আদালতে হাজির করতে তারা চেষ্টা বা অর্থব্যয়ে ত্রুটি করবে না।'

এই অলক্ষুণে কথাগুলি শুনে সকলেই চুপ করে গেল; বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকের মুখই গম্ভীর হয়ে উঠল। এতদিন তারা এতই সর্বশক্তিমান ও অপ্রতিরোধ্য ছিল যে পিছন থেকে কখনও পাল্টা আঘাত আসতে পারে এ চিন্তাই তাদের মন থেকে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিল। এবার কিন্তু তাদের ভিতরকার সব চাইতে বেপরোয়া লোকটির বুকও ঠাণ্ডা মেরে গেল।

বক্তা তখনও বলে চলেছে, 'আমি পরামর্শ দেই, ছোটখাট লোকদের উপর থেকে আমাদের চাপ কমানো হোক। যেদিন তারা সকলেই বিতাড়িত হবে সেদিন এ সমিতির শক্তিও ভেঙে পড়বে।'

অপ্রিয় সত্য জনপ্রিয় হয় না। বক্তা আসন গ্রহণ করলে সকলেই রাগে চীৎকার করতে লাগল। বিষণ্ণ মুখে ম্যাকগিণ্টি উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'ভাই মরিস, আপনি সব সময়ই কড়া কথার মানুষ। "আস্তানা"র সদস্যরা যতদিন এককাট্টা থাকবে ততদিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোন শক্তি নেই যে তাদের স্পর্শ করতে পারে। আদালতে একথা কি আমরা অনেকবার প্রমাণ করি নি? আমি আশা করি ছোট কোম্পানির মত বড় কোম্পানিগুলিও

লড়াইয়ের চাইতে টাকা দেওয়াটাই সোজা মনে করবে। এবার ভাইসব—' বলতে বলতে ম্যাকগিণ্টি কালো ভেলভেটের টুপি ও চাদরটা খুলে ফেলল— 'আজকের সন্ধ্যার মত "আস্তানা"র কাজ শেষ হয়েছে ; একটা ছোট কাজ বাকী আছে, যাবার আগে সেটাই বলতে চাই। এবার ভাই-ভাই মিলেমিশে আমোদ-ফূর্তি শুরু হোক।'

মানব প্রকৃতি বড়ই বিচিত্র। এই লোকগুলির কাছে খুন-জখম জলভাতের মত ; বারে বারে তারা কত পরিবারের পিতাকে খুন করেছে, অথচ তার বিরুদ্ধে তাদের ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ ছিল না ; খুনের সময় তার ক্রন্দনরতা স্ত্রী বা অসহায় ছেলেমেয়েদের জন্য এতটুকু সহানুভূতি তাদের মনে জাগে নি। অথচ কোমল বা করুণ সুরের গান শুনে তাদের চোখেও জল আসে। ম্যাকমুর্ডোর গলা খুব ভাল। এতদিন যদিবা সে "আস্তানা"র লোকদের শুভেচ্ছালাভে বঞ্চিত হয়েও থাকে, আজ তার মুখে 'আমি স্টাইলের ধারে বসে আছি মেরি' এবং 'আলান নদীর তীরে তীরে' প্রভৃতি গান শুনে সকলে এতই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল যে সকলের শুভেচ্ছা পেতে তার আর বিলম্ব হল না। প্রথম রাতেই নবাগত সদস্যটি ভাইদের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠল, এবং অগ্রগতি ও উচ্চপদের জন্য তার নামটিও চিহ্নিত হয়ে রইল। একজন সৎ সদস্য হওয়া ছাড়াও দলের একজন সফল সদস্য হবার মত আরও অনেক গুণ ছিল তার। সন্ধ্যা পার হবার আগেই সেকথা প্রমাণ করবার সুযোগও তাকে দেওয়া হল। হুইস্কির বোতল অনেক 'রাউণ্ড' ঘুরে গেল ; লোকজন সব বেহেড ও বেহুশ হয়ে উঠল, এমন সময় আবার তাদের কিছু বলবার জন্য বডিমাস্টার উঠে দাঁড়াল।

সে বলতে লাগল 'বাচ্চুরা, এই শহরের একটি লোকের ছাঁটাই দরকার আর সেকাজটা যাতে হয়ে যায় সেটা তোমাদেরই দেখতে হবে। "হেরাল্ড" পত্রিকার জেমস স্ট্যাঙ্গারের কথা বলছি। তোমরা নিশ্চয় দেখেছ, আবার সে আমাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছে ?'

সম্মতিসূচক গুঞ্জন শোনা গেল, কেউ কেউ দিব্যিও করল। ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে ম্যাকগিণ্টি একটুকরো কাগজ বের করল।

সে পড়তে লাগল। "আইন ও শৃঙ্খলা ! কয়লা ও লৌহ অঞ্চলে সন্ত্রাস। বারো বছর আগে প্রথম হত্যাকাণ্ডেই প্রমাণিত হয়েছিল যে আমাদের মধ্যে একটি সংগঠিত পাপ-চক্রের অস্তিত্ব আছে। সেই থেকে এ অত্যাচার কখনও থামে নি ; বরং আজ সেটা এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে আমরা সভ্য জগতের কলংক হয়ে উঠেছি। এই পরিণতির জন্যই কি ইওরোপের স্বেচ্ছাচারী শাসনের হাত থেকে পালিয়ে আসা বিদেশীদের আমাদের মহান কোলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে ? যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছে, আজ কি তাদের দেশের উপরেই তারা অত্যাচার চালাবে ? স্বাধীনতার প্রতীক

তারকাখচিত পবিত্র পতাকার ছায়ার নীচে তারা কি সন্ত্রাস ও আইন শৃংখলা-হীনতার এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে যার কথা পূর্বদেশের কোন জরাজীর্ণ রাজত্বেও সংঘটিত হয়েছে শুনলে আমাদের মন ত্রস্ত হয়ে উঠত? লোকগুলি আমাদের পরিচিত। সংগঠনও প্রকাশ্য। আর কতদিন আমরা এসব সহ্য করব? আমরা কি চিরকাল—' না, এসব বাজে কথা অনেক পড়েছি!' কাগজটা টেবিলের উপর নাডতে নাড়তে সভাপতি চীৎকার করে বলে উঠল। 'আমাদের নিয়ে এই সব কথা সে লিখছে। আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাকে আমরা কি করব?'

'তাকে খুন করুন!' এক ডজন হিংস্র কণ্ঠ চীৎকার করে উঠল।

সুন্দর ভুরু ও কামানো মুখের ভাই মরিস বলল, 'আমি এর প্রতিবাদ করছি। ভাইসব, আমি বলছি এ উপত্যকায় আমাদের হাত বড় বেশী ভারী হয়ে উঠেছে; এমন একটা সময় আসবে যখন আত্মরক্ষার জন্য আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে প্রতিটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে। জেমস স্ট্যাঙ্গার একজন বৃদ্ধ। এই শহরে ও জেলায় সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। এই উপত্যকার যা কিছু ভাল তার প্রতীক তার কাগজ। এ লোকটাকে মারলে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে এমন আলোড়নের সৃষ্টি হবে যার পরিণামে আমরাই ধ্বংস হয়ে যাব।'

ম্যাকগিণ্টি চীৎকার করে উঠল, 'মিস্টার পশ্চাৎ-পদ, কেমন করে তারা আমাদের ধ্বংস করবে? পুলিশকে দিয়ে? কিন্তু এটা তো ঠিক যে তাদের অর্ধেক আমাদের কেনা, আর বাকি অর্ধেক আমাদের ভয় করে; না কি আদালত আর বিচারকদের দিয়ে? এর আগেও কি সে চেষ্টা হয় নি? আর তাতে ফল কি দাঁড়িয়েছে?'

ভাই মরিস বলল, 'বিচারক লীঞ্চের হাতে বিচারের ভার পড়তে পারে।'

ম্যাকগিণ্টিও চেঁচিয়ে বলল, 'আমি একটা আঙুল তুললেই সব কিছু আগাগোড়া সাফ-সাফাই করে ফেলতে দুশো লোককে আমি এই শহরে কাজে লাগাতে পারি।' তারপরই সহসা গলার স্বর চড়িয়ে আর তার মোটা কালো ভুরুদুটোকে একটা হিংস্র কটাক্ষে বাঁকিয়ে বলে উঠল 'এদিকে তাকান ভাই মরিস, কিছুদিন ধরেই আপনার উপর আমি চোখ রেখেছি। আপনার কাজে মন নেই, তাই অন্যের মনও আপনি তুলে নিতে চান। আপনার নিজের নাম যেদিন আমাদের কার্য-সূচীতে স্থান পাবে সেটা আপনার পক্ষে বড়ই দুর্দিন হবে ভাই মরিস। আর আমি ভাবছি, আপনার নামটা সেখানে রাখাই আমার উচিত।'

মরিসের মুখ মরার মত সাদা হয়ে গেল। সে এমনভাবে চেয়ারে বসে পড়ল যে মনে হল তার হাঁটু দুটো বুঝি সরে গেছে। কাঁপা হাতে গ্লাসটা তুলে এক চুমুক খেয়ে তবে সে কথা বলতে পারল।

'পূজ্যপাদ প্রভু, অনুচিত কিছু যদি বলে থাকি তার জন্য আপনার কাছে

এবং এখানে উপস্থিত সব ভাইয়ের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। আমি একজন বিশ্বস্ত সদস্য,—সেকথা আপনারা সকলেই জানেন—পাছে "আস্তানা"র কোন বিপদ দেখা দেয় সেই আশংকাতেই কথাগুলি বলেছি। কিন্তু পূজ্যপাদ প্রভু, আমার নিজের অপেক্ষা আপনার বিচার-বুদ্ধির উপরেই আমি বেশী ভরসা রাখি; কথা দিচ্ছি আর কখনও আপনার ক্রোধের কারণ হব না।'

তার বিনীত কথাগুলি শুনে বডিমাস্টারের রাগ পড়ে গেল।

'ভাল কথা ভাই মরিস। আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার হলে আমিই দুঃখিত হতাম। কিন্তু যতদিন আমি এ আসনে আছি, কথায় ও কাজে আমাদের "আস্তানা"কে ঐক্যবদ্ধ রাখবই। তারপর, বাচ্চুরা', সভাস্থ লোকদের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, 'আমি শুধু বলতে চাই—স্ট্যাঙ্গারকে যদি তার পুরো প্রাপ্য দেওয়া হয় তাহলে এমন সব গোলযোগ দেখা দেবে যেটা আমরা পোয়াতে চাই না। সব সম্পাদকরা এককাট্টা, কাজেই প্রত্যেকটি সংবাদপত্র পুলিশ ও সৈন্যদের জন্য হাঁকডাক শুরু করে দেবে। কিন্তু আমি মনে করি যে তোমরা তাকে বেশ কড়াভাবে শাসন করতে পার। ভাই বল্ডুইন, একাজের ভারটা তুমি নেবে কি?'

'নিশ্চয়!' যুবকটি সাগ্রহে বলল।

'কতজনকে সঙ্গে নেবে?'

'আধ-ডজন, আর দরজায় পাহারা দেবার জন্য দুজন। গাউয়ার, তুমি চল, আর তুমি ম্যানসেন, তুমি স্ক্যানলান, এবং উইলাবিরা দুজন।'

সভাপতি বলল, 'নতুন ভাইকে আমি কথা দিয়েছি, সেও যাবে।'

টেড বল্ডুইন এমন দৃষ্টিতে ম্যাকমুর্ডোর দিকে তাকাল যাতে বোঝা গেল সে কিছু ভোলে নি, বা ক্ষমাও করে নি।

রুক্ষ গলায় বলল, 'বেশ, ইচ্ছা করলে সে যেতে পারে। এই যথেষ্ট। যত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে পারি ততই ভাল।'

হৈ-হল্লা, চীৎকার-চেঁচামেচি ও মাতাল গলার টুকরো টুকরো গানের মধ্যে সভা ভাঙল। পানশালায় তখনও মাতালদের ভীড়; ভাইদের অনেকেই সেখানে থেকে গেল। যে ছোট দলটার উপর কাজের ভার পড়েছে তারা রাস্তায় নেমে গেল এবং যাতে লোকের দৃষ্টি না পড়ে সেজন্য দুজন ও তিন জনের সারি বেঁধে এগিয়ে চলল। তীব্র শীতের রাত। কুয়াসা-ঢাকা তারা-ভরা আকাশে আধখানা চাঁদ জ্বল্‌জ্বল্ করছে। একটা উঁচু বাড়ির সামনে পৌঁছে তারা থামল। উজ্জ্বল-আলোকিত জানালার মাঝখানে সোনালী অক্ষরে 'ভারমিসা হেরাল্ড' কথা দুটি লেখা রয়েছে। ভিতর থেকে ছাপাখানার ঘটাং ঘটাং শব্দ ভেসে আসছে।

বল্ডুইন ম্যাকমুর্ডোকে বলল, 'তুমি এখানে, নীচে এই দরজায় দাঁড়াও, আর নজর রাখ রাস্তাটা যেন আমাদের জন্য খোলা থাকে। আর্থার উইলাবি

তোমার কাছে থাকতে পারে। অন্য সবাই আমার সঙ্গে এস। কোন ভয় নেই বাচ্চুরা, কারণ এই মুহূর্তে আমরা যে ইউনিয়নের পানশালায় উপস্থিত আছি তার ডজনখানেক সাক্ষী আছে।'

প্রায় মাঝরাত। বাড়ির পথের যাত্রী দু'একজন মাতাল ছাড়া রাস্তা নির্জন। দলটা রাস্তা পার হল। তারপর ধাক্কা মেরে সংবাদপত্র অফিসের দরজাটা খুলে বল্ডুইন ও তার দলবল সামনের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠে গেল। ম্যাকমুর্ডো ও অপর একজন নীচে রইল। উপরের ঘর থেকে সাহায্যের জন্য চীৎকার ভেসে এল; তারপরই শোনা গেল পদাঘাত ও চেয়ার পড়ার শব্দ। মুহূর্ত পরেই একটি পাকা-চুল লোক ছুটে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ এল। সেখান থেকে নামবার আগেই সে ধরা পড়ে গেল. তার চশমাটা গড়াতে গড়াতে ম্যাকমুর্ডোর পায়ের কাছে এসে পড়ল। ধপাস করে একটা শব্দ হল। তারপরই আর্তনাদ। লোকটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল আর আধ ডজন লাঠি খটাখট শব্দে তার উপর পড়তে লাগল। লোকটি কাতরাচ্ছে। তার লম্বা সরু হাত-পা আঘাতের ফলে থর্ থর্ করে কাঁপছে।

শেষ পর্যন্ত অন্যরা থামল, কিন্তু বল্ডুইন তখনও তার নিষ্ঠুর মুখে নারকীয় হাসি ফুটিয়ে লোকটির মাথা লক্ষ্য করে আঘাত করতে লাগল, আর সে বেচারি দুই হাত দিয়ে বৃথাই নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। তার সাদা চুলে চাপ চাপ রক্তের দাগ। বল্ডুইন তখনও তার শিকারের উপর উপুড় হয়ে আছে, আর তার শরীরের কোন একটা অংশ ফাঁকা পেলেই সেখানটায় মারাত্মকভাবে আঘাত করছে। এমন সময় ম্যাকমুর্ডো সিঁড়ি বেয়ে ছুটে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

বলল, 'লোকটিকে মেরে ফেলবে যে। ছেড়ে দাও!'

বল্ডুইন সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি গোল্লায় যাও! "আস্তানা"য় তুমি নতুন এসেছ, তুমি বাধা দেবার কে হে? সরে যাও!' সে পুনরায় লাঠি তুলতেই ম্যাকমুর্ডো তার হিপ-পকেট থেকে শা' করে পিস্তলটা বের করল।

চীৎকার করে বলল, 'তুমি সরে যাও! আমার গায়ে হাত দিলে তোমার মুণ্ডুটাই উড়িয়ে দেব। আর "আস্তানা"র কথাই যদি তুললে, বডিমাস্টারের আদেশ ছিল না, যে লোকটাকে খুন করা হবে না? কিন্তু তুমি যা করছ সেটা খুন ছাড়া আর কি?'

দলের একজন বলল, 'ঠিক কথাই বলেছে।'

নীচের লোকটি হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, 'ঈশ্বরের দোহাই, তোমরা তাড়াতাড়ি কর। সব জানালায় আলো জ্বলে উঠেছে; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সারা শহর তোমাদের তাড়া করতে আসবে।'

সত্যি সত্যি রাস্তায় হট্টগোল শোনা যাচ্ছিল। একদল ছাপাখানার লোক

নীচের হলে জমায়েত হয়ে কাজে নামবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সম্পাদকের আহত নিথর দেহটা সিঁড়ির মাথায় ফেলে রেখে চক্রান্তকারীরা ছুটে নীচে নেমে রাস্তা ধরে দ্রুত পালিয়ে গেল। ইউনিয়ন হাউসে পৌঁছে কতক লোক ম্যাক-গিণ্টির পানশালার ভীড়ে মিশে গেল এবং পরস্পরের মুখে মুখে পানশালার অপর প্রান্তে কর্তাকে খবর পৌঁছে দিল যে কাজটা ভালভাবেই হাসিল করা হয়েছে। ম্যাকমুর্ডোসহ অন্যরা অলি-গলিতে ঢুকে নানারকম ঘুর-পথে যার যার বাড়ি চলে গেল।

৪ : আতংকের উপত্যকা

পরদিন সকালে যখন ম্যাকমুর্ডোর ঘুম ভাঙল তখন স্বাভাবিক কারণেই "আস্তানা"য় ভর্তি হবার কথাই তার মনে পড়ল। মদের প্রভাবে মাথাটা তখনও টন্‌টন্‌ করছে, আর হাতের যেখানটায় ছাপ মারা হয়েছিল সে জায়গাটা গরম হয়ে ফুলে উঠেছে। নিজস্ব একটা আয়ের ব্যবস্থা থাকায় সে নিয়মিত-ভাবে কাজে যেত না, কাজেই বেশ দেরীতে প্রাতরাশ সেরে বন্ধুকে একখানা লম্বা চিঠি লিখে সকালটা বাড়িতেই কাটাল। তারপর 'ডেইলি হেরাল্ড' পড়ল। শেষ মুহূর্তে সন্নিবেশিত একটা বিশেষ কলমে সে পড়ল, "হেরাল্ড" কার্যালয়ে আক্রমণ। সম্পাদক গুরুতর আহত।' তারপর ঘটনার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে বিবরণ যিনি লিখেছেন তার চাইতে সে নিজেই ভাল জানে। বিবরণের শেষে মন্তব্য করা হয়েছে :

ব্যাপারটা এখন পুলিশের হাতে, কিন্তু তাদের চেষ্টায় অতীতের চাইতে ভাল কোন ফল হবে এটা আশা করা যায় না। কয়েকজনকে চিনতে পারা গেছে। তাই আশা করা যায় যে তাদের সাজাও হতে পারে। একথা বলাই বাহুল্য যে এই আক্রমণের পিছনে এমন একটা কুখ্যাত সমিতি রয়েছে যেটা দীর্ঘকাল ধরে এখানকার সমাজ-জীবনকে কব্জা করে রেখেছে এবং যার বিরুদ্ধে "হেরাল্ড" একটা আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। মিঃ স্ট্যাঙ্গারের বন্ধুরা শুনে সুখী হবেন, তিনি নিষ্ঠুর ও পাশবিকভাবে আক্রান্ত হলেও এবং তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত করা হয়ে থাকলেও তাঁর জীবনের আশু কোন বিপদ নেই।

নীচের দিকে আরও লেখা হয়েছে যে কার্যালয়ের সুরক্ষার জন্য 'কোল অ্যাণ্ড আয়রণ পুলিশ'-এর একজন উইনচেস্টার রাইফেলধারী রক্ষীকে মোতায়েন করা হয়েছে।

কাগজটা রেখে ম্যাকমুর্ডো গত রাতের অতিরিক্ত মদ্যপানের দরুণ স্খলিত হাতে পাইপে আগুন ধরাচ্ছিল এমন সময় বাইরে একটা করাঘাত হল এবং গৃহকর্ত্রী তার হাতে একটা চিঠি দিল। এই মাত্র একটা ছেলে চিঠিটা দিয়ে গেছে। স্বাক্ষরবিহীন চিঠিতে লেখা আছে :

আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, কিন্তু সেটা আপনার বাড়িতে না হলেই ভাল হয়। মিলার পাহাড়ের উপরিস্থিত পতাকাদণ্ডের পাশে আমাকে পাবেন। যদি এখনই সেখানে আসেন তাহলে আমার কাছে এমন কিছু পাবেন যা আপনার পক্ষে শোনা এবং আমার পক্ষে বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একান্ত বিস্ময়ে ম্যাকমুর্ডো দুবার চিঠিটা পড়ল; কি যে এর অর্থ আর কেই বা এর লেখক তা সে কল্পনাও করতে পারল না। মেয়েলি হাতের লেখা হলে না হয় বুঝতে পারত, অতীত জীবনে যেসব খেলার সঙ্গে তার যথেষ্ট পরিচয় ছিল এও তেমনি কোন খেলার সূচনা। কিন্তু এ তো একজন পুরুষের লেখা, আর লোকটি বেশ শিক্ষিতও বটে। কিছুটা দ্বিধার পর শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি সেটা জেনে নেওয়াই স্থির করল।

মিলার পাহাড় শহরের একেবারে মাঝখানে অবস্থিত একটি অপরিচ্ছন্ন পাবলিক পার্ক। গ্রীষ্মকালে সেখানে অনেক লোকজন ভীড় করে, কিন্তু শীতকালে খুবই নির্জন থাকে। পাহাড়টার মাথা থেকে অপরিচ্ছন্ন ফাঁকা ফাঁকা শহরের প্রায় সবটাই নজরে আসে। তাছাড়া নীচেকার আঁকা-বাঁকা উপত্যকা, তার দুপাশের বরফের উপর কালো ছায়া বিছিয়ে রাখা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খনি ও কারখানা, এবং তার পিছনের অরণ্যশোভিত বরফ-ঢাকা শিখর শ্রেণী—সবই দৃশ্যগোচর হয়। দু পাশের সবুজ বেড়ার ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠা পথ বেয়ে ম্যাকমুর্ডো গ্রীষ্মকালীন হৈ-হল্লার কেন্দ্র নির্জন রেস্টুরেন্টটায় হাজির হল। তার পাশেই একটা পতাকাদণ্ড, আর তার নীচেই একটি লোক—টুপিটা মুখের উপর নামানো আর ওভারকোটের কলারটা উপরের দিকে তোলা। সে মুখ ফেরাতেই ম্যাকমুর্ডো দেখতে পেল লোকটি ভাই মরিস, আগের রাতে বডিমাস্টার যার উপর খুব রেগে গিয়েছিল। দেখা মাত্রই দুজনের মধ্যে "আস্তানা"র সংকেত-বিনিময় হল।

প্রবীণ লোকটি যেরকম দ্বিধার সঙ্গে কথা বলল তাতেই বোঝা যায় সে খুব অস্বস্তি বোধ করছে। সে বলল, 'মিঃ ম্যাকমুর্ডো, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। আপনি এসে খুব ভাল করেছেন।'

'চিঠিতে আপনার নাম লেখেন নি কেন?'

'সতর্ক হওয়া ভাল মিস্টার। আজকালকার দিনে কিসে যে কি হবে তা কেউ জানে না। কাকে বিশ্বাস করব আর কাকে করব না তাও জানা শক্ত।'

"আস্তানা"র ভাইদের নিশ্চয় বিশ্বাস করা চলে?'

মরিস সজোরে চেঁচিয়ে বলল, 'না, না, সব সময় নয়। আমরা যা কিছু বলি, এমন কি যা ভাবি, তা পর্যন্ত ঐ ম্যাকগিণ্টি লোকটার কাছে পৌঁছে যায়।'

ম্যাকমুর্ডো দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'দেখুন, আপনি তো ভাল করেই জানেন যে গত রাতেই আমি বডিমাস্টারের প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ নিয়েছি। আপনি কি

আমাকে সে বিশ্বাস ভাঙতে বলেন?'

মরিস দুঃখিত হয়ে বলল, 'এই যদি আপনার অভিমত হয় তাহলে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আপনি যে কষ্ট ভোগ করলেন সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু এমন একটা অবস্থায় আমরা পৌঁচেছি যেখানে দুজন স্বাধীন নাগরিক পরস্পরের কাছে মনের কথাও বলতে পারে না।'

ম্যাকমুর্ডো তার সঙ্গীটিকে ভাল করে দেখছিল; এবার সে একটু সহজ হয়ে উঠল।

বলল, 'আমি অবশ্য আমার কথাই বলেছি। আপনি তো জানেন, আমি এখানে নবাগত, এসব ব্যাপারের কিছুই জানি না। মিঃ মরিস, আমার পক্ষে মুখ খোলা ঠিক নয়, তবে আপনি যদি কিছু বলতে চান তো আমি শুনতে রাজী আছি।'

তিক্তকণ্ঠে মরিস বলল, 'তারপর সেকথা কর্তা ম্যাকগিণ্টির কানে তুলে দেবেন।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'এটা কিন্তু আমার প্রতি আপনি অন্যায় করছেন। আমি যে "আস্তানা"র প্রতি বিশ্বস্ত সেকথা আপনাকে খোলাখুলিই বলেছি, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করে গোপনে আমাকে যা বলবেন সেটা অন্য কাউকে বলে দেব এতটা ছোট আমি নই।' তবে গোড়ায়ই বলে রাখি, আপনি আমার সাহায্য বা সহানুভূতি কোনটাই নাও পেতে পারেন।'

মরিস বলল, 'ও দুটোর কোনটাই চাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমি যা বলতে চাই তার ফলে আমার জীবনটাই আপনার হাতের মুঠোয় চলে যাবে। কিন্তু আপনি যত খারাপই হোন—গত রাতেই আমার মনে হয়েছে যে আপনি সব চেয়ে খারাপ হবার পথেই নেমেছেন—তবু এপথে আপনি নতুন, কাজেই আপনার বিবেক এখনও ওদের মত কঠিন নাও হতে পারে। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'আপনার কি বলার আছে?'

'আমাকে ফাঁসিয়ে দিলে আপনিও গোল্লায় যাবেন।'

'বলেছি তো, তা করব না।'

'তাহলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, শিকাগোতে ফ্রীমেন'স সোসাইটিতে যোগ দিয়ে যখন সেবা ও আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন, তখন কি আপনার একবারও মনে হয়েছিল যে পরিণামে আপনাকে পাপের পথে নামতে হবে?'

ম্যাকমুর্ডো জবাব দিল, 'আপনি যদি একে পাপ বলেন।'

'পাপ বলি!' মরিসের গলা আবেগে কাঁপতে লাগল। একে আর কিছু বললে বুঝব আপনি এদের সামান্যই দেখেছেন। কাল রাতে আপনার বাবার বয়সী একটি লোককে যখন এমনভাবে পেটানো হল যে তার পাকাচুল বেয়ে

রক্ত গড়াল, সেটা কি পাপ? সেটা কি পাপ—না কি সেটাকে আর কিছু বলবেন?

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'অনেকে বলবে এটা যুদ্ধ। দুটি শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ, কাজেই প্রত্যেকেই যথাসাধ্য আঘাত করবেই।'

'আচ্ছা, শিকাগোতে ফ্রীমেনস সোসাইটিতে যোগ দেবার সময় এ ধরনের কাজের কথা ভেবেছিলেন কি?'

'না, আমি বলতে বাধ্য যে তা ভাবি নি।'

'ফিলাডেলফিয়াতে যোগ দেবার সময় আমিও ভাবি নি। সেটা ছিল একটা কল্যাণমূলক সংঘ, যেখানে সকলে মিলতে পারে। তারপর এই জায়গাটার কথা শুনলাম—প্রথম যখন নামটা আমার কানে এসেছিল সেই মুহূর্তটাকে ধিক! —এবং নিজের উন্নতির জন্যই এখানে এলাম। হায় ভগবান! নিজের উন্নতির জন্য! আমার স্ত্রী ও তিনটি শিশু সঙ্গে এল। মার্কেট-স্কোয়ারে একটা শুকনো জিনিসের দোকান খুললাম। দোকান ভালই চলতে লাগল। ক্রমে জানাজানি হয়ে গেল যে আমি একজন "ফ্রীম্যান", ফলে স্থানীয় আস্তানায় যোগ দিতে বাধ্য হলাম, ঠিক যেমন কাল রাতে আপনি যোগ দিলেন। আমার পুরোবাহুতে লজ্জার প্রতীক আঁকা আছে, যদিও মনের মধ্যে আঁকা পড়েছে আরও খারাপ কিছু। বুঝতে পারলাম, এক মহা-শয়তানের হাতে পড়ে পাপের কুটিল-চক্রে বাঁধা পড়েছি। কি করতে পারি আমি? অবস্থার উন্নতির জন্য যে কথাই বলি তাকেই বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করা হয়, ঠিক যেমনটি হয়েছিল কাল রাতে। চলেও যেতে পারি না। কারণ আমার যথাসর্বস্ব আছে ঐ দোকানে। ভাল করেই জানি, সমিতি ত্যাগ করা মানেই মৃত্যু। ঈশ্বর জানেন, আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কি হবে! কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর!' দুই হাতে সে মুখ ঢাকল। তার সারা শরীর অবরুদ্ধ কান্নায় কাঁপতে লাগল।

ম্যাকমুর্ডো ঘাড় ঝাঁকুনি দিল।

বলল, 'এ কাজের পক্ষে আপনি বড়ই নরম। এ কাজ আপনার জন্য নয়।'

'আমার বিবেক ছিল, ধর্ম ছিল, কিন্তু ওরা আমাকে দলে নিয়ে অপরাধী বানাল। আমাকে একটা কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। আপত্তি করলে কি হত তা আমি জানতাম। হয় তো আমি কাপুরুষ। হয়তো আমার অসহায় স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ভাবনাই আমাকে কাপুরুষ করেছে। যাই হোক, আমি গেলাম। সেদিনটা আমাকে চিরকাল তাড়া করে ফিরবে। দূরের পাহাড়ের উপরে এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে একটা নির্জন বাড়ি। কাল যেমন আপনাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল, তেমনি আমাকেও দরজার বাইরে পাঠিয়ে দিল। একাজে তারা আমার উপর ভরসা করতে পারে নি। অন্যরা

ভিতরে ঢুকে গেল। যখন বেরিয়ে এল তখন তাদের কব্জি পর্যন্ত রক্তে লাল। আমরা যখন চলে আসি তখনও একটি শিশু আর্তনাদ করতে করতে আমাদের পিছনে ছুটছিল। পাঁচ বছরের সেই ছেলেটি নিজের চোখে বাবাকে খুন হতো দেখেছে। সেই নৃশংস দৃশ্য দেখে আমার মূর্চ্ছিত হবার মত অবস্থা, তথাপি আমাকে মুখের উপর সাহস ও হাসি ফোটাতে হয়েছিল, কারণ আমি জানতাম যে তা না করলে কোন্ দিন রক্তাক্ত হাতে তারা আমার বাড়ি থেকেই বেরিয়ে আসবে, আর আমার ছোট ফ্রেড তার বাবার জন্য চীৎকার করতে থাকবে। কিন্তু ততক্ষণে আমি অপরাধী বনে গিয়েছি—একটা খুনের অংশীদার হয়েছি; এ পৃথিবীতে তখন আমি সব হারিয়েছি, সব হারিয়েছি অন্য জগতেও। আমি একজন সৎ ক্যাথলিক। কিন্তু পুরোহিত যখন শুনল যে আমি স্কাউরারদের একজন তখন সে আমার সঙ্গে কথাটি বলল না; আমাকে গীর্জা থেকে বহিষ্কৃত করা হল। এই আমার বর্তমান অবস্থা। আজ দেখছি, আপনিও সেই পথ ধরে নেমে যাচ্ছেন; তাই জিজ্ঞাসা করছি, এর শেষ পরিণতি কি? আপনিও কি ঠাণ্ডা মাথায় খুনী হবেন, না এসব বন্ধ করতে কিছু করতে পারবেন?'

ম্যাকমুর্ডো হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি করবেন? পুলিশে খবর দেবেন?'

মরিস বলল, 'পাগল! ও কথা ভাবলেও আমার প্রাণ যাবে।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'ঠিক আছে। বুঝতে পারছি, আপনি দুর্বল লোক, তাই ব্যাপারটাকে বড় করে দেখছেন।'

'বড় করে! আরও কিছুদিন এখানে থাকলেই সব বুঝতে পারবেন। ঐ উপত্যকার দিকে তাকান। দেখুন, শত শত চিমনির ধোঁয়ায় সব কিছু ঢেকে গেছে। আমি বলছি, এখানকার মানুষের মাথার উপরে ওর চাইতে ঘন ও নীচু খুনের ধোঁয়া নেমে আসছে। এটা আতংকের উপত্যকা—মৃত্যুর উপত্যকা। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত মানুষের মনে আতংক বাসা বেঁধে আছে। অপেক্ষা করুন, নিজেই একদিন সব বুঝতে পারবেন।'

ম্যাকমুর্ডো উদাসীনভাবে বলল, 'আরও কিছুদিন দেখে আমার কথা আপনাকে জানাব। একটা কথা খুব পরিষ্কার যে আপনি এ জায়গার উপযুক্ত লোক নন। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সব বেচে দিতে পারেন—তাতে ডলার প্রতি এক ডাইমও (১।১০ ডলার) যদি দর পান তাতেই আপনার মঙ্গল। আপনি আমার নিরাপত্তার জন্যই কথাগুলি বলেছেন, কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি! আমি যদি মনে করতাম যে আপনি একজন গুপ্তচর—'

মরিস করুণভাবে চীৎকার করে উঠল, 'না, না!'

'ঠিক আছে, ওসব কথা এখন থাক। আপনার কথা আমার মনে থাকবে। হয় তো একদিন আমার কাজেও লাগবে। আশা করি, আমার ভালর জন্যই

কথাগুলি আপনি বলেছেন। এবার আমি বাড়ি ফিরব।'

মরিস বলল, 'যাবার আগে একটা কথা। আমরা এখানে এসেছি এটা হয়তো কেউ দেখে ফেলেছে। ওরা হয় তো জানতে চাইবে আমাদের মধ্যে কি কথা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।'

'আমার দোকানে কেরাণীর চাকরির প্রস্তাব আপনাকে দিয়েছি।'

'আর আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। এইজন্যই আমরা এখানে এসেছিলাম। আচ্ছা, চলি ভাই মরিস; ভবিষ্যতে আপনার অবস্থা যেন আরও ভাল হয়।'

সেদিন বিকেলে বসবার ঘরে স্টোভের পাশে বসে ধূমপান করতে করতে ম্যাকমুর্ডো গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল, এমন সময় দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল আর সেখানে দেখা দিল কর্তা ম্যাকগিন্টির বিশাল দেহটা। সংকেত-বিনিময়ের পরে সে যুবকটির মুখোমুখি বসে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। ওপক্ষ থেকেও তেমনি পাল্টা দৃষ্টিপাত চলল।

শেষটায় সে বলল, 'ভাই ম্যাকমুর্ডো, সাধারণত আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তাদের নিয়েই বড্ড ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু ভাবলাম একটা কথার ব্যাপারে তোমার বাড়িতেই তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

ক্যাবার্ড থেকে হুইস্কির বোতলটা নামিয়ে ম্যাকমুর্ডো সাদরে জবাব দিল, 'এখানে আপনাকে দেখে গর্ববোধ করছি কাউন্সিলার। এ সম্মান আমি আশা করি নি।'

'হাতটা কেমন আছে?' কর্তা জিজ্ঞাসা করল।

ম্যাকমুর্ডো একটা বিকৃত মুখভঙ্গী করল।

বলল, 'ওটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। কিন্তু ওটা কি সত্যি দরকারী?'

অপরজন জবাব দিল, 'হ্যাঁ, যারা অনুগত, যারা ওটাকে মেনে চলে এবং "আস্তানা"র পক্ষে সহায়ক হয় তাদের পক্ষে ওটা দরকারী। আজ সকালে মিলার পাহাড়ের উপরে ভাই মরিসকে কি কথা বলছিলে?'

প্রশ্নটা এতই আকস্মিক যে জবাবটা তৈরি থাকায় তার পক্ষে ভালই হল। সে সশব্দে হেসে উঠল।

'মরিস জানত না যে বাড়িতে বসেই আমি উপার্জন করতে পারি। আর তার এসব জানবার কথাও নয়, কারণ আমাদের চাইতে অনেক বেশী বিবেক তার আছে। তবে বুড়োর মনটা ভাল। সে ভেবেছিল আমি খুব অসুবিধায় পড়েছি, তাই একটা শুকনো জিনিসের দোকানে কেরাণীর চাকরির কথা বলছিল।'

'ওঃ, তাই বুঝি ?'

'হ্যা, ঠিক তাই।'

'আর তুমি সে প্রস্তাব বাতিল করেছ ?'

'নির্ঘাৎ। শোবার ঘরে বসে চার ঘণ্টা কাজ করলেই কি আমি ওর দশগুণ বেশী উপায় করতে পারি না ?'

'তা তো বটেই। কিন্তু মরিসকে নিয়ে আর বেশী দিন চলা যাবে না।'

'কেন ?'

'সেটা বলব না। এখানকার লোকদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট।'

'তা হতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে যথেষ্ট নয় কাউন্সিলার,' ম্যাকমুর্ডো সাহসের সঙ্গে বলল। 'যদি মানুষ চিনবার ক্ষমতা থাকে তাহলে সেটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।'

লোমশ দৈত্যটি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্য তার লোমশ হাতের দৃঢ়মুষ্টি গ্লাসটাকে এমনভাবে চেপে ধরল যেন সেটাকে সঙ্গীর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবে। পরক্ষণেই উচ্চৈঃস্বরে হো-হো করে হেসে উঠল।

বলল, 'সত্যি, তুমি একটি আজব চীজ। ঠিক আছে, তুমি যখন কারণ জানতে চাইছ তখন বলছি। মরিস এই "আস্তানা"র বিরুদ্ধে তোমাকে কিছু বলেনি ?'

'না।'

'আমার বিরুদ্ধে ?'

'না।'

'দেখ, তার কারণ সে তোমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু মনে-প্রাণে সে দলের প্রতি অনুগত নয়। আমরা সেটা ভাল করেই জানি, তাই তার উপর নজরও রেখেছি, সময় হলেই সাবধান করে দেব। মনে হচ্ছে, সময় হয়ে এসেছে। আমাদের খোঁয়াড়ে রুগ্ন ভেড়ার জায়গা নেই। কিন্তু তুমি যদি অবিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে মেলামেশা কর তাহলে তোমাকেও আমরা অবিশ্বস্ত বলে মনে করতে পারি। বুঝেছ ?'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'তার সঙ্গে মেলামেশা করার কোন সুযোগই হবে না, কারণ আমি লোকটিকে পছন্দ করি না। আর অবিশ্বাসের কথা, আপনি ছাড়া আর কেউ হলে সেকথা সে দুবার উচ্চারণ করার সুযোগ পেত না।'

গ্লাসটা শেষ করে ম্যাকগিণ্টি বলল, 'ঠিক আছে, তাই যথেষ্ট। তোমাকে একটু সাবধান করে দিতেই আমি এসেছিলাম, সে কাজ হয়ে গেল।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'জানতে পারি কি, আমি যে মরিসের সঙ্গে কথা বলেছি তা আপনি জানলেন কেমন করে ?'

ম্যাকগিণ্টি হাসল।

বলল, 'এ শহরের কোথায় কি হচ্ছে সেটা জানাই আমার কাজ। সব কিছুই যে আমার কানে আসে সেটা জেনে রাখাই তোমার পক্ষে ভাল। আচ্ছা, সময় হয়ে গেল, যাবার আগে শুধু বলি—'

কিন্তু তার কথাগুলি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা পেল। দরজাটা হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল এবং পুলিশের টুপির নীচ থেকে তিনটি ভ্রূকুটিকুটীল তীক্ষ্ণ মুখ তাদের উপর দৃষ্টিপাত করল। ম্যাকমুর্ডো লাফিয়ে উঠে রিভলবারটা অর্ধেক বের করেই থমকে গেল, কারণ সে বুঝতে পারল যে দুটো উইন্‌চেস্টার রাইফেল তার মাথা লক্ষ্য করে তাক করা হয়েছে। ছয়-ঘরা রিভলবার হাতে ইউনিফর্ম-পরা একটি লোক ঘরে ঢুকল। লোকটি ক্যাপ্টেন মারভিন, শিকাগো পুলিশের প্রাক্তন ও "কোল অ্যাণ্ড আয়রণ কনস্টেবুলারি"র বর্তমান অফিসার। ম্যাকমুর্ডোর দিকে একটুখানি হেসে সে মাথা নাড়ল।

বলল, 'শিকাগোর মিঃ চূড়ামণি ম্যাকমুর্ডো, আমি জানতাম তুমি আবার জড়িয়ে পড়বে। ভাল থাকতে ভাল লাগে না, কেমন? এখন টুপিটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলে এস।'

ম্যাকগিন্টি বলল, 'ক্যাপ্টেন মারভিন, এর মূল্য আপনাকে দিতে হবে। আমি জানতে চাই, এভাবে ঘরের ভিতর ঢুকে সৎ ও আইন-মেনে চলা মানুষকে হয়রানি করবার আপনি কে?

পুলিশ-ক্যাপ্টেন বলল, 'কাউন্সিলার ম্যাকগিন্টি, আপনি এ ব্যাপারের বাইরে। আমরা আপনার জন্য আসি নি, এসেছি এই লোক ম্যাকমুর্ডোর জন্য। আমাদের কর্তব্য পালনে সাহায্য করাই আপনার উচিত, বাধা দেওয়া নয়।'

কর্তা বলল, 'সে আমার বন্ধু, তার কাজের কৈফিয়ৎ আমিই দেব।'

পুলিশ-ক্যাপ্টেন বলল, 'নিশ্চয় দেবেন মিঃ ম্যাকগিন্টি, শীঘ্রই আপনার নিজের কাজের জন্যই কৈফিয়ৎ দেবেন। এই লোক ম্যাকমুর্ডো এখানে আসার আগেও বদমাশ ছিল, এখনও বদমাশই আছে। পাহারাওয়ালা, ওর উপর লক্ষ্য রেখ, আমি ওর অস্ত্রটা নিয়ে নিচ্ছি।'

ম্যাকমুর্ডো শান্তভাবে বলল, 'এই আমার পিস্তল। ক্যাপ্টেন মারভিন, যদি শুধুমাত্র আপনি আর আমি মুখোমুখি হতাম, তাহলে এত সহজে আমাকে কায়দা করতে পারতেন না।'

ম্যাকগিন্টি প্রশ্ন করল, 'আপনার পরোয়ানা কোথায়? ঈশ্বরের দিব্যি, আপনার মত লোকেরা যতদিন পুলিশ বিভাগ চালাবে ততদিন কি রাশিয়া আর কি ভারমিসা সর্বত্রই মানুষের এই হাল হবে। ওটা পুঁজিবাদী শক্তির উপর আক্রমণ, আমার তো মনে হয়, এরকম আক্রমণের কথা আরও শুনতে পাবেন।'

'কাউন্সিলার, আপনার কর্তব্য আপনি যথাসাধ্য পালন করুন। আমরাও

আমাদের কর্তব্য করব।'

ম্যাকমুর্ডো জিজ্ঞাসা করল, 'আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ?'

"হেরাল্ড"-এর কার্যালয়ে বৃদ্ধ সম্পাদক স্ট্যাঙ্গারকে মারপিটের সঙ্গে যুক্ত থাকা। এটা যে খুনের অভিযোগ নয় সে জন্য তুমি দায়ী নও।'

ম্যাকগিণ্টি হেসে বলল, 'তার বিরুদ্ধে এইটেই যদি অভিযোগ হয় তাহলে সে অভিযোগ এখনই তুলে নিলে আপনার অনেক ঝামেলা বেঁচে যাবে। মাঝ রাত পর্যন্ত এই লোকটি আমার পানশালায় আমার সঙ্গে বসে "পোকার" খেলেছে। আর একথা প্রমাণ করতে এক ডজন সাক্ষী আমি হাজির করতে পারি।'

'সেটা আপনার ব্যাপার, ইচ্ছা করলে আগামীকাল আদালতে এ-ব্যাপারের মীমাংসা করতে পারেন। ম্যাকমুর্ডো, চলে এস, আর যদি মাথায় বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো না খেতে চাও তাহলে চুপচাপ চলে এস। মিঃ ম্যাকগিণ্টি, আপনিও তফাৎ থাকুন, কারণ কর্তব্য পালনে কোনরকম বাধা আমি বরদাস্ত করব না।'

ক্যাপ্টেনের মুখে এমন দৃঢ়সংকল্পের ছাপ ফুটে উঠল যে ম্যাকমুর্ডো ও তার কর্তা দুজনই অবস্থাটা মেনে নিতে বাধ্য হল। বিদায়ের আগে কর্তা বন্দীর কানে কানে কি যেন বলল।

'ওটার ব্যাপারে—' জাল মুদ্রার ছাঁচটার কথা বোঝাতে সে বুড়ো আঙুলটা উপরের দিকে তুলে দেখাল।

ম্যাকমুর্ডো চুপিচুপি বলল, 'ঠিক আছে।' মেঝের নীচে নিরাপদ স্থানেই সেটা লুকনো ছিল।

কর মর্দন করে কর্তা বলল, 'আপাতত বিদায়। উকিল রাঁলির সঙ্গে দেখা করে তোমার পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা আমিই করব। আমি কথা দিচ্ছি, ওরা তোমাকে আটকাতে পারবে না।'

'সেবিষয়ে আমিও বাজি রাখতে পারব না। তোমরা দুজন বন্দীকে পাহারা দাও; কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলে গুলি করবে। যাবার আগে আমি বাড়িটা একবার সার্চ করব।'

মারভিন তাই করল কিন্তু লুকনো ছাঁচটার কোন হদিস পেল না। সে নেমে এলে সকলে ম্যাকমুর্ডোকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে চলে গেল।

অন্ধকার নেমে এসেছে। তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য। শুধু কিছু লোক তাদের অনুসরণ করতে করতে অন্ধকারে অদৃশ্য থাকবার সুযোগে চীৎকার করে বন্দীকে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল।

তারা চেঁচিয়ে বলছে, 'অভিশপ্ত স্কাউরারকে বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড দাও!' 'মৃত্যুদণ্ড দাও।' তাকে যখন ধাক্কা মেরে পুলিশ-ডিপোতে ঢোকানো হল তখনও তারা হেসে হেসে তাকে ধিক্কার জানাতে লাগল। ভারপ্রাপ্ত

ইন্সপেক্টর কর্তৃক গতানুগতিক সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানেই সে বল্ড্উইন ও আগের রাতের অপর তিনজন দুষ্কৃতকারীর দেখা পেল। সকলেই বিকেলে গ্রেপ্তার হয়েছে এবং পরদিন সকালে বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে।

আইনের এই ভিতরকার দুর্গের মধ্যেও 'ফ্রীমেন সোসাইটি'র দীর্ঘ হাত প্রসারিত হতে কোন বাধা হয় নি। অনেক রাতে একজন জেলার এসে তাদের বিছানার জন্য এক আঁটি খড় দিয়ে গেল। তার ভিতর থেকে বের হল দু বোতল হুইস্কি, কয়েকটা গ্লাস আর এক জোড়া তাস। সকালবেলাকার পরীক্ষার জন্য কোনরকম দুশ্চিন্তা না করে সারা রাত তারা হুল্লোড় করে কাটাল।

বিচারের ফল দেখেই বোঝা গেল দুশ্চিন্তার কোন কারণও ছিল না। সাক্ষ্য-প্রমাণ যা পাওয়া গেল তার জোরে ম্যাজিস্ট্রেট বোধ হয় এমন কোন শাস্তির বিধান দিতে পারল না যাতে মামলাটাকে উচ্চতর আদালতে নিয়ে যাওয়া যায়। অপর দিকে, কম্পোজিটার ও ছাপাখানার অন্য লোকরা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে আলো ছিল খুব অল্প আর তারা নিজেরাও খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল, কাজেই আক্রমণকারীদের ঠিক ঠিক ভাবে সনাক্ত করা তাদের পক্ষে শক্ত, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে এই অভিযুক্তরা তাদের মধ্যে ছিল। যে চতুর এটর্নিকে ম্যাকগিণ্টি নিযুক্ত করেছিল তার জেরার মুখে তাদের সাক্ষ্য আরও ধোঁয়াটে হয়ে উঠল। আহত লোকটি ইতিমধ্যেই তার সাক্ষ্যে বলেছে, হঠাৎ আক্রমণে সে এতই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে প্রথম যে-লোক তাকে আঘাত করেছিল তার মুখে যে গোঁফ ছিল এছাড়া আর কিছুই সে বলতে পারে না। সে আরও বলেছে যে তাদের সে স্কাউরার বলে চিনতে পেরেছে যেহেতু স্থানীয় আর কারও তার প্রতি শত্রুতা থাকতে পারে না; তাছাড়া তার খোলাখুলি-ভাবে লেখা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য অনেকদিন থেকেই তাকে ভয় দেখানো হচ্ছিল। অপর দিকে, উচ্চপদস্থ মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ কাউন্সিলার ম্যাকগিণ্টি-সহ ছজন নাগরিকের ঐক্যবদ্ধ দ্বিধাহীন সাক্ষে স্পষ্টই জানা গেল যে, আক্রমণ হবার অন্ততঃ একঘণ্টা সময় পরে পর্যন্ত অভিযুক্তরা ইউনিয়ন হাউসে তাদের সঙ্গে বসে তাস খেলেছে। বলাই বাহুল্য, অভিযুক্তদের প্রতি যে অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছিল তার জন্য বিচারকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রায় ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ক্যাপ্টেন মারভিন ও পুলিশদের অত্যুৎসাহের কাষত নিন্দা করে তাদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হল।

আদালত-কক্ষে যখন এই রায়কে সরবে স্বাগত জানানো হচ্ছিল তখন সেখানে ম্যাকমুর্ডো অনেক পরিচিত মুখই দেখতে পেল। "আস্তানা"র ভাইরা হেসে হেসে হাত নাড়তে লাগল। লোকগুলি যখন সারি বেঁধে কাঠগড়া থেকে নেমে গেল তখন অন্য কিছু লোক ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বিষন্ন নয়নে

সেখানে বসেছিল। মুক্ত বন্দীরা যখন তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল তখন উপবিষ্ট লোকদের মধ্য থেকে একটি ছোটখাটো কালো দাড়িওয়ালা শক্ত চেহারার মানুষ নিজের ও বন্ধুদের মনের চিন্তাকে ভাষায় প্রকাশ করল।

সে বলল, 'অভিশপ্ত খুনীর দল! আমরা তোদের দেখে নেব!'



৫ : অন্ধকারতম দিন

সঙ্গীদের মধ্যে জ্যাক ম্যাকমুর্ডোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির যেটুকু বাকি ছিল তার গ্রেপ্তার ও মুক্তিলাভেই তার পূরণ হয়ে গেল। "আস্তানা"য় যোগদানের প্রথম রাতেই একটা লোক এমন কাজ করে বসল যাতে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে হল, এটা সমিতির ইতিহাসে একটা নতুন রেকর্ড। ইতিমধ্যেই একজন সদানন্দ সঙ্গী, ফূর্তিবাজ মদখোর ও চড়া মেজাজের মানুষ বলে তার সুনাম রটেছে। সকলেই জেনেছে যে স্বয়ং সর্বশক্তিমান কর্তার কাছ থেকেও কোন অপমান হজম করতে সে রাজী নয়। তাছাড়াও সঙ্গীদের মনে এ ধারণা সে সৃষ্টি করতে পেরেছে যে, একটা রক্তক্ষয়ী পরিকল্পনা তৈরি করবার মত মস্তিষ্ক, বা সেটাকে কার্যে পরিণত করতে সক্ষম একজোড়া হাত একমাত্র সে ছাড়া দলের আর কারও নেই। প্রবীণরা বলাবলি করে থাকে, 'সেই হবে আসল কাজের উপযুক্ত বাচ্চু'; কবে তাকে সেকাজে লাগানো যাবে সেজন্য তারা অপেক্ষা করেই আছে। ম্যাকগিণ্টির হাতে লোকের অভাব নেই, কিন্তু এ লোকটা যে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী তা সে বুঝতে পেরেছে। তার মনে হয়, সে যেন একটা হিংস্র শিকারী কুকুরকে বেঁধে রেখেছে। ছোটখাটো কাজের জন্য অন্য লোক আছে, কিন্তু একদিন সে এই জীবটিকে শিকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। টেড বল্ডুইন সহ "আস্তানা"র অনাকতক সদস্য নবাগত লোকটির এই দ্রুত উত্থানে ক্ষুব্ধ হয়েছে, তাকে ঘৃণাও করে, কিন্তু তার কাছ থেকে-দূরে দূরেই থাকে, যেহেতু এই লোকটি যেমন হাসতে পারে তেমনি পারে লড়াই করতে।

কিন্তু সঙ্গীদের কাছে খাতির পেলেও তার পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্য এক জায়গায় সে খাতির সে হারিয়েছে। এটি শ্যাফ্‌টারের বাবা তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নি, এমন কি তাকে বাড়িতে ঢুকতেও দেয় না। এটি নিজে তাকে খুব ভালবাসে; সে তাকে ছাড়তে পারে নি; কিন্তু অপরাধী বলে গণ্য একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে হলে তার পরিণাম কি হবে নিজের সুবুদ্ধিবলেই সে সেটা বুঝতে পারে। সারা রাত না-ঘুমিয়ে কাটিয়ে একদিন সকালে সে স্থির করল, শেষ বারের মত ম্যাকমুর্ডোর সঙ্গে দেখা করবে এবং যে অশুভ প্রভাব তাকে তিল তিল করে শুষে খাচ্ছে তার হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে সাধ্যমত চেষ্টা করবে। ম্যাকমুর্ডো এর আগে অনেকবারই

এটিকে তার বাড়ি যেতে বলেছে। সেদিন সে সোজা তার বাড়ি গেল এবং যে ঘরটাকে সে বসবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করে সেখানে ঢুকল। দরজার দিকে পিছন ফিরে একটা টেবিলের সামনে সে বসে ছিল; সামনে একখানা খোলা চিঠি। একটা মেয়েলি দুষ্টুবুদ্ধি হঠাৎ তার মাথায় এল—এটির বয়স তখন মাত্র উনিশ। ম্যাকমুর্ডো দরজা খোলার শব্দটা শুনতে পায় নি। এটি পা টিপে-টিপে এগিয়ে গিয়ে আস্তে তার কাঁধের উপর হাত রাখল।

ম্যাকমুর্ডোকে চমকে দিতেই সে চেয়েছিল, সে চমকে গিয়েওছিল, কিন্তু চমকটা এটির পক্ষেও বড় কম হল না। বাঘের মত লাফ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই ডান হাতে সে এটির গলা টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে অপর হাত দিয়ে সামনের চিঠিটাকে দলা পাকিয়ে নিল। শুধু মুহূর্তমাত্র সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপরই সে হিংস্রতা তার সমস্ত শরীরটাকে বিকৃত করে তুলেছিল—বেচারি এটি তার শান্ত জীবনে এরকম হিংস্রতার পরিচয় কখনও পায় নি বলেই ভয়ে কুঁকরে সে ছিটকে সরে গিয়েছিল—তার পরিবর্তে ম্যাকমুর্ডোর মুখে ফুটে উঠল বিস্ময় ও আনন্দ।

ভ্রুকুটা মুছতে মুছতে সে বলে উঠল, 'তুমি! কী আশ্চর্য, আমার হৃদয়ের রাণী, তুমি এসেছ আমার কাছে, আর আমি তোমাকে গলা টিপে মারতে গেছি!' দুহাত বাড়িয়ে সে বলল, 'এস প্রিয়ে, আমাকে ক্ষমা কর।'

কিন্তু লোকটির চোখে-মুখে অপরাধীর যে আতংক সে মুহূর্তের জন্যও দেখতে পেয়েছে তার প্রভাব এটি তখনও সামলে উঠতে পারে নি। নারীসুলভ প্রবৃত্তিই তাকে বলে দিয়েছে, এ তো চমকে-ওঠা মানুষের সাধারণ ভয় নয়, এ যে অপরাধ—হ্যাঁ—অপরাধ ও আতংক!

সে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার কি হয়েছে জ্যাক? আমাকে দেখে এভাবে আঁতকে উঠলে কেন? জ্যাক, তোমার বিবেক যদি পরিষ্কার থাকত, তাহলে আমার দিকে ওভাবে তুমি তাকাতে পারতে না।'

'সত্যি, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম; তুমি যখন তোমার পরীর মত পা দুটি ফেলে আস্তে আস্তে আসছিলে—'

'না, না, শুধু তাই নয়, আরও কিছু আছে।' হঠাৎ তার মনে একটা সন্দেহ জাগল। 'দেখি তো তুমি কি চিঠি লিখছিলে।'

'না এটি, চিঠি দেখাতে পারব না।'

তার সন্দেহ এবার নিশ্চিত হল।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'তাহলে অন্য কোন মেয়েকে লিখছিলে! আমি বুঝতে পেরেছি। নইলে আমার কাছে লুকোবে কেন? তবে কি তোমার স্ত্রীকে লিখছিলে? তুমি এখানে নতুন এসেছ, কেউ তোমাকে চেনে না—আমিই বা কি করে জানব যে তুমি বিবাহিত নও?'

'আমি বিবাহিত নই। শোন, আমি শপথ করছি। পৃথিবীতে তুমিই আমার জীবনের একমাত্র নারী। খৃস্টের ক্রুশের নামে শপথ করছি।'

ঐকান্তিক আবেগে তার মুখ এমন সাদা হয়ে গেল যে এটি তার কথায় বিশ্বাস না করে পারল না।

তবু সে আবার বলল, 'তাহলে চিঠিটা আমাকে দেখাতে চাইছ না কেন?'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'কেন তা বলছি। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এটা কাউকে দেখাব না। তোমাকে কথা দিলে যেমন তা ভাঙতে পারি না, তেমনি যাদের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তাদের কাছেও আমি কথা রাখতে চাই। এটা "আস্তানা"র ব্যাপার, তাই তোমার কাছেও গোপনীয়। কাঁধে হাত রাখায় কেন আঁতকে উঠেছিলাম তা কি বুঝতে পারছ না? কোন গোয়েন্দার হাতও তো হতে পারত।'

এটি বুঝল, ম্যাকমুর্ডো সত্য কথাই বলছে। এটিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় তার সব ভয় ও সন্দেহ সে দূর করে দিল।

'এবার আমার পাশে এখানে বস। রাণীর পক্ষে সিংহাসনটা যদিও অদ্ভুত, তবু তোমার গরীব প্রেমিক এর চাইতে ভাল সিংহাসন কোথায় পাবে। একদিন হয় তো আরও ভাল ব্যবস্থা করতে পারব। বলি, এবার মনটা শান্ত হয়েছে তো?'

'যতদিন মনে হবে দোষীদের দলের তুমিও একজন, ততদিন মন শান্ত হবে কেমন করে জ্যাক? না জানি কোন্ দিন শুনব যে খুনের দায়ে তুমি কাঠগড়ায় উঠেছ? কালই তো আমাদের একজন বোর্ডার তোমার কথায় বলছিল—স্কাউরার ম্যাকমুর্ডো। কথাটা শুনে আমার বুকে যেন ছুরি বিঁধল।'

'কথায় কি আসে যায়।'

'কিন্তু কথাগুলো যে সত্যি।'

'দেখ, তুমি যতটা খারাপ ভাবছ তা নয়। আমরা গরীব মানুষ, নিজেদের মত করে আমাদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছি মাত্র।'

এটি দুই হাতে প্রেমিকের গলা জড়িয়ে ধরল।

'এসব ছেড়ে দাও জ্যাক! আমার জন্য—ঈশ্বরের জন্য, ছেড়ে দাও! এ-কথা বলতেই আমি এখানে এসেছি। শোন জ্যাক, নতজানু হয়ে তোমাকে মিনতি করছি, একাজ ছেড়ে দাও।'

এটিকে তুলে ধরে বুকে চেপে ম্যাকমুর্ডো তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

'দেখ প্রিয়ে, তুমি কি বলছ তুমি নিজেই জান না। একাজ কেমন করে ছেড়ে দেব? ছেড়ে দেওয়া মানেই তো শপথ ভঙ্গ করা, সঙ্গীদের পরিত্যাগ করা। আমার অবস্থা যদি বুঝতে তাহলে কখনও একথা বলতে না। তাছাড়া আমি ছাড়তে চাইলেই কি ছাড়া পাব? তুমি কি মনে কর যে, "আস্তানা" কখনও সব গোপন কথা জানবার পরেও কোন সদস্যকে দল ছেড়ে চলে যেতে

দেবে ?'

'সব আমি ভেবেছি জ্যাক। একটা মতলবও স্থির করেছি। বাবা কিছু টাকা জমিয়েছে। এ জায়গা তারও আর ভাল লাগছে না; এই সব লোকদের ভয় আমাদের জীবনকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। বাবাও চলে যেতে প্রস্তুত। আমরা ফিলাডেলফিয়া বা নিউ ইয়র্কে পালিয়ে যাব। সেখানে ওদের হাত থেকে নিরাপদে থাকতে পারব।'

ম্যাকমুর্ডো হেসে উঠল।

"আস্তানা"র হাত অনেক লম্বা। তুমি কি মনে কর সে হাত এখান থেকে ফিলাডেলফিয়া বা নিউ ইয়র্কে প্রসারিত হতে পারে না ?'

'তাহলে চল পশ্চিমে, বা ইংলণ্ডে, বা সুইডেনে যেখান থেকে বাবা এসেছিল। এই আতংকের উপত্যকা ছেড়ে যে-কোন স্থানে।'

বৃদ্ধ ভাই মরিসের কথা ম্যাকমুর্ডোর মনে পড়ল।

সে বলল, 'ঠিক, এই দ্বিতীয়বার এই উপত্যকার ঐ নামটা শুনলাম। ছায়াটা বেশ ভারী হয়েই তোমাদের অনেকের মাথায় নেমেছে।'

'আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আঁধারে ঢেকে দিয়েছে। তুমি কি মনে কর টেড বল্ডুইন আমাদের ক্ষমা করেছে ? তোমাকে যদি সে ভয় না করত তাহলে আমাদের কপালে কি ছিল ভাবতে পার ? কালো কালো চুটো ক্ষুধার্ত চোখ মেলে সে যখন আমার দিকে তাকায়, তখন সে দৃষ্টি যদি তুমি দেখতে !'

'ঈশ্বরের দিব্যি, আমার চোখে যদি কখনও পড়ে তাহলে তাকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে দেব। কিন্তু ভেবে দেখ লক্ষ্মী মেয়েটি, এখান থেকে আমি যেতে পারি না। কিছুতেই পারি না। এব্যাপারে এটাই আমার শেষ কথা। তবে তুমি যদি আমার পথ আমাকেই বেছে নিতে দাও, তাহলে এর ভিতর থেকে সসম্মানে বেরিয়ে যাবার একটা পথ করতে পারি।'

'এসব ব্যাপারে সম্মান বলে কিছু নেই।'

'দেখ, এটা হচ্ছে তোমার দিককার কথা। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ছ' মাস সময় দাও, তাহলে এমন ব্যবস্থা আমি করতে পারব যাতে এখান থেকে গেলেও অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লজ্জার কোন কারণ থাকবে না।'

মেয়েটি সানন্দে হেসে উঠল।'

'ছ' মাস !' সে চেঁচিয়ে বলল, 'কথা দিচ্ছ ?'

'দেখ, সাত বা আট মাসও হতে পারে। তবে বড় জোর এক বছরের মধ্যে আমরা এ উপত্যকা ছেড়ে চলে যাব।'

এর চাইতে বেশী আর এটি আদায় করতে পারল না। কিন্তু এই বা কম কি ! বর্তমানের অন্ধকারকে আলোকিত করতে এই তো এক সুদূর আলোক-বর্তিকা। তার জীবনে জ্যাক ম্যাকমুর্ডোর আবির্ভাবের পর থেকে এই প্রথম

হাল্কা হৃদয়ে সে তার পিতৃগৃহে ফিরে গেল।

মনে হতে পারে যে একজন সদস্য হিসাবে সমিতির সব কার্যকলাপই তাকে জানানো হবে, কিন্তু ম্যাকমুর্ডো অচিরেই বুঝতে পারল যে প্রতিষ্ঠানটি এই একটিমাত্র "আস্তানা"র চাইতে অনেক বিস্তৃত ও জটিল। এমন কি কর্তা ম্যাকগিন্টিও অনেক কিছু জানে না। এই গলিরই আর এক প্রান্তে "হবসন্‌স প্যাচ"-এ জেলা প্রতিনিধি নামে একজন কর্মকর্তা থাকে গোটা কয়েক "আস্তানা"র উপর যার প্রভুত্ব এবং সে-প্রভুত্বকে সে ইচ্ছামত যখন-তখন কাজে লাগায়। ম্যাকমুর্ডো মাত্র একবার তাকে দেখেছে। লোকটি ছোটখাটো, ধূর্ত, মাথার চুল পাকা, চাল-চলনে ইঁদুরের মত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, চোখের বাঁকা দৃষ্টি ঘৃণায় ভরা। তার নাম ইভান্স পট; ভারমিসার বড় কর্তা পর্যন্ত তাকে সমীহ ও ভয় করে চলে, ঠিক যেমনটি বোধ হয় চলত বিপুল দেহ দাঁতন ক্ষুদে কিন্তু ভয়ংকর রোবেপিয়েরকে দেখে।

একদিন ম্যাকমুর্ডোর সহ-বাসিন্দা স্ক্যানলান ম্যাকগিন্টির কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। সঙ্গে ইভান্স পটের একটা চিঠি। চিঠিতে পট জানিয়েছে, ললার ও এণ্ড্রুস নামক দুজন ভাল লোককে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠান হচ্ছে যে তারা এতদঞ্চলে কাজ করবে, অবশ্য কি উদ্দেশ্যে তাদের পাঠান হচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাদের পক্ষে কাজ শুরু করবার সময় না আসা পর্যন্ত বডিমাস্টার কি তাদের থাকবার ও অন্যবিধ আরামের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারবেন? ম্যাকগিন্টি লিখেছে, ইউনিয়ন হাউসে কারও পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়, কাজেই ম্যাকমুর্ডো ও স্ক্যানলান যদি কয়েক দিনের জন্য লোক দুটিকে তাদের বোর্ডিং-হাউসে রাখতে পারে তাহলে সে বাধিত হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় একটা করে হাত-থলি নিয়ে দুজন এসে হাজির হল; ললার বয়স্ক লোক, ধূর্ত চুপচাপ, আত্মমগ্ন; পরনে পুরনো কালো ফ্রক-কোট ও নরম ফেল্ট-হ্যাট; এলোমেলো পাশুটে দাঁড়ি। সব মিলিয়ে ভ্রমণশীল প্রচারকের মত চেহারা। সঙ্গী এণ্ড্রুস প্রায় বালক, খোলামেলা মুখ, ফুর্তিবাজ; দেখলেই মনে হয় ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছে এবং প্রতিটি মিনিট উপভোগ করতে চায়। দুজনের কেউই মদ খায় না এবং সব দিক থেকেই সমিতির আদর্শ সদস্য। কিন্তু একটি বাদে: তারা হত্যাকারী, অনেকবারই প্রমাণ করেছে যে এই খুনে সমিতির তারা সব চাইতে সক্ষম যন্ত্রস্বরূপ। ললার ইতিমধ্যেই এই ধরনের চৌদ্দটি কাজ সমাধা করেছে, আর এণ্ড্রুস তিনটি।

ম্যাকমুর্ডো দেখল, তাদের অতীত কার্য-কলাপ নিয়ে কথাবার্তা বলতে তারা সদাই প্রস্তুত। সেসব কথা তারা এমন সলজ্জ গৌরবের সঙ্গে বলে যেন সৎ ও নিস্বার্থভাবে মানুষের সেবা করছে। কিন্তু বর্তমানে কি কাজ নিয়ে এসেছে সেবিষয়ে তারা একেবারেই নির্বাক।

ললার বুঝিয়ে বলল, 'তারা আমাদের নির্বাচন করেছে কারণ আমি বা এই ছেলেটি কেউই মদ খাই না। দরকারী কথার বাইরে আমরা কিছু বলব না এটা তারা জানে। আপনারা আমাদের ভুল বুঝবেন না, আমরা জেলাপ্রতিনিধির আদেশ পালন করছি মাত্র।'

চারজন একসঙ্গে রাতের খাবার খাচ্ছিল। ম্যাকমুর্ডোর সঙ্গী স্ক্যানলান বলল, 'নিশ্চয়, আমরা সবাই তো একই দলের লোক।'

'ঠিক কথা। সময় না আসা পর্যন্ত আমরা চার্লি উইলিয়ামস, বা সাইমন বার্ডের হত্যা বা অতীতের অন্য সব কাজের কথা নিয়েই আলোচনা করব। কিন্তু আসল কাজ শেষ না করা পর্যন্ত সেবিষয়ে কোন কথা নয়।'

ম্যাকমুর্ডো দিব্যি করে বলল, 'এখানকার প্রায় আধ ডজন লোকের নাম আমি করতে পারি। আপনারা আয়রণ হিলের জ্যাক নক্সের খোঁজে আসেন নি তো? সে যাতে তার পাওনাটা পায় সেটা আমিও চাই।'

'না, সে নয়।'

'অথবা হেরমান স্ট্রস্?'

'না, সেও নয়।'

'দেখুন, আপনারা বলতে না চাইলে আমরা বলাতে পারব না। কিন্তু জানতে পারলে খুশি হতাম।'

ললার হেসে মাথা নাড়ল। তাকে ভজানো যাবে না।

অতিথিদের নীরবতা সত্ত্বেও স্ক্যানলান ও ম্যাকমুর্ডো স্থির করল, এরা যেটাকে 'মজা' বলছে সেই কাজটার সময় তারা দুজন নিশ্চয় উপস্থিত থাকবে। সুতরাং একদিন শেষ রাতের দিকে ম্যাকমুর্ডো শুনতে পেল ওরা দুজন সিঁড়ি দিয়ে চুপি চুপি নেমে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যানলানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তার পোশাক বদলাতে গেল। পোশাক পরে এসে দেখে, দরজাটা খোলা রেখে ওরা চলে গেছে। তখনও ভোর হয় নি। বাতির আলোয় কিছুটা দূরে দুজনকে রাস্তায় দেখতে পেল। বরফের উপর নিঃশব্দে পা ফেলে তারা সতর্কভাবে ওদের অনুসরণ করল।

বোর্ডিং-হাউসটা শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে। শীঘ্রই তারা শহর পেরিয়ে চৌ-মাথায় পৌঁছল। সেখানে তিনটি লোক অপেক্ষা করছিল। ললার ও এণ্ড্রুস তাদের সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলল। তারপর সকলেই এগিয়ে চলল। কাজটা নিশ্চয়ই বেশ বড় গোছের, তাই অনেক লোকের দরকার হয়েছে। সেখান থেকে কয়েকটি রাস্তা বিভিন্ন খনির দিকে চলে গেছে। আগন্তুকরা "ক্রো হিল" যাবার পথ ধরল। "ক্রো হিল" একটা মস্ত বড় প্রতিষ্ঠান এবং বেশ শক্ত হাতে পরিচালিত। এই প্রতিষ্ঠান তাদের উৎসাহী ও নির্ভীক নতুন ইংরেজ ম্যানেজার জোসিয়া এইচ, ডানের চেষ্টায় এখানকার দীর্ঘদিনের ত্রাসের রাজত্বের মধ্যেও কিছুটা আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে

পেরেছিল।

দিনের আলো ফুটতে শুরু করল। শ্রমিকরা কেউ একাকী, কেউ বা দল বেঁধে কালো পথ ধরে লাইন করে এগিয়ে চলেছে।

ম্যাকমুর্ডো ও স্ক্যানলান যাদের অনুসরণ করে এসেছে তাদের উপর চোখ রেখে শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে এগিয়ে চলল। মাথার উপরে ঘন কুয়াশা জমে আছে। তার বুক চিরে হঠাৎ বাষ্প-চালিত হুইস্‌ল্‌টা আর্তনাদ করে উঠল। এটা খাঁচাগুলি নেমে আসার ও দিনের কাজ শুরু হবার দশ মিনিটের সতর্ক-ধ্বনি।

যখন তারা সুড়ঙ্গের চারদিককার খোলা জায়গাটায় পৌঁছল তখন সেখানে শ' খানেক মজুর অপেক্ষা করছে। তীব্র ঠাণ্ডায় তার কেউ জোরে জোরে পা ঠুকছে, কেউ বা আঙুল মটকাচ্ছে। আগন্তুক দলটি একসঙ্গে ইঞ্জিন-ঘরের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। স্ক্যানলান ও ম্যাকমুর্ডো ধাতুমলের একটা স্তূপের উপর উঠে দাঁড়াল। সেখান থেকে সব কিছু বেশ ভাল চোখে পড়ে। তারা দেখল, দাড়িওয়ালা বিশালবপু স্কচ খনি-ইঞ্জিনীয়ার মেঞ্জিস ইঞ্জিন-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খাঁচাগুলো নামিয়ে দেবার জন্য হুইস্‌ল্‌ বাজাল। ঠিক সেই-সময়ে একটি লম্বা পল্‌কা গঠনের যুবক সাগ্রহে খনি-মুখের দিকে অগ্রসর হল। তার মুখখানি সপ্রতিভ, পরিষ্কার করে কামানো। এগিয়ে আসতেই ইঞ্জিন-ঘরের নীচে দাঁড়ান নীরব নিশ্চল দলটার উপরে তার চোখ পড়ল। মুখ ঢাকবার জন্য লোকগুলি তাদের টুপি নামিয়ে দিয়েছে আর কলার তুলে দিয়েছে। মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর একটা আভাষ বুঝি ম্যানেজারের মনের উপর তার শীতল হাতখানি রেখেছিল। পরমুহূর্তেই সে ভাব ঝেড়ে ফেলে এই অনধিকার প্রবেশকারী আগন্তুকের প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল।

অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন করল, 'কে তোমরা? এখানে ঘোরাফেরা করছ কেন?'

কোন জবাব এল না। এণ্ড্রুস কয়েক পা এগিয়ে তার পেটে গুলি করল। অপেক্ষমান একশ মজুর পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত নিশ্চল অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুই হাতে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে ম্যানেজার শরীরটাকে ভাঁজ করে টলতে টলতে এগিয়ে যেতেই আর একজন খুনী গুলি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে সে পোড়া কয়লার স্তূপের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। এ দৃশ্য দেখে স্কচ মেঞ্জিস রাগে চীৎকার করে একটা লোহার স্প্যানার নিয়ে অগ্রসর হতেই দুটো গুলি এসে তার মুখে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পায়ের কাছেই সে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল। তখন কিছু মজুর সামনের দিকে ছুটে গেল আর করুণা ও ক্রোধের একটা অস্পষ্ট হাহাকার শোনা গেল। কিন্তু আগন্তুকদের দু'জন তাদের ছয়-ঘরা রিভলবার থেকে জনতার মাথার উপর দিয়ে গুলি ছুঁড়তেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং কিছু লোক পাগলের মত

ছুটতে ছুটতে ভারমিসায় তাদের বাড়িতে ফিরে গেল। তারপর কিছু সাহসী লোক যখন একত্র হয়ে আবার খনিতে ফিরে গেল, খুনীর দল তখন সকালের কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে; আর এক শ' লোকের চোখের সামনে যারা দু' দুটো খুন করল শপথ নিয়ে তাদের সনাক্ত করবার মত একটি সাক্ষীও পাওয়া গেল না।

স্ক্যানলান ও ম্যাকমূর্ডোও ফিরে গেল। স্ক্যানলান কিছুটা মুসড়ে পড়েছে, কারণ নিজের চোখে এই প্রথম সে খুন দেখল এবং ব্যাপারটা যেরকম মজাদার হবে বলে সে আশা করেছিল আসলে মোটেই সে রকমটা মনে হল না। তারা যখন দ্রুতপায়ে শহরে ফিরতে ব্যস্ত তখনও মৃত ম্যানেজারের স্ত্রীর বুককাটা আর্তনাদ তাদের কানে বাজছিল। ম্যাকমূর্ডোও অভিভূত ও নীরব ছিল. কিন্তু সঙ্গীর এই দুর্বলতার প্রতি কোনরকম সহানুভূতি দেখাল না।

সে বার বার বলতে লাগল, 'আসলে এটা তো একটা যুদ্ধের ব্যাপার। ওদের আর আমাদের মধ্যে একটা যুদ্ধ ছাড়া আর কি? আর যেখানে পারব আমরা তো পাল্টা আঘাত করবই।'

সেদিন রাতে ইউনিয়ন হাউসের "আস্তানা" কক্ষে জোর হৈ হুল্লোড় হল। তার কারণ, ক্রো হিল খনির ম্যানেজার ও ইঞ্জিনীয়ারকে হত্যার ফলে ঐ প্রতিষ্ঠানটিও জেলার অপরাপর ভীতিগ্রস্ত কোম্পানিগুলির দলে নাম লেখাবে এবং ঘুষ দিয়ে "আস্তানা"কে হাতে রাখতে আগ্রহী হবে। তাছাড়া আরও একটি কারণ ছিল। এই "আস্তানা"র কর্মীরাও এখান থেকে অনেক দূরে আরও একটি বিজয়গৌরব অর্জন করে এসেছে। ভারমিসায় একটা আঘাত হানতে জেলা-প্রতিনিধি যখন পাঁচটি সংকর্মীকে পাঠায় তখন তার পাল্টা দাবী ছিল, গিলমার্টন জেলার সর্বজনপরিচিত ও জনপ্রিয়তম খনি-মালিক স্টেক রয়ালএর উইলিয়াম হ্যালেসকে খুন করবার জন্য ভারমিসা থেকে তিনজনকে গোপনে নির্বাচিত করে সেখানে পাঠাতে হবে। সকলেই বিশ্বাস করত সারা পৃথিবীতে উইলিয়াম হ্যালেসের কেউ শত্রু নেই, কারণ সব দিক থেকেই সে ছিল একজন আদর্শ মালিক। কিন্তু সে কর্মদক্ষতার উপরে সব সময়ই জোর দিত এবং সেইজন্যই কয়েকজন মাতাল ও আলস্যপরায়ণ চাকুরেকে বরখাস্ত করেছিল, আর তারা ছিল এই সর্বশক্তিমান সমিতির সদস্য। তার দরজার বাইরে কফিনের বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়েও তাকে নরম করা যায় না এবং তারই ফলে একটি স্বাধীন সভ্য দেশে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।

সেই দণ্ডাদেশ এবার যথাযথভাবে পালিত হল। বডিমাস্টারের পাশে সম্মানের আসনে উপবিষ্ট টেড বল্ডুইন ছিল সে দলের প্রধান। তার ফোলা মুখ আর চকচকে রক্তের মত লাল চোখই নিদ্রাহীনতা ও মদ্যপানের সাক্ষী দিচ্ছে। দুজন সঙ্গীসহ সে আগের রাতটা পাহাড়ে কাটিয়েছে। সকলেরই চেহারা বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। কিন্তু সহকর্মীরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

উল্লাস ও উচ্চহাসির সঙ্গে সে কাহিনী বার বার বলা হতে লাগল। রাতের বেলায় লোকটি যখন বাড়ি ফিরছিল তখন তারা একটা খাড়া পাহাড়ের মাথায় এমন একটা জায়গা ঘাঁটি করে তার জন্য অপেক্ষা করছিল যেখানে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়েই নিতে হবে। শীতের জন্য এত গরম জামা তার গায়ে ছিল যে পিস্তলে হাত দেবার সময়ও সে পেল না। ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে তারা তাকে বারবার গুলি করল।

তারা কেউ লোকটিকে চিনত না। কিন্তু খুনের মধ্যে একটা চিরন্তন নাটক আছে, আর তারা গিলমার্টনের স্কাউরারদের দেখিয়ে দিল যে ভারমিসার লোকদের উপর ভরসা করা চলে। এমন সময় ঘটল একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা, কারণ নিশ্চুপ দেহটাকে লক্ষ্য করে যখন তারা রিভলবার থেকে পর পর গুলি ছুঁড়ছিল তখন আচমকা একটি লোক ও তার স্ত্রী সেখানে গিয়ে হাজির হয়। প্রথমে কথা হয় তাদেরও গুলি করে মারা হোক; কিন্তু তারা নির্দোষ আর খনির সঙ্গেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই, কাজেই তাদের কড়া হুকুম দেওয়া হল তক্ষুণি চলে যেতে ও এবিষয়ে চুপচাপ থাকতে, নইলে কপালে অনেক দুঃখ আছে। অন্য সব কঠোর হৃদয় মালিকদের প্রতি সতর্ক-বাণী হিসাবে রক্তাক্ত মৃতদেহটা সেখানেই ফেলে রেখে তিনটি মূর্তিমান প্রতিহিংসা দ্রুত পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করল। নিশ্ছিদ্র প্রকৃতি সেখান থেকেই খাড়া নেমে গেছে চুল্লি ও ধাতুমলের স্তূপগুলোর একেবারে কিনারায়।

স্কাউরারদের কাছে সে এক মহাদিবস। উপত্যকার উপরে ছায়া ঘনতর হয়ে নেমেছে। কিন্তু অভিজ্ঞ সেনাপতি যেমন জয়ের মুহূর্তেই নিজ শক্তিকে দ্বিগুণিত করে যাতে শত্রুপক্ষ বিপর্যয়ের পরে নিজেদের শক্তিশালী করে তুলবার সুযোগ না পায়, ঠিক সেইরকম আক্রমণের ঘটনাস্থলের উপর উৎকণ্ঠ, ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি রেখে কর্তা ম্যাকগিণ্টি বিরোধীদের উপর নতুন আক্রমণের ছক কসতে লাগল। সেই রাত্রেই আধা-মাতালদের আসর যখন ভাঙল তখনই সে ম্যাক-মুর্ডোর কাঁধের উপর হাত রেখে তাকে ভিতরের সেই ঘরে নিয়ে গেল যেখানে তাদের দুজনের প্রথম দেখা হয়েছিল।

সে বলল, 'শোন বাচ্চু, শেষ পর্যন্ত তোমার উপযুক্ত একটা কাজ হাতে এসেছে। তোমাকে নিজের হাতে সে কাজ সমাধা করতে হবে।'

'একথা শুনে গর্ববোধ করছি', ম্যাকমুর্ডো জবাব দিল।

'দুজনকে তুমি সঙ্গে নিতে পার—ম্যাণ্ডার্স আর রীলি। তাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছি। চেস্টার উইলক্সের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত এ জেলায় আমাদের স্বস্তি নেই। তাকে যদি ফেলতে পার তাহলে তুমি কয়লা-খনি অঞ্চলের প্রত্যেকটি "আস্তানা"র ধন্যবাদার্হ হবে।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু লোকটা কে, তাকে পাবই বা কোথায়?'

মুখের কোণা থেকে তার আধা-চিবানো, আধা-পোড়ানো অবিনশ্বর সিগারটা নামিয়ে ম্যাকগিণ্টি নোটবুকের একটা পাতা ছিঁড়ে তাতে একটা ছবি আঁকতে শুরু করল।

'সে আয়রণ ডাইক কোম্পানির চিফ্ ফোরম্যান। খুব কড়া লোক, যুদ্ধ ফেরৎ। কালা-সার্জেণ্ট, সারা মুখে ক্ষতচিহ্ন। তাকে নিতে দু'দুবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সুবিধা হয় নি, বরং কর্ণয়্যাওয়ে তাতে মারা গেছে। এবার সে-কাজের ভার তোমাকে নিতে হবে। এই হচ্ছে বাড়িটা, আয়রণ ডাইক চৌ-মাথায় একেবারে একটেরে, ঠিক যেমনটি এই মানচিত্রে দেখতে পাচ্ছ, আশেপাশে আর কোন বাড়ি নেই। দিনের বেলা সুবিধা হবে না। লোকটা সশস্ত্র থাকে, আর কোনরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই সোজা গুলি করে বসে। তবে রাত্রে—ওখানেই তাকে পাবে; বাড়িতে আর থাকে তার স্ত্রী, তিনটি শিশু আর একটি ভাড়াটে চাকরানি। কোনরকম বাদ-বিচার করতে পারবে না। মরলে সকলেই মরবে, নয়তো সকলেই বেঁচে যাবে। সামনের দরজায় এক বস্তা বিস্ফোরক পাউডার রেখে যদি একটা দেশলাইয়ের কাঠি তাতে ছোঁয়াতে পার—'

'লোকটা কি করেছে?'

'বললাম তো, জিম কার্ণয়্যাওয়েকে গুলি করেছিল।'

'গুলি করেছিল কেন?'

'তা দিয়ে তোমার কি দরকার? রাত্রে কার্ণয়্যাওয়ে এই বাড়িটার আশে-পাশে ছিল, আর সেও তাকে গুলি মেরেছে। তোমার পক্ষে এই তো যথেষ্ট। তোমাকে তার বদলা নিতে হবে।'

'দুটি স্ত্রীলোক ও শিশুরাও সেখানে থাকে। তাদেরও কি উড়িয়ে দিতে হবেই?'

'হবেই তো, নইলে লোকটাকে পাবে কেমন করে?'

'তাদের প্রতি বড়ই অবিচার করা হবে, তারা তো কোন দোষ করে নি।'

'এসব কেমনধারা কথা? তুমি কি তাহলে পিছিয়ে যেতে চাও?'

'ধীরে কাউন্সিলার, ধীরে। আজ পর্যন্ত এমন কী আমি বলেছি বা করেছি যাতে আপনার এ ধারণা হতে পারে যে আমার নিজস্ব "আস্তানা"র বডিমাস্টারের আদেশ আমি অমান্য করব? ন্যায় কি অন্যায়, সেটা তো আপনার ব্যাপার।'

'তাহলে একাজে তুমি নামছ?'

'নিশ্চয় নামছি!'

'কবে?'

'দেখুন, বাড়িটা দেখে নিয়ে আমার "প্ল্যান" ঠিক করবার জন্য একটা কি দুটো রাত আমাকে সময় দিন। তারপর—'

তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ম্যাকগিন্টি বলল, 'ঠিক আছে। দিন-ক্ষণ তোমার উপরেই ছেড়ে দিলাম। শুভ সংবাদটি যখন এনে দেবে সেটি হবে এক মহান দিন। এই শেষ আঘাতে সকলেই নতজানু হবে।'

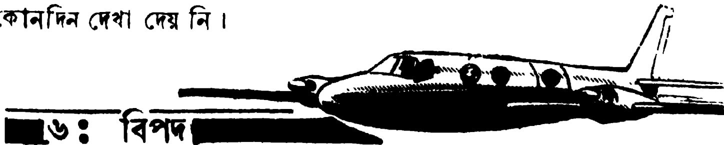
আকস্মিকভাবে যেকাজের ভার তার হাতে এসে পড়েছে ম্যাকমুর্ডো অনেকক্ষণ ধরে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করল। পার্শ্ববর্তী উপত্যকায় এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরের একটি একটেরে বাড়িতে চেস্টার উইলকক্স বাস করে। আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবে সেই রাতেই সে একাকি সেখানে চলে গেল। সব কিছু দেখেশুনে যখন সে ফিরে এল তখনও দিনের আলো রয়েছে। পর-দিন সে দুই সহকারী ম্যাণ্ডার্স ও রীলির সঙ্গে আলোচনা করল। বেপরোয়া দুই যুবক এতই উল্লসিত হয়ে উঠল যেন তারা হরিণ-শিকারে যাচ্ছে। দুটি রাত পার করে তারা তিনজন শহরের বাইরে মিলিত হল। তিনজনই সশস্ত্র। একজনের হাতে পাহাড়-কাটানো পাউডার-বোঝাই একটা বস্তা। রাত প্রায় দুটোয় তারা সেই নির্জন বাড়িটাতে হাজির হল। জোর বাতাস বইছে। তিন-পোয়া চাঁদের মুখের উপর দিয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ দ্রুত ভেসে চলেছে। আগেই তাদের শিকারী কুকুর সম্পর্কে প্রস্তুত থাকতে বলে দেওয়া হয়েছিল। তাই হাতের পিস্তল বাগিয়ে ধরে খুব সতর্কভাবে তারা অগ্রসর হতে লাগল। বাতাসের আর্তনাদ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। মাথার উপরকার বৃক্ষশাখার আন্দোলন ছাড়া কোথাও কোন গতিরও চিহ্ন নেই। ম্যাকমুর্ডো নির্জন বাড়িটার দরজায় কান পাতল। ভিতরে সব চুপচাপ। বস্তাটাকে দরজায় হেলান দিয়ে রেখে নিজের ছুরি দিয়ে তাতে একটা ফুটো করে সেখানে একটা সল্‌তে ঢুকিয়ে দিল। সেটা জ্বলে উঠতেই সঙ্গীদের নিয়ে সে ছুটে চলে গেল। কিছুটা দূরে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে আরাম করে আশ্রয় নিতে না নিতেই বিস্ফোরণের তুমুল গর্জন আর ধ্বসে-পড়া বাড়িটার নীচে হুড়মুড় শব্দ শুনেই তারা বুঝতে পারল কাজ ফতে হয়েছে। সমিতির রক্ত-কলংকিত ইতিহাসে এর চাইতে পরিষ্কার কাজের কোন নজির নেই। কিন্তু হায়! এমন সুসংগঠিত ও সাহসের সঙ্গে সম্পাদিত কাজটা একেবারেই বৃথা হয়ে গেল। যাদের শিকার হবার কথা তাদের ভাগ্যের নির্দেশে এবং তাকে যে হত্যার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এটা বুঝতে পেরে চেস্টার উইলকক্স ঠিক আগের দিনই সপরিবারে একটা নিরাপদ ও অজানা বাসায় চলে গিয়েছিল, আর সেখানে তাদের উপর নজর রাখবার জন্য একজন পুলিশ-রক্ষীও মোতায়েন করা হয়েছিল। বিস্ফোরণে ধ্বংস হল একটা জনশূন্য বাড়ি, আর যুদ্ধ-ফেরৎ কালা-সার্জেণ্ট যথারীতি আয়রণ ডাইকের মজুরদের আইন-শৃংখলা শিক্ষা দিতে লাগল।

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'তাকে আমার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হোক। সে আমার লোক, আর তাকে পাবও ঠিকই; তার জন্যে যদি একবছরও অপেক্ষা করতে

হয় তাও সই।'

"আস্তানা"র পূর্ণ সভায় ধন্যবাদ ও আস্থা প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল এবং আপাতত ব্যাপারটার সেখানেই ইতি হল। কয়েক সপ্তাহ পরে খবরের কাগজে যখন প্রকাশিত হল যে, গুপ্ত আক্রমণের ফলে উইলকক্স গুলিবিদ্ধ হয়েছে তখন সকলেই বুঝতে পারল, ম্যাকমুর্ডো তখনও তার অসমাপ্ত কাজেই ব্যস্ত ছিল।

এই হল 'সোসাইটি অব ফ্রীমেন" এর কর্ম-পদ্ধতি, আর এই হল স্কাউরারদের কাজকর্ম যার সাহায্যে তারা এই সমৃদ্ধ জেলাটার সর্বত্র তাদের ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করেছে এবং তাদের ভয়ংকর উপস্থিতি দীর্ঘকাল ধরে এখানকার অধিবাসীদের তাড়া করে ফিরছে। আরও অপরাধের উল্লেখ করে এই বইয়ের পাতাগুলোকে কলংকিত করে কি হবে? এই লোকগুলি ও তাদের কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আমি কি যথেষ্ট বলি নি? এই সব কাজের কথা ইতিহাসে লেখা আছে এবং এর বিস্তারিত বিবরণ ইচ্ছা হলেই যে কেউ পড়ে নিতে পারে। সেসব পড়লেই পুলিশ কর্মচারী হান্ট এবং ইভান্সের খুনের কথা জানা যাবে। যেহেতু এরা সমিতির দুজন সদস্যকে সাহস করে গ্রেপ্তার করেছিল, সেইজন্য ভারমিসা আস্তানায় দুটো আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয় এবং দুটি অসহায় নিরস্ত্র মানুষকে ঠাণ্ডামাথায় খুন করা হয়। মিসেস লারবিকে গুলি করার ঘটনাও লিখিত আছে। কর্তা ম্যাকগিণ্টির আদেশে তার স্বামীকে পিটিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে যাবার পরে মিসেস লারবি যখন তার সেবা করছিল তখনই তাকে গুলি করা হয়। ঐ একই ভয়াবহ শীতকালে পর পর জেংকিন্স ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রথমে ছোটকে ও তারপরে বড়কে খুন করা হয়, জেমস মারডকের দেহকে বিকৃত করা হয়, স্ট্যাপহাউস পরিবারকে বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং স্টেণ্ডালদের খুন করা হয়। আতংকের উপত্যকার উপর গাঢ়তর ছায়া নেমে আসে। স্রোতস্বিনী নদী ও ফুটন্ত ফুলের সমারোহ নিয়ে বসন্তকাল এল। দীর্ঘকাল লৌহ-মুষ্টিতে আবদ্ধ থাকবার পরে প্রকৃতিতে এসেছে নতুন আশার দিন। কিন্তু সন্ত্রাসের জোয়ালে বাঁধা নরনারীর জীবনে আশার চিহ্নমাত্র ছিল না। তাদের মাথার উপরকার মেঘ '৭৫ সালের প্রথম গ্রীষ্মের মত এত ঘনকালো ও আশাহীন হয়ে আর কোনদিন দেখা দেয় নি।



৬: বিপদ

ত্রাসের রাজত্ব চরমে উঠেছে। ম্যাকমুর্ডো ইতিমধ্যেই আভ্যন্তরীণ ডিয়েকন পদে নিযুক্ত হয়েছে। ম্যাকগিণ্টির পরে তারই একদিন বডিমাস্টার হবার সম্ভাবনা। সহকর্মীদের যে কোন সভার পক্ষে সে এতই দরকারী হয়ে

পড়েছে যে তার সহায়তা ও পরামর্শ ছাড়া কিছুই করা হয় না। অবশ্য "ফ্রীমেন"দের মধ্যে সে যতই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, ভারমিসার পথে তাকে দেখে জনসাধারণের রুষ্ট ভ্রূকুটি ততই কুটিলতর হচ্ছে। তাদের সন্ত্রাস সত্ত্বেও নাগরিকরা সাহসে ভর করে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছে। "আস্তানা"য় গুজব এসে গেছে যে, 'হেরাল্ড' কার্যালয়ে গোপন জমায়েত হয়েছে এবং আইনানুগ লোকদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু ম্যাকেগিণ্টি ও তার লোকজন এসব সংবাদে বিচলিত হয় নি। তারা অগণিত, দৃঢ় সংকল্প ও সশস্ত্র। প্রতিপক্ষ বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন। অতীতের মতই এসব চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীন আলোচনায় শেষ হবে এবং সম্ভবত কিছু ধর-পাকড় হবে। ম্যাকগিণ্টি, ম্যাকমুর্ডো ও অন্য সাহসী সদস্যরা এই কথাই বলাবলি করতে লাগল।

মে মাসের এক শনিবারের সন্ধ্যা। শনিবারের রাতে "আস্তানা"তেই জমায়েত হয়ে থাকে। সেখানে যোগ দিতে ম্যাকমুর্ডো বাড়ি থেকে বের হবে এমন সময় দলের দুর্বলতর সদস্য মরিস তার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার কপালে দুশ্চিন্তার রেখা; সদয় মুখখানি বিষণ্ণ ও বিকৃত।

'আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারি কি মিঃ ম্যাকমুর্ডো?'

'নিশ্চয়।

'একবার আপনার কাছে আমার মনের কথা প্রকাশ করেছিলাম; স্বয়ং কর্তা এসে সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা সত্ত্বেও আপনি সেকথা তাকে বলেন নি —এটা আমি ভুলি নি।'

'আপনি যখন আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন, তখন আমি আর কি করতে পারতাম? কিন্তু আপনার কথার সঙ্গে তো আমি একমত হই নি।'

'তা আমি ভালই জানি। কিন্তু এখানে একমাত্র আপনার কাছেই ভরসা করে কথা বলতে পারি। একটা কথা এখানে গোপন করে রেখেছি'—সে বুকের উপর হাত রাখল—'তার জ্বালায় আমার জীবন যেতে বসেছে। আমি ছাড়া আপনারা কেউ যদি সেকথা জানতেন তাহলেই ছিল ভাল। সেকথা যদি বলি তাহলে নির্ঘাৎ খুনোখুনি হবে। যদি না বলি, তাহলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব। ঈশ্বর আমার সহায় হোন, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে!'

ম্যাকমুর্ডো আগ্রহসহকারে লোকটিকে দেখতে লাগল। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে তার হাতে দিল।

বলল, 'আপনার মত লোকের এই ওষুধ দরকার। এবার আপনার কথা বলুন।'

মরিস গ্লাসে চুমুক দিল। তার ফ্যাকাসে মুখে রঙের আভা দেখা দিল।

সে বলল, 'একটিমাত্র বাক্যেই কথাটা আপনাকে বলতে পারি। আমাদের

পিছনে গোয়েন্দা লেগেছে।'

ম্যাকমুর্ডো সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

বলল, 'আপনি কি পাগল হয়েছেন! পুলিশ আর গোয়েন্দা তো এখানে গিজ্‌-গিজ্‌ করছে। কিন্তু আমাদের কোন্ ক্ষতিটা তারা আজ পর্যন্ত করতে পেরেছে?'

'না, না, এ জেলার কোন লোকের কথা আমি বলছি না। আপনার কথাই ঠিক, তাদের আমরা চিনি, আর তারা কিছু করতেও পারে না। কিন্তু পিং-কারটনদের কথা কি আপনি শুনেছেন?'

'ঐ নামের লোকের কথা পড়েছি বটে।'

'তাহলে আমার কথা শুনুন, এরা পিছনে লাগলে আর রক্ষা নেই। এটা কোন দায়-সারা গোছের সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়। এটা একান্তই অর্থকরী প্রতিষ্ঠান, কাজেই হাতে হাতে ফল চায় এবং যেন তেন প্রকারেন ফল আদায়ও করে। কোন পিংকারটন যদি একাজে হাত দিয়ে থাকে তাহলে আমাদের ধ্বংস করবেই।'

'আমরাই তাকে খুন করব।'

'এই তো, এই চিন্তাই প্রথম আপনার মাথায় এসেছে! "আস্তানা"তেও তাই হবে। আপনাকে বলি নি যে, খুনোখুনিতেই এর পরিণতি?'

'নিশ্চয়, খুন হবে তো কি হল? এখানে কি হামেশাই খুন হয় না?'

'তা হয়, কিন্তু যাকে খুন করা হবে আমি তাকে দেখিয়ে দিতে পারব না। তাহলে আমি কখনও শান্তি পাব না। অথচ আমাদের নিজেদের জীবনই বিপন্ন হতে পারে। ঈশ্বরের দোহাই, আমি এখন কি করব?' কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যন্ত্রণায় সে ছটফট করে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু তার কথায় ম্যাকমুর্ডো অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। সহজেই বোঝা যায় আসন্ন বিপদ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে মরিসের সঙ্গে সে একমত। মরিসের কাঁধ চেপে ধরে সে সজোরে তাকে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

উত্তেজনায় চীৎকার করে বলে উঠল, 'দেখুন মশাই, বৃদ্ধা স্ত্রীর মত রাত জেগে বসে শুধু গুজুর-গুজুর করলে কোন লাভ হবে না। আসল কথা বলুন। লোকটা কে? সে কোথায় আছে? তার কথা আপনি জানলেন কেমন করে? আমার কাছেই বা এসেছেন কেন?'

'আপনার কাছে এসেছি, কারণ আপনার পরামর্শ আমি চাই। আপনাকে বলেছি যে এখানে আসার আগে পূর্ব দেশে আমার একটা দোকান ছিল। সেখানে আমার অনেক ভাল ভাল বন্ধু ছিল। তাদের একজন টেলিগ্রাফ অফিসে চাকরি করে। গতকাল এই চিঠিটা তার কাছ থেকে পেয়েছি। পৃষ্ঠার এই উপরের অংশটার কথা বলছি। নিজেই পড়ে দেখুন।'

ম্যাকমুর্ডো পড়তে লাগল:

'আপনাদের ওখানে স্কাউরারদের অবস্থা কেমন? খবরের কাগজে তাদের অনেক কথাই পড়ি। নিজেদের মধ্যে বলছি, শীঘ্রই আপনার কাছ থেকে নতুন খবর শোনবার আশা রাখি। পাঁচটা বড় কর্পোরেশন ও দুটো রেলরোড বেশ গরজের সঙ্গেই একাজ হাতে নিয়েছে। তারা কাজের লোক, কাজেই আপনি বাজি রাখতে পারেন তারা কাজ হাসিল করবেই। তারা অনেক দূর এগিয়েছে। তাদের নির্দেশক্রমে পিংকারটন কাজের ভার নিয়েছে এবং তাদের সেরা লোক বার্ডি এডোয়ার্ডস কাজ শুরু করে দিয়েছে। অবিলম্বে ওদের কার্যকলাপ বন্ধ করতেই হবে।'

'এবার পুনশ্চটা পড়ুন।'

'অবশ্য আপনাকে যা লিখছি সেটা আমি কাজের সূত্রে জেনেছি, কাজেই সব ব্যাপার এতে নেই। প্রতিদিন অদ্ভুত সব সাংকেতিক চিঠি হাতে আসে, অথচ তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না।'

অশান্ত হাতে চিঠিটা ধরে ম্যাকমুর্ডো চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। মুহূর্তের জন্য কুয়াশাটা একটু সরে গিয়েছিল; সম্মুখে অতল খাদ।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'এ চিঠির কথা আর কেউ জানে?'

'আমি কাউকে বলি নি।'

'কিন্তু এই লোকটি—আপনার বন্ধু—তার কি এমন কেউ এখানে আছে যার কাছে সে চিঠি লিখে থাকে?'

'তা তো দু' একজন নিশ্চয়ই আছে।'

'"আস্তানা"র ভিতরেই?'

'খুব সম্ভব।'

'এইজন্যে জিজ্ঞাসা করছি যে, এই লোকটির—মানে বার্ডি এডোয়ার্ডসের কোন বিবরণ হয় তো সে লিখে জানাতে পারে। তাহলে আমরা তার খোঁজ করতে পারতাম।'

'তা হয় তো পারতাম। কিন্তু আমার মনে হয় না সে তাকে চেনে। সে তো কেবলমাত্র কাজের সূত্রে যেটুকু জেনেছে তাই আমাকে লিখেছে। এই পিংকারটন লোকটিকে সে চিনবে কেমন করে?'

হঠাৎ ম্যাকমুর্ডো ভীষণভাবে চমকে উঠল।

চেঁচিয়ে বলল, 'হায় ঈশ্বর! ঠিক ধরেছি তাকে। আমি কী বোকা যে এতক্ষণ চিনতে পারি নি! কিন্তু এবার ভাগ্য খুলেছে! সে কোন ক্ষতি করবার আগেই তাকে ঢিট্ করব। দেখুন মরিস, এটা আমার কাছে রেখে যাবেন কি?'

'নিশ্চয়, শুধু আপনি নিলেই হয়!'

'খুব নেব। আপনি সরে দাঁড়ান, আমি সব করছি। এমন কি আপনার নাম পর্যন্ত করা হবে না। চিঠিটা যেন আমার কাছেই এসেছে এইভাবে সব

দায় আমার ঘাড়েই নেব।'

'আমিও তো তাই চাই।'

'তাহলে ওই কথাই থাক; আপনি চুপচাপ থাকুন। আমি এখনই "আস্তানা"য় যাব। বুড়ো পিংকারটন যাতে নিজের জন্য দুঃখিত হয় সে ব্যবস্থা অচিরেই করছি।'

'লোকটিকে খুন করবেন না তো?'

'বন্ধু মরিস, যত কম জানবেন আপনার বিবেক ততই মুক্ত থাকবে এবং ততই আপনি ভাল ঘুমতে পারবেন। কোন প্রশ্ন করবেন না; সব ব্যবস্থা আপসে হয়ে যাবে। সব ব্যাপারটা আমার মুঠোয় এসে গেছে।'

দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে মরিস চলে গেল।

যাবার আগে আর্তকণ্ঠে বলল, 'মনে হচ্ছে, তার রক্ত যেন আমার হাতেই লেগেছে।'

কঠিন হাসি হেসে ম্যাকমুর্ডো বলল, 'আত্মরক্ষা কিন্তু খুন নয়। হয় সে যাবে, না হয় আমরা যাব। মনে হচ্ছে লোকটাকে বেশী দিন এই উপত্যকায় থাকতে দিলে সে আমাদের সবাইকে শেষ করে দেবে। ভাই মরিস, আপনাকেই আমরা এবার বডিমাস্টার নির্বাচিত করব, কারণ আপনিই "আস্তানা"কে রক্ষা করলেন।'

কিন্তু তার কাজকর্ম দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, মুখে যাই বলুক আসলে নবাগতকে নিয়ে সে অনেক বেশী চিন্তিত। তার কারণ তার অপরাধী বিবেক হতে পারে, পিংকারটন সংগঠনের সুনাম হতে পারে; বড় বড় ধনী কর্পো-রেশনগুলো যে স্কাউরারদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে নেমেছে এ জ্ঞানও হতে পারে; কিন্তু কারণ যাই হোক, তার কাজের ধারা দেখে মনে হচ্ছে সে চরম পরিস্থিতির জন্য তৈরি হচ্ছে। বাড়িটা ছেড়ে যাবার আগে আপত্তিকর সব কাগজপত্র সে নষ্ট করে ফেলল। তারপর নিজেকে নিরাপদ মনে করে খুশির দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু বিপদের আশংকা তখনও তার মন থেকে যায় নি, কারণ "আস্তানা"য় যাবার পথে সে বুড়ো শ্যাফ্‌টারের বাড়িতে ঢুকল। বাড়িতে ঢোকা তার নিষেধ ছিল। কিন্তু জানালায় টোকা দিতেই এটি বেরিয়ে এল। তার প্রেমিকের চোখ থেকে আইরিশ শয়তানির ঝিলিক মুছে গেছে। তার গম্ভীর মুখ দেখেই সে তার বিপদ অনুমান করল।

চেঁচিয়ে বলল, 'নিশ্চয় কিছু হয়েছে! হায় জ্যাক, তুমি নির্ঘাত বিপদে পড়েছ!'

'না, না, খুব খারাপ কিছু নয় প্রিয়ে। কিন্তু খারাপ হবার আগেই আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া ভাল।'

'চলে যাব!'

'একদিন তোমাকে কথা দিয়েছিলাম এখান থেকে চলে যাব। মনে হচ্ছে

সেদিন আসন্ন। আজ রাতেই খবর পেয়েছি—খারাপ খবর—এবং বুঝতে পারছি যে বিপদ আসছে।'

'পুলিশ?'

'না, পিংকারটন। কিন্তু প্রিয়ে, সেটা যে কি জিনিস, বা আমাদের মত লোকের কাছে ওর অর্থ যে কি তা তুমি জান না। এব্যাপারে আমি অনেকটা জড়িয়ে পড়েছি, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর হাত থেকে বের হতে হবে। তুমি বলেছিলে, আমি গেলে তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।'

'ও জ্যাক, তাহলেই তুমি বেঁচে যাবে।'

'এটি, কোন কোন ব্যাপারে আমি একটি সৎ লোক। পৃথিবীর বিনিময়েও তোমার সুন্দর মাথার একগাছি চুলও আমি নষ্ট করব না, অথবা মেঘের উপরে যে সোনার সিংহাসনে তোমাকে আমি সব সময় দেখি সেখান থেকে কোনদিন তোমাকে এক ইঞ্চি নীচে নামাব না। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করবে?'

কোন কথা না বলে এটি তার হাতে হাত রাখল।

'তাহলে আমি যা বলি তাই শোন, আর যা করতে বলি তাই কর, কারণ সেটাই আমাদের একমাত্র পথ। এ উপত্যকায় এবার অনেক কিছু ঘটবে। সেটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। আমাদের অনেককেই যার যার পথ দেখতে হবে। অন্তত আমাকে তো দেখতে হবেই। আর দিনে বা রাতে যখনই আমি যাব, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'তোমার পরেই আমি যাব জ্যাক।'

'না না, তোমাকে আমার সঙ্গেই যেতে হবে। এই উপত্যকার পথ যদি আমার সামনে বন্ধ হয়ে যায় এবং আমি যদি ফিরে আসতে না পারি তাহলে তোমাকে এখানে ফেলে আমি যাব কেমন করে? তাছাড়া, তখন হয় তো পুলিশের ভয়ে আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে; সেক্ষেত্রে তোমার খবরই বা পাব কেমন করে? তাই আমার সঙ্গেই তোমাকে যেতে হবে। যেখান থেকে আমি এসেছি সেখানকার অনেক ভাল মেয়েমানুষকে আমি চিনি; যতদিন আমাদের বিয়ে না হয় ততদিন তাদের কাছে তোমাকে রেখে দেব। তুমি কি আসবে?'

'হ্যাঁ জ্যাক, যাব।'

'তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করলে সেজন্য ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন; এ বিশ্বাসের অমর্যাদা যদি আমি করি, তাহলে আমি যেন নরকের শয়তান হই। শোন এটি, শুধু একটি কথা তোমাকে লিখে জানাব, আর সেটা পেলেই সব কিছু ছেড়ে সোজা ডিপোর ওয়েটিং-হলে চলে যাবে এবং আমি না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করবে।'

'দিনেই হোক আর রাতেই হোক, তোমার চিঠি পেলেই আমি যাব জ্যাক।'

পালাবার ব্যবস্থা করা গেল একথা ভেবে মনে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে ম্যাকমুর্ডো "আস্তানা"য় চলে গেল। জমায়েত শুরু হয়ে গেছে। কাজেই সংকেত ও পাল্টা-সংকেতের ভিতর দিয়েই বাইরের ও ভিতরের সুরক্ষিত পাহারা ভেদ করে তাকে ভিতরে ঢুকতে হল। ঢুকতেই সকলে তাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করল। লম্বা ঘরটা লোকে ভরে গেছে। তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলির ভিতর দিয়ে তাঁর চোখে পড়ল বডিমাস্টারের এলোমেলো কালো চুল, বল্ডুইনের নিষ্ঠুর অমিত্রসুলভ মুখ, সেক্রেটারি হারয়্যাওয়ের শকুন-মুখ এবং "আস্তানা"র নেতৃ-স্থানীয় আরও ডজনখানেক মানুষ। যে সংবাদ নিয়ে সে এসেছে তা নিয়ে সকলেই আলোচনা করতে পারবে ভেবে তার মনটা খুশি হল।

সভাপতি চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাকে দেখতে পেয়ে আমরা খুশি হলাম ভাই। এমন একটা বিষয় আমাদের সামনে আছে যার সুরাহা করতে সলোমনের মত বিচারক দরকার।'

সে আসন গ্রহণ করতেই পাশের একজন বুঝিয়ে বলল, 'ল্যাণ্ডার আর ইগানের কথা হচ্ছে। স্টাইলস্ টাউনে বুড়ো ক্র্যাবকে গুলি করবার জন্য "আস্তানা"র পক্ষ থেকে লোকটার মাথার উপর যে টাকাটা ঘোষণা করা হয়েছিল সে টাকাটা এরা দুজনই দাবী করছে। কিন্তু বুলেটটা আসলে কে ছুঁড়েছিল তা কে বলে দেবে?'

ম্যাকমুর্ডো উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলল। তার মুখের ভাব দেখে সকলের মনোযোগ সেখানে এসেই জমে গেল। প্রত্যাশায় চারদিক একবারে চুপচাপ।

গম্ভীর গলায় সে বলল, 'পূজ্যপাদ প্রভু, জরুরি কথা আছে।'

ম্যাকগিণ্টি বলল, 'ভাই ম্যাকমুর্ডো জরুরি কথা বলবার অগ্রাধিকার চাইছে। "আস্তানা"র নিয়ম অনুযায়ী এ দাবীকে মানতেই হবে। ঠিক আছে ভাই, আমরা তোমার কথা শুনতে প্রস্তুত।'

ম্যাকমুর্ডো পকেট থেকে চিঠিটা বের করল।

বলল, 'পূজ্যপাদ প্রভু ও ভাইসব, আজ আমি দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি। তবে বিনা সতর্ক-বাণীতে সকলের অজ্ঞাতে আঘাত নেমে এসে আমাদের সকলকে ধ্বংস করে দেওয়ার চাইতে সে বিষয় অবহিত ও আলোচিত হওয়া অনেক ভাল। আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ধনী প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের ধ্বংস করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, এবং এই মুহূর্তে জনৈক বার্ডি এডোয়ার্ডস নামধারী পিংকারটন গোয়েন্দা এই উপত্যকায় এমন সব সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত আছে যার সাহায্যে আমাদের অনেকের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলতে পারে এবং এই ঘরের প্রতিটি লোককে কয়েদির ঘরে পাঠাতে পারে। এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যই আমি অগ্রাধিকার দাবী করেছি।'

সমস্ত ঘরে মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এল। সে স্তব্ধতা ভাঙল সভাপতি।

সে প্রশ্ন করল, 'এর স্বপক্ষে তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে ভাই ম্যাকমুর্ডো ?'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'আমার হাতে এই যে চিঠিটা এসেছে তাতেই প্রমাণ রয়েছে।' চিঠির অংশটা সে জোরে জোরে পড়ল। 'এ চিঠির বিষয়ে আর কোন কথা প্রকাশ না করতে বা চিঠিটা আপনাদের হাতে না দিতে আমি সত্যবদ্ধ। কিন্তু আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি যে "আস্তানা"র স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন আর কোন কথা চিঠিতে নেই। বিষয়টা যেভাবে আমার কাছে পৌচেছে সেইভাবেই আপনাদের সামনে রাখছি।'

একজন প্রবীণ ভাই বলল, 'সভাপতি মশাই, আমি বলছি; বার্ডি এডোয়ার্ডসের কথা আমি শুনেছি; পিংকারটন সার্ভিসের সেরা লোক বলে তার খ্যাতি আছে।'

ম্যাকগিন্টি প্রশ্ন করল, 'কেউ তাকে চেন ?'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'হ্যাঁ, আমি চিনি।'

সমস্ত হলটা বিস্ময়ে গুন্‌গুন্ করে উঠল।

মুখের উপর একটা গর্বের হাসি ফুটিয়ে সে বলতে লাগল, 'আমার বিশ্বাস সে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়েছে। আমরা যদি বুদ্ধির সঙ্গে দ্রুত কাজ করতে পারি তাহলে ব্যাপারটা সহজ হবে। আপনাদের আস্থা ও সহায়তা পেলে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।'

'আমাদের ভয় পাবার কি আছে ? আমাদের ব্যাপার সে কিই বা জানতে পারে ?

'দেখুন কাউন্সিলার, সকলেই যদি আপনার মত একনিষ্ঠ হত তাহলে একথা আপনি বলতে পারতেন। কিন্তু এই লোকটির পিছনে রয়েছে পুঁজিবাদীদের কোটি কোটি ডলার। আপনি কি মনে করেন আমাদের "আস্তানা"গুলোর মধ্যে এমন কোন দুর্বল লোক নেই যাকে ডলার দিয়ে কেনা যায় ? সেই সব গোপন খবর ফাঁস করে দেবে—হয় তো এর মধ্যে ফাঁস করে দিয়েছে। প্রতিকারের একটিমাত্র পথই আছে।'

'কোনদিন সে এই উপত্যকা ছেড়ে যেতে পারবে না,' বল্ডুইন বলে উঠল।

ম্যাকমুর্ডো মাথা নাড়ল।

বলল, 'ঠিক বলেছ ভাই বল্ডুইন। আমাদের দুজনের মধ্যে অনেক মতানৈক্য আছে, কিন্তু আজ রাতে তুমি ঠিক কথাটি বলেছ।'

'তাহলে সে কোথায় আছে ? তাকে আমরা চিনব কেমন করে ?'

ম্যাকমুর্ডো সাগ্রহে বলল, 'পূজাপাদ প্রভু, আমি আপনাকে বলতে চাই, "আস্তানা"র এই প্রকাশ্য সভায় এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা ঠিক নয়। ঈশ্বর না করুন, এখানে যদি আমি কারও উপর সন্দেহের কথা বলি, আর সে লোকটা যদি ঘুণাক্ষরেও সেকথা জানতে পারে, তাহলে তাকে

কজা করার আর কোন সুযোগই থাকবে না। তাই "আস্তানা"র কাছে আমার আবেদন, সভাপতি মশাই আপনি নিজে, ভাই বল্ডুইন ও অপর পাঁচজনকে নিয়ে একটি ট্রাস্টি কমিটি গঠন করা হোক। তাহলেই আমি যা জানি এবং যা আমি করণীয় বলে মনে করি সে সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারি।'

এ প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হল এবং কমিটিও মনোনীত হল। সভাপতি ও বল্ডুইন ছাড়া কমিটিতে থাকল শকুন-মুখো সেক্রেটারি হ্যারয়্যাওয়ে, পাশবিক যুবক খুনী বাঘা করম্যাক, খাজাঞ্চি কার্টার এবং নির্ভিক ও বেপরোয়া উইলাবি ভ্রাতৃদ্বয়।

"আস্তানা"র স্বাভাবিক হৈ-হুল্লোড় খুব সংক্ষেপে ও ঢিলেঢালাভাবে শেষ হল। সকলেরই মনের উপর একটা মেঘ নেমে এসেছে। অনেকেই এই প্রথম বুঝতে পারল, যে শান্ত আকাশের নীচে তারা এতকাল বাস করে এসেছে, সেখানে এবার বিচার নেমে আসছে প্রতিশোধের মেঘ হয়ে। যে সন্ত্রাসকে তারা এতকাল অপরের মধ্যে ছড়িয়ে এসেছে সেটা তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে পাল্টা আঘাতের কথা তারা কোনদিনই ভাবে নি। তাই সে আঘাত এখন একেবারে মাথার উপরে উদ্যত হওয়ায় তারা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে। সকাল সকাল জমায়েত ভেঙে দিয়ে তারা চলে গেল। সভা করতে সেখানে রয়ে গেল শুধু নেতারা।

সাতটি মানুষ যার যার আসনে স্তব্ধ হয়ে বসল। অন্য সকলে চলে গেলে ম্যাকগিন্টি বলল, 'এবার ম্যাকমুর্ডো।'

ম্যাকমুর্ডো কথা বলল, 'এইমাত্র বলেছি যে বার্ডি এডোয়ার্ডসকে আমি চিনি। বলাই বাহুল্য যে ঐ নামে সে এখানে চলাফেরা করে না। সে যে সাহসী সেটা নিঃসন্দেহ, কিন্তু সে পাগল নয়। এখানে তার পরিচয় স্টিভ উইলসন নামে, থাকে "হবসন'স প্যাচ"-এ।'

'তুমি কেমন করে জানলে?'

'যেহেতু তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তখন একথা মনে হয় নি, বা এ চিঠিটা না পেলে এখনও মনে হত না; কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত যে এই সে লোক। বুধবারে যখন কাজে গিয়েছিলাম তখন গাড়িতে তার সঙ্গে দেখা হয়। সে জানায়, সে একজন সাংবাদিক। তখন আমি সেকথা বিশ্বাস করেছিলাম। "নিউ ইয়র্ক প্রেস"-এর জন্য সে স্কাউরারদের সম্পর্কে এবং তথাকথিত আক্রমণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইল। তার কাগজের জন্য সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সে আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল। বুঝতেই পারছেন, আমি কিছুই বলি নি। সে বলল, "এজন্য টাকা দেব এবং ভাল টাকা।" তাকে খুশি করবার জন্য আমি অনেক কিছু বললাম, আর সে আমার হাতে একটা কুড়ি ডলারের বিল তুলে দিল। তারপর বলল, "আমি যা চাই

তা জানাতে পারলে এর দশগুণ পাবে।"

'তুমি তাকে কি বলেছ?'

'আজে-বাজে যা মনে এসেছে।'

'সে যে সংবাদপত্রের লোক নয় তা বুঝলে কেমন করে?'

'বলছি। সে "হবসন'স প্যাচ"-এ নেমে গেল। আমিও নামলাম। ঘটনাক্রমে টেলিগ্রাফ বুরো থেকে সে বেরিয়ে গেল, আর আমিও ঢুকলাম।

"সে চলে গেলে অপারেটর বলল, "দেখুন, দেখুন, আমার তো মনে হয় এর জন্য দ্বিগুণ মাশুল নেওয়া উচিত।" আমি বললাম, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। লোকটি এমনভাবে ফর্মটা পূরণ করেছে যে আমাদের মনে হল সেগুলো চীনা ভাষাও হতে পারে। কেরাণীটি বলল, "প্রত্যেকদিনই সে এই-রকম একখানা করে কাগজ ছাড়ে।" আমি বললাম, "ঠিক, এটা তার সংবাদপত্রের জন্য পাঠানো বিশেষ খবর; পাছে অন্য কেউ খবরটা মেরে দেয় তাই সে খুব সতর্কতার সঙ্গে পাঠায়।" তখন অপারেটারের এই কথাই মনে হয়েছিল এবং আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন আমি অন্য কথা ভাবছি।'

ম্যাকগিন্টি বলল, 'ঈশ্বরের দিব্যি, আমারও মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু এব্যাপারে আমাদের কি করা উচিত বলে তুমি মনে কর?'

একজন বলে উঠল, 'এখনই গিয়ে তাকে সাবাড় করে দেই না কেন?'

'ঠিক, যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'কোথায় তাকে পাওয়া যাবে জানতে পারলে এই-মুহূর্তেই আমি রওনা হতে চাই। সে "হবসন'স প্যাচ"-এ থাকে কিন্তু বাড়িটা আমি চিনি না। অবশ্য আপনারা যদি আমার পরামর্শ শোনেন, তাহলে আমার মাথায় একটা ফন্দি আছে।'

'বেশ তো, বলে ফেল।'

'কাল সকালে আমি "প্যাচ"-এ যাব। অপারেটারের সাহায্যে তাকে খুঁজে নেব। মনে হয়, সে তার হদিস দিতে পারবে। তারপর তাকে বলব যে আমি নিজেও একজন ফ্রীম্যান। টাকা নিয়ে "আস্তানা"র সব খবর তাকে বলে দিতে চাইব। আমি নিশ্চিত, তাতেই সে কাত্ হবে। তাকে বলব, কাগজপত্র সব আমার বাড়িতে আছে, কিন্তু লোকজন থাকতে তাকে নিয়ে সেখানে গেলে আমার জীবন বিপন্ন হবে। কাজেই সে যেন রাত দশটায় আমার কাছে যায়, তখনই সব কিছু দেখতে পাবে। এর পরে সে নির্ঘাৎ আসবে।'

'তারপর?'

'তার পরের ব্যবস্থা আপনারা করবেন। বিধবা ম্যাকনামারার বাড়িটা নির্জন। সে ইস্পাতের মত সৎ, আর একটা থামের মত নির্বাক। বাড়িতে

থাকি শুধু স্ক্যানলান ও আমি। সে যদি আমার কথা মত কাজ করতে রাজি হয়—সেকথা আপনাদের আমি আগেই জানিয়ে দেব—তাহলে ন'টার মধ্যেই আপনারা সাতজনই সেখানে হাজির থাকবেন। নিশ্চয় সে ফাঁদে পা দেবে। তারপরেও যদি সে জীবন নিয়ে ফিরে যায়—তাহলে বার্ডি এডোয়ার্ডসের ভাগ্যের কথা সে জীবনভোর বলে বেড়াতে পারবে।'

ম্যাকগিন্টি বলল, 'পিংকারটনদের দলে একটা সদস্যপদ শূন্য হবে, নইলে সবই ভুল। তাহলে ওই কথাই রইল ম্যাকমুর্ডো। কাল ন'টায় আমরা তোমার ওখানে যাচ্ছি। তুমি তার পিছনে একবার দরজাটা বন্ধ করে দিও, আর বাকিটা ছেড়ে দিও আমাদের হাতে।'



৭: বার্ডি এডোওয়ার্ডসের ফাঁদ

ম্যাকমুর্ডো ঠিকই বলেছিল, যে বাড়িটায় সে থাকে সেটা খুবই নির্জন এবং যে কাজের মতলব তারা এঁটেছে তার পক্ষে খুব উপযোগী : বাড়িটা শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা ভিতরে অবস্থিত। অন্য কারও বেলায় ষড়যন্ত্রকারীরা সোজা লোকটাকে ডেকে এনে পিস্তলের গুলিগুলো তার শরীরে ঝেড়ে দিত ; এমন তারা অনেকবার করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে লোকটা কতদূর কি জেনেছে, কেমন করে জেনেছে এবং নিয়োগকর্তাদেরই বা কতটা জানিয়েছে, এসব কথাই তার কাছ থেকে বের করা একান্ত দরকার। এমন তো হতেই পারে যে ইতিমধ্যেই দেরি হয়ে গেছে এবং কাজ যা করবার তাও করা হয়ে গেছে। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে তো লোকটার উপরে শুধু প্রতিশোধ নেওয়াই হবে। কিন্তু তারা আশা করছে যে গোয়েন্দাপ্রবর এখনও গুরুতর কিছু জানতে পারে নি ; কারণ তা না হলে ম্যাকমুর্ডো তাকে যৎসামান্য বাজে খবর যা সরবরাহ করেছে সেগুলো লিখে পাঠাবার ঝামেলা সে পোয়াত না। যাই হোক, এসবই তার মুখ থেকে জানা দরকার। একবার কব্জা করতে পারলে যেমন করে হোক তার মুখ খোলাতেই হবে। অনিচ্ছুক সাক্ষীকে নিয়ে এই তারা প্রথম নাড়াচাড়া করছে না।

কথামতই ম্যাকমুর্ডো "হবসন'স প্যাচ"-এ গেল। সেদিন সকালে পুলিশ তার উপরে কড়া নজর রাখল এবং ক্যাপ্টেন মারভিন—যার সঙ্গে শিকাগোতে তার পূর্ব পরিচয় ছিল—ডিপোতে অপেক্ষা করার সময় তাকে ডেকেওছিল। সে কোন কথা না বলে চলে এসেছে। কাজ সেরে বিকেলে ফিরে এসে ইউনিয়ন হাউসে ম্যাকগিন্টির সঙ্গে দেখা করল।

বলল, 'সে আসছে।'

'খুব ভাল', ম্যাকগিন্টি বলল। দৈত্যটির পরনে শার্টস্লিভ, মস্ত বড় ওয়েস্টকোটের ফাঁক দিয়ে চেন ও সিলগুলো ঝকঝক করছে, এবং দাড়ির ফাঁক

দিয়ে একটা হীরে ঝিকমিক করছে। পানশালা চালিয়ে ও রাজনীতি করে কর্তা বেশ ধনী ও শক্তিমান হয়ে উঠেছে। ফলে গত রাতে তার চোখের সামনে কারাগার বা ফাঁসির দড়ির যে ছবি ফুটে উঠেছে সেটা আরও ভয়ংকর মনে হচ্ছে।

উদ্বেগের সঙ্গে সে বলল, 'তোমার কি মনে হয় সে অনেক কিছু জেনেছে?'

ম্যাকমুর্ডো গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'বেশ কিছুদিন হল সে এখানে এসেছে—অন্তত ছ' সপ্তাহ হল। আমার তো মনে হয় শুধু হালচাল বুঝতেই সে এখানে আসে নি। রেলরোড-এর টাকার জোরে এতদিন ধরে যদি সে আমাদের মধ্যে থেকে কাজ চালিয়ে থাকে, তাহলে তো আমার মনে হয় সে ভাল ফসলই কেটেছে এবং সেগুলো পাঠিয়েও দিয়েছে।'

ম্যাকগিণ্টি চীৎকার করে উঠল, 'না, "আস্তানা"য় একটিও দুবল লোক নেই। প্রত্যেকেই ইস্পাতের মত কঠিন। তবে হ্যাঁ, ঈশ্বর জানেন ঐ ঘৃণিত জীব মরিস আছে। তাকে কেমন মনে কর? কেউ যদি আমাদের ফাঁসিয়ে থাকে তবে সে ঐ লোকটা। ভাবছি সন্ধ্যার আগেই কয়েকটা বাচ্চুকে পাঠাব যাতে ঠেঙিয়ে তার কাছ থেকে কোন কথা আদায় করতে পারে।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'তাতে অবশ্য ক্ষতি কিছু নেই। অস্বীকার করি না যে মরিসকে আমি পছন্দ করি এবং তার কোন রকম ক্ষতি হলে আমি দুঃখিত হব। "আস্তানা"র ব্যাপার নিয়ে দু'একবার সে আমার সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছে। আপনার বা আমার মত করে সে হয় তো ব্যাপারগুলোকে দেখে না, তবু তাকে মুখ-পাতলা লোক বলে মনে হয় না। সে যাই হোক, আপনাদের কথার মধ্যে আমি থাকতে চাই না।'

ম্যাকগিণ্টি দিব্যি গেলে বলে উঠল, 'বুড়ো শয়তানকে আমি ঢিট্ করবই। গত এক বছর ধরে আমি তার উপর নজর রেখেছি।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'দেখুন এ ব্যাপারে আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। কিন্তু যাই করুন আগামীকাল করবেন, কারণ এই পিংকারটন-ঝামেলাটা না মেটা পর্যন্ত আমাদের চুপচাপ থাকতে হবে। অন্তত আজকের দিনটা আমরা পুলিশের মৌ-চাকে ঢিল ছুঁড়তে পারি না।'

ম্যাকগিণ্টি বলল, 'ঠিক কথাই বলেছ। তাছাড়া তার হৃদপিণ্ডটা উপড়ে নেবার আগে বার্ডি এডোয়ার্ডসের কাছ থেকেও জেনে নিতে পারব সব খবরা-খবর সে কার কাছ থেকে পেয়েছে। সে কি আমাদের ফাঁদের গন্ধ পেয়েছে?'

ম্যাকমুর্ডো হেসে উঠল।

বলল, 'মোক্ষম জায়গায় তাকে ধরেছি বলেই তো মনে হয়। স্কাউরারদের খোঁজ পেলে সে তাদের আড্ডায় যেতেও রাজি। আমি তার টাকা নিয়েছি—' ম্যাকমুর্ডো দাঁত বের করে একতাড়া ডলার-নোট বের করল—'আর কাগজপত্র

দেখাবার পরে আরও পাবে।'

'কোন্ কাগজপত্র?'

'আরে কাগজপত্র কিছুই নেই। আমি তাকে ধাপ্পা দিয়ে গঠনতন্ত্র, নিয়মাবলী ও সদস্য-কর্মের কথা বলেছি। যাবার আগে সে সব কিছু জেনে নিতে চায়।'

ম্যাকগিণ্টি কঠিনকণ্ঠে বলল, 'তাহলে সে ঠিকই সেখানে যাবে। কাগজপত্র সব তাকে সেখানে পৌঁছে দিলে না কেন, একথা জিজ্ঞাসা করে নি?'

'বলেন কি? আমি একটি সন্দেহজনক লোক না? সব কাগজপত্র কি আমি সঙ্গে নিয়ে বেড়াব? আজই ক্যাপ্টেন মারভিন ডিপোতে আমার সঙ্গে কথা বলে নি?

ম্যাকগিণ্টি বলল, 'ঠিক, সেকথাও শুনেছি। মনে হচ্ছে এ কাজের ভারি দিকটা তোমার ঘাড়েই চাপবে। তাকে মেরে একটা পুরনো খাদের নীচে অনায়াসেই ফেলে দিতে পারি। কিন্তু যাই করি না কেন, "হবসন'স প্যাচ"-এ যে লোকটা থাকে তাকে তো এড়িয়ে যেতে পারব না, আর তুমিও আজ সেখানেই থাকবে।'

ম্যাকমুর্ডো কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

বলল, 'কাজটা ঠিক মত করতে পারলে তারা কিছুতেই খুন প্রমাণ করতে পারবে না। অন্ধকারে সে যখন বাড়িতে ঢুকবে কেউ তাকে দেখতে পাবে না, আর ফিরে যেতেও কেউ দেখবে না। দেখুন কাউন্সিলার, আমার ফন্দিটা আপনাকে বলছি, সেইভাবে আপনারা সব ব্যবস্থা করবেন। আপনারা সময় মত হাজির হবেন। ঠিক আছে। সে দশটায় আসবে। তিনবার টোকা দেবে আর আমি তাকে দরজা খুলে দেব। তারপর তার পিছনে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেব। বাস, সে তখন আমাদের হাতের মধ্যে।'

'এ তো বেশ সহজ, সরল।'

'তাই। কিন্তু তার পরের কথাটাই ভাববার। সে বড় কঠিন ঠাঁই। সব সময় সশস্ত্র হয়ে চলে। আমি তাকে ধোঁকা দিলেও সে বেশ তৈরি হয়েই আসবে। ভেবে দেখুন, ঘরে ঢুকেই সে সাতটি লোককে দেখতে পাবে, অথচ সে আশা করবে মাত্র আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে সে গুলি চালাবে এবং কেউ না কেউ আহত হবে।'

'তা হতে পারে।'

'আর সেই গোলমাল শুনে শহরের সব পুলিশ এসে হাজির হবে।'

'মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলেছ।'

'আমি কিন্তু এইভাবে কাজটা করতে চাই। আপনারা সকলে বড় ঘরটায় থাকবেন—যে ঘরে বসে আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। আমি তাকে দরজা খুলে দেব, দরজার পাশের ঘরে তাকে বসিয়ে কাগজপত্র আনতে

চলে যাব। সেই সুযোগে পরিস্থিতিটা আপনাদের জানিয়ে দেব। তারপর কিছু নকল কাগজপত্র নিয়ে তাকে দেব। সে যখন কাগজগুলো পড়তে থাকবে তখন আমি লাফ দিয়ে পড়ে তার হাত চেপে ধরব যাতে সে পিস্তল বের করতে না পারে। তখন আমার ডাক শুনে আপনারা দ্রুত সে ঘরে ঢুকবেন। আপনারা যত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন ততই ভাল, কারণ সেও আমার মতই জোয়ান লোক এবং আমাকেও বেকায়দায় ফেলতে পারে। তবে যেমন করে পারি আপনারা আসা পর্যন্ত তাকে ধরে রাখবই।'

ম্যাকগিণ্টি বলল, 'ফন্দিটা খুব ভাল। "আস্তানা" এজন্য তোমার কাছে ঋণী থাকবে। মনে হচ্ছে, আমি যখন সভাপতির পদ ছেড়ে যাব তখন আমার জায়গায় কে আসবে তার নামটা আমি বলে যেতে পারব।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'নিশ্চয় কাউন্সিলার, আমি তো একজন নতুন সদস্য মাত্র।' কিন্তু এই মহাপুরুষটির প্রশংসা-বাণীর বিষয়ে সে আসলে কি ভাবল সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল।

বাড়ি ফিরে আসন্ন সংকট-সন্ধ্যার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রথমেই তার "স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন" রিভলবারটাকে পরিষ্কার করল, তেল দিল এবং তাতে গুলি ভরল। তারপর যে ঘরে গোয়েন্দাটিকে ফাঁদে ফেলা হবে সেটাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল। ঘরটা বেশ বড়। মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল। এককোণে একটা স্টোভ। অপর দুটি দিকেই জানালা আছে। জানালায় কোন খড়খড়ি নেই—শুধু হাল্কা পর্দা ঝোলানো। সবকিছু মনোযোগ সহকারে দেখল। এরকম একটা গোপনীয় কাজের পক্ষে ঘরটা যে বড়ই খোলামেলা এটা সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারল। তবে ঘরটা রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে হওয়ায় তাতে কিছু যায়-আসে না। সবশেষে, সহ-বাসিন্দার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল। স্ক্যানলান নিজে স্কাউরার হলেও ছোটখাটো নিরুপদ্রব মানুষটি এতই দুর্বল প্রকৃতির যে কখনও সহকর্মীদের মতামতের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। বরং মাঝে মাঝে যেসব খুনোখুনির কাজে তাকে বাধ্য হয়ে যোগ দিতে হয় সেগুলিকে সে অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখে। ম্যাকমুর্ডো অল্প কথায় তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

'মাইক স্ক্যানলান, আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আজ রাতের মত ছুটি নিয়ে এ ব্যাপারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতাম। সকালের আগেই এখানে খুন-খারাপি শুরু হবে।'

স্ক্যানলান বলল, 'ঠিকই বলেছ। ইচ্ছার অভাব নয়, আমার মনের জোরেরই অভাব। ঐ কয়লাখনির ম্যানেজার ডানকে যখন খুন হতে দেখেছিলাম তখন সে দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারি নি। তোমার বা ম্যাকগিণ্টির মত আমি এসব কাজের উপযুক্ত নই। "আস্তানা" যদি খারাপ

ভাবে না নেয়, তাহলে তোমার পরামর্শ মতই আমি চলব এবং আজ রাতের মত এখান থেকে চলে যাব।'

ব্যবস্থা মতই সকলে এসে হাজির হল। বাইরে থেকে দেখতে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ, কিন্তু তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যায় ঐ সব নির্মম মুখ আর অনুতাপহীন চোখে যা লেখা আছে তাতে বার্ডি এডোয়ার্ডসের জীবনের কোন আশাই নেই! ঘরে এমন একটি লোকও নেই যার হাতে এর আগে ডজনখানেক করে রক্তে লাল হয়নি। কসাই যেমন নির্মম চিত্তে ছাগল জবাই করে এরাও তেমনি নির্মমভাবে মানুষ খুন করে। কি চেহারায় আর কি পাপকর্মে এদের মধ্যে সেরা হল দুর্ধর্ষ কর্তা স্বয়ং। সেক্রেটারি হ্যারয়্যাওয়ে ঢ্যাঙা নিষ্ঠুর লোক, লম্বা অস্থিসার গলা আর ঢলঢলে হাত-পা—সংঘের টাকা পয়সার ব্যাপারে সব রকম দুর্নীতির ঊর্ধ্বে, কিন্তু তার বাইরে কোন রকম ন্যায় বা নীতির ধার ধারে না। খাজাঞ্চি কার্টার মাঝবয়েসী লোক, কিছুটা উদাসীন ও বিরক্ত মুখ, আর হলদে কাগজের মত চামড়া। লোকটি দক্ষ সংগঠক, আর প্রতিটি আক্রমণের প্রায় সব খুঁটি-নাটি ব্যবস্থাই তার ষড়যন্ত্রকারী মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত। উইলাবি ভাই দুটি আসল কাজের লোক, অল্প বয়স, সংকল্পে দৃঢ় মুখমণ্ডল। আর তাদের সঙ্গী বাঘা করম্যাকের যেমন ভারী কালো চেহারা, তেমনি তার হিংস্র প্রকৃতির জন্য সহকর্মীরা পর্যন্ত তাকে ভয় করে চলে; সেদিন রাতে পিংকারটন গোয়েন্দাকে হত্যা করবার জন্য এই লোকগুলো ম্যাকমুর্ডোর ঘরে জমায়েত হল।

ম্যাকমুর্ডো টেবিলে হুইস্কি সাজিয়ে দিল. কাজে হাত দেবার আগে সকলেই তাড়াতাড়ি চাঙ্গা হয়ে নিল। বল্ডুইন ও করম্যাক প্রায় আধা মাতাল হয়ে পড়ল; মদের ঝোঁকে ভিতরকার হিংস্রতা যেন ফুটে বেরুতে লাগল। বসন্ত কালের রাত এখনও বেশ ঠাণ্ডা; করম্যাক জ্বলন্ত স্টোভের উপর হাত দুটো রাখল।

দিব্যি গেলে সে বলে উঠল, 'এতেই হবে।'

তার অর্থ বুঝতে পেরে বল্ডুইন বলল, 'ওটার সঙ্গে কসে বাঁধতে পারলেই তার মুখ থেকে সব কথা বের করা যাবে।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'কোন চিন্তা নেই, কথা ঠিকই বের করব।' লোকটির মনোবল ইস্পাত-কঠিন। আসন্ন কর্মকাণ্ডের পুরো বোঝাটাই তার ঘাড়ে, অথচ চাল-চলনে কেমন শান্ত, অবিচলিত। সেটা লক্ষ্য করে সকলেই তার প্রশংসা করতে লাগল।

তার কথায় সায় দিয়ে কর্তা বলল, 'তুমিই তাকে শায়েস্তা করতে পারবে। তুমি যতক্ষণ তার গলা টিপে না ধরছ ততক্ষণ ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে না পারে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে তোমার জানালায় খড়খড়ি নেই।'

ম্যাকমুর্ডো সব ক'টা জানালার কাছে গিয়ে পর্দাগুলো টান-টান করে নামিয়ে দিল।

'এখন নিশ্চয় কেউ কিছু দেখতে পাবে না। সময়ও হয়ে এসেছে।'

সেক্রেটারি বলল, 'হয় তো সে আসবেই না। হয় তো বিপদের আভাষ পেয়ে গেছে।'

ম্যাকমুর্ডো জবাবে বলল, 'ভয় করবেন না সে আসবেই। তাকে দেখতে আপনারা যতখানি ব্যগ্র, সেও এখানে আসতে ততখানি ব্যগ্র। ওই শুনুন।'

সকলেই মোমের পুতুলের মত চুপ হয়ে গেল। কারও কারও হাতের গ্লাস ঠোঁটের কাছেই থেমে গেল। দরজায় সশব্দে তিনটে টোকা পড়ল

'চুপ!'

ম্যাকমুর্ডো সতর্কতার ভঙ্গীতে হাতটা তুলল। সকলেরই চোখে খুশির বিদ্যুৎ খেলে গেল। যার যার হাত পড়ল লুকানো অস্ত্রের উপর।

'যদি বাঁচতে চান, একটি কথা নয়'. নীচু গলায় কথাগুলি বলে—ম্যাকমুর্ডো ঘর থেকে চলে গেল। যাবার আগে দরজাটা ভাল করে টেনে দিয়ে গেল।

কান খাড়া করে খুনীরা অপেক্ষা করতে লাগল। গুণতে লাগল সহকর্মীর প্রতিটি পদক্ষেপের শব্দ। শুনতে পেল, সে বাইরের দরজাটা খুলছে। সম্ভাষণের কয়েকটা কথাও শোনা গেল। তারপর শুনতে পেল ঘরের মধ্যে একটা বিচিত্র পায়ের শব্দ ও একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর। মুহূর্তকাল পরে ভেসে এল সজোরে দরজা বন্ধ করার ও তালায় চাবি ঘোরাবার শব্দ। শিকার ফাঁদে পড়েছে। বাঘা করম্যাক ভয়ংকরভাবে হেসে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে কর্তা ম্যাকগিন্টি তার মস্ত বড় থাবা দিয়ে করম্যাকের মুখ চেপে ধরল।

ফিস ফিস করে বলল, 'চুপ কর, বোকা কোথাকার! তুমিই সব ভেস্তে দেবে দেখছি।'

পাশের ঘরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। তার যেন শেষ নেই। তারপর দরজা খুলে দেখা দিল ম্যাকমুর্ডো একটা আঙুল ঠোঁটের উপর রেখে।

টেবিলের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে সে সকলের দিকে তাকাতে লাগল। তার মুখে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। চাল-চলন দেখে মনে হচ্ছে সে একটা মহৎ কাজ করতে চলেছে। মুখে ফুটে উঠেছে পাথরের দৃঢ়তা। তীব্র উত্তেজনায় চশমার ভিতর দিয়ে চোখ দুটি জ্বলছে। সে হয়ে উঠেছে এক সুস্পষ্ট নায়ক। সকলে গভীর আগ্রহে তার দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু সে একটি কথাও বলছে না। তখনও সেই একই অদ্ভুত দৃষ্টিতে সকলকে একে একে দেখছে।

শেষ পর্যন্ত কর্তা ম্যাকগিন্টিই চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে, সে কি এখানে আছে? বার্ডি এডোয়ার্ডস কি এখানে?'

ম্যাকমুর্ডো ধীরে ধীরে জবাব দিল, "হ্যাঁ, বার্ডি এডোয়ার্ডস এখানেই

আছে। আমিই বার্ডি এডোয়ার্ডস।'

এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথার পরে সারা ঘরে এমন নিবিড় স্তব্ধতা নেমে এল যে মনে হল ঘরটা বুঝি জনশূন্য। স্টোভের উপর বসানো কেটলিটার শব্দ বেড়ে গিয়ে যেন কানে বাজতে লাগল। যে লোকটি তাদের সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে তার দিকে তাকিয়ে সাতটা ফ্যাকাসে মুখ আতংকে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। পরক্ষণেই জানালায় ঝোলানো পর্দাগুলো ছিঁড়ে ফেলে ঝনঝনাৎ শব্দে তার কাঁচ ভেঙে প্রতিটি জানালার ভিতর দিয়ে একটা করে রাইফেলের নল ঝিকমিকিয়ে উঠল। তাই না দেখে কর্তা ম্যাকগিন্টি আহত ভালুকের মত গর্জে উঠে আধ-খোলা দরজার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেখানেও তার মোকাবিলা করল একটা তাক-করা রিভলবার; তার পিছনে ঝিকমিক করছে কোল অ্যাণ্ড আয়রণ পুলিশের ক্যাপ্টেন মারভিনের দুটি তীক্ষ্ণ নীল চোখ। কর্তা কুঁকড়ে পিছিয়ে গিয়ে তার চেয়ারেই বসে পড়ল।

ম্যাকমুর্ডো নামে পরিচিত লোকটি বলে উঠল, 'ওখানেই তুমি নিরাপদ কাউন্সিলার। আর তুমি বল্ড্‌উইন বন্দুকের উপর থেকে হাতটা না তুললে তুমি শুধু ফাঁসিওয়ালাকেই ফাঁকি দিতে পারবে। হাত বের কর, নইলে সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে—ঠিক আছে, ওতেই হবে। চল্লিশটি সশস্ত্র লোক বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে; কাজেই হিসেব করলেই বুঝতে পারবে তোমাদের অবস্থাটা কি। মারভিন, ওদের বন্দুকগুলো নিয়ে নাও।'

এতগুলো বন্দুকের সামনে বাধা দেবার কোন প্রশ্নই দেখা দিল না। সকলকেই নিরস্ত্র করা হল। বিস্মিত, বিচলিত, ভীরুর মত তারা টেবিলের চারধারেই বসে রইল।

যে লোকটি তাদের ফাঁদে ফেলেছে সে বলতে লাগল, 'ছাড়াছাড়ি হবার আগে তোমাদের একটা কথা বলতে চাই। মনে হচ্ছে, আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার আগে তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। ততদিন পর্যন্ত ভাল করে ভেবে দেখবার জন্য তোমাদের কিছু বলব। এবার তো বুঝতে পেরেছ আমি কে। তাই এখন সব কথাই খুলে বলতে পারি। আমিই পিংকারটন দলের বার্ডি এডোয়ার্ডস। তোমাদের দলটাকে ভাঙবার জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়। খুবই বিপজ্জনক এক শক্ত খেলায় আমি নেমেছিলাম। আমার নিয়োগকর্তারা এবং এই ক্যাপ্টেন মারভিন ছাড়া আর একটি প্রাণীও, এমন কি আমার নিকটতম ও প্রিয়তম জনরাও জানত না যে আমি এ খেলায় নেমেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আজ খেলা শেষ হয়েছে এবং আমিই জিতেছি।'

সাতটি বিবর্ণ কঠিন মুখ তার দিকে তাকাল। তাদের চোখে ফুটে উঠল অনপসরণীয় ঘৃণা। সে নির্মম ভীতির অর্থ সে বুঝতে পারল।

'তোমরা হয় তো মনে করছ, খেলা এখনও শেষ হয় নি। দেখ, সে ঝুঁকি

আমি নিচ্ছি। তোমাদের মধ্যে অনেকেরই আর কিছু করার থাকবে না। তোমরা ছাড়া আরও ষাট জনও আজ রাতেই জেলের ঘর দেখতে পাবে। আজ বলছি, একাজ হাতে নেবার সময় আমি ভাবতে পারি নি যে তোমাদের মত এরকম একটা সমিতি কোথাও থাকতে পারে। আমি ভেবেছিলাম, এ-সবই খবরের কাগজের রটনা, আর আমি সেটাই প্রমাণ করে দেব। তারাই আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে আমাকে "ফ্রীম্যান"দের মোকাবিলা করতে হবে। তাই আমি শিকাগো চলে যাই এবং "ফ্রীম্যান" সমিতির সভ্য হই। তখন আমি আরও নিশ্চিন্ত হলাম যে এসবই কাগজের রটনা, কারণ শিকাগোর সমিতিতে আমি খারাপ কিছুর বদলে বরং অনেক কিছু ভালই দেখলাম। যাই হোক, আমার কাজ তো শেষ করতে হবেই, তাই কয়লা-খনি উপত্যকায় চলে এলাম। এখানে পৌঁছে বুঝতে পারলাম যে আমার ধারণা ভুল এবং এখানকার কাজে অভিনবত্ব কিছু নেই। সব কিছু জানার জন্য এখানে থেকে গেলাম। শিকাগোতে আমি কোনদিন কাউকে খুন করি নি। জীবনে কখনও জাল মুদ্রা বানাই নি। তোমাদের যেগুলো দিতাম সে সবই সাচ্চা। আর তার জন্য আমাকে যে অর্থব্যায় করতে হয়েছে তা সার্থকেই লেগেছে। তোমাদের বিশ্বাস অর্জন করবার জন্যই আমি ছল করে বলেছিলাম যে আইন আমাকে পিছন থেকে তাড়া করছে। আমার সব ব্যবস্থাই বেশ কার্যকরী হয়েছিল।

"এইভাবে তোমাদের নারকীয় "আস্তানা"য় ঢুকে পড়লাম এবং তোমাদের বৈঠকে যোগ দিতে লাগলাম। কেউ কেউ বলতে পারে যে, আমিও তোমাদের মতই খারাপ লোক। তোমাদের যখন বাগাতে পেরেছি তখন যার যা খুশি বলুক। কিন্তু আসল সত্যটা কি? যেদিন আমি তোমাদের দলে ভিড়লাম সেইদিনই তোমরা বৃদ্ধ স্টাঙ্গারকে পিটলে। সময়ের অভাবে আমি তাকে সতর্ক করে দিতে পারি নি, কিন্তু বল্ডুইন, তুমি যখন তাকে মেরেই ফেলতে তখন আমিই তোমাকে ঠেকিয়েছিলাম। তোমাদের মধ্যে আমার আসনকে অটুট রাখবার জন্য যেসব কাজের প্রস্তাব আমি করেছি তা এই ভেবেই করেছি যে সে কাজগুলো আমি ঠেকাতে পারব। ডান এবং মেঞ্জিসকে বাঁচাতে পারি নি, কারণ তখনও পর্যন্ত আমি বিশেষ কিছুই জানতাম না; কিন্তু তার খুনীদের যাতে ফাঁসি হয় সে ব্যবস্থা আমি করব। চেস্টার উইলকক্সকে আমিই সতর্ক করে দিয়েছিলাম, ফলে আমি যখন তার বাড়িটা উড়িয়ে দেই তখন সে লোকজন নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। হয় তো আরও অনেক অপরাধই আমি ঠেকাতে পারি নি, কিন্তু তোমরা যদি পিছনে তাকিয়ে একটু ভেবে দেখ, কতবার তোমাদের শিকার নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে অন্য পথে বাড়ি ফিরেছে, অথবা তোমরা যখন তার খোঁজে গিয়েছ সে তখন শহরে পাড়ি দিয়েছে, অথবা যখন তোমরা তাকে বাইরে ধরবে বলে আশা করেছ তখন সে বাড়ির মধ্যেই থেকে গেছে, তাহলেই আমার কাজের কিছু কিছু নিশানা

পাবে।'

দাঁতে দাঁত চেপে ম্যাকগিন্টি হিস্-হিস্ করে বলল, 'পাজি বিশ্বাসঘাতক!'

'আরে জন ম্যাকগিণ্টি, আমাকে গালাগালি দিলে যদি তোমার যন্ত্রণা কমে তো দাও। তুমি আর তোমার সাকরেদরা এ অঞ্চলের মানুষ ও ঈশ্বরের শত্রু। যেসব অসহায় নরনারীকে তোমরা হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছিলে তাদের হয়ে একজন কাউকে তোমাদের সামনে আসতেই হত। মাত্র একটি পথেই সেকাজ করা যেত, আর তাই আমি করেছি। তুমি আমাকে "বিশ্বাসঘাতক" বলছ, কিন্তু আমার ধারণা হাজার হাজার মানুষ আমাকে বলছে "পরিত্রাতা" যে তাদের রক্ষা করতে নরকে পর্যন্ত গিয়েছিল। তিন তিনটে মাস আমাকে এখানে থাকতে হয়েছে। বিনিময়ে যদি ওয়াশিংটনের রাজকোষও আমার হাতে তুলে দেওয়া হয় তবুও দ্বিতীয়বার ওভাবে তিনটে মাস আমি কাটাতে চাই না। প্রতিটি লোক প্রতিটি গোপন খবর যতক্ষণ এই হাতের মুঠোয় না পেয়েছি ততক্ষণ বাধ্য হয়ে আমাকে থাকতে হয়েছে। যদি না জানতে পারতাম যে আপনার গুপ্ত পরিচয় প্রকাশ পেতে চলেছে তাহলে হয়তো আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতাম। কিন্তু শহরে এমন একটা চিঠি পৌঁছে গেল যাতে তোমরা হয় তো সবাই ধরে ফেলতে পারতে। কাজেই তখনই আমাকে কাজে নামতে হল এবং দ্রুত কাজ শেষ করতে হল। তোমাদের কাছে আর কিছু বলার নেই। শুধু বলি, আমার সময় যখন আসবে তখন এই উপত্যকার জন্য যা করতে পেরেছি সেকথা ভেবে আমি শান্তিতে মরতে পারব। তারপর, মারভিন, তোমাকে আর আটকে রাখব না। এদের গ্রেপ্তার করে কাজ শেষ কর।

'আর যৎসামান্যই বলার আছে। মিস এটি শ্যাফ্‌টারের ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্য স্ক্যানলানের হাতে একখানি সিল-করা চিঠি দেওয়া হল। সবজান্তা হাসি হেসে ভুরু কুঁচকে স্ক্যানলান চিঠিটা নিল। খুব ভোরে একটি সুন্দরী নারী ও আষ্টেপৃষ্ঠে ঢাকা একটি পুরুষ রেলরোড কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত একটি বিশেষ ট্রেনে চড়ে বসল এবং দ্রুতগতিতে একটানা চলে সেই বিপদের দেশটা পার হয়ে গেল। আতংকের উপত্যকায় এটি ও তার প্রেমিকের সেই শেষ পদক্ষেপ! দশ দিন পরে শিকাগোতে তাদের বিয়ে হয়ে গেল, আর সে বিয়ের সাক্ষী হল বুড়ো জ্যাকব শ্যাফ্‌টার।'

স্কাউরারদের অনুগামীরা যাতে আইন-রক্ষকদের ভীতিপ্রদর্শন করতে না পারে সেজন্য সেখান থেকে অনেক দূরে নিয়ে স্কাউরারদের বিচার করা হল। বৃথাই তারা লড়ল। সারা অঞ্চলটাকে চুষে 'ব্ল্যাকমেল' করে যে অর্থ তারা সঞ্চয় করেছিল, তাদের আইনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য "আস্তানা"র সেই অর্থ জলের মত ব্যয় করা হল। যে লোক তাদের জীবনের, প্রতিষ্ঠানের ও পাপকর্মের প্রতিটি খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল তার শান্ত, স্পষ্ট ও আবেগহীন বিবৃতি অপরাধীদের পক্ষ সমর্থনকারীদের সব রকম অপচেষ্টা সত্ত্বেও অবিচলিত থেকে গেল।

অবশেষে এত বছর পরে তারা ভেঙেচুরে ছড়িয়ে গেল। উপত্যকার বুক থেকে চিরদিনের মত মেঘ উড়ে গেল। ম্যাকগিণ্টির ভাগ্যে জুটল ফাঁসির কাঠ, শেষ মুহূর্তেও তার দাপাদাপি আর হুমকি। তার আটজন প্রধান অনুচরেরও ওই একই দশা হল। পঞ্চাশ জনেরও বেশী পেল নানা সময়কালের কারাদণ্ড। বার্ডি এডোয়ার্ডসের কাজ সমাপ্ত হল।

কিন্তু তবু—সে ঠিকই ভেবেছিল—খেলা সেখানেই শেষ হল না। আরও এক হাত খেলা বাকি ছিল, আরও এক হাত এবং তারপরেও এক হাত। বল্ডুইন ফাঁসির কাঠ থেকে রেহাই পেয়েছিল। উইলাবি ভ্রাতৃদ্বয়ও তাই। দলের আরও কয়েকজন নৃশংস সদস্যও তাই। দশ বছর তারা এ জগতের বাইরে ছিল, তারপর এল সেইদিনটি যেদিন তারা আবার ছাড়া পেল,—এডোয়ার্ডস দলের লোকদের ভাল করেই চিনত, তাই সে বুঝতে পেরেছিল যে সেই দিনটিতেই তার শান্তিপূর্ণ জীবনের অবসান হবে। যা কিছু তারা পবিত্র মনে করে তার নামে তারা শপথ করেছিল, সহকর্মীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তারা ম্যাকমুর্ডোর রক্ত নেবেই। সে প্রতিজ্ঞা রাখতে তারা চেষ্টার ক্রটি করে নি। তার জীবননাশের দুটো চেষ্টা এত অল্পের জন্য ফস্কে গেল যে তৃতীয় চেষ্টায় তারা সফল হতই। এই আশংকায় এডোয়ার্ডস্ শিকাগো ছাড়তে বাধ্য হল। শিকাগো থেকে পালিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে গেল কালিফোর্নিয়ায়। সেখানেই এটি এডোয়ার্ডসের মৃত্যু হলে কিছুদিনের জন্য তার জীবনের আলো আবার নিভে গেল। আরও একবার সে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গেল। তারপরেও সে ডগলাস নাম নিয়ে একটি নির্জন খাদে······কাজে লাগল এবং বার্কার নামক জনৈক ইংরেজ অংশীদারের সহযোগিতায় প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হল। অবশেষে খবর এল শিকারী কুকুরের দল আবার তার পিছু নিয়েছে এবং সেও ঠিক সময়মত ইংলণ্ডে পাড়ি দিল। আর সেখানেই জন ডগলাসের আবির্ভাব ঘটল। দ্বিপক্ষের একটি উপযুক্ত সঙ্গিনীকে বিয়ে করে পাঁচ বছর সাসেক্সের একজন গ্রাম্য ভদ্রলোকের জীবন সে যাপন করল—আর সে জীবন একদিন যে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর মধ্যে পরিণতি লাভ করল সেকথা আমরা আগেই শুনেছি।



উপসংহার

পুলিশ-কোর্টের বিচারে জন ডগলাসের মামলা ঊর্দ্ধতন আদালতে পাঠান হল। দায়রা আদালতে সে আত্মরক্ষার জন্য লোকটিকে মেরেছিল বলে তাকে মুক্তি দেওয়া হল। হোমস তার স্ত্রীকে লিখল, 'যেভাবে পারেন তাকে ইংলণ্ডের বাইরে নিয়ে যান। যাদের হাত থেকে তিনি পালিয়ে এসেছেন তাদের চাইতে অধিক বিপজ্জনক শক্তি এখানে আছে। ইংলণ্ডে আপনার স্বামীর জীবন নিরাপদ নয়।'

দু'মাস পার হয়ে গেল। মামলার কথা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি। এমন সময় একদিন সকালে আমাদের চিঠির বাক্সে একটা রহস্যজনক চিঠি পাওয়া গেল। অদ্ভুত চিঠিটায় লেখা, 'প্রিয় আমার! মিঃ হোমস! প্রিয় আমার!' কোন ঠিকানা নেই, কোন স্বাক্ষরও নেই। চিঠি পড়ে আমি হেসে উঠলাম, কিন্তু হোমসের মুখে অনভ্যস্ত গাম্ভীর্য।

'শয়তানি, ওয়াটসন!' কথা দুটি বলে সে ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ বসে রইল।

সেদিন একটু বেশী রাতে গৃহকর্ত্রী মিসেস হাডসন এসে জানাল, একজন ভদ্রলোক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে চায়, আর ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার পিছন-পিছনেই ঘরে ঢুকল পরিখা-বেষ্টিত জমিদারবাড়ির বন্ধু মিঃ সেসিল বার্কার। তার মুখ অস্থির, হতশ্রী।

সে বলল, 'মিঃ হোমস, আমি খারাপ খবর এনেছি—ভয়ংকর খবর।'

'এই ভয়ই আমি করছিলাম', হোমস বলল।

'আপনি কি কোন তার পেয়েছেন?

'কোন লোকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি।

'বেচারা ডগলাসের চিঠি। ওরা বলছে তার নাম এডোয়ার্ডস। কিন্তু আমার কাছে সে চিরকালই বেনিটো কেনিয়ন-এর জ্যাক ডাগলাসই থাকবে। আপনাকে আগেই বলেছিলাম, তিন সপ্তাহ আগে ওরা "পালমিরা" জাহাজে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার জন্য একসঙ্গে যাত্রা করেছিল।'

'ঠিক।'

'জাহাজটা গতকাল রাতে কেপ টাউন পৌছে। আজই সকালে মিসেস ডগলাসের কাছ থেকে এই তার পেয়েছি:

"সেন্ট হেলেনার অদূরে ঝড়ের সময় জাহাজ থেকে পড়ে জ্যাক মারা গেছে। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা কেউ জানে না—আইভি ডগলাস।"

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'ওঃ, এইভাবে ঘটেছে, তাই না? দেখুন, ব্যাপারটা যে খুব ভালভাবে সাজানো হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আপনি বলতে চান কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটে নি?'

'একেবারেই না।'

'তাকে খুন করা হয়েছে?'

'নিশ্চয়!'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। সেই নারকীয় স্কাউরারদের দল, প্রতিহিংসা-পরায়ণ অভিশপ্ত দুষ্কৃতকারীর দল—'

হোমস বলল, 'না, না মশায়, এর মধ্যে একটা পাকা হাত আছে। নল-কাটা বন্দুক বা ছ'ঘরা রিভলবারের ব্যাপার নয়। ব্রাশের টান দেখলেই চেনা শিল্পীর নাম বলে দেওয়া যায়। মোরিয়ার্টির হাতের কাজ দেখলেই আমি বলে

দিতে পারি। এ অপরাধ ঘটানো হয়েছে লণ্ডন থেকে, আমেরিকা থেকে নয়।'

'কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ?

'কারণ এমন লোক কাজটা করেছে যার অকৃতকার্য হলে চলে না—'

'যেকাজে সে হাত দেবে তাই সফল হবে—এই সত্যের উপরেই সে লোকের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। একটা শক্তিমান মস্তিষ্ক ও একটা প্রকাণ্ড সংগঠনকে একটি মাত্র লোককে নিশ্চিহ্ন করার কাজে লাগান হয়েছে। এ যেন হাতুড়ি দিয়ে সুপুরি ভাঙা—শক্তির এক অবিশ্বাস্য অপচয়—কিন্তু সুপুরিটাকে খুব ভাল-ভাবেই চূর্ণ করা হয়েছে।'

'এ ব্যাপারের মধ্যে সে লোকটি এল কেমন করে ?'

'আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, এ কাজ-কারবারের প্রথম কথাটি আমরা জানতে পেরেছি তারই একজন সহকারীর কাছ থেকে। এই আমেরিকানদের ভাল পরামর্শই দেওয়া হয়েছিল। ইংলণ্ডে একটা কাজ ফতে করবার জন্য অন্য যে কোন বিদেশী অপরাধীর মতই তারা এই মহান অপরাধ-বিশেষজ্ঞকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করে। সেই মুহূর্তেই তাদের শিকারের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রথম সে শিকারকে খুঁজে বের করবার কাজে তার বিধি-ব্যবস্থাগুলোকে কাজে লাগিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তারপর ব্যাপারটা কি-ভাবে পরিচালনা করতে হবে সেই নির্দেশ দেয়। সব শেষে যখন সে খবরের কাগজে তার প্রতিনিধির পরাজয়ের বিবরণ পড়ল, তখনই স্বয়ং আবির্ভাব হয়ে তুলির শেষ টানটি দিল। বার্লস্টোন জমিদার বাড়িতেই এই লোককে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলাম, যে বিপদ আসছে সেটা অতীত বিপদের চাইতেও বড়। সেকথা তো আপনিও শুনেছেন তখন। তখন আমি ঠিক বলি নি ?'

অসহায় ক্রোধে বার্কার হাতের মুঠি দিয়ে কপালে আঘাত করতে লাগল।

'আপনি কি বলতে চান, এই অন্যায় আমাদের সয়ে যেতে হবে ? আপনি কি বলতে চান, এই শয়তানের রাজার সঙ্গে কেউ কোন দিন এঁটে উঠতে পারবে না ?

'না আমি তা বলছি না,' হোমস বলল ; তার চোখ দুটি তখন যেন বহুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ। 'আমি বলছি না যে তাকে পরাস্ত করা যাবে না। কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে—সময় দিতে হবে।'

আরও কয়েক মিনিট আমরা সকলেই নিঃশব্দে বসে রইলাম ; কিন্তু সেই ভয়ংকর দুটি চোখ তখনও যবনিকা ভেদ করার কাজে সমান সচেষ্ট।



শার্লক হোমসের স্মৃতিকথা

সিলভার ব্লেজ
Silver Blaze



একদিন সকালে দুজনে প্রাতরাশে বসেছি এমন সময় হোমস বলে উঠল, 'ওয়াটসন, এবার আমাকে যেতে হবে।'

'যেতে হবে! কোথায়?'

'ডার্টমুরে—কিংস পাইল্যাণ্ডে।'

আমি বিস্মিত হলাম না। আসলে, এই অসাধারণ কেসটি নিয়ে সারা ইংলণ্ড জুড়ে আলোচনার ঢেউ বয়ে গেলেও সে যে ইতিমধ্যেই এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নি সেটাই বিস্ময়কর। থুতনিটাকে বুকের উপর চেপে দুটো ভুরুকে কুঁচকে মিলিয়ে দিয়ে সারাটা দিন সে ঘরময় পায়চারি করেছে; বার বার পাইপে কড়া তামাক ঠেসেছে; আমার কোন প্রশ্ন বা মন্তব্যে কানই দেয় নি। আমাদের সংবাদ-সরবরাহকারী লোকটি প্রতিটি সংবাদপত্রের নতুন নতুন সংস্করণ পাঠিয়েছে, আর সেগুলির উপর একবারমাত্র চোখ বুলিয়েই সে ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিয়েছে। তথাপি, যতই সে চুপ করে থাকুক, কি নিয়ে যে সে মাথা ঘামাচ্ছিল সেটা আমি ভালই জানতাম। তার বিশ্লেষণী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মত একটি সমস্যাই জনসাধারণের সামনে ছিল,—সেটা হল ওয়েসেক্স কাপের প্রিয় ঘোড়ার বিস্ময়কর অন্তর্ধান আর তার ট্রেনারের শোচনীয় মৃত্যু। কাজেই সে যখন হঠাৎ সেই নাটকের ঘটনাস্থলে যাবার ইচ্ছা ঘোষণা করল, তখন সেটাই ছিল আমার কাছে প্রত্যাশিত আর সেটাই আশা করছিলাম।

বললাম, 'তোমার আপত্তি না থাকলে তোমার সঙ্গে যেতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম।'

'প্রিয় ওয়াটসন, সঙ্গী হলে তুমি আমাকে অনুগ্রহই করবে। আমি তো মনে করি, তোমার সময়টা অপব্যয় করা হবে না, কারণ এই কেসটায় এমন সব বিষয় আছে যা একে অদ্বিতীয় করে তুলেছে। তা দেখ, প্যাডিংটন থেকে ট্রেন ধরবার মত সময়টুকুমাত্র আমাদের হাতে আছে, কাজেই যেতে যেতেই এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা হবে। তোমার উৎকৃষ্ট দূরবীণটা যদি সঙ্গে নাও তাহলে অনুগৃহীত হব।'

তারপরের ঘটনা। ঘণ্টাখানেক বা তার কিছু পরে দু'জন এক্সিটারগামী একটি প্রথম শ্রেণীর গাড়ির এক কোণে আসীন হলাম, আর শার্লক হোমস

কানঢাকা টুপিতে তার তীক্ষ্ণ কৌতূহলী মুখটাকে ঢেকে প্যাডিংটন থেকে সংগৃহীত এক বাণ্ডিল সংবাদপত্রের মধ্যে ডুব দিল। যখন রীডিংকে অনেকটা পিছনে ফেলে এসেছি তখন শেষ সংবাদপত্রখানাকেও আসনের নীচে ছুঁড়ে দিয়ে তার সিগার-কেসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বলল, 'বেশ ভালই চলেছি। বর্তমানে আমাদের গতিবেগ ঘণ্টায় সাড়ে তিপ্পান্ন মাইল।'

আমি বললাম, 'সিকি মাইলের থামগুলো তো দেখি নি।'

'আমিও দেখি নি। কিন্তু এ লাইনে টেলিগ্রামের থামগুলো আছে ষাট গজ অন্তর অন্তর; তারপর তো হিসাবটা খুবই সহজ। আশা করি জন স্ট্রেকারের খুন ও "সিলভার ব্লেজ"-এর অন্তর্ধানের বিষয় তুমি ইতিমধ্যেই পড়ে নিয়েছ?

"টেলিগ্রাফ" এবং "ক্রনিক্‌ল্‌"-এ যা বেরিয়েছে তা দেখেছি।'

'এটা এমন একটা কেস যেখানে নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের চাইতে সংগৃহীত তথ্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেই বিচারকের কলা-কৌশলকে ব্যবহার করা উচিত। এই বিয়োগান্ত ঘটনাটি এতই অসাধারণ, এতই সম্পূর্ণ, এবং অনেকের কাছেই এর ব্যক্তিগত গুরুত্ব এত বেশী যে হাজার রকমের অনুমান, আন্দাজ ও কল্পনার চাপে আমরা ভুগছি। তত্ত্বাভিলাষী ও সাংবাদিকদের উচ্ছ্বাস থেকে নির্ভেজাল, অনস্বীকার্য ঘটনার কাঠামোকে পৃথক করে দেখাই আসল অসুবিধা। সেই দৃঢ় ভিত্তির উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তারপর যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সমস্ত রহস্যের মূল কোথায় সেটা নির্ণয় করাই আমাদের কর্তব্য। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়ই ঘোড়ার মালিক কর্নেল রস এবং তদন্তকারী অফিসার ইন্সপেক্টর গ্রেগরির দুটো তার আমি পেয়েছি। দুজনই আমার সহযোগিতা চেয়েছেন।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যা! আর এখন বৃহস্পতিবার সকাল। তুমি গতকাল যাও নি কেন?'

'কারণ আমি একটা ভুল করেছিলাম। ভাই ওয়াটসন, তোমার স্মৃতিকথার ভিতর দিয়ে যারা আমাকে চেনে তারা ছাড়া আর সকলেই জানে যে এরকম ভুল আমার হামেশাই হয়ে থাকে। আসল কথা হল, ইংলণ্ডের সব চাইতে নাম-করা একটা ঘোড়াকে দীর্ঘ দিন লুকিয়ে রাখা সম্ভব, বিশেষ করে উত্তর ডার্টমুরের মত একটি বিরল লোকবসতি অঞ্চলে এটা আমি ভাবতেই পারি নি। গতকাল প্রতিটি ঘণ্টায় আমি আশা করেছি শুনতে পাব যে ঘোড়াটিকে পাওয়া গেছে এবং ঘোড়া যে অপহরণ করেছিল সেই লোকই জন স্ট্রেকারের হত্যাকারী। কিন্তু যখন আর একটা সকাল আসার পরেও দেখলাম যে, যুবক ফিট্‌জ্‌রয় সিম্পসনকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আর কিছুই করা হয় নি, তখনই মনে হল এইবার আমার কাজে নামবার সময় হয়েছে। তবু আমি মনে করি, গতকালটি

বৃথা যায় নি।'

'তাহলে একটা মত তুমি খাড়া করেছ?'

'অন্তত এই কেসের মূল ঘটনাগুলোকে আমি মুঠোর মধ্যে পেয়েছি। সেগুলি আমি তোমার কাছে পর পর বলে যাচ্ছি, কারণ অন্যের কাছে বলতে গেলেই যে কোন কেস বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া, যেখান থেকে আমরা শুরু করছি সেটা না দেখালে তো তোমার সহযোগিতা আমি আশা করতে পারি না।'

কুশনে হেলান দিয়ে বসে আমি চুরুট টানতে লাগলাম, আর সামনে ঝুঁকে পড়ে দীর্ঘ শীর্ণ তর্জনীকে বার বার বাঁ হাতের পাতায় ঠুকে ঠুকে আমাদের এই অভিযানের অন্তরালবর্তী ঘটনাবলীর একটা খসড়া সে আমার সামনে তুলে ধরল।

সে বলতে লাগল, 'সিলভার ব্লেজ' ইসোনমি বংশের ঘোড়া এবং তার বিখ্যাত পূর্বপুরুষের মতই উজ্জ্বল তার সাফল্যের বিবরণ। তার বয়স এখন পাঁচ বছর; প্রতি বছরই তার ভাগ্যবান মালিক কর্ণেল রসকে এনে দিয়েছে ঘোড়-দৌড়ের প্রতিটি পুরস্কার। দুর্ঘটনার আগে পর্যন্ত ওয়েসেক্স কাপের সেটাই পয়লা নম্বরের ঘোড়া, আর বাজি হয়েছিল তিনে এক। আগাগোড়াই সে ছিল রেসুড়েদের খুব প্রিয়। আজ পযন্ত সে তাদের নিরাশ করে নি। তাই তার উপর প্রভূত অর্থ বাজী ধরা হয়েছিল। কাজেই স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, পরবর্তী মঙ্গলবারে পতাকা নামাবার মুহূর্ত পর্যন্ত সিলভার ব্লেজের উপস্থিতিকে আটকানোর ব্যাপারে অনেকেরই প্রচুর স্বার্থ ছিল।

'অবশ্য কর্ণেলের ট্রেনিং-এর আস্তাবল যেখানে অবস্থিত সেই কিংস পাইল্যাণ্ডের লোকেরা ব্যাপারটা ভালই বুঝতে পেরেছিল। তাই প্রিয় ঘোড়াটির পাহারার ব্যাপারে সব রকম সতর্কতাই অবলম্বন করা হয়েছিল। ট্রেনার জন স্ট্রেকার একজন অবসরপ্রাপ্ত জকি। অতিমাত্রায় ভারী হয়ে যাবার আগে সে কর্ণেল রসের ঘোড়া নিয়েই দৌড়ত। কর্ণেলের কাছে সে পাঁচ বছর জকি হিসাবে কাজ করেছে এবং সাত বছর ট্রেনার হিসাবে এবং সব সময়ই একজন সৎ উৎসাহী কর্মী হিসাবে নিজের পরিচয় রেখেছে। আস্তাবলটি ছোট। মোট মাত্র চারটি ঘোড়া থাকে। তাই স্ট্রেকারের অধীনে কাজ করে তিনটে ছেলে। তাদের মধ্যে একজন সারা রাত আস্তাবলে বসে কাটায়, অপর দুজন চিলেকোঠায় ঘুমোয়। তিনজনেরই চরিত্র নিখুঁত। জন স্ট্রেকার বিবাহিত। আস্তাবল থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে একটা ছোট বাড়িতে সে থাকে। ছেলেপুলে নেই, একটি দাসী আছে; ভালভাবেই তার দিন চলে। অঞ্চলটা খুব নির্জন। উত্তরদিকে প্রায় আধ মাইল দূরে ট্যাবিস্টকের জনৈক কণ্ট্রাক্টর কতকগুলি ছোট ছোট বাড়ি তৈরি করেছে। যেসব মানুষ অথর্ব, বা যারা ডার্টমুরের খোলা হাওয়া পেতে চায় এ ধরনের মানুষরা সেখানে থাকতে

পারে। ট্যাবিস্টক আস্তাবল থেকে দু'মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আবার জলা-ভূমিটা পেরিয়ে প্রায় দু'মাইল দূরে আছে কেপল্টনের বড় ট্রেনিং-কেন্দ্রটি। লর্ড ব্যাকওয়াটার তার মালিক, আর সেটি চালায় সাইলাম ব্রাউন। অন্য সব দিকেই জলাভূমিটি সম্পূর্ণ নির্জন। শুধু মাঝে মাঝে কিছু ভ্রাম্যমান জিপসিদের বাস। দুর্ঘটনার দিন গত সোমবার রাতের এই হল সাধারণ পরিবেশ।

'সেদিন সন্ধ্যায় অনুশীলনের ঘোড়াগুলিকে যথারীতি জল খাইয়ে ন'টা নাগাদ আস্তাবলে তালা দেওয়া হয়। দুটি ছেলে হেঁটে ট্রেনারের বাড়ি চলে যায় রাতের খাবার খেতে; পাহারায় থাকে তিন নম্বর ছেলে নেড হাণ্টার। ন'টার কয়েক মিনিট পরে দাসী এডিথ বাক্সটার ছেলেটির রাতের খাবারের জন্য এক ডিস রান্না মাংস আস্তাবলে পৌঁছে দেয়। আস্তাবলেই জলের কল আছে, তাই সে কোন পানীয় নিয়ে যায় না। তাছাড়া, পাহারারত ছেলেটি জল ছাড়া আর কিছু পান করবে না, এটাই নিয়ম। পথটা চলে গেছে জলাভূমির ভিতর দিয়ে, তাই রাতটা অন্ধকার, তাই দাসীর হাতে একটা লণ্ঠন ছিল।

'এডিথ বাক্সটার আস্তাবলের ত্রিশ গজের মধ্যে পৌঁচেছে, এমন সময় অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে একটি লোক তাকে থামতে বলে। লোকটি লণ্ঠনের হলদে আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে দাঁড়ালে, সে দেখতে পেল লোকটির চেহারা ভদ্রলোকের মত, পরনে ধূসর রঙের টুইডের স্যুট, মাথায় কাপড়ের টুপি। তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চামড়ার ঢাকনা, হাতে গুল-বসানো ভারী লাঠি। অবশ্য সব চাইতে বেশী করে যেটা তার চোখে পড়ল সে হল লোকটির অস্বাভাবিক পাণ্ডুর মুখ আর চাল-চলনের স্নায়বিক অস্থিরতা। মনে হল, তার বয়স ত্রিশের নীচে নয়, বরং কিছুটা বেশী।

'সে প্রশ্ন করল, "আমি কোথায় এসেছি বলতে পার? আমি তো প্রায় স্থির করেছিলাম এই জলাভূমিতেই রাতটা কাটাব, এমন সময় তোমার লণ্ঠনের আলো দেখতে পেলাম।"

'দাসী বলল, "কিংস পাইল্যাণ্ড আস্তাবলের কাছে আপনি এসে পৌঁচেছেন।"

"অ্যা, বটে! ভাগ্যের কী খেলা!" লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "আমি জানি আস্তাবলের একটা ছেলে প্রতি রাতে সেখানে একলা ঘুমোয়! তুমি নিশ্চয় তার রাতের খাবার নিয়ে চলেছ। আচ্ছা, একটা নতুন পোশাকের দাম উপার্জন করতে নিশ্চয় তুমি চাও?" ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে একটুকরো ভাঁজ-করা কাগজ সে বের করল। "সেই ছেলেটাকে আজ রাতেই এটা পৌঁছে দেবে; তাহলেই তুমি পাবে একটি সুন্দর ফ্রক।"

'লোকটির বাড়াবাড়ি দেখে সে খুব ভয় পেয়ে ছুটে চলে যায় জানালাটার কাছে। রোজই সে জানালার ভিতর দিয়েই খাবারটা দেয়। জানালাটা খোলাই ছিল। হাণ্টারও ভিতরকার ছোট টেবিলটার পাশে বসেছিল। সবে

ছেলেটার কাছে ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করেছে, এমন সময় আগন্তুক সেখানে হাজির হল।

'জানালার ভিতর দিকে তাকিয়ে সে বলল, "শুভ সন্ধ্যা; তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।" মেয়েটি দিব্যি করে বলেছে যে, তার হাতের মুঠোর ভিতর থেকে বেরিয়ে-আসা একটা ছোট কাগজের প্যাকেটের কোণা সে তখন দেখতে পেয়েছিল।

"এখানে আপনার কি কাজ?" ছেলেটা প্রশ্ন করল।

'লোকটি উত্তর দিল, "এমন কাজ যাতে তোমার পকেটে কিছু আসতে পারে। ওয়েসেক্স কাপের জন্য এখানকার দুটো ঘোড়ার নাম রয়েছে—সিলভার ব্লেজ আর বেয়ার্ড। আমাকে সোজাসুজি টিপসটা দিয়ে দাও; তাতে তোমার লোকসান হবে না। একথা কি ঠিক যে পাঁচ ফার্লং যেতে বেয়ার্ড অন্য ঘোড়াটাকে একশো গজ এগিয়ে যেতে দেবে, আর তার উপরেই বাজী রাখা হয়েছে?"

'ছেলেটি চীৎকার করে বলল, "তাহলে তুমি ঐ সব বেহায়া টাউটদের একজন। কিংস পাইল্যাণ্ডে তাদের আমরা কি হাল করি দেখাচ্ছি।" এক লাফে আস্তাবল পার হয়ে সে কুকুরটার বাঁধন খুলে দিতে ছুটে যায়। মেয়েটি বাড়িতে পালিয়ে যায়। কিন্তু ছুটতে ছুটতে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, আগন্তুক জানালা দিয়ে ঝুঁকে রয়েছে। অবশ্য পরমুহূর্তে হাণ্টার যখন কুকুর নিয়ে বেরিয়ে আসে তখন লোকটি চলে গেছে। ছেলেটা চারদিকে অনেক ছুটোছুটি করেও তার কোনরকম হদিস করতে পারে নি।'

আমি বলে উঠলাম, 'এক মিনিট! কুকুর নিয়ে ছুটে যাবার সময় ছেলেটা কি আস্তাবলের দরজা খোলা রেখে গিয়েছিল?'

আমার সঙ্গী মৃদুস্বরে বলল, 'চমৎকার ওয়াটসন, চমৎকার! এই কথাটার গুরুত্ব আমার মনেও এমনভাবে আঘাত করেছিল যে ব্যাপারটার ফয়সালা করবার জন্য গতকালই ডার্টমুরে একটা বিশেষ তার পাঠিয়েছিলাম। যাবার আগে ছেলেটা দরজায় তালা লাগিয়েই গিয়েছিল। আরও বলি, জানালাটাও একটা লোক ঢুকবার মত বড় নয়।'

'সঙ্গীরা ফিরে না আসা পর্যন্ত হাণ্টার অপেক্ষা করে। তারপর ট্রেনারকে খবর পাঠিয়ে সব কথা জানায়। বিবরণ শুনে স্ট্রেকার খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠে, যদিও এর প্রকৃত অর্থ ঠিক অনুধাবন করতে পারে না। একটা অস্পষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য তাকে পেয়ে বসল। রাত একটায় ঘুম ভেঙে উঠে মিসেস স্ট্রেকার দেখে সে পোশাক পরছে। প্রশ্ন করলে বলে, ঘোড়ার জন্য দুশ্চিন্তায় তার ঘুম হচ্ছে না, তাই একবার আস্তাবলে গিয়ে দেখে আসবে সব ঠিক আছে কি না। জানালার উপর বৃষ্টির ছাঁটের শব্দ শুনতে পেয়ে মিসেস তাকে বাড়িতেই থাকতে বলল, কিন্তু সে অনুরোধে কান না দিয়ে বড় ম্যাকিনটোসটা টেনে

নিয়ে সে বাড়ি থেকে চলে যায়।

'সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙতে মিসেস স্ট্রেকার দেখল, তার স্বামী তখনও ফেরে নি। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দাসীকে ডেকে নিয়ে সে আস্তাবলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। দরজা খোলা; চেয়ারের উপর সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থায় কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে হাণ্টার; প্রিয় ঘোড়ার জায়গাটা শূন্য, তার ট্রেনারেরও কোন চিহ্ন নেই।

'ঘোড়ার সাজ পরানোর ঘরের উপরকার খড়-কাটবার চিলে-কোঠায় যে ছেলে দুটো ঘুমিয়েছিল তাদের তাড়াতাড়ি ডেকে তোলা হল। দুজনেই ঘুম-কাতুরে, তাই রাত্তিরে তারা কিছুই শুনতে পায় নি। হাণ্টারকে নিশ্চয় কোন জোরালো ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল। তার কাছ থেকে মাথামুণ্ডু কিছুই জানা গেল না। অগত্যা তাকে সেইরকমই ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে অপর দুটি ছেলে ও দুটি স্ত্রীলোক পলাতকদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। তখনও তাদের মনে আশা, ট্রেনার হয় তো কোন কারণে খুব সকালেই ঘোড়াটাকে অনুশীলন করাতে বাইরে নিয়ে গেছে। কিন্তু বাড়ির নিকটস্থ যে গোল পাহাড় থেকে আশ-পাশের সবটা জলাভূমিই দেখতে পাওয়া যায় সেটার মাথায় উঠে তারা ঘোড়ার কোন চিহ্ন দেখতে পেলই না, উপরন্তু এমন কিছু তাদের নজরে পড়ল যাতে তাদের খটকা লাগল, হয় তো কোন দুঃখজনক ঘটনার সম্মুখীন হতে তারা চলেছে।

'আস্তাবল থেকে সিকি-মাইল দূরে একটা কাঁটা-ঝোপের উপরে জন স্ট্রেকারের ওভারকোটটা উড়ছে। তার ঠিক পরেই জলাভূমিতে বড় বাটির মত আকৃতির একটা গর্ত ছিল। দেখা গেল, তার তলায় পড়ে রয়েছে হতভাগ্য ট্রেনারের মৃতদেহ। কোন ভারী অস্ত্রের নারকীয় আঘাতে মাথাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। উরুতে একটা আঘাতের চিহ্ন,—অত্যন্ত ধারালো কোন অস্ত্রের দ্বারা লম্বা করে কাটা। অবশ্য দেখেই বোঝা যায়, স্ট্রেকার আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণকারীর সঙ্গে খুবই লড়েছিল। তার ডান হাতের ছোট ছুরিটা হাতল পর্যন্ত জমাট রক্তে মাখানো, আর তার বাঁ হাতের মুঠোয় ধরা ছিল একটা লাল-কালো সিল্কের গল-বন্ধনী। দাসী চিনতে পারল, আগের দিন সকালে যে আগন্তুক আস্তাবলে এসেছিল ওটা তারই গলায় ছিল।

'আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে ওঠার পরে হাণ্টারও নিশ্চিতভাবে গল-বন্ধনীর মালিকানা সম্পর্কে একই কথা বলল। সে সমান নিশ্চয়তার সঙ্গে আরও বলল যে, জানালায় দাঁড়িয়ে থাকার সময়ই সে নিশ্চয় রান্না করা মাংসে ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে আস্তাবলকে প্রহরীশূন্য করে দিয়েছিল।

'দুজনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় নিরুদ্দিষ্ট ঘোড়াটা যে সেখানেই ছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ সেই গর্তের ভিতরকার কাদার উপরেই পাওয়া গেল। কিন্তু সেই সকাল থেকেই ঘোড়াটি উধাও। প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করা

হয়েছে, ডার্টমুরের বেদেরা সকলেই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে, তথাপি কোন হদিস মেলে নি। এদিকে আস্তাবলের ছেলেটার ভুক্তাবশিষ্ট পরীক্ষা করে তাতে প্রচুর পরিমাণে আফিমের গুঁড়ো পাওয়া গেছে, অথচ সে রাতে বাড়ির অন্য সবাই সেই একই খাবার খেলেও তাদের কারও কিছু হয় নি।

'জল্পনা-কল্পনাকে বাদ দিলে এই হল ঘটনার মোটামুটি বিবরণ। এবার বলছি পুলিশ এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কি করেছে তার বিবরণ।

'এই কেসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইন্সপেক্টর গ্রেগরি একজন অতি দক্ষ কর্মচারী। শুধু একটু কল্পনার জোর থাকলে নিজের লাইনে সে অনেক উঁচুতে উঠতে পারত। ঘটনাস্থলে পৌঁছেই সে সেই মানুষটিকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করেছে যার উপর স্বভাবতই সন্দেহটা গিয়ে পড়ে। অবশ্য তাকে খুঁজে পাওয়া কিছু শক্ত নয়, কারণ এতদঞ্চলে সে খুবই পরিচিত।' দেখা যাচ্ছে তার নাম ফিট্জ্রয় সিম্পসন। উচ্চ বংশের সন্তান। ভাল লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু রেস খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে এখন লণ্ডনের স্পোর্টিং ক্লাবগুলোতে হিসাবনবীশের কাজ করে জীবিকানির্বাহ করে। তার নিজস্ব বাজীর হিসাবের বইতে দেখা যায়, পাঁচ হাজার পাউণ্ড সে বাজী রেখেছে ঐ প্রিয় ঘোড়াটার বিরুদ্ধে।

'গ্রেপ্তারের পরে সে স্বেচ্ছায় জবানবন্দী দিয়েছে যে, কিংস পাইল্যাণ্ডের ঘোড়া এবং কেপল্টন আস্তাবলে সাইলাস ব্রাউনের অধীনস্থ দ্বিতীয় প্রিয় ঘোড়া ডেসবরো সম্পর্কে প্রাথমিক খোঁজ-খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সে ডার্টমুর গিয়েছিল। আগের রাতে সে যে পূর্ব-বর্ণনামত কাজ করেছিল তাও সে অস্বীকার করতে চেষ্টা করে নি। তবে সে আরও বলেছে যে তাজা খবর সংগ্রহ করতেই সে গিয়েছিল, কোনরকম অসৎ উদ্দেশ্য তার ছিল না। গলবন্ধনীর কথা বলতেই তার মুখ সাদা হয়ে যায়। নিহত লোকটির হাতের মধ্যে সেটা যে কেমন করে গেল তার কোন ব্যাখ্যাই সে দিতে পারে নি। তার ভিজে জামা-কাপড় থেকেই বোঝা যায়, আগের রাতে সে ঝড়ের মধ্যে বাইরে বেরিয়েছিল, আর তার হাতে যে "পেনাং উকীল" মার্কা শিসে-ভরা লাঠিটা ছিল সেটা ঠিক এমনই একটা অস্ত্র যার উপর্যুপরি আঘাতে তেমন ভয়ংকর ক্ষত হওয়া সম্ভব যার ফলে ট্রেনারের মৃত্যু ঘটেছে!

'অপর পক্ষে, তার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্নই পাওয়া যায় নি, অথচ স্ট্রেকারের ছুরির চেহারা দেখে মনে হয় যে, আক্রমণকারীদের অন্তত একজনের দেহে তার চিহ্ন থাকবেই! ওয়াটসন, সংক্ষেপে এই হল ব্যাপার; এখন তুমি যদি এ ব্যাপারে কোনরূপ আলোকপাত করতে পার তাহলে তোমার কাছে আমি অশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকব।'

হোমস তার স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টতার সঙ্গে যে বিবরণ আমার কাছে তুলে ধরল, খুবই আগ্রহসহকারে তা আমি শুনলাম। অধিকাংশ ঘটনাই আমার

জানা হলেও তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা পারস্পরিক যোগ আমি পূর্বে সঠিক অনুধাবন করতে পারি নি।

আমি বললাম, 'আচ্ছা, এটা কি হতে পারে না যে, স্ট্রেকারের দেহের ছুরির ক্ষতটা তার নিজের ছুরিতেই ঘটেছে? মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে দেহের যে আক্ষেপ শুরু হয় তার ফলে কি এটা সম্ভব নয়?'

হোমস বলল, 'সম্ভবের চাইতেও বেশী, এরকমটা হতেই পারে। সেক্ষেত্রে আসামীর স্বপক্ষের একটি প্রধান যুক্তিই নষ্ট হয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, পুলিশের বক্তব্যটা কি।'

আমার সঙ্গী জবাব দিল, 'আমার তো আশংকা, যাই বলা যাক না কেন তার বিরুদ্ধেই গুরুতর আপত্তি উঠতে পারে। ধরা যাক পুলিশ এই রকমটা অনুমান করছে: এই ফিট্‌জ্‌রয় সিম্পসন আস্তাবলের ছেলেটাকে আফিম খাইয়ে অচৈতন্য করে যেকোন প্রকারে একটা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে আস্তাবলের দরজা খুলে ঘোড়াটাকে বের করে নিয়ে যায়। ঘোড়াটাকে লুকিয়ে ফেলাই যে তার উদ্দেশ্য সেটা তো খুবই স্পষ্ট। ঘোড়ার লাগামটা পাওয়া যায় নি। তাহলে সিম্পসনই সেটা নিয়েছে। তারপর দরজা খোলা রেখে জলাভূমির উপর দিয়ে সে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় হয় ট্রেনারের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়, অথবা সে তাকে ধরে ফেলে। স্বাভাবিকভাবেই একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়। সিম্পসন তার ভারী লাঠির আঘাতে ট্রেনারের মাথা ভেঙে দেয়, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য স্ট্রেকার যে ছোট ছুরিটা ব্যবহার করে তাতে সিম্পসনের কোন আঘাতই লাগে না। তারপর চোর হয় নিজেই ঘোড়াটাকে নিয়ে কোন গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রেখেছে, আর না হয় তো দুজনের ঝগড়ার সময় ঘোড়াটা ছুটে চলে গিয়ে এখনও জলাভূমির পথে বিপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশের কাছে ব্যাপারটা এইরকমই মনে হয়েছে। এটা অবশ্য সম্ভবপর নয়, কিন্তু অন্য সব ব্যাখ্যা তো আরও অসম্ভব। যাহোক, একবার ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারলে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারবই। তার আগে আমরা যেখানে আছি তার চাইতে বেশী দূর যেতে পারব বলে তো আমার মনে হয় না।'

ট্যাবিস্টকের ছোট শহরে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটা ঢালের মধ্য-চিহ্নের মত ডার্টমুরের প্রকাণ্ড বৃত্তের ঠিক মাঝখানে শহরটি অবস্থিত। দুটি ভদ্রলোক স্টেশনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। একজন লম্বা, ফর্সা সিংহের মত চুল আর দাড়ি, গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন হাল্কা নীল রঙের দুটি চোখ; অপরজন ছোটখাট, সদাসতর্ক, খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গায়ে ফ্রক-কোট, পায়ে চামড়ার পদ-বন্ধনী, ছোট করে ছাঁটা গোঁফ, চোখে চশমা। দ্বিতীয় জন বিখ্যাত খেলোয়াড় কর্নেল রস, আর প্রথমজন ইন্সপেক্টর গ্রেগরি, ইংরেজ গোয়েন্দা

বিভাগে দ্রুত নাম করে ফেলেছে।

কর্নেল বলল, 'আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি মিঃ হোমস। যা কিছু করা সম্ভব ইন্সপেক্টর তা করেছেন। কিন্তু আমি চাই, বেচারি স্ট্রেকারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এবং আমার ঘোড়াটিকে খুঁজে বের করতে যেন চেষ্টার কোনরকম ত্রুটি না হয়।'

হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন কিছু ঘটেছে কি?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'দুঃখের সঙ্গে বলছি, আর কিছুই আমরা করতে পারি নি। বাইরে একখানা গাড়ি রেখেছি। দিনের আলো থাকতে থাকতেই আপনি নিশ্চয় ঘটনাস্থলটি দেখতে চান। অতএব যেতে যেতেই বাকি কথা বলা যাবে।'

মিনিট খানেক পরেই আরামদায়ক ল্যাণ্ডোতে চেপে আমরা সকলে ডেভনশায়ার শহরের ভিতর দিয়ে ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে এগিয়ে চললাম। ইন্সপেক্টর গ্রেগরি নিজের কথাই বলে চলল, মুখে মাঝে মাঝেই রকমারি মন্তব্যের ফোয়ারা। হোমস মাঝে-মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন আর বিস্ময়সূচক শব্দ করল মাত্র। কর্নেল রস টুপিটা চোখের উপর নামিয়ে দিয়ে দুই হাত ভেঙে পিছনে হেলান দিয়ে বসে রইল। আর আমি একাগ্র মনে দুই গোয়েন্দার কথা শুনতে লাগলাম। গ্রেগরি তার ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিল। ট্রেনে আসতে আসতে হোমস যা আগেই আমাকে বলেছিল সেই একই কথা।

সে বলতে লাগল, 'ফিট্‌জ্‌রয় সিম্পসনকে ঘিরে জাল বেশ গুটিয়ে আনা হয়েছে। আমার তো বিশ্বাস সেই আসল লোক। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানি যে প্রমাণগুলো শুধুই পরিবেশগত। যে কোন নতুন ঘটনা তাকে উল্টে দিতে পারে।'

'স্ট্রেকারের ছুরির ব্যাপারটা কি?'

'আমরা তো এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে পড়ে গিয়ে সে নিজেই নিজেকে আঘাত করেছে।'

'আসতে আসতে আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনও ঐ কথাই বলছিল। তাহলে তো সেটা সিম্পসনের বিরুদ্ধেই যাবে।'

'সে তো নিঃসন্দেহে। তার কাছে কোন ছুরি নেই। তার দেহে ক্ষতের কোন চিহ্ন নেই। অবশ্য তার বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলার আছে। প্রিয় ঘোড়াটি নিখোঁজ হবার ব্যাপারে তার যথেষ্ট স্বার্থ ছিল; আস্তাবলের ছেলেটাকে সে যে বিষপ্রয়োগ করেছে সে সন্দেহও রয়েছে; সে যে ঝড়ের ভিতর বাইরে ছিল সেটা নিঃসন্দেহ; তার হাতে একটা ভারী লাঠি ছিল; আর তার গল-বন্ধনী পাওয়া গেছে মৃতের হাতের মুঠোয়। আমি তো মনে করি জুরির কাছে যাবার মত যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের আছে।'

হোমস মাথা নাড়ল। বলল, 'যেকোন কুশলী কৌঁসুলি এসব প্রমাণকে

ছিঁড়ে তচ্‌নচ্‌ করে দেবে। ঘোড়াটাকে সে আস্তাবল থেকে বাইরে নিয়ে যাবে কেন? তার ক্ষতি করবার ইচ্ছা থাকলে সেখানেই করল না কেন? তার কাছে কি ডুপ্লিকেট চাবি পাওয়া গেছে? কোন্ কেমিস্ট তার কাছে আফিমের গুঁড়ো বিক্রি করেছে? সব চাইতে বড় কথা, এ অঞ্চলে নবাগত একটি লোক কোথায় লুকিয়ে রাখবে—বিশেষ করে এরকম একটা ঘোড়া? আস্তাবলের ছেলেটাকে দেবার জন্য দাসীকে যে কাগজখানা সে দিতে চেয়েছিল সে সম্পর্কেই বা তার বক্তব্য কি?'

'সে বলছে ওটা দশ-পাউণ্ডের একটা নোট ছিল। তার থলিতে একটা পাওয়াও গেছে। কিন্তু আপনার অন্য অসুবিধাগুলি যতটা দুর্ভেদ্য মনে হচ্ছে ততটা নয়। এ জেলায় সে নবাগত নয়। গ্রীষ্মকালে দু'বার সে ট্যাবিস্টকে থেকেছে। আফিমটা সম্ভবত লণ্ডন থেকে আনা হয়েছিল। চাবিটাকে তো কাজ ফুরুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হল। আর ঘোড়াটা জলাভূমির কোন পুরনো খনিতে বা যে-কোন গর্তের মধ্যে পড়ে থাকতে পারে।

'গল-বন্ধনীটা সম্পর্কে সে কি বলে?

'স্বীকার করেছে ওটা তার, তবে ওটা সে হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এই কেসে একটা নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে যাতে আস্তাবল থেকে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা খোলসা হতে পারে।'

হোমস কান খাড়া করল।

'এমন কতকগুলি চিহ্ন দেখতে পেয়েছি যাতে বোঝা যায়, সোমবার রাতে খুনের জায়গা থেকে মাইল খানেকের মধ্যে একদল বেদে তাঁবু ফেলেছিল। মঙ্গলবারেই তারা চলে যায়। এখন, যদি ধরে নেওয়া যায় যে সিম্পসন আর ঐ বেদেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল, তাহলে কি এটা হতে পারে না যে পিছন থেকে তাড়া খেয়ে সে ঘোড়াটাকে ঐ বেদেদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং সেটা এখনও তাদের কাছেই আছে?'

'নিশ্চয়ই হতে পারে।'

'বেদেদের খোঁজে জলাভূমিটা তোলপাড় করা হচ্ছে। তাছাড়া দশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ট্যাবিস্টকের যেখানে যত আস্তাবল এবং বাইরের ঘর আছে সব পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'শুনেছি, কাছে আর একটা ট্রেনিং-আস্তাবল আছে?'

'হ্যাঁ; সে ব্যাপারটাকেও অবহেলা করা উচিত নয়। বাজীর ব্যাপারে তাদের ঘোড়া ডেস্‌বরো ছিল দ্বিতীয়, কাজেই এই প্রিয় ঘোড়া উধাও হবার ব্যাপারে তাদেরও স্বার্থ ছিল। শুনেছি ট্রেনার সাইলাস ব্রাউন মোটা বাজী ধরেছিল, আর সে তো বেচারা স্ট্রেকারের বন্ধু ছিল না। আমরা অবশ্য আস্তাবলটা পরীক্ষা করেছি এবং তাকে জড়াবার মত কিছুই পাই নি।'

কেপ্‌ল্টন আস্তাবলের স্বার্থের সঙ্গে এই সিম্পসনকে জড়াবার মত কিছুই

কি পাওয়া যায় নি ?'

'কিছুই না '

হোমস গাড়িতে হেলান দিল। কথাবার্তাও থামল। কয়েক মিনিট পরেই চাঙা বের করা লাল ইটের একটা পরিচ্ছন্ন ছোট বাড়ির সামনে কোচয়ান গাড়িটা থামাল। কিছুটা দূরে মাঠ পেরিয়েই আর একটা ধূসর টালিতে ছাওয়া লম্বা বাড়ি। আর সব দিকেই দূর দিগন্ত পর্যন্ত জলাভূমির নীচু রেখা প্রসারিত। শুকনো ফার্ণের জন্য তাতে ব্রোঞ্জের রং লেগেছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ট্যাবিস্টকের গৃহচূড়া আর পশ্চিম দিকে কেপ্‌লটন আস্তাবলকে ঘিরে কয়েকটা বাড়ি। আমরা সবাই লাফ দিয়ে বাইরে এলাম। হোমস কিন্তু আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নিজের চিন্তার মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়ে হেলান দিয়ে বসেই রইল। তার হাতটা ধরতেই সে চমকে জেগে উঠে গাড়ি থেকে নামল।

কর্ণেল রস সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হোমস বলল, 'মাফ করবেন, আমি দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম।' তার হাল-চাল আমি ভালই জানি। তাই তার চোখের উজ্জ্বল আভা আর চাপা উত্তেজনা দেখেই বুঝলাম যে একটা সূত্র সে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু কোথায় যে পেল সেটা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারলাম না।

গ্রেগরি বলল, 'মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয় এখনই ঘটনাস্থলে যেতে চান ?'

'আমি কিন্তু আরও কিছু সময় এখানে থেকে দু' একটা বিষয় বিস্তারিত-ভাবে জানতে চাই। স্ট্রেকারকে তো এখানেই আনা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, তাকে দোতলায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। কাল তদন্তের তারিখ।'

'কর্ণেল রস, কয়েক বছর যাবৎই তো সে আপনার কাছে চাকরি করছিল ?'

'তার আচরণ সর্বদাই খুব ভাল ছিল।'

'ইন্সপেক্টর, মৃত্যুর সময় তার পকেটে কি কি ছিল তার একটা তালিকা নিশ্চয় করেছেন ?'

'আপনি হয় তো সেগুলি দেখতে চাইবেন তাই জিনিসগুলি বসবার ঘরে রেখে দিয়েছি।'

'দেখতে পেলে খুশি হব।'

সারি বেঁধে সামনের ঘরে ঢুকে আমরা মাঝখানের টেবিলের চারপাশে বসলাম। একটা চৌকো টিনের বাক্সের তালা খুলে ইন্সপেক্টর একগাদা জিনিস আমাদের সামনে রাখল। এক বাক্স দেশলাই, দুই ইঞ্চি লম্বা একটা চর্বির মোমবাতি, বুনো গোলাপের শেকড় দিয়ে তৈরি একটা A. D. P. পাইপ, লম্বা করে কাটা আধ আউন্স ক্যাভেণ্ডিস তামাক সমেত শীল মাছের চামড়ার তৈরি একটা পাউচ, সোনার চেন-ওয়ালা রূপোর ঘড়ি, পাঁচটি সোনার মোহর,

একটা এলুমিনিয়ামের পেন্সিল-কেস, কয়েক টুকরো কাগজ আর হাতির দাঁতের হাতল-ওয়ালা সূক্ষ্ম খোলা ফলার একখানি ছুরি, তাতে লেখা 'উইজ অ্যাণ্ড কোং, লণ্ডন।'

ছুরিটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে হোমস বলল, 'খুব অসাধারণ ছুরি তো! রক্তের দাগ দেখে মনে হচ্ছে এই ছুরিটাই মৃতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। ওয়াটসন, এটা নিশ্চয় তোমার লাইনের ছুরি।'

আমি বললাম, 'এটাকে আমরা বলি ছানি-কাটার ছুরি।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। সূক্ষ্ম কাজের জন্য সূক্ষ্ম ফলা। মারপিটের সময় কোন লোক এরকম একটা ছুরি সঙ্গে নেবে এটা খুবই আশ্চর্য, বিশেষত যখন ফলাটা ভেঙে ছুরিটাকে পকেটেও রাখা যাবে না।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'যে কর্কের খাপ দিয়ে ফলার মুখটা ঢাকা ছিল সেটা মৃতদেহের পাশেই পাওয়া গেছে। তার স্ত্রী বলেছে, ছুরিটা কয়েকদিন যাবৎ ড্রেসিং-টেবিলেই ছিল; ঘর থেকে যাবার সময় সে ওটা তুলে নিয়ে যায়। অস্ত্র হিসাবে খুবই ঠুনকো হলেও হয় তো সেইমুহূর্তে ওর চাইতে ভাল কিছু সে হাতের কাছে পায় নি।'

'খুব সম্ভব। আর এই কাগজগুলো?'

'তার মধ্যে তিনখানি খড়-ব্যবসায়ীদের সই-করা হিসাব। একখানি কর্ণেল রসের নির্দেশ নামা। অপর একখানি বণ্ড স্ট্রীটের ম্যাডাম লেসুরিয়ার কর্তৃক উইলিয়ম ডার্বিশায়ারের বরাবর সম্পাদিত সাঁইত্রিশ পাউণ্ড পনের শিলিং-এর একটি টুপিওয়ালীর হিসাব। মিসেস স্ট্রেকার বলেছেন, ডার্বিশায়ার তার স্বামীর বন্ধু; তার চিঠিপত্র অনেক সময়ই এখানকার ঠিকানায় আসত।'

হিসাবটা দেখতে দেখতে হোমস বলল, 'ম্যাডাম ডার্বিশায়ারের রুচি বেশ ব্যয়বহুল। একটিমাত্র পোশাকের জন্য বাইশ গিনি—দামটা খুবই বেশী। যাহোক, আর তো জানবার কিছু নেই, এবার আমরা ঘটনাস্থলে যেতে পারি।'

আমরা বসবার ঘর থেকে বের হতেই বাইরে অপেক্ষমানা জনৈক মহিলা এক পা এগিয়ে ইন্সপেক্টরের জামার হাতার উপর হাত রাখল। তার মুখ উস্কোখুস্কো, কৌতূহলী; সাম্প্রতিক বিভীষিকার ছাপ আঁকা।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তাদের কি পেয়েছেন? তাদের কি দেখেছেন?'

'না মিসেস স্ট্রেকার; তবে লণ্ডন থেকে মিঃ হোমস এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে; সম্ভবপর সবকিছুই আমরা করব।'

হোমস বলে উঠল, 'মিসেস স্ট্রেকার, সামান্য কিছুদিন আগে প্লিমাথের একটা গার্ডেন-পার্টিতে নিশ্চয় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

'না স্যার; আপনি ভুল করেছেন।'

'বটে! আমি কিন্তু দিব্যি করে কথাটা বলতে পারি। উটপাখির

পালকের পাড়-বসানো ঘুঘু-রং সিল্কের একটা পোশাক আপনি পরেছিলেন।'

মহিলাটি জবাব দিল, 'ও রকম পোশাক আমার কোন কালেও ছিল না স্যার।'

'ওঃ, তাহলে তো কোন কথাই নেই', এই বলে দুঃখ প্রকাশ করে হোমস ইন্সপেক্টরের পিছনে পিছনে বাইরে চলে গেল। জলাভূমির ভিতর দিয়ে কিছুদূর এগোতেই আমরা সেই গর্তটার কাছে পৌঁছে গেলাম যার মধ্যে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিল। তার পাশের কাঁটাগাছের ঝোপের উপরেই কোটটা ঝুলছিল।

হোমস বলল, 'শুনেছি সে রাতে বাতাস ছিল না।'

'না; কিন্তু খুব বৃষ্টি হয়েছিল।'

'তাহলে তো ওভারকোটটা কাঁটা-ঝোপের উপর থেকে না উড়ে সেখানে পড়ে থাকারই কথা।'

'হ্যাঁ, কোটটা ঝোপের উপর পড়েই ছিল।'

'খুবই ইন্টারেস্টিং। মনে হচ্ছে, মাটিতে অনেক পায়ের দাগ পড়েছে। সোমবার রাত থেকে অনেক পা যে এখানে পড়েছে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই।'

সেখানে একপাশে একটা মাদুর পাতা হয়েছে। আমরা সবাই তার উপরেই দাঁড়িয়েছি।'

'চমৎকার।'

'স্ট্রেকারের একটা বুট, ফিট্জ্রয় সিম্পসনের একপাটি জুতো আর সিলভার ব্লেজের পায়ের একটা ঢালাই নাল এই ব্যাগে আছে।'

'প্রিয় ইন্সপেক্টর, আপনি দেখছি নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন!'

ব্যাগটা হাতে নিয়ে হোমস গর্তের মধ্যে নামল এবং মাদুরটাকে বেশ মাঝখানে সরিয়ে নিল। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দুই হাতের উপর থুতনিটা রেখে কাদার উপর পায়ের দাগগুলো সযত্নে পরীক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'আরে, এটা কি?'

অর্ধদগ্ধ একটা দেশলাইয়ের কাঠি, কাদায় এমনভাবে মাখামাখি হয়েছে যে প্রথমে একটুকরো কাঠ বলে মনে হয়েছিল।

ইন্সপেক্টর বিব্রত মুখে বলল, 'ভাবতেও পারছি না এ জিনিসটা কি করে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।'

'এটা কাদার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে ছিল। আমি এটাকে খুঁজছিলাম বলেই দেখতে পেয়েছি।'

'কি! আপনি এটাকে এখানে পাবেন আশা করেছিলেন?'

'ভেবেছিলাম পেতেও পারি।' ব্যাগের ভিতর থেকে জুতো বের করে সে মাটির ছাপের সঙ্গে সেগুলো মিলিয়ে দেখতে লাগল। তারপর গর্তের কোণায়

হাত রেখে ছিঁচড়ে উপরে উঠে ফার্ন গাছ ও ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিতে লাগল।

ইন্সপেক্টর বলল, 'আর কোন পথ ওদিকে নেই। সব দিকেরই একশো গজ পর্যন্ত আমি খুব ভাল করে মাটি পরীক্ষা করে দেখেছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, 'তাই বুঝি! তাহলে তো আপনার কথার পরেও খোঁজ আর একবার করার ধৃষ্টতা আমার থাকা উচিত নয়। তবে অন্ধকার হবার আগেই জলাভূমির উপর দিয়ে আমি একটু হাঁটতে চাই, যাতে আগামীকাল পথটা চিনতে পারি। আর সৌভাগ্যের চিহ্ন স্বরূপ এই ঘোড়ার নালটা আমার পকেটেই রেখে দিলাম।'

আমার সঙ্গীর শান্ত সুশৃংখল কাজের ধারা দেখে কর্নেল রস কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ইন্সপেক্টর, আমার ইচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে আসুন। কয়েকটি বিষয়ে, বিশেষ করে জনসাধারণের স্বার্থে কাপের প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের ঘোড়ার নামটা প্রত্যাহার করা কর্তব্য কি না সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই।'

হোমস দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই না। আমি চাই নামটা যেমন আছে থাকুক।'

কর্নেল মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল। বলল, 'আপনার মতামত জেনে খুব খুশি হলাম স্যার। আপনার বেড়ানো শেষ হলে বেচারি স্ট্রেকারের বাড়িতেই আমাদের পাবেন। সেখান থেকে একসঙ্গেই আমরা ট্যাবিস্টকে ফিরতে পারব।'

ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে গেল। হোমস আর আমি জলাভূমির ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। কেপল্টনের আস্তাবলের পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। আমাদের সামনে প্রসারিত দীর্ঘ প্রান্তর স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত, শুধু বিবর্ণ ফার্ন আর কাঁটা ঝোপের উপর সন্ধ্যার দীপালোক পড়ে সেগুলি উজ্জ্বল রক্তিমাভা ধারণ করেছে। কিন্তু আমার সঙ্গী তখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোহারিত্ব তার উপর কোনরকম রেখাপাতই করতে পারল না।

অবশেষে সে বলল, 'ওয়াটসন, ব্যাপারটাকে এইভাবে ভাবা যাক। জন স্ট্রেকারকে কে খুন করেছে, এই মুহূর্তে সে প্রশ্নটা থাক। ঘোড়াটার কি হল সেটাই ভাবা যাক। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, দুর্ঘটনার সময় বা পরে সে বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে, তাহলে কোথায় গেছে? ঘোড়া দলবদ্ধভাবে থাকতে ভালবাসে। প্রবৃত্তিগতভাবে হয় সে কিংস পাইল্যাণ্ডে ফিরে আসবে, নয় তো কেপল্টনে চলে যাবে। জলাভূমির মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবে কেন? তাহলে তো এতক্ষণে তাকে দেখাই যেত। বেদেরাই বা তাকে চুরি করবে কেন? ওরা তো গোলমাল দেখলেই সেখান থেকে সরে পড়ে, কারণ

পুলিশের হাঙ্গামা ওরা পোয়াতে চায় না। তাছাড়া, এ ধরনের একটা ঘোড়াকে তারা যখন বিক্রী করতেও পারবে না, তখন তো এ ঘোড়া লুকিয়ে তাদের লাভ নেই কিছুই, অথচ ঝক্কি ষোল আনা। এবিষয়ে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ নেই।'

'সেটা তাহলে কোথায় গেল?'

'আগেই বলেছি, হয় কিংস পাইল্যাণ্ডে নয় তো কেপল্টনেই সে গেছে। কিংস পাইল্যাণ্ডে যখন নেই, তখন সে কেপল্টনেই আছে। আপাতত এটাকেই যদি সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়, দেখা যাক তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। ইন্সপেক্টরই বলেছে, জলাভূমির এদিকটা কঠিন ও শুকনো। কিন্তু কেপল্টনের দিকটা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে। এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছ, ওদিকে একটা লম্বা খাদ রয়েছে। সোমবার রাতের বৃষ্টিতে খাদটা নিশ্চয়ই ভিজেছে। আমাদের ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে ঘোড়াটা নিশ্চয়ই ওই খাদ পার হয়েছে এবং ওখানেই তার পায়ের দাগ আমাদের খুঁজতে হবে।'

কথা বলতে বলতেই আমরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলাম। কয়েক মিনিট পরেই আমরা সেই খাদে পৌঁছে গেলাম। হোমসের অনুরোধে আমি খাদের ডান পার ধরে এগোতে লাগলাম আর সে বাঁ পার ধরে এগোতে লাগল। পঞ্চাশ পাও এগোই নি এমন সময় হোমসের চীৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি, সে হাত নেড়ে আমাকে ডাকছে। তার সামনের ভিজে মাটিতে ঘোড়ার পায়ের দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। তার পকেট থেকে বের করা নালটাও সেই দাগের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

হোমস বলল, 'কল্পনার কত দাম তাই দেখ। এই গুণটিই গ্রেগরির নেই। কি ঘটে থাকতে পারে সেটা কল্পনা করে তদনুযায়ী কাজ করেই দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কল্পনাই ঠিক। এগিয়ে চল।'

ভিজে খাদটা পার হয়ে আরও সিকি মাইলটাক শক্ত শুকনো মাঠ পার হলাম। আবার কিছুটা ঢালু মাঠ পার হতেই পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। পরবর্তী আধ মাইল পথে কোন দাগ নেই। কিন্তু কেপল্টনের কাছাকাছি গিয়ে সে দাগ আবার দেখতে পেলাম। ব্যাপারটা প্রথমে হোমসের চোখেই পড়েছিল। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখে মুখে জয়ের উল্লাস। ঘোড়ার পায়ের দাগের পাশে পাশে একটা মানুষের পায়ের দাগও দেখা যাচ্ছে।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'এর আগে ঘোড়াটা একা ছিল।'

'ঠিক তাই। ঘোড়াটা একাই ছিল। আরে! এটা কি?'

পায়ের সবগুলো দাগ হঠাৎ বাঁক নিয়ে কিংস পাইল্যাণ্ডের দিকে ঘুরে গেছে। হোমস শিস দিয়ে উঠল। দুজনে সেই দাগ ধরে এগোতে লাগলাম।

তার চোখ পথের উপরেই নিবদ্ধ। আমি ঘটনাক্রমে এক পাশে তাকাতেই সবিস্ময়ে দেখলাম, সেই একই পায়ের দাগ বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে এসেছে।

সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই হোমস বলল, 'ওয়াটসন, এবারকার কেরামতি তোমার। আমাদের অনেক পথ হাঁটা তুমি বাঁচিয়ে দিয়েছ, কারণ এই পথ ধরেই আমাদের আবার ফিরে আসতে হত। এবার চল, ফিরতি পথ ধরেই অগ্রসর হই।'

বেশীদূর যেতে হল না। কেপল্‌টনের আস্তাবলের দরজায় পৌঁছবার অ্যাসফল্টের বাঁধানো পথে গিয়েই সে পায়ের দাগ শেষ হয়েছে। আমরা এগিয়ে যেতেই ভিতর থেকে একজন সহিস ছুটে এল।

'এখানে কারও ঘোরাফেরা আমরা পছন্দ করি না', সে বলল।

ওয়েস্টকোটের পকেটে সবগুলি আঙুল ঢুকিয়ে হোমস বলল, 'আমি শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই। আচ্ছা, সকাল পাঁচটায় যদি আসি, তাহলে তোমার মনিব কিং সাইলাস ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করার পক্ষে খুব বেশী সকাল হয়ে যাবে কি?'

'কি আশ্চর্য, কেউ এলে তিনি নিশ্চয় দেখা করবেন, কারণ চিরকাল তিনি সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠেন। ঐ তো, আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে তিনিই আসছেন। না স্যার, না। ওর সামনে আপনার টাকা নিলে আমার পদমর্যাদায় ঘা লাগবে। কিছু দিতে হয় পরে দেবেন।'

পকেট থেকে বের করা আধ-গিনিটা শার্লক হোমস আবার পকেটেই রেখে দিল। ওদিকে দরজা পার হয়ে বেরিয়ে এল হিংস্র-দর্শন একটি বয়স্ক লোক। তার হাতে একটা শিকারী-চাবুক।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'ব্যাপার কি ডসন? বাজে গল্প-গাছা-রাখ। তোমার কাজে যাও! আর আপনারা—আপনাদের এখানে কি চাই?'

হোমস মিষ্টি গলায় বলল, 'মশায়, মিনিট দশেক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'প্রতিটি ভবঘুরের সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার নেই। আমরা চাই না যে কোন উটকো লোক এখানে আসে। আপনারা চলে যান, নইলে কুকুর লেলিয়ে দেব।'

হোমস ঝুঁকে পড়ে ট্রেনারের কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বলল। লোকটি চমকে উঠল। তার সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেল।

চীৎকার করে বলল, 'মিথ্যে কথা! নারকীয় মিথ্যে!'

'ভাল কথা! এ নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করব, না আপনার বসার ঘরে গিয়ে কথা হবে?'

'ওঃ। বেশ, ভিতরে আসুন।'

হোমস হেসে বলল, 'ওয়াটসন, মিনিট কয়েকের বেশী তোমাকে আটকে রাখব না। মিঃ ব্রাউন, আপনার যেমন অভিরুচি।'

মিনিট কুড়ি পরে হোমস আর ট্রেনার যখন ভিতর থেকে ফিরে এল, তখন তার মুখের সব লাল ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এত অল্পক্ষণের মধ্যে সাইলাস ব্রাউনের এতটা পরিবর্তন হয়েছে যে-রকমটা এর আগে কখনও দেখি নি। মুখ ছাইয়ের মত সাদা, ভুরুর উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, হাত কাঁপছে, আর শিকারী-চাবুকটা কাঁপছে ঝড়ো হাওয়ায় পাতার মত। সেই ধমকানো উদ্ধত-ভাব কোথায় মিলিয়ে গেছে। প্রভুর পাশে কুকুর যেমন চলে তেমনি ভঙ্গীতে সে আমার সঙ্গীর পাশে পাশে ফিরে এল।

বলল, 'আপনার নির্দেশ মতই কাজ হবে। নিশ্চয় হবে।'

তার উপরে চোখ রেখে হোমস বলল, 'যেন ভুল না হয়।'

তার দৃষ্টিতে ক্ষতির আভাস পেয়ে লোকটি কুঁকড়ে গেল।

'না, না, কোন ভুল হবে না। ঠিক পৌঁছে যাবে। তার আগে রংটা বদলে দেব কি?'

হোমস কি যেন ভাবল, তারপর হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, 'না, তা করবেন না। এ বিষয়ে আপনাকে লিখব। এখন কোন চালাকি নয়, নইলে—'

'বিশ্বাস করুন, আমাকে বিশ্বাস করুন।'

'নিজের জিনিসের মতই সেদিন ওটাকে দেখাশোনা করবেন।'

'আমার উপর নির্ভর করতে পারেন।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি। আচ্ছা, কাল আমার চিঠি পাবেন।' বলেই হোমস ঘুরে দাঁড়াল। লোকটির প্রসারিত কাঁপা হাতের দিকে ফিরেও তাকাল না; আমরা কিংস পাইল্যাণ্ডের দিকে পা বাড়ালাম।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে হোমস বলল, 'মাস্টার সাইলাস ব্রাউনের মত দম্ভ, ভীরুতা ও ইতরতার এমন অদ্ভুত মিশ্রণ আমি আর কোথাও দেখি নি।'

'ঘোড়াটা তাহলে তার কাছেই আছে।'

'প্রথমে ফসকে বেরিয়ে যেতেই চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সেদিন সকালে তার সমস্ত কাজের এমন নিখুঁত বিবরণ দিলাম যে তার আর কোন সন্দেহই রইল না যে আমি সব কিছু নিজে দেখেছি। অবশ্য তুমিও লক্ষ্য করেছ যে জুতোর দাগের সামনের দিককার যে বিশেষ ধরনের চৌকো ভাব সেটা তার বুটের সঙ্গে হুবহু এক। তাছাড়া, কোন চাকর-বাকর নিশ্চয়ই একাজ করতে সাহস করত না। একে একে সব বিবরণই তাকে শোনালাম। অভ্যাস মত সেদিনও সেই প্রথম বাইরে এসে একটা নতুন ঘোড়াকে জলাভূমিতে ঘুরতে দেখে; তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সাদা কপাল দেখে ঘোড়াটাকে চিনতে পারে (সাদা কপাল থেকেই ঘোড়াটার নামকরণ করা হয়েছে "সিলভার ব্লেজ"); সে

ঘোড়ার উপরে সে অনেক টাকা বাজী রেখেছে তাকে হারাবার মত একটিমাত্র ঘোড়া ঘটনাচক্রে তার হাতে এসে পড়ায় তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাকে একথাও বললাম যে, প্রথমে সে ঘোড়াটাকে কিংস পাইল্যাণ্ডে ফিরিয়ে দেবার কথাই ভেবেছিল, কিন্তু ঘোড়-দৌড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রাখার কথা শয়তানই তাকে বলে দেয় আর সেও ঘোড়াটাকে নিয়ে কেপলটনে লুকিয়ে রাখে। সব কথা বিস্তারিতভাবে বলায় সে রণে ভঙ্গ দেয় এবং নিজেকে বাঁচাবার কথাটাই বড় করে দেখে।'

'কিন্তু তার আস্তাবলে তো তল্লাসী চালান হয়েছে।'

'আরে, তার মত পুরনো ঘোড়াওয়ালাদের অনেক রকম ছল-চাতুরি জানা থাকে।'

'কিন্তু এখন তো ঘোড়াটার ক্ষতি হলেই তার লাভ। এ অবস্থায় ঘোড়াটাকে তার হেপাজতে রেখে যেতে তুমি ভয় পাচ্ছ না?'

'ভাইরে, চোখের মণির মত সে ঘোড়াটাকে পাহারা দেবে। ঘোড়াটাকে নিরাপদে ফিরিয়ে দিলে তবেই সে ক্ষমা পেতে পারে একথা সে জানে।'

'কর্ণেল রসকে তো দয়া দেখাবার মত লোক বলে মনে হয় না।'

'ব্যাপারটা তো কর্ণেল রসের হাতে নয়। আমি আমার পথে কাজ করি, এবং যতটা ইচ্ছা ঠিক ততটাই প্রকাশ করি। বেসরকারী হবার এইটেই সুবিধা। ওয়াটসন, তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না, কিন্তু কর্ণেলের আচরণ আমার কাছে একটু উদ্ধত মনে হয়েছে। এবার তাকে নিয়ে একটু মজা করতে চাই। ঘোড়ার ব্যাপারে তাকে কিছু বলো না।'

'নিশ্চয়ই না, তোমার অনুমতি ছাড়া কিছুই বলব না।'

'অবশ্য জন স্ট্রেকারের খুনিকে আবিষ্কারের তুলনায় এটা খুবই সামান্য ব্যাপার।'

'এবার তাহলে সেই কাজে লাগবে তো?'

'ঠিক উল্টো। রাতের ট্রেনেই আমরা দু'জন লণ্ডনে ফিরছি।'

বন্ধুর কথা শুনে আমি তো অবাক। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হল ডেভনশায়ার এসেছি; এমন চমৎকারভাবে তদন্তকার্য শুরু করবার পরেই সে এটা ছেড়ে দেবে কেন আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। ট্রেনারের বাড়িতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তার মুখ থেকে আর একটা কথাও বের করতে পারলাম না। কর্ণেল এবং ইন্সপেক্টর আমাদের জন্যই বসবার ঘরে অপেক্ষা করছিল।

হোমস বলল, 'বন্ধু আর আমি মাঝরাতের ট্রেনে শহরে ফিরে যাচ্ছি। আপনাদের ডার্টমুরের সুন্দর বাতাস অনেকটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়েছি।'

ইন্সপেক্টর চোখ মেলে তাকাল। কর্ণেলের ঠোঁট বিদ্রূপে বাঁকা হয়ে উঠল।

সে বলল, 'বেচারি স্ট্রেকারের খুনিকে গ্রেপ্তারের আশা তাহলে আপনি ছেড়ে দিলেন।'

কাঁধটা ঝাঁকুনি দিয়ে হোমস বলল, 'সেপথে অনেক বিঘ্ন নিশ্চয়ই আছে। আমি অবশ্য আশা করছি, মঙ্গলবারে আপনার ঘোড়া দৌড়বে; আর তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনার জকিকে তৈরি রাখবেন। মিঃ জন স্ট্রেকারের একখানা ফটো কি চাইতে পারি?'

ইন্সপেক্টর পকেটের খামের ভিতর থেকে একখানা ফটো বের করে তার হাতে দিল।

'প্রিয় গ্রেগরি, আমার যা কিছু দরকার সবই আপনি আগে থেকে বুঝতে পারেন। ওয়াটসন, তুমি একটু সময় এখানে অপেক্ষা কর, সেই ফাঁকে আমি দাসীকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে আসি।'

বন্ধু ঘর থেকে চলে গেলে কর্ণেল রস স্পষ্টই বলে উঠল, 'একথা আমি বলবই যে আপনাদের লণ্ডন-সহযোগী আমাকে হতাশ করেছে। সে আসার পর থেকে আমরা একটুও এগিয়েছি বলে মনে হয় না।'

আমি বললাম, 'আপনার ঘোড়া দৌড়বে, অন্তত এ আশ্বাসটুকু তো পেয়েছেন।

কর্ণেল ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সে আশ্বাস পেয়েছি। তবে ঘোড়াটা পেলেই বেশী খুশি হতাম।'

বন্ধুর সমর্থনে আরও কিছু বলতে যাচ্ছি, এমন সময় সে ঘরে ঢুকল।

সে বলল, 'মহাশয়গণ, এবার আমি ট্যাবিস্টকের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

আমরা যখন গাড়িতে উঠি তখন আস্তাবলের একটি ছোকরা গাড়ির দরজা খুলে দিল। হঠাৎ কি মনে করে হোমস ঝুঁকে পড়ে তার হাতের উপর হাত রাখল।

বলল, 'তোমাদের খোঁয়াড়ে তো কয়েকটা ভেড়া আছে, সেগুলো কে দেখাশোনা করে?'

'আমি করি স্যার।'

'ইদানীং সেগুলির মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ কি?'

'দেখুন স্যার, সে বলবার মত কিছু নয়; তবে তিনটে ভেড়া খোঁড়া হয়ে গেছে স্যার।'

দেখলাম, হোমস খুব খুশি; মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে দুই হাত ঘসতে লাগল।

আমার হাতে চিমটি কেটে সে বলে উঠল, 'ওয়াটসন, তীরটা লেগেছে, অনেকদূরে হলেও লেগেছে। গ্রেগরি, ভেড়াদের এই আশ্চর্য রোগের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কোচয়ান, গাড়ি চালাও!'

বন্ধুর ক্ষমতা সম্পর্কে কর্ণেল রস যে মনোভাব পোষণ করছিল তখনও তার চোখে-মুখে তারই প্রকাশ ফুটে উঠল। কিন্তু ইন্সপেক্টরের মুখ দেখে বুঝলাম, তার মনোযোগ উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে।

সে প্রশ্ন করল, 'সেটাকে আপনি কি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?'

'খুবই মনে করি।'

'আর কোন কিছুর প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান কি?'

'রাতের বেলায় কুকুরটার অদ্ভুত আচরণের প্রতি।'

'রাতে তো কুকুরটা কিছুই করে নি।'

শার্লক হোমস মন্তব্য করল, 'সেটাই তো অদ্ভুত ঘটনা।'

চারদিন পরে হোমস আর আমি আবার উইনচেস্টারগামী ট্রেনে চেপে বসেছি ওয়েসেক্স কাপের ঘোড়-দৌড় দেখতে। পূর্বব্যবস্থামত স্টেশনের বাইরে কর্ণেল রসের সঙ্গে আমাদের দেখা হল; তার ছোট গাড়িতে চেপে আমরা শহর ছাড়িয়ে রেস-কোর্সে পৌছলাম। তার মুখ গম্ভীর, চালচলন ভীষণ উদাসীন।

'আমার ঘোড়ার টিকিটিও দেখতে পাই নি', সে বলল।

হোমস প্রশ্ন করল, 'ঘোড়াটা দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?'

কর্ণেল খুব রেগে বলল, 'কুড়ি বছর একাজ করছি, এ ধরনের প্রশ্ন কেউ কোনদিন করে নি। সাদা কপাল আর ফুট-ফুট পা দেখে একটা শিশুও "সিলভার ব্লেজ"কে চিনতে পারে।'

'বাজী কেমন হয়েছে?'

'সেটা খুব অদ্ভুত। কাল পনেরোতে এক, কিন্তু দাম কমতে কমতে এখন তিনে একও পাবে না।'

হোমস বলে উঠল, 'হুম! স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কেউ কেউ জেনে গেছে।'

গাড়িটা যখন ঢাকা মাঠের মধ্যে 'গ্র্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড-এর কাছে পৌঁচেছে, তখন যোগদানকারী ঘোড়াগুলির নাম দেখবার জন্য আমি কার্ডের দিকে তাকালাম। তাতে লেখা:

ওয়েসেক্স প্লেট। প্রত্যেকে ৫০ গিনি, চার ও পাঁচ বছর বয়স্কদের জন্য অতিরিক্ত ১০০০ গিনি। দ্বিতীয় ৩০০ পাউণ্ড। তৃতীয় ২০০ পাউণ্ড। নতুন কোর্স (এক মাইল পাঁচ ফারলং)।

১। মিঃ হিথ নিউটনের—দি নিগ্রো (লাল টুপি, দারুচিনি রঙের জামা)।

২। কর্ণেল ওয়ার্ডলর—পিউজিলিস্ট (গোলাপি টুপি, নীল-কালো জামা)।

৩। লর্ড ব্যাকওয়াটারের—ডেসবরো (হলদে টুপি ও হাতা)।

৪। কর্ণেল রসের—সিলভার ব্লেজ (কালো টুপি, লাল জামা)।

৫। বালমোরালের ডিউকের—আইরিস (হলদে ও কালো ডোরা)।

৬। লর্ড সিঙ্গলফোর্ডের—র‍্যাসপার (বেগুনি টুপি, কালো হাতা)।

কর্ণেল বলল, 'অন্য ঘোড়ার নাম খারিজ করে দিয়ে আমরা আপনার কথার উপরেই ভরসা করেছি।'

দর্শকরা চীৎকার করে উঠল, 'সিলভার ব্লেজ-এ পাঁচে চার! সিলভার ব্লেজ-এ পাঁচে চার। ডেসবরো-তে পনেরোতে পাঁচ! মাঠে পাঁচে চার!'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ওই তো সংখ্যাগুলো দেখা যাচ্ছে। ছ'টাই আছে।'

প্রভূত উত্তেজনার সঙ্গে কর্ণেল চেঁচিয়ে বলল, 'ছ'টাই আছে। তাহলে আমার ঘোড়াও দৌড়বে। কিন্তু তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। আমার জকি তো ছোটে নি।'

'মাত্র পাঁচটা ছুটেছে। নিশ্চয় এই সেই ঘোড়া।'

বলতে বলতেই একটা পিঙ্গল রঙের শক্তিশালী ঘোড়া ঘেরা পার হয়ে আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেল। তার পিঠে কর্ণেলের সুপরিচিত লাল-কালো জামা।

মালিক চেঁচিয়ে উঠল, 'ওটা তো আমার ঘোড়া নয়। ও জন্তুটার সারা গায়ে তো একটাও সাদা লোম নেই। এ আপনি কি করেছেন মিঃ হোমস?'

অবিচলিতভাবে বন্ধু বলল, 'ঠিক আছে, কেমন ছোটে সেটা আগে দেখি।' আমার দূরবীনের ভিতর দিয়ে কয়েক মিনিট তাকিয়ে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবাস! চমৎকার স্টার্ট নিয়েছে! ঐ যে ওরা, বাঁক ঘুরে আসছে!'

আমাদের গাড়ি থেকে সব কিছু সুন্দর দেখা যাচ্ছে। ছ'টি ঘোড়া এত কাছাকাছি আসছে যে মনে হয় একটা কার্পেট দিয়ে তাদের ঢেকে দেওয়া যাবে। কিন্তু অর্ধেক পথ পার হতেই কেপল্‌টন্ আস্তাবলের হলদেটা সামনে এগিয়ে গেল। যা হোক, আমাদের কাছে আসতে আসতেই ডেসবরোর ঘোড়া পিছিয়ে পড়ল, আর কর্ণেলের ঘোড়া প্রচণ্ড বেগে ছুটে তাকে ছ' লাফ পিছনে ফেলে বালমোরালের ডিউকের আইরিস-কে তৃতীয় স্থানে ঠেলে দিল।

দুই চোখের উপর হাত রেখে কর্ণেল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমার ঘোড়া বলেই তো মনে হচ্ছে। স্বীকার করছি, এর মাথা-মুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। রহস্যটাকে বড় বেশী সময় জিইয়ে রাখা হচ্ছে না কি মিঃ হোমস?'

'ঠিকই বলেছেন কর্ণেল। সবই জানতে পারবেন। চলুন সকলে মিলে ঘোড়াটাকে দেখে আসি। যে ঘেরা জায়গাটায় শুধু ঘোড়ার মালিক ও তার বন্ধুদের ঢুকতে দেওয়া হয় সেখানে পৌঁছে হোমস বলল, 'এই আপনার ঘোড়া। মদের আরক দিয়ে ওর মুখ আর পাগুলো ভাল করে ধুয়ে দিন, তাহলেই দেখতে পাবেন, এই সেই পুরনো সিলভার ব্লেজ।'

'আপনি যে আমাকে শ্বাস ফেলতে দিচ্ছেন না!'

'একজন জালিয়াতের কাছে আমি ওকে পাই এবং যেমনটি তাকে পেয়েছি ঠিক সেইভাবেই দৌড়ে যোগ দেবার ব্যবস্থা করেছি।'

'স্যার, আপনি বিস্ময়কর কাজ করেছেন। ঘোড়াটিকে বেশ সক্ষম ও সুস্থ দেখাচ্ছে। এর চাইতে ভাল একে জীবনে দেখি নি। আপনার ক্ষমতায় সন্দেহ করেছিলাম বলে হাজারবার আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার ঘোড়া উদ্ধার করে দিয়ে আপনি আমার বড়ই উপকার করেছেন। ঠিক এই-ভাবে যদি জন স্ট্রেকারের খুনিকে বের করে দিতে পারতেন তাহলে আরও উপকৃত হতাম।'

'তাও করেছি', হোমস শান্তভাবে বলল।

কর্নেল ও আমি সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম। 'তাকে ধরেছেন! তাহলে সে কোথায়?'

'সে এখানেই আছে।'

'এখানে। কোথায়?'

'এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে।'

কর্নেল রাগে লাল হয়ে উঠল। বলল, 'মিঃ হোমস, স্বীকার করছি আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এইমাত্র আপনি যা বললেন সেটাকে খুব বাজে ঠাট্টা বা অপমান মনে করতে আমি বাধ্য।'

শার্লক হোমস হেসে উঠল। বলল, 'কর্নেল, এ অপরাধের সঙ্গে আপনাকে তো আমি জড়াই নি। আসল খুনি আপনার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে।'

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সে ঘোড়াটার চকচকে ঘাড়ের উপর হাত রাখল।

কর্নেল ও আমি একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ঘোড়া!'

'হ্যাঁ ঘোড়া! অবশ্য ঘোড়াকে আমি দোষ দিই না, কারণ আত্মরক্ষার জন্য একাজ ওকে করতে হয়েছিল। আরও বলি, জন স্ট্রেকার আপনার বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। কিন্তু ঐ ঘণ্টা বাজল। পরের দৌড়েও আমার কিছু জিতবার আছে। তাই এ ঘটনার দীর্ঘতর ব্যাখ্যা পরবর্তী কোন উপযুক্ত সময়ের জন্য মুলতুবি রাখছি।'

সেদিন সন্ধ্যায় লণ্ডনে ফিরবার পথে একখানি পুলম্যান গাড়ির কোণে আমরা বসেছিলাম। সেই সোমবার রাতে ডার্টমুরের ট্রেনিং আস্তাবলগুলিতে যা যা ঘটেছিল এবং যেপথে সে রহস্য সে উদঘাটন করেছিল, আমার সঙ্গীর মুখে তার বর্ণনা শুনতে শুনতে কর্নেল রস ও আমার কাছে পথটা বেশ সংক্ষিপ্তই মনে হয়েছিল।

সে বলল, 'সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে যেসব মতামত আমি গড়ে তুলেছিলাম সেসবই যে সম্পূর্ণ ভুল হয়েছিল সেকথা স্বীকার করছি। অবশ্য সেসব রিপোর্টে অন্য সব বিবরণের চাপে আসল সত্য ঢাকা পড়লেও তার ভিতরেই কিন্তু ইঙ্গিতগুলো ছিল। ডেভনশায়ার যাবার আগে এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল ছিল যে ফিট্জ্‌রয় সিম্পসনই আসল অপরাধী,

যদিও তার বিরুদ্ধে যে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই সেটাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

'গাড়িতে চেপে ট্রেনারের বাড়ি পৌঁছামাত্রই রান্না করা মাংসের গুরুত্ব আমার কাছে ধরা পড়ল। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, তোমরা সকলে নেমে গেলেও আমি চিন্তাভিভূত হয়ে গাড়িতেই বসেছিলাম। তখন আমি নিজের মনেই বিস্মিত হচ্ছিলাম যে, এরকম একটা সূত্র আমার দৃষ্টি এড়াল কেমন করে।'

কর্ণেল বলল, 'এখনও পর্যন্ত আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এটাই ছিল আমার যুক্তি-শৃংখলের প্রথম কথা। গুঁড়ো আফিম কখনও স্বাদহীন হয় না। বিস্বাদ না হলেও স্বাদটা বোঝা যায়। সাধারণ খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেও যে খাচ্ছে সে নিশ্চয় ধরতে পারবে এবং বাকি খাবারটা খাবে না। ঝোলই হচ্ছে এমন রান্না যাতে স্বাদটাকে চাপা দেওয়া যায়। এটা কোন মতেই ধারণা করা যায় না যে, অপরিচিত সিম্পসন সেইরাতেই ট্রেনারের বাড়িতে মাংস রান্নার ব্যবস্থা করে দেবে। কিংবা স্বাদ গন্ধ চাপা দেবার মত একটা রান্না যে-রাতে আস্তাবলে পাঠানো হবে ঠিক সেইরাতেই ঘটনাচক্রে সে গুঁড়ো আফিম নিয়ে সেখানে হাজির হবে, ঘটনার এরূপ আকস্মিক যোগাযোগও একান্তই অসম্ভব। এরকমটা ভাবাই যায় না। কাজেই এ কেস থেকে সিম্পসনকে বাদ দেওয়া হয়। এবার আমাদের মনোযোগ পড়ল স্ট্রেকার ও তার স্ত্রীর উপর, কারণ একমাত্র তারাই সেরাতের জন্য রান্না-করা মাংসের ব্যবস্থা করতে পারে। আস্তাবলের ছেলেটির খাবার আলাদা করে নিয়ে তারপর তাতে আফিম মেশানো হয়েছিল, কারণ বাড়ির অন্য সকলে ঐ একই মাংস খেয়েও কোন রকম খারাপ ফল পায় নি। দাসীর অজান্তে একাজ করা দু'জনের মধ্যে কার পক্ষে সম্ভব?

'এ প্রশ্নের মীমাংসা করবার আগেই কুকুরটার নীরবতার ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকে, কারণ একটা অনুমান অনিবার্যভাবেই আর একটাকে মনে করিয়ে দেয়। সিম্পসনের ঘটনায় আমি জানতে পারি যে আস্তাবলে একটা কুকুর থাকত; অথচ একটা লোক আস্তাবলে ঢুকে ঘোড়াটা নিয়ে চলে গেল কিন্তু কুকুরটা সেরকম ঘেউ-ঘেউ করল না যাতে চিলে-কোঠায় ঘুমন্ত ছেলে দুটো জেগে ওঠে। স্বভাবতই মনে হল, সে রাত্রির আগন্তুক এমন কেউ যাকে কুকুরটা ভালভাবেই চেনে।

'আমি তখনই বুঝলাম, প্রায় নিশ্চিন্ত হলাম, যে গভীর রাতে জন স্ট্রেকারই আস্তাবলে ঢুকে সিলভার ব্লেজকে বাইরে নিয়ে যায়। কিন্তু কেন? তার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই খারাপ ছিল, অন্যথায় নিজের আস্তাবলের ছেলেটাকে সে ওষুধ খাওয়াবে কেন? তবু প্রকৃত কারণটা কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। প্রচুর অর্থের আশায় ট্রেনাররা এজেন্টের মারফৎ নিজ নিজ

ঘোড়ার বিরুদ্ধে অনেক টাকার বাজী ধরে জোচ্চুরি করে সে ঘোড়াকে জিততে দেয় নি, এমন ঘটনা এর আগে অনেক ঘটেছে। কখনও তারা জকির সাহায্য নেয়, কখনও বা অন্য কোন সূক্ষ্মতর ও নিশ্চিততর পথ অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটা কি? আশা করেছিলাম, তার পকেটের জিনিসপত্র থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব।

'ঠিক তাই হয়েছে। মৃতের হাতের মধ্যে যে অদ্ভুত ছুরিটা পাওয়া যায় সেটার কথা আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। কোন সুস্থ মানুষ নিশ্চয়ই ও রকম একটা ছুরিকে অস্ত্র হিসাবে বেছে নেবে না। ডাক্তার ওয়াটসনই আমাদের বলেছে যে শল্যচিকিৎসায় খুব সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের জন্য এ ধরনের ছুরি ব্যবহার করা হয়। সেরাতেও একটা সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের জন্যই ওটা ব্যবহার করার কথা ছিল। কর্ণেল রস, ঘোড়-দৌড়ের ব্যাপারে ব্যাপক অভিজ্ঞতার ফলে আপনি নিশ্চয় জানেন, চামড়ার ঠিক নীচে ঘোড়ার উরুসন্ধির শিরায় এমনভাবে ছোট একটা দাগ কাটা যায় যাতে কোনরকম চিহ্নই থাকে না। কোন ঘোড়ার উপর এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে সেটা কিছুটা খোঁড়া হয়ে পড়বে; ফলে অনুশীলনের সময় পায়ে একটু টান ধরবে বা একটু বাতের ছোঁয়া লাগবে, কিন্তু গুরুতর কিছু ঘটবে না।'

কর্ণেল চেঁচিয়ে উঠল, 'নরাধম! পাজি!'

'জন স্ট্রেকার ঘোড়াটাকে কেন জলাভূমিতে নিয়ে গেল এখানেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। ছুরিটা চালালেই এরকম একটা বলবান জন্তুর চীৎকারে গভীরতম নিদ্রায় আচ্ছন্ন লোকেরও ঘুম ভেঙে যাবেই। তাই একাজটা খোলা জায়গায় করাই একান্ত দরকার।'

কর্ণেল চেঁচিয়ে বলল, 'আমি কি অন্ধ! বুঝতে পারছি কেন তার মোমবাতির দরকার হয়েছিল, আর কেনই বা দেশলাই জ্বেলেছিল।'

'ঠিক তাই। তার জিনিসপত্র পরীক্ষা করে শুধু যে অপরাধের পদ্ধতিটা পেয়ে গেলাম তাই নয়, ভাগ্যক্রমে তার উদ্দেশ্যও জানা গেল। পৃথিবীর বাস্তব মানুষ হিসাবে আপনিও জানেন কর্ণেল যে কোন মানুষ অন্যের বিল পকেটে নিয়ে বেড়ায় না। আমরা সকলেই যার যার নিজের বিল মেটাতেই ব্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললাম, স্ট্রেকার দ্বৈত জীবন যাপন করে, তার আর একটা গৃহস্থালী আছে। বিল থেকেই বোঝা যায়, এ ব্যাপারে একটি মহিলা জড়িত আর তার রুচি ব্যয়বহুল। কর্মচারীদের ব্যাপারে আপনি যতই উদার হোন, এটা কখনও আশা করা যায় না যে তারা গৃহিণীদের জন্য কুড়ি গিনি দামের বেড়াবার পোশাক কিনতে পারে। মিসেস স্ট্রেকারকে প্রশ্ন করে জেনেছি, এ-রকম পোশাকের কথা সে জানে না। যখন বুঝলাম যে সে পোশাক কখনও তার কাছে পৌঁছে নি তখন পোশাক-বিক্রেতার ঠিকানাটা টুকে নিলাম। ভাবলাম, স্ট্রেকারের ফটোগ্রাফসহ সেখানে গেলেই কল্পিত ডার্বিশায়ারকে ছেঁটে

বাদ দিতে পারব।

'তারপর থেকে সবটাই সহজ। স্ট্রেকার ঘোড়াটা নিয়ে খাদের মধ্যে নামল, কারণ সেখান থেকে আলো দেখা যাবে না। সিম্পসন পালাবার সময়, গলবন্ধনীটা ফেলে যায়, আর স্ট্রেকার সেটা কুড়িয়ে নেয়, সম্ভবত ঘোড়ার পা বাঁধবার জন্য। খাদে নেমে সে ঘোড়ার পিছনে গিয়ে আলো জ্বালাতেই কিছুটা সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ভয় পেয়ে এবং কিছুটা আসন্ন বিপদের জান্তব অনুভূতিতে সে পা ছুঁড়তে থাকে এবং তার পায়ের ইস্পাতের নাল সজোরে স্ট্রেকারের কপালে আঘাত করে। সূক্ষ্ম কাজের সুবিধার জন্য বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও সে আগেই ওভারকোটটা খুলে ফেলেছিল। ছিটকে পড়তেই তার নিজেরই ছুরি উরুর মধ্যে আমূল বসে যায়। সব ব্যাপার বেশ পরিষ্কার হল তো?'

কর্ণেল চেঁচিয়ে বলল, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য! মনে হয় আপনি বুঝি সশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।'

'স্বীকার করছি, আমার শেষ তীরটি বেশ দূর থেকে ছোঁড়া! ভাবলাম, স্ট্রেকারের মত একজন চতুর লোক কখনও একটু অনুশীলন না করে শিরাকাটার মত একটা সূক্ষ্ম কাজে হাত দেবে না। তাহলে কাকে দিয়ে সে হাত পাকাবে? হঠাৎ চোখ পড়ল ভেড়াগুলোর উপরে আর একটা প্রশ্ন করেই অবাক বিস্ময়ে বুঝতে পারলাম আমার অনুমানই ঠিক।'

'মিঃ হোমস, সব ব্যাপারটাই আপনি পরিষ্কার করে বলেছেন।'

'লণ্ডনে ফিরে পোশাকওয়ালার সঙ্গে দেখা করলাম। একবার দেখেই সে স্ট্রেকারকে চিনতে পারল। চমৎকার খদ্দের। নাম ডার্বিশায়ার। স্ত্রী খুব চালু মহিলা। দামী পোশাকের প্রতি তার ভয়ানক ঝোঁক। এই স্ত্রীলোকটিই যে তাকে আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়েছে এবং এই শোচনীয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করেছে সেবিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।'

কর্ণেল বলল, 'একটা কথা ছাড়া আর সবই তো বললেন। ঘোড়াটা কোথায় ছিল?

'আরে, ঘোড়টা ছুটে চলে যায় এবং আপনারই কোন প্রতিবেশী তার তত্ত্বাবধান করে। এব্যাপারে আপনাকে একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে নিতে হবে। এই তো ক্ল্যাপহাম জংশন, আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌছে যাব। কর্ণেল, আপনি যদি আমাদের ঘরে গিয়ে একটু ধূমপান করতে রাজী হন, তাহলে আপনার আর কিছু জানবার থাকলে আনন্দের সঙ্গে সেসবই আপনাকে বলব।' [redacted]



হলুদে মুখ
Yellow Face



আমার সঙ্গীর অসাধারণ ক্ষমতার ফলস্বরূপ যেসব কেসের আমি শ্রোতা-মাত্র, এবং ঘটনাক্রমে কোন কোন আশ্চয নাটকের অভিনেতাও বটে, তাদের উপর ভিত্তি করে রচিত এই সব সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রগুলি প্রকাশের বেলায় আমি যে তার পরাজয় অপেক্ষা সাফল্যের কথাই বলব সেটাই স্বাভাবিক। অবশ্য তার খ্যাতির জন্য একথা বলছি না, কারণ যখনই সে বিমূঢ় হয়ে পড়ে তখনই তার কর্ম-শক্তি ও সর্বত্রগামী বুদ্ধির বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটে। একথা বলছি এইজন্য যে যেখানে সে বার্থ হয় সেখানে অন্য কেউই সফল হয় না এবং সে কাহিনী অমীমাংসিত অবস্থায়ই চিরকাল থেকে যায়। অবশ্য কখনও কখনও এমনও ঘটেছে যে সে ভুল করলেও সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সেধরনের আধ-ডজন কেসের বিবরণ আমার কাছে আছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় দাগের ঘটনা এবং যে ঘটনাটি আমি বলতে বসেছি সেই দুটোই সব চাইতে অধিক আকর্ষণীয়।

শার্লক হোমস কখনও ব্যায়ামের জন্য ব্যায়াম করে না। তার মত মাংস-পেশীর শক্তি খুব অল্প লোকেরই আছে; আর আমি যতদূর দেখেছি, তার ওজনের মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সে অন্যতম। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন দৈহিক পরিশ্রমকে সে শক্তির অপচয় বলে মনে করে এবং ব্যবসায়গত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ছাড়া সে কদাচিৎ নড়াচড়া করে। তখন কিন্তু সে সম্পূর্ণ শ্রান্তিহীন ও ক্লান্তিহীন। সব কাজে তার সংযম উল্লেখযোগ্য। তার আহার এত সামান্য আর অভ্যাসগুলি এতই সাধারণ যে প্রায় কৃচ্ছ্রসাধনের পর্যায়ে পড়ে। মাঝে-মাঝে কোকেন ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোন দোষ তার নেই; তাও হাতের কেস যখন কমে যায় এবং সংবাদপত্রগুলির কোন আকর্ষণ থাকে না, একমাত্র তখনই জীবনের একঘেয়েমির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবেই সে কোকেনের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

একদা প্রথম বসন্তে সে এতই হাল্কা মেজাজে ছিল যে আমার সঙ্গে পার্কে বেড়াতে বের হল। তখন সবে বুনো দেবদারু গাছে সবুজ অংকুর বের হতে শুরু করেছে, আর বাদাম গাছের সরু মুখে পঞ্চপর্ণী পাতার আভাষ দেখা যাচ্ছে। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে দু'জন প্রায় নিঃশব্দে হেঁটে বেড়ালাম। পরস্পরকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জানে এ নৈঃশব্দ তাদেরই উপযোগী। আবার যখন বেকার স্ট্রীটে ফিরে গেলাম তখন প্রায় পাঁচটা বাজে।

দরজা খুলে দিয়ে ছোকরা চাকরটা বলল, 'ক্ষমা করবেন স্যার, আপনার খোঁজে একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন স্যার।'

হোমস তিরস্কারের ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'বিকেলে

বেড়ানোর এই ফল! ভদ্রলোক কি চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তাকে ভিতরে গিয়ে বসতে বল নি?'

'হ্যাঁ স্যার। ভিতরে গিয়েছিলেন।'

'কতক্ষণ অপেক্ষা করলেন?'

'আধ ঘণ্টা স্যার। ভদ্রলোক খুবই অস্থির ছিলেন স্যার। যতক্ষণ এখানে ছিলেন, এই হাঁটছেন আর এই পা ঠুকছেন। আমি দরজার বাইরে ছিলাম স্যার, সব শুনতে পেয়েছি। অবশেষে প্যাসেজে বেরিয়ে চেঁচিয়ে বললেন: "লোকটা কি কোন দিন ফিরবে না?" ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলেন স্যার। আমি বললাম, "আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন।" তিনি বললেন, "তাহলে আমি খোলা হাওয়ায় অপেক্ষা করব; এখানে আমার দম আটকে আসছে। শিগগিরই ফিরে আসব।" এই কথা বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন আর বাইরে চলে গেলেন। আমার কোন কথাই শুনলেন না।'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হোমস বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যথাসাধ্যই করেছ। ওয়াটসন, খুবই দুঃখের কথা। একটা কেস আমার খুবই দরকার, আর লোকটির অধৈর্য ভাব দেখে মনে হচ্ছে বিষয়টা গুরুতর। আরে! টেবিলের উপর-কার পাইপটা তো তোমার নয়! নিশ্চয় সে ফেলে গেছে। বুনো গোলাপ-কাঠের তৈরি পুরনো পাইপ; সুন্দর লম্বা ডাঁটিটা তাম্রকূটবিলাসীদের ভাষায় স্ফটিক দিয়ে তৈরি। আসল স্ফটিকের মুখ-ওয়ালা ক'টা পাইপ লণ্ডন শহরে আছে আমি জানি না। অনেকে মনে করে আসল স্ফটিকের ভিতরে একটা মাছি থাকে। আরে, নকল স্ফটিকের মধ্যে নকল মাছি ভরে দেওয়া তো একটা পুরো ব্যবসা। যা হোক, বহুমূল্যবান এই পাইপটা যখন ফেলে গেছে, বুঝতে হবে তার মন খুবই বিক্ষিপ্ত।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'কি করে বুঝলে যে এটাকে সে বহুমূল্যবান বলে মনে করে?'

'দেখ, আমি ধরে নিচ্ছি যে, পাইপটা কিনতে তার লেগেছিল সাত শিলিং ছয় পেনি। তারপর দেখ, এটাকে দু'বার মেরামত করা হয়েছে: একবার কাঠের অংশটা, আর একবার স্ফটিকের অংশটা। বুঝতেই পারছ, রুপোর ব্যাণ্ড দিয়ে দু'বার মেরামতিতে নিশ্চয়ই মূল দামের চাইতে বেশীই খরচ পড়েছে। সে টাকায় একটা পাইপ না কিনে যখন পুরনোটাকে মেরামত করাই সে শ্রেয় মনে করেছে, তাতেই বোঝা যায় এটাকে সে অনেক মূল্য দেয়।'

হোমস পাইপটাকে হাতের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ চিন্তিত মুখে সেটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আমি প্রশ্ন করলাম, 'আর কিছু বলবে?'

কোন অধ্যাপক কংকালের উপর বক্তৃতা করবার সময় যেরকম করে থাকে সেইভাবে লম্বা সরু তর্জনী দিয়ে পাইপটাকে ঠুকতে ঠুকতে সে সেটাকে তুলে ধরল।

বলল, 'অনেক সময় একটা পাইপ অসাধারণ মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। ঘড়ি এবং জুতোর ফিতে ছাড়া আর কিছুতেই এতটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে না। খুব উল্লেখযোগ্য বা গুরুতর কোন ইঙ্গিত অবশ্য এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। পাইপের মালিক স্পষ্টতই একজন পেশীবহুল লোক, ন্যাটা, চমৎকার দাঁতের পাটি, উদাসীন স্বভাব, আর ব্যয় সংকোচের কোন প্রয়োজন তার নেই।'

কোনরকম ভাবনা-চিন্তা না করেই বন্ধুবর এই সংবাদগুলি সরবরাহ করল। আমি কিন্তু দেখলাম, আমার উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করে সে দেখছে তার যুক্তিকে আমি অনুসরণ করতে পারছি কিনা।

আমি বললাম, 'তুমি কি মনে কর যে সাত শিলিং দামের পাইপ টানলেই লোকটা বড়লোক হয়ে গেল?'

হাতের তেলোয় খানিকটা তামাক ঠুকে বের করে হোমস জবাব দিল, 'এই "গ্রসভেনর"-মিকচারের দাম আউন্স প্রতি আট পেনি। এর অর্ধেক দামেই যখন সে চমৎকার তামাক পেতে পারে, তখন তার ব্যয়-সংকোচের কোন প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না।'

'আর কিছু তথ্য।'

'ল্যাম্প আর গ্যাসের আগুনে পাইপ ধরানো তার অভ্যাস। চেয়ে দেখ, পাইপের একটা দিক একেবারে পুড়ে গেছে। নিশ্চয়ই দেশলাইয়ের কাঠিতে ওরকমটা হত না। দেশলাইটাকে কেউ পাইপের পাশে ধরবে কেন? তাও আবার পাইপের ডান দিকে। তার থেকেই বুঝতে পেরেছি যে লোকটি ন্যাটা। নিজের পাইপটা ল্যাম্পের আগুনে ধরাও, দেখবে ডান-হাতি লোক বলে তুমি স্বাভাবিকভাবেই বাঁদিকটা আগুনের দিকে রাখবে। কোন এক সময়ে তুমি এর অন্যথা করতে পার, কিন্তু বারে বারে করবে না। অথচ এ পাইপটার বেলায় সব সময়ই তাই করা হয়েছে। তারপর দেখ, স্ফটিকের উপর দাঁতের দাগ বসে গেছে। পেশীবহুল শক্তিশালী কোন লোকের দাঁত থাকলে তবেই এ-কাজ সম্ভব। কিন্তু আমি যদি ভুল না করে থাকি, তবে সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সুতরাং পাইপ অপেক্ষাও অধিক আকর্ষণীয় আলোচনার বিষয় আমরা পাচ্ছি।'

মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে গেল এবং একটি দীর্ঘদেহ যুবক ঘরে ঢুকল। গাঢ় ধূসর রঙের স্যুট সুন্দরভাবে পরা, হাতে বাদামি রঙের সুতোর টুপি। দেখে মনে হয় বয়স ত্রিশ বছর; আসলে আরও বছর কয়েক বেশী।

একটু বিব্রতভাবে সে বলল, 'ক্ষমা করবেন, আমার বোধ হয় দরজায় নক

করা উচিত ছিল। হ্যা, নিশ্চয় উচিত ছিল। আসলে আমি একটু মুসড়ে পড়েছি, আর সেজন্যই এসব ঘটেছে বলে ধরে নেবেন।' চোখ ঝলসে যাওয়া মানুষের মত সে কপালের উপর হাত রেখে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল।

হোমস তার সহজ সরল গলায় বলল, 'দেখতে পাচ্ছি বিগত দু'একটা রাত আপনি ঘুমোন নি। মানুষের স্নায়ুর উপরে তাতে কাজের চাইতে, এমন কি ফূর্তির চাইতেও বেশী চাপ পড়ে। কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি তা জানতে পারি কি?'

'আপনার পরামর্শই আমার চাই স্যার! আমি জানি না কি করব। আমার সমস্ত জীবনটা ভেঙে তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেছে।'

'আমাকে কি পরামর্শদাতা গোয়েন্দা হিসাবে নিয়োগ করতে চান?'

'শুধু তাই নয়, একজন বুদ্ধিমান, জাগতিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক হিসাবে আমি আপনার মতামত চাই। আমি জানতে চাই, এরপরে আমার কি করা উচিত। আমি আশা করি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি আমাকে তা বলতে পারবেন।'

থেমে থেমে তীব্র উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সে কথাগুলি বলছিল। আমার মনে হচ্ছিল, কথা বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে এবং আগাগোড়াই তার ইচ্ছা তার প্রবৃত্তির ঘাড়ে চেপে আছে।

সে বলতে লাগল, 'খুবই লজ্জার ব্যাপার। অপরিচিত জনের কাছে কেউ পারিবারিক কথা বলতে চায় না। যে দু'জন লোককে আমি আগে কখনও দেখিনি তাদের সঙ্গে নিজের স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা ভয়ংকর ব্যাপার। বাধ্য হয়ে সেকাজ করা আরও ভয়ংকর। কিন্তু আমার সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌচেছি। তাই পরামর্শ আমার চাই।'

হোমস বলে উঠল, 'প্রিয় মিঃ গ্র্যাণ্ট মুনরো—'

আগন্তুক এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। চীৎকার করে বলল, 'সে কি! আপনি আমার নাম জানেন?'

হোমস হেসে বলল, 'নিজেকে যদি অজ্ঞাত রাখতে চান তাহলে বলি টুপির লাইনিং-এর উপর নাম লিখবেন না, অথবা যার সঙ্গে কথা বলবেন টুপিটা তার দিকে ঘুরিয়ে ধরবেন। আমি বলতে চাই, এই ঘরে বসে আমার বন্ধু ও আমি অনেক বিস্ময়কর গুপ্ত কথা শুনেছি এবং অনেক বিচলিত চিত্তে শান্তি ফিরিয়ে আনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে; আশা করি আপনার জন্যও সেটুকু আমরা করতে পারব। সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আর বিলম্ব না করে আপনার কেসের পূর্ণ বিবরণ আমাদের কাছে রাখুন, এ অনুরোধ কি আপনাকে করতে পারি?'

সে বলল, 'মিঃ হোমস, আমার বক্তব্য নিম্নরূপ। তিন বছর হল আমি

বিবাহিত। এই সময়কালে আমার স্ত্রী ও আমি অন্য যেকোন দম্পতির মতই পরস্পরকে ভালবেসেছি, সুখে জীবন কাটিয়েছি। চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে আমাদের মধ্যে কখনও বিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু এখন, গত সোমবার থেকে, হঠাৎ আমাদের দুজনের মধ্যে একটা প্রাচীর গড়ে উঠেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি তার জীবনে ও চিন্তায় এমন কিছু দেখা দিয়েছে যার কিছুই আমি জানি না; আমার কাছে সে যেন পথের এক ক্ষণিকের দেখা স্ত্রীলোকমাত্র। পরস্পর থেকে আমরা দূরে সরে গেছি। কিন্তু কেন—তাই আমি জানতে চাই।

'অন্য কথা বলবার আগে একটি কথার উপরেই আমি জোর দিতে চাই মিঃ হোমস, এফি আমাকে ভালবাসে। সেবিষয়ে কোন ভুল করবেন না। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সে আমাকে ভালবাসে—আজও আগের মতই ভালবাসে। সেটা আমি জানি, আমি অনুভব করি। সেবিষয়ে কোনরকম তর্ক করতে আমি চাই না। কোন স্ত্রীলোক যখন তাকে ভালবাসে, পুরুষ মানুষ সহজেই তা বলতে পারে। কিন্তু একটা গোপন কিছু আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সেটা দূর না হওয়া পর্যন্ত আমরা আগের মত হতে পারব না।'

একটু অধৈর্য হয়ে হোমস বলল, 'মিঃ মুনরো দয়া করে ঘটনাগুলি বলুন।'

'এফির ইতিহাস আমি যতটা জানি আপনাকে বলছি। তার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় সে তখন বিধবা, যদিও খুবই অল্প বয়স—মাত্র পঁচিশ। তখন তার নাম ছিল মিসেস হেব্রন। অল্প বয়সে সে আমেরিকা চলে যায় এবং সেখানে আটলান্টা শহরে বাস করত। সেখানেই সে এই হেব্রনকে বিয়ে করে। মিঃ হেব্রন একজন উকিল, রোজগারও ভাল। তাদের একটি ছেলে ছিল। হঠাৎ সেখানে ভয়ংকরভাবে পীত জ্বর দেখা দিল। স্বামী ও পুত্র তাতেই মারা গেল। তার ডেথ-সার্টিফিকেট আমি দেখেছি। তার ফলেই আমেরিকার উপর তার বিতৃষ্ণা এল এবং মিডলসেক্সের পিনারে এক অবিবাহিতা মাসির সঙ্গে বাস করবার জন্য ফিরে এল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তার স্বামী তাকে ভাল অবস্থাতেই রেখে গিয়েছিল; প্রায় চার হাজার পাঁচ শো পাউণ্ড তার মূলধন ছিল; তার স্বামী সে মূলধনকে এমন ভালভাবে গচ্ছিত রেখেছিল যে তার থেকে গড় আয় শতকরা সাত ভাগ। পিনারে মাত্র ছ'মাস কাটাবার পরেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়; আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়ি এবং কয়েক সপ্তাহ পরেই আমাদের বিয়ে হয়।

'আমি নিজে একজন ব্যবসায়ী; সাত থেকে আটশো আমার আয়। কাজেই আমাদের অবস্থা বেশ ভালই। তাই বছরে আশি পাউণ্ড ভাড়ায় নরউবি-তে একটা ভাল বাসা নিলাম। শহরের খুব কাছে হলেও জায়গাটা বেশ গ্রাম-গ্রাম। আমাদের বাসার একটু উপরেই একটা সরাইখানা ও দুটো

বাড়ি, আর আমাদের সামনে মাঠের ওপারে একটা ছোট বাসা। স্টেশনে যাবার অর্ধেক পথের আগে এ ছাড়া আর কোন ঘরবাড়ি নেই। বছরের অন্য সময়ে ব্যবসা উপলক্ষ্যে আমাকে শহরে যেতে হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে আমার কাজ খুবই কম। তাই সেসময়টা আমার স্ত্রী আর আমি মনের সুখে আমাদের সেই গ্রাম্য-ভবনে বাস করতাম। আপনাকে বলছি, এই অভিশপ্ত ব্যাপারটা ঘটবার আগে পর্যন্ত আমাদের দুজনের মধ্যে একটা ছায়া পর্যন্ত ছিল না।

আরও অগ্রসর হবার আগে একটা কথা আপনাকে বলা উচিৎ। বিয়ের পরে আমার স্ত্রী তার সব সম্পত্তি আমার নামে হস্তান্তর করে দেয়। আমি আপত্তি করেছিলাম, কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার ব্যবসার অবস্থা খারাপ হলে সমস্ত ব্যাপারটা ভারি বিসদৃশ দেখাবে। যাহোক, তার ইচ্ছামতই সেটা করা হয়েছিল। দেখুন ছ' সপ্তাহ আগে সে আমার কাছে এসেছিল।

সে বলল, "জ্যাক, আমার টাকা নেবার সময় তুমি বলেছিলে কখনও আমার টাকার দরকার হলে তোমার কাছে চাইতে।"

'আমি বললাম, "নিশ্চয়। এসবই তো তোমার।"

'সে বলল, "বেশ, আমি একশো পাউণ্ড চাই।"

'একথায় আমি কিছুটা বিচলিত বোধ করলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম একটা নতুন পোশাক বা ঐ রকম একটা কিছু সে চাইবে।

'জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কিসের দরকার?"

'খেলাচ্ছলেই যেন সে বলল, "ওঃ, তুমি কিন্তু বলেছিলে তুমি আমার ব্যাংকার মাত্র; কিন্তু তুমি তো জান ব্যাংকার কখনও প্রশ্ন করে না।"

আমি বললাম, "এটা যদি সত্যি তোমার মনের কথা হয়, তাহলে টাকাটা নিশ্চয় পাবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা সত্যি আমার মনের কথা।"

"কি জন্যে টাকাটা চাই তা আমাকে বলবে না?"

"কোন দিন হয়তো বলব জ্যাক, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে নয়।"

'ঐ জবাবেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল, যদিও সেই প্রথম আমাদের মধ্যে একটা কিছু গোপন থেকে গেল। তাকে একটা চেক দিলাম এবং ও বিষয়ে কোন কথাই আর মনে আনতাম না। পরের ঘটনার সঙ্গে এর হয়তো কোন যোগ নেই, তবু এটা উল্লেখ করা আমার কাছে উচিত বলে মনে হল।'

'দেখুন, এই মাত্র আপনাকে বলেছি যে আমাদের বাড়ির অনতিদূরে একটা কটেজ আছে। মাঝখানে শুধু একটা মাঠ, কিন্তু সেখানে পৌঁছতে হলে রাস্তা ধরে গিয়ে একটা গলিতে ঢুকতে হয়। তার একটু দূরেই ফার গাছের একটা সুন্দর ছোট কুঞ্জ আছে। সেখানে পায়চারি করতে আমি খুব ভালবাসি, কারণ গাছ-গাছালিরা সব সময়ই প্রতিবেশীর মত। আট মাস যাবৎ কটেজটি খালি পড়ে ছিল। এটা খুবই দুঃখের কথা, কারণ একটি সুন্দর

দোতলা বাড়ি, পুরনো কালের ফটক, হলদে ফুলের লতা—সব মিলিয়ে সুন্দর বাড়িটি। অনেক সময়েই ওটার সামনে দাঁড়িয়ে ভেবেছি, কী সুন্দর ছোট একটি বাসভবন এটা হতে পারে।

'দেখুন, গত সোমবার সন্ধ্যায় ওই পথে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম, গলি থেকে একটা খালি ভ্যান বেরিয়ে গেল, আর ফটকের সামনেকার ঘাসে-ঢাকা জমিতে এক বোঝা কার্পেট ও অন্যান্য জিনিস ইতস্তত পড়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, শেষ পর্যন্ত কটেজটা ভাড়া হয়েছে। বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে নিষ্কর্মা লোকের মতই থেমে গিয়ে চারদিকে চোখ বুলোতে লাগলাম। আমাদের এত কাছে কি ধরনের লোক বাস করতে এল সেটাই যেন আঁচ করতে চাইলাম। তাকাতেই হঠাৎ মনে হল, দোতলার জানালা দিয়ে একখানি মুখ আমাকেই দেখছে।

'সে মুখে কি ছিল তা আমি জানি না মিঃ হোমস, কিন্তু আমার মনে হল যেন আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। আমি বেশ কিছুটা দূরে ছিলাম বলে সে মুখের গড়ন ঠিক বুঝতে পারি নি, কিন্তু সে মুখে অস্বাভাবিক, অমানবিক কিছু ছিল। অন্তত আমার সেই ধারণাই হয়েছিল। ফলে যে লোক আমাকে দেখছিল আরও কাছে থেকে তাকে ভাল করে দেখবার জন্য আমি দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাপারটা এমন হঠাৎ ঘটল যে মনে হল, কেউ যেন তাকে ঘরের অন্ধকারের মধ্যে তুলে নিয়ে গেল। পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম, আমার ধারণাটাকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলাম। সে মুখ কোন পুরুষের না স্ত্রীলোকের আমি বলতে পারব না। কিন্তু যা আমাকে সব চাইতে আকৃষ্ট করেছিল সে হল তার রং। কালসিটে বিবর্ণ হলুদ বর্ণ, মুখের ভাব কেমন যেন সাজানো ও কঠিন; সবটাই বিস্ময়কর রকমের অস্বাভাবিক। আমি এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে, ঐ বাড়ির অপর লোকজনদের ভাল করে দেখতে কৃতসংকল্প হলাম। এগিয়ে দরজায় টোকা দিতেই একটি লম্বা শুকনো স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিল। তার মুখ কর্কশ ও অপ্রীতিকর।

'উত্তরাঞ্চলীয় উচ্চারণে সে প্রশ্ন করল, "আপনার কি চাই?"

'আমার বাড়ির দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বললাম, "আমি ঐ বাড়িতে থাকি, আপনাদের প্রতিবেশী। দেখ'ছ আপনারা এইমাত্র এসে পৌঁচেছেন, তাই ভাবলাম যদি আপনাদের কোনরকম সাহায্য করতে পারি—"

"ওঃ, দরকার হলেই আপনাকে জানাব," বলেই সে আমার মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এরূপ অভদ্র উত্তরে বিরক্ত হয়ে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। সারাটা সন্ধ্যা বিষয়ান্তরে মনোনিবেশের চেষ্টা করা সত্ত্বেও জানালার সেই ভুতুড়ে

মুখ আর স্ত্রীলোকটির রূঢ়তাই বার বার মনে পড়তে লাগল। স্থির করলাম, প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে আমার স্ত্রীকে কিছু বলব না। সে খুবই দুর্বল-স্নায়ু ও উত্তেজনাপ্রবণ স্ত্রীলোক। কাজেই আমার মনে যে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেও তার অংশীদার হোক এটা আমি চাই নি। ঘুমবার আগে তাকে জানালাম যে, কটেজে লোক এসেছে। সে কোন কথাই বলল না।

'সাধারণত আমি অত্যন্ত গভীর ঘুম ঘুমোই। আমাদের পরিবারে এটা একটা প্রচলিত ঠাট্টা যে, কোন কিছুতেই রাতে আমার ঘুম ভাঙে না। কিন্তু সেদিনকার ছোট্ট অভিযানের ফলে আমার মনে যে সামান্য উত্তেজনা হয়েছিল সেজন্যই কি না জানি না, সেরাতে আমার ঘুমটা খুবই পাতলা ছিল। আধা স্বপ্নে আমি যেন অস্পষ্টভাবে অনুভব করছিলাম যে, ঘরের মধ্যে একটা কিছু হচ্ছে ; ক্রমে যেন দেখলাম, আমার স্ত্রী সাজগোজ করে ঢিলে জামা ও টুপি পরল। এই অসময়ের সাজগোজ দেখে ঘুমের ঘোরেই বিস্ময় বা ক্রোধসূচক কোন কিছু বলবার জন্য সবে আমার ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়েছে, এমন সময় সহসা আমার আধ-খোলা দুটি চোখ মোমবাতির আলোয় উজ্জ্বল তার মুখের উপর পড়ল। বিস্ময়ে আমি বোবা হয়ে গেলাম। তার মুখে এমন একটা ভাব দেখলাম যা আগে কখনও দেখি নি—যে রকম মুখের ভাব তার হতেই পারে না। তার মুখ মারাত্মক রকমের ফ্যাকাসে ; জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে ; টুপিটা বাঁধতে বাঁধতে বাঁকা চোখে বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখছে আমার ঘুম ভাঙে কি না। তারপর আমি তখনও ঘুমিয়ে আছি মনে করে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তকাল পরে একটা জোর ক্যাচর-ক্যাচর শব্দ শুনতে পেলাম। সে শব্দ একমাত্র সদর দরজার কব্জা থেকেই আসতে পারে। বিছানায় উঠে বসলাম। আমি যে সত্যি জেগে আছি সেটা বুঝবার জন্য খাটের রেলের উপর হাতটা ঠুকতে লাগলাম। তারপর বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করলাম ; ভোর তিনটে। ভোর তিনটের সময় আমার স্ত্রী গ্রামের পথে বেরিয়ে গেল কেন ?

'মনে মনে ব্যাপারটা নাড়াচাড়া করে একটা সম্ভবপর ব্যাখ্যা আবিষ্কারের চেষ্টায় প্রায় কুড়ি মিনিট বসে কাটালাম। যত ভাবি ব্যাপারটা ততই অসাধারণ ও দুর্বোধ্য মনে হতে থাকে। এই সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি এমন সময় পুনরায় দরজা বন্ধ হবার এবং সিঁড়িতে তাব উপরে উঠে আসার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

'সে ঘরে ঢুকলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় গিয়েছিলে এফি ?"

'আমার কথা শুনে সে ভীষণভাবে চমকে উঠে চাপা গলায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তার সেই চমকে ওঠা, সেই কান্না আমাকে সব চাইতে বেশী বিচলিত করে তুলল, কারণ তার মধ্যে একটা অবর্ণনীয় অপরাধের ছাপ ছিল। আমার স্ত্রী সরল দিল-খোলা স্বভাবের মানুষ। তাকে চোরের মত নিজের ঘরে ঢুকতে

দেখে এবং স্বামীর কথায় এভাবে আঁতকে উঠে কাঁপতে দেখে আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'স্নায়বিক হাসি হেসে সে চেঁচিয়ে বলল, "তুমি জেগে আছ জ্যাক ? সে কি ? আমি তো ভেবেছিলাম কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙবে না।"

'দৃঢ়কণ্ঠে শুধালাম, "কোথায় গিয়েছিলে ?"

"তুমি বিস্মিত হয়েছ দেখে আমি অবাক হই নি", সে বলল। আমি দেখলাম, টুপির বাঁধন খোলবার সময় তার আঙুলগুলি কাঁপছে। "কি জান, এরকম কাজ আমি জীবনে কখনও করেছি বলে মনে পড়ে না। ব্যাপার কি জান, মনে হল আমার যেন দম আটকে আসছে ; খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে ভারী ইচ্ছা হল। সত্যি বলছি, বাইরে না গেলে আমি হয় তো মূর্চ্ছা যেতাম। কয়েক মিনিট দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম। এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি।"

'আমাকে এই কাহিনী শোনাবার সময় সে কিন্তু একবারও আমার দিকে তাকায় নি, আর তার গলার স্বর ছিল স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম সে মিথ্যা কথা বলছে। কোন জবাব না দিয়ে আমি দেয়ালের দিকে মুখ ফেরালাম। অন্তরে বড় আঘাত পেয়েছি। মনের মধ্যে হাজার বিষাক্ত সন্দেহ কিলবিল করতে লাগল। আমার স্ত্রী আমার কাছে কি লুকোতে চাইছে ? এই আশ্চর্য অভিযানে সে কোথায় গিয়েছিল ? বুঝলাম প্রকৃত ব্যাপার না জানা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি ফিরে আসবে না। তবু একবার যখন সে মিথ্যা বলেছে, আর তাকে কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। বাকি সারাটা রাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটালাম। একটার পর একটা ব্যাখ্যা মনে আসে, পরক্ষণেই মনে হয় সেটা আগেরটার চাইতেও অবাস্তব।

'সেদিন আমার শহরে যাবার দরকার ছিল, কিন্তু মন-মেজাজ এতই খারাপ যে ব্যবসাতে মন দিতে পারলাম না। স্ত্রীকেও আমার মতই বিচলিত দেখলাম। মাঝে-মাঝেই সে যেভাবে বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিল তাতেই বুঝতে পারলাম, আমি যে তার কথা অবিশ্বাস করেছি সেটা সে বুঝতে পেরেছে এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। প্রাতরাশের সময় দুজনের মধ্যে কোন কথাই হল না। তারপরেই ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম : সকাল বেলাকার খোলা হাওয়ায় চিন্তা করে যদি এব্যাপারের একটা হদিস করতে পারি এই আশায়।

'ক্রিস্ট্যাল প্যালেস পর্যন্ত চলে গেলাম। মাঠে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে বেলা একটা নাগাদ নরউবিতে ফিরলাম। ঘটনাক্রমে সেই কটেজের পাশ দিয়েই ফিরছিলাম। আগের দিন যে আশ্চর্য মুখ আমার দিকে তাকিয়েছিল যদি একটিবার তাকে দেখতে পাই সেই আশায় জানালার দিকে তাকাবার জন্য

মুহূর্তের জন্য সেখানে দাঁড়ালাম। মিঃ হোমস, আমার বিস্ময়টা কল্পনা করুন, ঠিক সেইসময় হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল এবং আমার স্ত্রী বেরিয়ে এল।

'তাকে দেখে বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু দু'জনের চোখাচোখি হতে তার মুখে যে প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম আমার মনের ভাব তার তুলনায় কিছুই নয়। মনে হল, সেইমুহূর্তে সে একবার পুনরায় বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে চাইল, কিন্তু তখন আর লুকোবার চেষ্টা বৃথা বুঝতে পেরে সে দুই ঠোঁটে হাসি নিয়ে এগিয়েই এল। তার অত্যন্ত ফ্যাকাসে মুখ আর ভয়ার্ত চোখই প্রমাণ করে দিল যে সে হাসি মিথ্যা।

'সে বলে উঠল, "আরে জ্যাক! নতুন প্রতিবেশীদের কোনরকম সাহায্য করতে পারি কি না সেটা জানতে এইমাত্র এ বাড়িতে এসেছিলাম। আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন জ্যাক? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?'

'আমি বললাম, "তাহলে কাল রাতে তুমি এখানেই এসেছিলে?"

'সে চীৎকার করে উঠল, "কি বলছ তুমি?"

"তুমি এখানেই এসেছিলে, আমি নিশ্চিত জানি। এরা কারা যে অত রাতে তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে?"

"আগে কখনও এ বাড়িতে আসি নি।"

'আমি চীৎকার করে বললাম, "যেটাকে মিথ্যা বলে জান সেকথা কেমন করে আমাকে বলছ? কথা বলতে তোমার গলার স্বরই বদলে যাচ্ছে। আমি কি কখনও তোমার কাছে কিছু গোপন করেছি? এ বাড়িতে আমি ঢুকব। সমস্ত ব্যাপারটা আমি আগাগোড়া বুঝতে চাই।"

'অসংযত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "না, না, জ্যাক, ঈশ্বরের দোহাই!" আমি তথাপি দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই সে উন্মাদের মত সজোরে হাতটা চেপে ধরে আমাকে টেনে ধরল।

'চীৎকার করে বলতে লাগল, "তোমাকে অনুরোধ করছি জ্যাক, একাজ করো না। কথা দিচ্ছি, একদিন তোমাকে সব কথা বলব। আজ যদি তুমি এ বাড়িতে ঢোক, তাহলে তার ফলে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পাবে না।" তারপর আমি যতই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি, ততই সে পাগলের মত অনুনয়-বিনয় করতে করতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

'আর বার বার চেঁচিয়ে বলেছে, "আমাকে বিশ্বাস কর জ্যাক। এই একটিবার আমাকে বিশ্বাস কর। সেজন্য তোমাকে কখনও অনুশোচনা করতে হবে না। তুমি তো জান, তোমার ভালর জন্য না হলে কোন কিছুই তোমার কাছে আমি গোপন করতাম না। এই একটা ব্যাপারের উপর আমাদের সমস্ত জীবন নির্ভর করছে। আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে চল, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি জোর করে এ বাড়িতে ঢোক, তাহলে তোমার-আমার মধ্যে সব শেষ

হয়ে যাবে।'

'তার আচরণে এতটা ঐকান্তিকতা ও নৈরাশ্য ছিল যে তার কথায় আমার গতি রুদ্ধ হল। দোলাচলচিত্তে আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'অবশেষে বললাম, "তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি এক শর্তে—একটিমাত্র শর্তে। সেটা হল, এখন থেকেই এ রহস্যের অবসান হবে। তোমার গোপন কথা তোমারই থাক। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, নৈশ অভিযান আর চলবে না, এবং আমার অজ্ঞাতে কিছুই করবে না। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর, ভবিষ্যতে আর কিছু ঘটবে না, তাহলে অতীতের সব কিছু ভুলে যেতে আমি রাজী।"

'স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, "আমি জানতাম তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে। তোমার যেমন ইচ্ছা তাই হবে। চলে এসো, ওগো, বাড়ি চলে এসো।" জামার আস্তিন চেপে ধরে সে আমাকে কটেজ থেকে নিয়ে গেল। যেতে যেতে একবার ফিরে তাকালাম। দোতলার জানালা থেকে সেই হলদে কালসিটে মুখ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ জীবটির সঙ্গে আমার কিসের যোগাযোগ থাকতে পারে? অথবা গতকাল যে অভদ্র কর্কশ স্ত্রীলোকটিকে আমি দেখেছি তার সঙ্গেই বা আমার স্ত্রীর কি সম্পর্ক? এ একটা অদ্ভুত গোলকধাঁধা, অথচ আমি জানি, এ গোলকধাঁধার সমাধান না করতে পারলে আমার মনে কখনও শান্তি ফিরে আসবে না।

'এরপর দু'দিন আমি বাড়িতে কাটালাম। আমার স্ত্রী চুক্তিমতই চলতে লাগল, কারণ আমি যতদূর জানি সে এই দু'দিন বাড়ি থেকে বের হয় নি। কিন্তু তৃতীয় দিনে আবার যথেষ্ট প্রমাণ পেলাম, যে গোপন প্রভাব তাকে তার স্বামী ও কর্তব্য হতে দূরে নিয়ে যাচ্ছে তার হাত থেকে তাকে নিবৃত্ত করার পক্ষে তার প্রতিজ্ঞা যথেষ্ট নয়।

'সেদিন আমি শহরে গিয়েছিলাম। সাধারণত আমি ৩·৩৬-এর ট্রেনে ফিরি। তার পরিবর্তে সেদিন ফিরলাম ২·৪০-এর ট্রেনে। বাড়িতে ঢুকতেই দাসী বিভ্রান্ত মুখে হলঘরে ছুটে এল।

'জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের কর্ত্রী কোথায়?"

'সে জবাব দিল, "মনে হচ্ছে তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন।"

'আমার মনে তৎক্ষণাৎ সন্দেহ দেখা দিল। সে সত্যি বাড়িতে আছে কি না দেখবার জন্য আমি ছুটে উপরে উঠে গেলাম। উঠতে উঠতে উপরের একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, যে দাসীর সঙ্গে এইমাত্র কথা বলছিলাম সে মাঠ পেরিয়ে কটেজের দিকে ছুটে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সবই বুঝতে পারলাম। আমার স্ত্রী সেখানেই গেছে. আর দাসীকে বলে গেছে আমি ফিরলেই যেন তাকে ডেকে দেয়।

'রাগে জ্বলতে জ্বলতে ছুটে নীচে নেমে বাইরে বের হলাম। এ ব্যাপারের

একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতেই হবে। দেখলাম, আমার স্ত্রী ও দাসী গলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। তাদের সঙ্গে কথাটি বললাম না। ঐ কটেজে আছে সেই রহস্য যা আমার জীবনের উপর কালো ছায়া ফেলেছে। প্রতিজ্ঞা করলাম, যা ঘটে ঘটুক, এ রহস্যের অবসান ঘটাবই। দরজায় পৌঁছে টোকা পর্যন্ত দিলাম না, হাতল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম।

'একতলায় সব কিছু শান্ত, স্তব্ধ। রান্নাঘরে কেটলিটা উনুনের উপর টগবগ করে ফুটছে, একটা বড় কালো বিড়াল ঝুড়ির মধ্যে গুটিয়ে শুয়ে আছে, কিন্তু আগের দিন দেখা স্ত্রীলোকটির কোন চিহ্ন নেই। পাশের ঘরে ছুটে গেলাম। সেটাও একই রকম পরিত্যক্ত। ছুটে উপরে গেলাম, সেখানেও দুটো ঘরই শূন্য, পরিত্যক্ত। সারা বাড়িতে কেউ নেই। ঘরের আসবাবপত্র এবং ছবিগুলি সবই অতি সাধারণ ও রুচিবিহীন, শুধু যে ঘরের জানালায় সেই অদ্ভুত মুখটা দেখেছিলাম সেটা ছাড়া। সে ঘরটা বেশ আরামদায়ক ও সুরুচির পরিচায়ক। সেই ঘরে মেন্টেলপিসের উপরে দেখলাম আমার স্ত্রীর একখানি পূর্ণাবয়ব ফটোগ্রাফ। আমারই অনুরোধে মাত্র তিন মাস আগে ফটোখানি তোলা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সব সন্দেহ তীব্র, তিক্ত শিখায় জ্বলে উঠল।

'বাড়িটা যে একেবারেই জনশূন্য সেবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য অনেকক্ষণ সেখানে থাকলাম। তারপর চলে গেলাম। বুকের মধ্যে এত বড় বোঝা পূর্বে কখনও বোধ করি নি। বাড়িতে ঢোকামাত্রই আমার স্ত্রী হলঘরে এল। কিন্তু আমি তখন এতদূর আহত ও ক্রুদ্ধ যে তার সঙ্গে কথাটিও বললাম না। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু দরজা বন্ধ করবার আগেই সেও সে ঘরে প্রবেশ করল।

'সে বলল, "প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি বলে আমি খুব দুঃখিত জ্যাক। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, সব কথা শুনলে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।"

'আমি বললাম, "তাহলে সব কথা আমাকে বল।"

'সে কেঁদে উঠল, "আমি পারব না জ্যাক, আমি পারব না।"

"ওই কটেজে কে আছে, কাকে তুমি ওই ফটোগ্রাফ দিয়েছ, সেকথা যদি আমাকে না বল তাহলে আমাদের পরস্পরের উপর বিশ্বাস কখনও ফিরে আসবে না", এই কথা বলে তার কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। মিঃ হোমস, এটা গতকালের কথা। সেই থেকে তাকে আমি দেখি নি, বা এই অদ্ভুত ব্যাপারের আর কিছু জানিও না। আমাদের মধ্যে এই প্রথম বিচ্ছেদের ছায়া নেমেছে এবং আমাকে এতই বিচলিত করেছে যে সকলের মঙ্গলের জন্য কি যে করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আজ সকালে মনে হল, একমাত্র আপনিই আমাকে ঠিক পরামর্শ দিতে পারেন। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি এবং আপনার

হাতে নিজেকে নিঃসংশয়ে সঁপে দিচ্ছি। যদি এমন কোন কথা থাকে যা আমি পরিষ্কার করে বলতে পারি নি, দয়া করে সেবিষয়ে প্রশ্ন করুন। কিন্তু সকলের আগে তাড়াতাড়ি বলুন আমি কি করব। এ দুঃখ আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

হোমস ও আমি পরিপূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে এই অসাধারণ বিবরণ শুনলাম। গভীর আবেগে দিশেহারা মানুষের মতই কেটে কেটে, ভেঙে ভেঙে কথাগুলি বলা হয়েছে। আমার সঙ্গী হাতের উপর থুতনি রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

অবশেষে বলল, 'জানালায় যাকে আপনি দেখেছেন সেটা যে একজন পুরুষ মানুষের মুখ একথা কি আপনি হলফ করে বলতে পারেন?'

'প্রতিবারই আমি বেশ কিছুটা দূর থেকে দেখেছি, কাজেই হলফ করে কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'যাই হোক, সে মুখ দেখে আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগে নি।'

'মুখের রংটা অস্বাভাবিক আর গড়নেও কেমন যেন অদ্ভুত কাঠিন্য। কাছে এগিয়ে যেতেই সেটা সহসা অদৃশ্য হয়ে যায়।'

'কতদিন আগে আপনার স্ত্রী একশো পাউণ্ড চেয়েছিলেন?'

'প্রায় দু'মাস।'

'তার প্রথম স্বামীর ফটোগ্রাফ আপনি কখনও দেখেছেন?'

'না; তার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই আটলাণ্টায় একটা বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং তার কাগজপত্র সব নষ্ট হয়ে যায়।'

'অথচ ডেথ-সার্টিফিকেটটা তার কাছে ছিল। আপনিই বলেছেন সেটা দেখেছেন।'

'হ্যাঁ, অগ্নিকাণ্ডের পরে সে একটা ডুপ্লিকেট সংগ্রহ করে।'

'আমেরিকায় আপনার স্ত্রীকে চিনত এমন কারও সঙ্গে আপনার কখনও দেখা হয়েছে?'

'না।'

'দ্বিতীয়বার সেখানে যাবার কথা তিনি কখনও বলেছেন?'

'না।'

'বা সেখান থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন?'

'আমি যতদূর জানি—না।'

'ধন্যবাদ। এবার এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু ভাবতে চাই। কটেজটি যদি স্থায়ীভাবে পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তাহলে কিছুটা অসুবিধা দেখা দেবে। অপরপক্ষে, এবং আমি মনে করি সেটাই বেশী সম্ভব, যদি বাড়ির অধিবাসীরা গতকাল আগে থেকে আপনার আসার খবর জেনে আপনি সে বাড়িতে ঢুকবার আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণে তারা ফিরে আসতেও

পারে এবং সেক্ষেত্রে সহজেই ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যাবে। কাজেই আমি পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি নরউবিতে ফিরে যান, এবং কটেজের জানালাগুলি আবার পরীক্ষা করুন। যদি মনে করেন যে বাড়িতে লোক আছে তাহলে জোর করে ঢুকবেন না; বরং আমার বন্ধুকে ও আমাকে একটা তার করে দেবেন। তার পাবার একঘণ্টার মধ্যেই আমরা আপনার সঙ্গে মিলিত হব এবং অচিরেই সমস্ত ব্যাপারটার একেবারে গোড়ায় পৌছতে পারব।'

'আর সেটা যদি এখনও খালি থাকে?'

'সেক্ষেত্রে কাল আমি নিজেই গিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব। গুড বাই। যতক্ষণ না জানতে পারছেন যে উতলা হবার সত্যি কোন কারণ আছে ততক্ষণ উতলা হবেন না।'

মিঃ গ্রাণ্ট মুনরোকে দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে ফিরে এসে সঙ্গী বলল, 'ওয়াটসন, আমার তো আশংকা হচ্ছে ব্যাপারটা শোচনীয়। তুমি কি বুঝলে?'

আমি জবাব দিলাম, 'শুনতে কুৎসিত লাগল।'

'ঠিক। এর মধ্যে ব্ল্যাকমেলের ব্যাপার আছে। তা যদি না হয় তাহলে আমার বুঝতেই ভুল হয়েছে।'

'কিন্তু ব্ল্যাকমেলটা করছে কে?'

'দেখ, ওই বাড়ির একটিমাত্র আরামদায়ক ঘরে যিনি থাকেন এবং তার অগ্নিকুণ্ডের উপরে মহিলাটির ফটোগ্রাফ যিনি রেখে দিয়েছেন, সেই জীবটিই এর নায়ক। আমি বলছি ওয়াটসন, ঐ জানালা ও হলদে কালসিটে মুখকে ঘিরে একটা রহস্য আছে। পৃথিবীর বিনিময়েও এ কেসটা আমি হাতছাড়া করতে চাইব না।'

'কোন অনুমান কি করেছ?'

'করেছি, তবে অস্থায়ী। কিন্তু সে অনুমান সঠিক না হলেই আমি বিস্মিত হব। স্ত্রীলোকটির প্রথম স্বামী ওই কটেজে আছে।'

'একথা মনে করছ কেন?'

'দ্বিতীয় স্বামীর ঐ বাড়িতে ঢোকার ব্যাপারে তার যে উন্মত্ত উৎকণ্ঠা সেটাকে আর কিভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি? আমি যতদূর বুঝেছি ব্যাপারটা এই রকম: আমেরিকাতে এই স্ত্রীলোকটির বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামীর কতকগুলি ঘৃণার্হ দোষ দেখা দেয়, অথবা বলা যেতে পারে, তার কোন ঘৃণ্য রোগ জন্মে এবং সে কুষ্ঠরোগী বা জড়বুদ্ধি হয়ে পড়ে। অবশেষে তার কাছ থেকে পালিয়ে সে ইংলণ্ডে ফিরে আসে এবং নাম পাল্টে নতুন করে জীবন শুরু করে। তিন বছর হল তার বিয়ে হয়েছে। অপর কোন লোকের ডেথ-সার্টিফিকেট স্বামীকে দেখিয়ে সে নিজেকে নিরাপদ ভেবে বেশ নিশ্চিন্ত ছিল। এই অবস্থায় হঠাৎ তার প্রথম স্বামী, অথবা যতদূর মনে হয় সেই

অকর্মন্য লোকটার প্রতি অনুরক্তা কোন নীতিবর্জিতা স্ত্রীলোক তার সন্ধান পায়। তারা ওর স্ত্রীকে চিঠি লিখে এখানে এসে সব কথা ফাঁস করে দেবে বলে ভয় দেখায়। সে তখন একশো পাউণ্ড চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করতে চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও তারা এসে হাজির হয় এবং স্বামী যখন কথাপ্রসঙ্গে ঐ কটেজের নবাগতদের কথা বলে তখনই সে বুঝতে পারে যে তাকে অনুসরণ করেই ওরা এসেছে। স্বামী ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে এবং তার পরেই তারা যাতে তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় একথা বোঝাবার জন্য সেখানে ছুটে যায়। কাজ হাসিল না হওয়ায় পরদিন সকালে আবার যায় এবং ফেরবার পথে স্বামী তাকে দেখে ফেলে। সে তখন আর কখনও সেখানে যাবে না বলে স্বামীকে কথা দেয়, কিন্তু দু'দিন পরে ঐ দুটি ভয়ংকর প্রতিবেশীর হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় সে আর একবার চেষ্টা করে এবং সম্ভবত তাদের দাবী অনুসারেই ফটোগ্রাফখানি সঙ্গে নিয়ে যায়। আলোচনার মাঝখানেই দাসী এসে খবর দেয় যে মনিব ফিরে এসেছে। স্ত্রী তখন বুঝতে পারে যে তার স্বামী এবার সোজা এ বাড়িতে হানা দেবে। তাই সে তাড়াতাড়ি অধিবাসী দু'জনকে পিছনের দরজা দিয়ে নিকটবর্তী ফার-কুঞ্জের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। সেইজন্যই স্বামী গিয়ে বাড়িটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। আজ সন্ধ্যায় স্বামী যখন ফার-কুঞ্জে বেড়াতে যাবে তখনও যদি তারা সেখানেই থেকে থাকে তাহলে আমি খুবই বিস্মিত হব। আমার এই অনুমান সম্পর্কে তোমার কি মত?'

'সবটাই তো কল্পনামাত্র।'

'কিন্তু সবগুলো ঘটনাকেই এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এমন কোন নতুন ঘটনা যদি জানা যায় যার ব্যাখ্যা এর মধ্যে মেলে না, তখন তো পুনর্বিবেচনার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপাতত নরউবি থেকে আমাদের বন্ধুর নতুন বাণী না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আর কিছু করতে পারছি না!'

আমাদের কিন্তু বেশী সময় অপেক্ষা করতে হল না। চা-পর্ব শেষ করবার পরেই তার হাজির। তাতে লেখা: 'কটেজে এখনও লোক রয়েছে। 'জানালায়' আবার সেই মুখ দেখেছি। সাতটার ট্রেনে হাজির থাকব, আর আপনার না আসা পর্যন্ত কিছু করব না।'

আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলাম, সে প্ল্যাটফর্মেই অপেক্ষা করছিল। স্টেশনের বাতির আলোয় দেখলাম, সে খুবই ক্যাকাসে হয়ে গেছে এবং উত্তেজনায় কাঁপছে।

আমার বন্ধুর আস্তিনে হাত রেখে সে বলল, 'মিঃ হোমস, ওরা এখনও সেখানে আছে। আসার সময় কটেজে আলো দেখেছি। এইবার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করে ফেলব।'

পথের দুই পাশে গাছের সারি। অন্ধকারে সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে

হোমস প্রশ্ন করল, 'আপনি তাহলে কি করতে চান?'

'জোর করে বাড়িতে ঢুকে আমি দেখতে চাই সেখানে কে আছে। আমি চাই, সাক্ষী হিসাবে আপনারা দু'জনই সেখানে উপস্থিত থাকুন।'

'এ রহস্যের সমাধান না করাই মঙ্গল—আপনার স্ত্রীর এই সতর্ক-বাণী সত্ত্বেও কি আপনি একাজ করতে কৃতসংকল্প?

'হ্যাঁ, আমি কৃতসংকল্প।'

'দেখুন, আমিও মনে করি আপনার পথই ঠিক। সীমাহীন সন্দেহ অপেক্ষা সত্যই শ্রেয়। আমাদের এখনই যাওয়া উচিত। অবশ্য আইনের দিক থেকে আমরা ভীষণভাবে অন্যায় করছি, তথাপি আমি মনে করি এক্ষেত্রে তাও করা উচিত।'

অন্ধকার রাত। বড় রাস্তা থেকে গলিতে ঢুকবার মুখেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। গলিটা এবড়ো-খেবড়ো, দুই পাশে ঝোপ-ঝাড়। মিঃ গ্র্যাণ্ট মুনরো অধৈর্য হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমরা যথাসম্ভব তাকে অনুসরণ করছি।

গাছের ফাঁক দিয়ে একটা আলোর ছটা দেখিয়ে সে বলল, 'ওগুলো আমার বাড়ির আলো, আর এই সেই কটেজ যাতে আমি এখনই ঢুকব।'

গলির একটা মোড় ঘুরতেই বাড়িটার কাছে পৌঁছে গেলাম। দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ নয়। দোতলার একটা জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটি ছায়া চলাফেরা করছে।

গ্র্যাণ্ট মুনরো চেঁচিয়ে বলল, 'ঐ সেই জীব; আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন ওখানে লোক আছে। আমার পিছনে আসুন। এখনই সব জানতে পারব।'

আমরা দরজার দিকে অগ্রসর হলাম। হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে একটি স্ত্রীলোক সোনালী আলোয় এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তার দুই হাত অনুনয়ের ভঙ্গীতে প্রসারিত।

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই জ্যাক, যেয়ো না। আমার মন বলেছিল আজ সন্ধ্যায় তুমি আসবে। প্রিয়তম! ভাল করে ভেবে দেখ। আর একবার আমাকে বিশ্বাস কর। এজন্য কখনও তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে না।'

কঠোর স্বরে সে বলল, 'তোমাকে আমি অনেক বিশ্বাস করেছি এফি! আমাকে যেতে দাও। আমি যাবই। আমার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে চিরদিনের মত এ ব্যাপারের মীমাংসা করতে চাই।'

স্ত্রীকে সে একপাশে ঠেলে দিল। তার পিছনে পিছনে আমরাও এগিয়ে গেলাম। দরজা খুলে ফেলতেই একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক ছুটে এসে তার সামনে পথ আটকে দাঁড়াল। ধাক্কা দিয়ে সে তাকেও সরিয়ে দিল। মুহূর্ত পরেই আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। গ্র্যাণ্ট মুনরো উপরের

আলোকিত ঘরটায় ঢুকল ; তার পায়ে পায়ে আমরাও ঢুকলাম।

সুসজ্জিত আরামদায়ক ঘর। দুটো মোমবাতি জ্বলছে টেবিলে, আরও দুটো মেণ্টেলপিসের উপরে। এক কোণে একটা ডেস্কের উপর ঝুঁকে যে বসে আছে তাকে একটি ছোট মেয়ে বলেই মনে হল। তার মুখ ছিল উল্টো দিকে ; কিন্তু আমরা দেখলাম তার পরনে একটা লাল ফ্রক, আর হাতে লম্বা সাদা দস্তানা। সে হঠাৎ ঘুরে বসতেই বিস্ময়ে ও আতংকে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। যে মুখ সে আমাদের দিকে তুলে ধরল তাতে একটা অদ্ভুত কালসিটে আভা ; সারাটা মুখ ভাবলেশহীন। মুহূর্তকাল পরেই কিন্তু রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। একটুখানি হেসে হোমস একটি হাত মেয়েটির কানের পিছনে নিতেই তার মুখের উপর থেকে একটা মুখোস খসে পড়ল, আর বেরিয়ে এল একটি কয়লা-কালো ছোট নিগ্রো মেয়ে, পরমানন্দে তার সাদা সাদা দাঁতগুলি সে আমাদের বিস্মিত মুখের উপর মেলে ধরল। তার খুশির প্রতি সহানুভূতিতে আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম, কিন্তু গ্র্যাণ্ট মুনরো হাত দিয়ে নিজের গলা চেপে ধরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চেঁচিয়ে বলল, 'হায় ঈশ্বর! এসবের মানে কি?'

'আমি এর মানে বলে দিচ্ছি,' গর্বিত কঠিন মুখে ঘরের মধ্যে ছুটে এসে মহিলাটি বলল, 'আমার বিচারের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে বলতে বাধ্য করলে। এখন দু'জনকেই এর ভার বইতে হবে। আটলাণ্টায় আমার স্বামী মারা গেছে। কিন্তু আমার সন্তান বেঁচে আছে।'

'তোমার সন্তান!'

বুকের ভিতর থেকে একটা বড় রূপোর লকেট বের করে বলল, 'খোলা অবস্থায় এটা তুমি দেখ নি।'

'আমি ভেবেছিলাম, এটা খোলা যায় না।'

একটা স্প্রিং-এ চাপ দিতেই ঢাকনাটা খুলে গেল। ভিতরে একটি লোকের ছবি। খুবই সুদর্শন ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। কিন্তু সে যে আফ্রিকার বংশধর তার শারীরিক গঠনে রয়েছে তার অভ্রান্ত নিদর্শন।'

মহিলা বলতে লাগল, 'ইনি হলেন আটলাণ্টার জন হেব্রন। তার চাইতে মহত্তর কোন লোক পৃথিবীতে আসে নি। তাকে বিয়ে করবার জন্য স্বজাতির কাছ থেকে নিজেকে আমি বিচ্ছিন্ন করেছিলাম ; কিন্তু তার জীবদ্দশায় এক মুহূর্তের জন্যও সে কারণে আমি অনুশোচনা করি নি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের একমাত্র সন্তান আমার জাতির মত না হয়ে তার জাতির মত হল। এরকম বিয়েতে অনেক সময়ই এরকম হয়ে থাকে। তবে ছোট্ট লুসি তার বাবার চাইতেও অনেক অনেক বেশী কালো হয়েছে। কিন্তু কালো হোক আর সাদা হোক, সে যে আমার ছোট্ট প্রিয় মেয়েটি, তার মায়ের বড় প্রিয়।' একথা শুনে ছোট মেয়েটি ছুটে গিয়ে মহিলাটির পোশাক জড়িয়ে ধরল।

সে বলতে লাগল, 'আমি তাকে আমেরিকায় রেখে এসেছিলাম, তার একমাত্র কারণ তখন তার শরীর দুর্বল ছিল এবং হয় তো আবহাওয়ার পরিবর্তন তার পক্ষে ক্ষতিকর হত। যে বিশ্বস্ত স্কচ স্ত্রীলোকটির কাছে তাকে রেখে এসেছিলাম সে একসময়ে আমাদের দাসী ছিল। কিন্তু জ্যাক, ঘটনাক্রমে যখন তুমি আমার কাছে এলে, আর আমি তোমাকে ভালবাসলাম, তখন আমার সন্তানের কথা তোমাকে জানাতে আমার ভয় হল। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ভয় হয়েছিল যে সেকথা জানালে হয় তো তোমাকে হারাতে হবে; তাই তোমাকে বলবার সাহস আমার হয় নি। দু'জনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে গিয়ে দুর্বলতাবশত আমার ছোট মেয়েটির কাছ থেকেই আমাকে সরে আসতে হল। তিন বছর আমি তার অস্তিত্বকে তোমার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছি। কিন্তু নার্সের কাছ থেকে তার সব খবরই আমি পেতাম; জানতাম যে সে ভাল আছে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত আর একবার মেয়েটিকে দেখবার একটা উদগ্র বাসনা আমাকে পেয়ে বসল। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে বাসনাকে তাড়াতে পারলাম না। বিপদ জেনেও অন্তত কয়েক সপ্তাহের জন্য হলেও মেয়েকে এখানে নিয়ে আসাই স্থির করলাম। নার্সকে একশো পাউণ্ড পাঠিয়ে তাকে এই কটেজের বিবরণ জানিয়ে দিলাম, যাতে আমাকে কোনরকমভাবে না জড়িয়েও সে 'প্রতিবেশী' হয়ে এখানে থাকতে পারে। মেয়েটিকে জানালায় দেখলেও যাতে এ অঞ্চলে একটি কালো মেয়ে এসেছে বলে কোনরকম গাল-গল্প না ছড়াতে পারে সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নির্দেশ পাঠালাম, সারাদিন ওকে যেন বাড়ির মধ্যেই রাখা হয় এবং ওর মুখ আর হাত যেন ঢেকে রাখা হয়। আরও কম সতর্ক হলেই বোধ হয় বুদ্ধির পরিচয় দিতাম। কিন্তু পাছে তুমি সত্য কথাটা জেনে ফেল এই ভয়ে আমি আধা পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

'তুমিই আমাকে প্রথম বলেছিলে যে কটেজে লোক এসেছে। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু উত্তেজনায় ঘুমুতে পারছিলাম না। তাই তোমার ঘুম ভাঙানো খুব শক্ত জেনেই শেষ পর্যন্ত সেই রাতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে যেতে দেখলে, আর সেখানেই শুরু হল আমার বিপদ। পরদিন তুমি ইচ্ছা করলেই আমার গোপন কথা জানতে পারতে, কিন্তু উদারতাবশতই তুমি তা করো নি। অবশ্য তিন দিন পরে তুমি যখন সদর দরজা দিয়ে ও বাড়িতে ঢুকলে তখন মেয়েকে নিয়ে নার্স কোনরকমে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়। অবশেষে আজ রাতে তুমি সবই জানলে; এবার আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমাদের মানে আমার সন্তান ও আমার কি হবে?' মেয়ের দুটি হাত জড়িয়ে ধরে সে জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

দীর্ঘ দু'মিনিট পরে গ্র্যান্ট মুনরো নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল এবং তার কাছ থেকে যে জবাব এল সেটা ভাবতেও আমার ভাল লাগে। ছোট শিশুটিকে কোলে তুলে চুমু খেল; তারপর অপর হাতটি স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

বলল, 'বাড়িতে আরাম করে বসে এবিষয়ে আলোচনা করা যাবে। আমি খুব ভাল মানুষ নই এফি, আমি মনে করি যে, তুমি আমাকে যা মনে করেছ তার চাইতে আমি ভাল।'

হোমস ও আমি গলি পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গেলাম। চলে আসবার সময় বন্ধুবর আমার আস্তিন চেপে ধরল। বলল, 'নরউবি থেকে লণ্ডনেই আমাদের অনেক কাজ আছে বলে আমি মনে করি।'

সেদিন অনেক রাতে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে তার শয়ন-কক্ষে যাবার আগে পর্যন্ত এ কেস সম্পর্কে সে আর একটি কথাও বলে নি।

তখন সে বলল, 'ওয়াটসন, যদি কখনও তোমার মনে হয় যে, নিজের ক্ষমতার উপর আমি অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করছি, বা একটা কেসে যতটা মনোযোগ দেওয়া দরকার তা দিচ্ছি না, তখন দয়া করে অস্পষ্ট স্বরে আমার কানে উচ্চারণ করো "নরউবি," তাহলেই তোমার কাছে আমি অশেষরূপে কৃতজ্ঞ থাকব।'



শেয়ার-দালালের কেরাণী
Stock Broker's Clerk

বিয়ের কিছুদিন পরেই প্যাডিংটন জেলায় একটি ওষুধের দোকান কিনেছি। দোকানের প্রাক্তন মালিক বৃদ্ধ মিঃ ফার্কুহার একসময় ব্যবসা বেশ ভালই চালিয়েছিলেন। কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়ায় এবং হাত-পা কাঁপা রোগে ভোগার দরুণ তার ব্যবসাতে বেশ ভাঁটা পড়ে। সাধারণ মানুষ স্বভাবতই বিশ্বাস করে যে অপরের রোগ যে সারাবে তাকে স্বয়ং সুস্থ থাকতে হবে; যার ওষুধে নিজেরই রোগ সারে না, স্বভাবতই মানুষ তার ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে। এইভাবে তিনি যতই দুর্বল হয়ে পড়লেন ততই তার ব্যবসা খারাপ হতে লাগল। অবশেষে আমি যখন সেটা কিনে নিলাম তখন তার আয় বার্ষিক বারোশ' থেকে কিঞ্চিদধিক তিনশ'তে নেমে গেছে। যা হোক, নিজের বয়স ও শক্তির উপর আমার ভরসা ছিল, তাই মনে জোর ছিল যে কয়েক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি আবার ফেঁপে উঠবে।

সেখানে ডাক্তারি শুরু করবার তিনটি মাস এতই কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে বন্ধু শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখাই হয় নি। ব্যস্ততার জন্য আমিও বেকার

স্ট্রীটে যেতে পারি নি, আর কাজের প্রয়োজনে ছাড়া সেও বড একটা কোথাও যায় না। সুতরাং জুন মাসের এক সকালে যখন প্রাতরাশ সেরে "ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্ণাল" পড়ছিলাম, তখন দরজায় ঘণ্টার শব্দ এবং তারপরই আমার পুরনো বন্ধুর উচ্চগ্রামের কিছুটা কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম।

ঘরের মধ্যে পা ফেলেই সে বলে উঠল, 'প্রিয় ওয়াটসন, তোমাকে দেখে ভারি আনন্দ হল। আশা করি মিসেস ওয়াটসন "চিহ্ন-চতুষ্টয়"-এ (Sign of Four) বর্ণিত আমাদের অভিযান জনিত সামান্য উত্তেজনা থেকে এখন সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছেন।'

সাদরে কর-মর্দন করে বললাম, 'অনেক ধন্যবাদ, আমরা দু'জনই খুব ভাল আছি।'

দোলনা-চেয়ারে বসে পড়ে সে আবার বলল, 'আরও আশা করছি যে, আমাদের ছোটখাটো সমস্যায় তুমি আগে যে আগ্রহ দেখাতে ডাক্তারি পশারের ঝামেলায় সেটা সম্পূর্ণ মুছে যায় নি।'

আমি জবাব দিলাম, 'ঠিক উল্টো; গত রাত্রেও পুরনো নোটগুলোর উপর চোখ বুলিয়েছি আর কিছু কিছু ঘটনাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে রেখেছি।'

'আশা করি তোমার সংকলনের ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যায় নি?'

'মোটেই না। ঐ ধরনের আরও কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারলে আর কিছুই চাই না।'

'ধর, যদি আজই হয়?'

'হ্যাঁ, তুমি চাইলে আজই।'

'বার্মিংহাম পর্যন্ত যেতে হলেও?'

'নিশ্চয়, যদি তুমি চাও।'

'আর তোমার ডাক্তারি?'

'প্রতিবেশীটি কোথাও গেলে তার কাজ আমি করে দিই। সে ঋণ শোধ করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত।'

'বাঃ! এর চাইতে আর ভাল কিছু হতে পারত না।' চেয়ারে হেলান দিয়ে আধ-বোঝা চোখের পাতার নীচ দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে হোমস কথাগুলি বলল। 'মনে হচ্ছে সম্প্রতি তুমি অসুস্থ হয়েছিলে। গ্রীষ্মকালীন ঠাণ্ডা সব সময়ই একটু গোলমাল করে।'

'ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে গত সপ্তাহে তিন দিন বাড়িতে বন্দী হয়ে ছিলাম। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম তার সব চিহ্ন মুখ থেকে মুছে ফেলেছি।'

'তা ফেলেছ। তোমাকে যথেষ্ট সুস্থই দেখাচ্ছে।'

'তাহলে তুমি সেকথা জানলে কেমন করে?'

'ভাইরে, আমার পদ্ধতি তো তুমি জান।'

'তাহলে অনুমান করেছ?'

'নিশ্চয়।'

'কি থেকে?

'তোমার পায়ের চটি থেকে।'

পায়ের নতুন পেটেণ্ট লেদারের চটির দিকে তাকালাম। 'এর থেকে কেমন করে—?' আমার কথার মাঝখানে প্রশ্নটা করবার আগেই হোমস জবাব দিল।

বলল, 'তোমার চটিজোড়া নতুন। কয়েক সপ্তাহের বেশী আগের কেনা হতে পারে না। জুতোর যে তলা দুটো এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সেটা কেমন যেন ঈষৎ ঝলসানো। প্রথম ভাবলাম, জুতো জোড়া ভিজে গিয়েছিল এবং শুকোতে গিয়ে ঝলসে গেছে। কিন্তু জুতোর যেখানে গোড়ালির চাপ পড়ে তার কাছে দোকানির ছাপ-মারা একটুকরো গোল কাগজ এখনও আঁটা রয়েছে। জলে ভিজলে ওটা নিশ্চয় উঠে যেত। তাহলে তুমি নিশ্চয় আগুনের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে বসে ছিলে। কোন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ জুন মাসের এরকম বর্ষাতেও ওকাজ কখনও করবে না।'

হোমসের সব যুক্তির মতই এটাও বুঝিয়ে দেওয়া খুবই সহজ মনে হল। আমার মুখে আমার চিন্তার ছবি দেখতে পেয়ে তার হাসিতে একটু তিক্ততার ছোঁয়া লাগল।

সে বলল, 'কোন কিছু বোঝাবার সময় বোধ হয় আমি নিজেকেই ভুলে যাই। অকারণে কোন কিছু ঘটলেই সেটা অধিক চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে। তাহলে তুমি বার্মিংহাম যাচ্ছ তো?'

'নিশ্চয়। কেসটা কি?'

'সেটা ট্রেনেই শুনতে পাবে। আমার মক্কেল চার-চাকার গাড়ি নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। তুমি কি এখনই আসতে পারবে?

'মুহূর্তের মধ্যে।' প্রতিবেশীকে একখানা চিঠি লিখে ব্যাপারটা আমার স্ত্রীকে জানাবার জন্য দ্রুত দোতলায় উঠে গেলাম এবং দরজার কাছেই হোমসের সঙ্গে মিলিত হলাম।

পিতলের ফলকটা দেখিয়ে সে বলল, 'তোমার প্রতিবেশী ডাক্তার?'

'হ্যাঁ। আমার মত সেও এটা কিনেছে।'

'বেশ পুরনো প্রতিষ্ঠান?'

'ঠিক আমারটার মতই। বাড়িটা তৈরি হবার সময় থেকেই এ দুটো আছে।'

'আচ্ছা। তাহলে তো দুটোর মধ্যে ভালটাই তুমি বাগিয়েছ।'

'আমি তাই মনে করি। কিন্তু তুমি জানলে কেমন করে?'

'সিঁড়িগুলো দেখে হে বাপু। ওর সিঁড়ির চাইতে তোমার সিঁড়ির ধাপগুলো তিন ইঞ্চি বেশী ক্ষয়ে গেছে। কিন্তু গাড়িতে উপবিষ্ট এই ভদ্রলোকই আমার মক্কেল মিঃ হল পাইক্রফ্‌ট! তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। কোচয়ান, ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসাও, কারণ ট্রেন ধরবার মত সময়টুকু মাত্র আমাদের হাতে আছে।'

আমার সামনে উপবিষ্ট লোকটির দেহ সুগঠিত, গায়ের রং উজ্জ্বল, বয়সে যুবক, দিল-খোলা সজ্জনসুলভ মুখে কোঁকড়ানো হলদে ছোট গোঁফ। মাথায় ঝকঝকে টপ্‌-হ্যাট আর কালো রঙের পরিচ্ছন্ন স্যুটেই তার চরিত্রের প্রকাশ —একজন চটপটে যুবক নাগরিক, সেই শ্রেণীর একজন যাদের অবজ্ঞা করে বলা হয় "কর্ক্নি", অথচ যাদের ভিতর থেকেই আসে আমাদের সেরা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী এবং এই দ্বীপের অন্য যে কোন শ্রেণীর লোক অপেক্ষা যাদের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসে আমাদের সেরা ব্যায়ামবীর ও ক্রীড়াবিদের দল। তার গোলাকার রক্তিম মুখ স্বভাবতই আনন্দে ভরপুর, তথাপি আমার মনে হল যেন তার মুখের দুটি কোণ আধা-হাসি আধা-দুঃখে একটুখানি ঝুলে পড়েছে। অবশ্য একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে বার্মিংহামে যাত্রা করবার আগে পর্যন্ত জানতেই পারলাম না কোন্ বিপদে পড়ে সে শার্লক হোমসের কাছে ছুটে এসেছে।

হোমস মন্তব্য করল, 'সত্তর মিনিট সময় আমাদের পথ চলতে হবে। অতএব মিঃ হল পাইক্রফ্‌ট্, ঠিক আমার কাছে যেভাবে বলেছেন সেইভাবে, অথবা সম্ভব হলে আরও একটু বিস্তারিতভাবে, আপনার অতিশয় আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতার কথা আমার বন্ধুকেও বলুন। ঘটনাগুলোকে পর পর আর একবার শুনলে আমারও কাজে লাগবে। দেখ ওয়াটসন, এটা এমন একটা কেস যার মধ্যে কিছু গুরুত্ব থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে; কিন্তু এর মধ্যে অন্তত সেই সব অস্বাভাবিক ও আকস্মিক ব্যাপার আছে যা তোমার-আমার কাছে সমান প্রিয়। আচ্ছা মিঃ পাইক্রফ্‌ট্, আর আপনাকে বাধা দেব না।'

আমাদের তরুণ সঙ্গী চোখ মিট্ মিট্ করে আমার দিকে তাকাল।

তারপর বলতে শুরু করল, 'এই গল্পের সব চাইতে খারাপ দিকটা এই যে আমি একেবারে পাড় বোকা বনে গিয়েছি। অবশ্য হয়তো সবই ঠিক হয়ে যাবে; আর এছাড়া অন্য কিছু আমি করতে পারতাম বলে মনে হয় না; কিন্তু যদি চাকরিটাও হারাই আর বিনিময়েও কিছু না পাই, তাহলে বুঝব সত্যি আমি একটি আকাট মুখ্খু। ডাক্তার ওয়াটসন, আমি ভাল গল্প বলতে পারি না, তবু আমার মত করেই বলছি।

'ড্রেপার্স গার্ডেন্সের কক্সন অ্যাণ্ড উড হাউস কোম্পানিতে আমি চাকরি করতাম, কিন্তু ভেনেজুয়েলার ঋণের দরুন বসন্তকালের শুরুতেই কোম্পানি

উঠে গেল এবং আমিও একেবারে বেকার হয়ে গেলাম। পাঁচ বছর তাদের কাছে ছিলাম, কাজেই কোম্পানির পতন ঘটলে বুড়ো কক্সন আমাকে একটা খুব ভাল প্রশংসা-পত্র দিল। অবশ্য তখন আমরা সাতাশ জন কেরাণীই পথে বসেছি। এখানে-ওখানে অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার মত বসে-যাওয়া ছেলে আরও অনেক ছিল। কাজেই আরও দীর্ঘ সময় সেই দুর্দিন চলল। কক্সন-এ থাকতে আমি সপ্তাহে সাত পাউণ্ড করে পেতাম এবং সত্তর পাউণ্ড জমিয়েছিলাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেসবই ফুরিয়ে যাবার দাখিল হল। এমন অবস্থা হল যে বিজ্ঞাপনের জবাবে দরখাস্ত করবার খাম বা তাতে এঁটে দেবার টিকিট যোগাড় করাই শক্ত হয়ে উঠল। নানা অফিসের সিঁড়ি ভেঙে উঠতে-নামতে জুতোর তলা ক্ষয়ে গেল, কিন্তু চাকরি যে দূর অস্ত্‌, সেই দূর অস্ত্‌ই রয়ে গেল।

'অবশেষে লম্বার্ড স্ট্রীটের মস্ত বড় কোম্পানির কাগজের দালালী প্রতিষ্ঠান "মসন অ্যাণ্ড উইলিয়াম্‌স্‌"-এ একটা কর্মখালির সন্ধান পেলাম। আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে EC আপনাদের লাইনের ব্যাপার নয়, কিন্তু আমি আপনাদের বলছি যে, এটা লণ্ডনের সবচাইতে বিত্তশালী প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞাপনের জবাব কেবলমাত্র চিঠিতেই দেওয়া চলবে। চাকরির তিলমাত্র প্রত্যাশা না করেই প্রশংসাপত্র ও দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম। ফেরৎ ডাকেই জবাব এল। তাতে বলা হয়েছে, পরবর্তী সোমবারে হাজির হলেই তৎক্ষণাৎ আমি নতুন চাকরিতে যোগদান করতে পারি, অবশ্য যদি আমার চেহারা সন্তোষজনক হয়। এসব ব্যবস্থা কিভাবে হয় কেউ জানে না। অনেকে বলে, ম্যানেজার দরখাস্তের স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে যেটা প্রথম হাতে ঠেকে সেটাই তুলে নেয়। যাই হোক, এবার ইনিংসটা আমার দখলে এবং এর চাইতে বেশী খুশি হতে আমি কখনও চাই নি। প্রাপ্তি সপ্তাহান্তে এক পাউণ্ড করে বৃদ্ধি, কিন্তু কাজ ঠিক কক্সনেরই মত।

'এবার আসছি গোটা ব্যাপারের বিচিত্র অংশে। আমি থাকতাম হ্যাম্প-স্টেডের দিকে—ঠিকানা ছিল ১৭, পটার্স টেরেস। চাকরির প্রতিশ্রুতি পাবার পরে সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে বসে ধূমপান করছিলাম, এমন সময় বাড়ির কর্ত্রী একটা কার্ড হাতে নিয়ে ঢুকল। তাতে ছাপার অক্ষরে লেখা: 'আর্থার পিন্নার —ফিনান্সিয়াল এজেন্ট।" নামটা এর আগে কখনও শুনি নি। আমার সঙ্গে তার কিসের দরকার তাও বুঝতে পারলাম না। তবু তাকে পাঠিয়ে দিতে বললাম। লোকটি ঘরে ঢুকল,—মাঝারি গড়ন, কালো চুল, কালো চোখ, কালো দাড়ি, নাকের কাছটা চক্‌চক্‌ করছে। সময়ের মূল্য খুব বোঝে এমনি ভাব দেখিয়ে সে সব কথাগুলি সরাসরি বলতে লাগল।

"মিঃ হল পাইক্রফ্‌ট তো?" সে বলল।

"হ্যাঁ স্যার", আমি জবাব দিলাম। তারপর তার দিকে চেয়ারটা এগিয়ে

দিলাম।

"আগে কক্সন অ্যাণ্ড উড হাউস-এ কাজ করতেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এখন মসন-এ আছেন?"

"ঠিক তাই।"

'সে বলল, "দেখুন, ব্যাপার হল কি, আপনার অর্থনৈতিক দক্ষতার কতকগুলি প্রকৃতই অসাধারণ গল্প আমি শুনেছি। কক্সন-এর ম্যানেজার পার্কারের কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে? তার মুখে তো আপনার সুখ্যাতি ধরে না।"

'এ কথা শুনে আমি খুশিই হয়েছিলাম। অফিসের কাজে আমি সর্বদাই কিছুটা চটপটে ছিলাম। কিন্তু এই মহানগরীতে আমার সম্পর্কে এধরনের আলোচনা হয় এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।'

'সে বলল, "আপনার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর তো?"

'বিনীতভাবে জবাব দিলাম, "মোটামুটি ভাল।"

'সে প্রশ্ন করল, "বেকার থাকাকালে আপনি কি শেয়ার-মার্কেটের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন?"

"হ্যাঁ, প্রতিদিন সকালে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকা পড়ি।"

'সে চেঁচিয়ে বলল, "এই, এই হল কাজের কাজ! এইভাবেই লোকের উন্নতি হয়। আপনাকে যদি একটু পরীক্ষা করি, কিছু মনে করবেন কি? দেখাই যাক! এয়ারশায়ার্সের দাম কত?"

"একশ' পাঁচ থেকে একশ' সোয়া পাঁচ।

"আর নিউজিল্যাণ্ড কনসলিডেটেড?"

"একশ' চার।"

"আর বৃটিশ ব্রোকন্ হিলস্?"

"সাত থেকে সাড়ে সাত।"

'দুই হাত তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল, "চমৎকার! যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক তাই। আরে বাবা, মসন-এর কেরাণী হওয়ার চাইতে অনেক অনেক বড় আপনি।"

'বুঝতেই পারছেন, তার এই উচ্ছ্বাস দেখে আমি বিস্মিত হলাম। বললাম, "দেখুন মিঃ পিন্নার, আপনি যেরকম বলছেন অন্য লোক কিন্তু আমার সম্পর্কে সেরকম ভাবে না। এই চাকরিটা পেতে আমাকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে, আর এটা পেয়ে আমি বেশ খুশি।"

"ফুঃ! এর চাইতে অনেক উপরে আপনাকে উঠতে হবে। আপনার আসল জায়গা আপনি খুঁজে পান নি। এবার বলছি আমি কেন এসেছি। আমি যে প্রস্তাব করছি আপনার ক্ষমতার বিচারে সেটা খুবই নগণ্য, কিন্তু মসন-এর

সঙ্গে তুলনায় সেটা অন্ধকারের পাশে আলোর মত। দেখাই যাক। মসন-এ কখন যাচ্ছেন ?"

"সোমবার।"

"হা! হা! আমি বলছি, আপনি মোটেই সেখানে যাবেন না।"

"মসন-এ যাব না ?"

"আজ্ঞে না। সেদিন থেকে আপনি হবেন ফ্রাংকো—মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়্যার কোম্পানি লিমিটেড-এর বিজনেস-ম্যানেজার—ব্রুসেল্‌স্‌-এ একটি ও সান রেমো-তে একটি বাদ দিলেও ফ্রান্সের শহরে ও গ্রামে যে কোম্পানির একশ' চৌত্রিশটা শাখা আছে।"

'এবার আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। বললাম, "আমি তো এর নামও শুনি নি।"

"না শোনাই সম্ভব। মূলধনই ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত হয়েছে বলে ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে। তাছাড়া এরকম একটা সৎ উদ্যোগের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে না জড়ানোই ভাল। আমার ভাই হ্যারি পিন্নার এর উদ্যোক্তা এবং শেয়ার-বিতরণের পর সেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে বোর্ডে যোগদান করেছে। সে জানত আমি এখানে এসেছি; তাই আমাকে জানিয়েছে, সস্তায় একটি ভাল লোক—একটি উদ্যমশীল পোড়-খাওয়া যুবককে খুঁজে বের করতে। পার্কার আপনার কথা বলতেই এই রাতে এখানে হাজির হয়েছি। শুরুতে আপনাকে যৎসামান্য অর্থাৎ পাঁচশ' দেওয়া হবে—"

'আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "বছরে পাঁচশ'।"

"শুরুতে তাই। তবে আপনার এজেন্টরা যত "বিজনেস" করবে তার উপর শতকরা এক ভাগ বাড়তি কমিশন আপনি পাবেন, এবং আমার কথা বিশ্বাস করুন, তাতেও আপনি আপনার মাইনের চাইতে বেশীই পাবেন।"

"কিন্তু আমি তো লোহা-লক্কড়ের কিছুই জানি না।"

"আহা বাবাজি, আপনি অংক তো জানেন।"

'আমার মাথা এমন ঘুরতে লাগল যে চেয়ারে স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না। কিন্তু হঠাৎ একটা সন্দেহ আমার মনে ঝিলিক দিল।

'বললাম, "আপনাকে সব কথা খোলাখুলি বলাই ভাল। মসন আমাকে মাত্র দু'শ দেবে, কিন্তু মসন নিরাপদ। এখন, সত্য কথা বলতে কি, আপনাদের কোম্পানি সম্পর্কে আমি এত কম জানি—"

"আঃ! চালাক, খুব চালাক।" যেন আনন্দের উচ্ছ্বাসে লোকটি চেঁচিয়ে উঠল। "আপনার মত লোকই আমরা চাই। কথায় আপনাকে পারা যাবে না, আর তাই তো চাই। এই নিন একশ' পাউণ্ডের একখানা নোট; যদি মনে করেন আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী, তাহলে আপনার মাইনের আগাম হিসাবে এটাকে পকেটে পুরে ফেলুন।"

'আমি বললাম, "খুবই ভাল প্রস্তাব। কখন কাজে যোগ দিতে হবে?"

'সে বলল, "কাল একটায় বার্মিংহামে হাজির হবেন। আমার পকেটে একটা চিঠি আছে; সেটা নিয়ে আমার ভাইকে দেবেন। কোম্পানির অস্থায়ী অফিস করা হয়েছে ১২৬-বি, কর্পোরেশন স্ট্রীটে; সেইখানে তাকে পাবেন। যদিও সেই আপনাকে পাকাপাকিভাবে নিয়োগ করবে, তবে আপনাকে বলেই বলছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

'আমি বললাম, "সত্যি, কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব মিঃ পিন্নার।"

"কিছু দরকার নেই বাবাজি। আপনি আপনার প্রাপ্যই পেলেন। আর দু'একটা ছোটখাট কাজ—নেহাৎই নিয়মমাফিক ব্যাপার—আপনার সঙ্গে সেরে নিতে চাই। এই তো আপনার কাছেই একটু কাগজ রয়েছে। দয়া করে এর উপর লিখে দিন, "ন্যূনতম পাঁচশত পাউণ্ড বেতনে ফ্রাংকোমিডল্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর বিজনেস ম্যানেজার রূপে কাজ করিতে আমি সম্পূর্ণ ইচ্ছুক।"

'তার কথামতই কাজ করলাম। সেও কাগজটা পকেটে পুরল।

'তারপর বলল, "আরও একটা ব্যাপার আছে। মসন-এর ব্যাপারে আপনি কি করতে চান?"

'আনন্দে মসন-এর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

'বললাম, "চিঠি লিখে পদত্যাগ করব।"

"ঠিক এটাই আমি চাই না। আপনাকে নিয়ে মসন-এর ম্যানেজারের সঙ্গে আমার একটু গণ্ডগোল হয়েছে। আপনাকে চেয়ে নেবার জন্য আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। তাতে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হন—তার প্রতিষ্ঠানের চাকরি থেকে আপনাকে ভাঙিয়ে নেবার অপরাধে আমাকে অভিযুক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত আমারও মাথা গরম হয়ে গেল। বললাম, 'ভাল লোক নিতে হলে ভাল মাইনে দিতে হয়।' তিনি বললেন, 'আপনাদের বেশী দামের চাইতে আমাদের অল্প দামই সে নেবে।' আমি বললাম, 'বেশ, বাজী রাখছি, আমার প্রস্তাব পাবার পরে আপনারা তার টিকিটিও দেখতে পাবেন না।' তিনি বললেন, 'বেশ, রইল বাজী! নর্দমা থেকে আমরা তাকে টেনে তুলেছি। এত সহজে সে আমাদের ছেড়ে যাবে না।' ঠিক এই কথাগুলিই সে বলেছে।"

'আমি চীৎকার করে বললাম, "অভদ্র বদমাস! জীবনে তাকে আমি কোন দিন চোখেও দেখি নি। তার প্রতি আমার কিসের দায়িত্ব? আপনি যদি না চান তাকে আমি কিছুই লিখব না।"

"খুব ভাল! তাহলে ওই কথাই পাকা!" চেয়ার থেকে উঠে সে বলল, "আমার ভাইয়ের জন্য এরকম একজন লোক পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। এই আপনার একশ' পাউণ্ড অগ্রিম আর এই চিঠিটা। ঠিকানাটা টুকে নিন,

১২৬-বি, কর্পোরেশন স্ট্রীট, আর মনে রাখবেন কাল একটায় আপনার সাক্ষাৎকার। শুভ রাত্রি। আপনার উপযুক্ত সব সৌভাগ্য আপনার করায়ত্ত হোক।"

'যতদূর মনে পড়ছে আমাদের মধ্যে এই রকম কথাবার্তাই হয়েছিল। ডাঃ ওয়াটসন, এই অসাধারণ সৌভাগ্যে আমি যে কতদূর খুশি হয়েছিলাম সে তো বুঝতেই পারছেন। এই কথা ভাবতে ভাবতেই অর্ধেক রাত বসে কাটালাম। পরদিন এমন একটা ট্রেনে চেপে বার্মিংহাম গেলাম যাতে সাক্ষাৎকারের জন্য যথেষ্ট সময় হাতে থাকে। নিউ স্ট্রীটের একটা হোটেলে জিনিসপত্র রেখে প্রদত্ত ঠিকানা অভিমুখে যাত্রা করলাম।

'নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট আগেই পৌঁছে গেলাম। ভাবলাম তাতে আর ক্ষতি কি। দুটো বড় দোকানের মাঝখানের পথটাই ১২৬-বি। একটু এগোলেই একটা ঘোরানো সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই অনেকগুলো ফ্ল্যাট,—হয় কোম্পানির অফিস, নয় তো নানা বৃত্তির লোকদের ভাড়া দেওয়া। দেয়ালের নীচে ভাড়াটেদের নাম লেখা রয়েছে। কিন্তু ফ্রাংকো-মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেড নামটা কোথাও নেই। কয়েক মিনিট দাঁড়ালাম। আমার তো অবস্থা সঙ্গীন। সব ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পা নাকি! এমন সময় একটি লোক এসে আমার নাম ধরে ডাকল। আগের দিন রাতে যাকে দেখেছিলাম ঠিক তার মতই দেখতে,—সেই একই চেহারা ও কণ্ঠস্বর, তবে দাড়ি-গোঁফ কামানো এবং চুলটা অপেক্ষাকৃত পাতলা।

'সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি মিঃ হল পাইক্রফ্‌ট্?"

'আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"ওহো! আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। তবে আপনি একটু আগে এসে পড়েছেন। সকালেই আমার ভাইয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। সে তো আপনার জোর প্রশংসা করেছে।"

"আপনাদের অফিসটা খুঁজছিলাম, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।"

"আমাদের নামটা এখনও লেখা হয়নি, কারণ মাত্র গত সপ্তাহেই এই অস্থায়ী ঘর আমরা পেয়েছি। আমার সঙ্গে আসুন। সব কথা হবে।"

'তার পিছন পিছন গিয়ে একটা খুব উঁচু সিঁড়ির একেবারে মাথায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে দুটো ফাঁকা ধুলো-ভরা ছোট ছোট ঘরে সে আমাকে নিয়ে ঢুকল। ঘরে কার্পেট নেই, পর্দা নেই। আমি ভেবেছিলাম একটা খুব বড় অফিস হবে, ঝকঝকে টেবিল থাকবে, সার সার কেরাণী থাকবে। শুধু দু'খানা চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল, একখানা লেজার আর একটা বাজে কাগজের ঝুড়ি—এই হল সাকুল্যে আসবাব-পত্র।

'আমার লম্বা মুখ দেখে নব পরিচিত লোকটি বলল, "হতাশ হবেন না মিঃ পাইক্রফ্‌ট্। রোম একদিনে তৈরি হয় নি। হাতে আমাদের প্রচুর টাকা

থাকলেও অফিসের পিছনে এখনও বেশী টাকা ঢালি নি। দয়া করে বসুন, আর চিঠিখানা দিন।"

'চিঠিটা তাকে দিলাম। খুব যত্ন সহকারে সে সেটা পড়ল।

"মনে হচ্ছে আমার ভাই আর্থারকে আপনি খুব বেশী রকম প্রভাবিত করেছেন", সে বলল। "অথচ আমি জানি তার বিচার-বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ। কি জানেন, সে শপথ নেয় লণ্ডনের নামে, আর আমি বার্মিংহামের নামে। এবার থেকে তার পরামর্শমতই চলব। আমি বলছি, আপনার নিয়োগ পাকা বলেই মনে করবেন।"

"আমাকে কি করতে হবে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"যথাসময়ে আপনি প্যারিসের বড ডিপোর ভারপ্রাপ্ত হবেন; ফ্রান্সের এক শ' চৌত্রিশ জন এজেন্টের দোকানে সেখান থেকে চালান হবে ইংলণ্ডের সব রকম মাটির বাসন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মাল কেনা শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আপনি বার্মিংহামে থেকে কাজ চালিয়ে যান।"

"কি কাজ?"

'উত্তরে সে ড্রয়ার থেকে একখানা বড লাল বই টেনে বের করল। তারপর বলল, "এই হচ্ছে প্যারিসের বাণিজ্য-পঞ্জী। মানুষের নাম অনুসারে বিভিন্ন ব্যবসার তালিকা এতে আছে। আমার ইচ্ছা, বইখানা আপনি বাড়ি নিয়ে যান, আর লোহা-লক্কড় বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানায় টিক দিয়ে রাখুন। সেগুলো পেলে আমার অনেক কাজ হবে।"

'আমি বললাম, "এতে তো শ্রেণীবদ্ধ তালিকা নিশ্চয়ই আছে।"

"সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। তাদের কাজের পদ্ধতি আমাদের থেকে ভিন্ন। এই কাজ করতে থাকুন যাতে সোমবার বারোটার সময় তালিকাগুলি আমি পেতে পারি। শুভ দিন মিঃ পাইক্রফ্ট্; উৎসাহ ও বুদ্ধির পরিচয় যদি দিতে পারেন, তাহলে দেখবেন এ কোম্পানি মনিব হিসাবে ভালই।"

'বুকের মধ্যে নানা বিরুদ্ধভাবের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে সেই বড় বইটা বগলে নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। একদিকে, নিয়োগপত্র পাকা হয়েছে; পকেটেও এক শ' পাউণ্ড এসেছে। অন্যদিকে, অফিসের চেহারা, দেয়ালে নামের অনুপস্থিতি এবং অন্য যেসব জিনিস একজন ব্যবসায়ীর চোখে পড়ে থাকে সে সব কিছু থেকে আমার নিয়োগ-কর্তাদের সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা আমার মনে সৃষ্টি হয়েছে। যাহোক, যা থাকে কপালে টাকা তো পেয়েছি; সুতরাং কাজে গেলে গেলাম। সারা রবিবারটা খুব খাটলাম, তবু সোমবার নাগাদ মাত্র H পর্যন্ত পৌঁছতে পারলাম। মালিকের কাছে ফিরে গেলাম। সেই অগোছালো ঘরেই তাকে পেলাম। আমাকে বলা হল, বুধবার পর্যন্ত ঐ একই কাজ করে আবার সেখানে হাজির হতে। বুধবারেও কাজ শেষ হল না; কাজেই শুক্রবার পর্যন্ত—মানে গতকাল পর্যন্ত ঠেলতে হল। তখন সেটা নিয়ে

আবার হাজির হলাম মিঃ হ্যারি পিন্নারের কাছে।

'সে বলল, "অনেক ধন্যবাদ। কাজের কষ্টটা আমি বোধ হয় ছোট করে দেখেছিলাম। এই তালিকাটি আমার খুব কাজে লাগবে।"

"অনেক সময় লেগেছে।" আমি বললাম।

'সে বলল, "এবার আসবাবপত্রের দোকানের তালিকা তৈরি করুন, কারণ তারাই তো মাটির জিনিসপত্র বেচে।"

"খুব ভাল কথা।"

"আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায় এখানে এসে আমাকে জানাবেন কাজ কতটা এগোল। অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না। সারা দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় ডে'স মিউজিক হল-এ ঘণ্টা দুই কাটালে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।" কথা বলতে বলতে সে হাসতে লাগল। আমার দেখে চমক লাগল যে, তার বাঁ দিকের দ্বিতীয় দাঁতটা বেশ বাজে রকমে সোনা দিয়ে বাঁধানো।'

শার্লক হোমস আনন্দে হাত ঘসতে লাগল, আর আমি সবিস্ময়ে আমাদের মক্কেলের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

'সে বলল, "ডাঃ ওয়াটসন, আপনি বিস্মিত হতে পারেন, কিন্তু ব্যাপারটা এই রকম। লণ্ডনে অপর মক্কেলের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যখন জানাই যে আমি মসন-এ যোগ দিচ্ছি না, তখনও সে হেসে উঠেছিল, আর সেই সময় আমার চোখে পড়েছিল যে তার দাঁতও ঠিক একইভাবে সোনা দিয়ে বাঁধানো। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই সোনার চিক-চিকটা আমার চোখে পড়েছিল। তার সঙ্গে যখন মিলে গেল যে গলার স্বর এবং চেহারাও এক রকম, শুধু ক্ষুর বা পরচুলার সাহায্যে যেগুলো বদলানো যায় সেইটেই পার্থক্য, তখনই আমার সন্দেহ হয় যে এরা দু'জন একই লোক। অবশ্য দুই ভাই এক রকম হতে পারে, কিন্তু তাই বলে একই দাঁত একইভাবে বাঁধানো হতে পারে না। সে নমস্কার করে আমাকে বিদায় দিল। আমিও রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। আমার তখন মাথা-মুণ্ডু সব গুলিয়ে গেছে। হোটেলে ফিরে গিয়ে বেসিনের ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুয়ে সব ব্যাপারটা ভাবতে বসলাম। কেন সে আমাকে লণ্ডন থেকে বার্মিংহাম পাঠাল; কেন সে আমার আগেই সেখানে গিয়ে হাজির হল, আর কেনই বা নিজেই নিজেকে চিঠি লিখল? কিছুই আমার বোধগম্য হল না, বা এর কোন অর্থই আমি বুঝতে পারলাম না। তখন হঠাৎ মনে হল, আমার কাছে যা অন্ধকার, মিঃ শার্লক হোমসের কাছে তা আলোর মত পরিষ্কারও হতে পারে। রাতের ট্রেন ধরবার মত সময় তখনও হাতে ছিল। ভাবলাম, এই ট্রেনে শহরে এসে সকালে তার সঙ্গে দেখা করে আপনাদের সঙ্গে নিয়েই বার্মিংহাম ফিরব।'

শেয়ার-দালালের কেরাণী তার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা শেষ করবার পর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর পানীয়-বিশেষজ্ঞ আঙুরের রসে প্রথম চুমুক দেবার পরে তার মুখে যেমন একযোগে খুশি ও সমালোচনার ভাব ফুটে ওঠে

ঠিক সেই রকম মুখ করে শার্লক হোমস কুশনে হেলান দিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করল।

বলল, 'বেশ চমৎকার, কি বল ওয়াটসন? এর মধ্যে এমন সব ব্যাপার রয়েছে যা আমাকে খুশি করেছে। ফ্রাংকো-মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেড-এর অস্থায়ী অফিসে মিঃ আর্থার হ্যারি পিন্নারের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার যে আমাদের উভয়ের কাছেই বেশ চিত্তাকর্ষক হবে, আশা করি সে-বিষয়ে আমার সঙ্গে তুমি একমত হবে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু আমরা কেমন করে দেখা করব?'

হল পাইক্রফ্‌ট্ সানন্দে বলে উঠল, 'খুব সহজে। আপনারা যেন আমার দুটি চাকরিপ্রার্থী বন্ধু; আপনাদের যদি সেই পরিচয়ে আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে নিয়ে যাই, সেটা খুবই কি স্বাভাবিক ব্যাপার হবে না?'

হোমস বলল, 'ঠিক বলেছেন! বটেই তো! ভদ্রলোককে একবার দেখতে চাই, আর তার চালাকির কোন প্রতিবিধান করতে পারি কিনা তাও দেখতে চাই। আপনার মধ্যে এমন কি গুণ আছে মশাই যাতে আপনার সেবা তার কাছে এতই মূলবান হয়ে উঠল। অথবা এটা কি সম্ভব—' জানালা দিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে সে হাতের নখ কামড়াতে লাগল। নিউ স্ট্রীটে পৌছবার আগে তার মুখ থেকে আর একটা কথাও বের করা গেল না।'

সেদিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমরা তিনজন কর্পোরেশন স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে কোম্পানির অফিসের দিকে চলেছি।

আমাদের মক্কেল বলল, 'ঠিক সময়ের আগে সেখানে গিয়ে কোন লাভ নেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমার সঙ্গে দেখা করতেই সে আসে, কারণ যে সময় সে বলে দেয় তার আগে পর্যন্ত জায়গাটা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত থাকে।'

হোমস মন্তব্য করল, 'এটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ।'

কেরাণীটি চেঁচিয়ে বলল, 'ঈশ্বর সাক্ষী, সেকথা আমিই আপনাকে বলেছি। আরে! ওই তো আমাদের আগে আগেই সে হেঁটে যাচ্ছে।'

একটি ছোটখাট, সুদর্শন, সুসজ্জিত লোককে সে দেখিয়ে দিল। রাস্তার অপর পাশ দিয়ে সে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। দেখলাম, এপাশে যে ছোকরাটি সান্ধ্য দৈনিকের সর্বশেষ সংস্করণটি ফেরি করছিল, লোকটি তার দিকে একবার তাকিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ি ও বাসের ভীড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে তার কাছ থেকে একখানি কাগজ কিনল। তারপর সেখানাকে হাতে চেপে ধরে একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হল পাইক্রফ্‌ট্ চেঁচিয়ে বলল, 'ঐ সে যাচ্ছে! যেখানে সে ঢুকল ওটাই কোম্পানির অফিস। আমার সঙ্গে আসুন। খুব সহজেই একটা ফয়সালা হয়ে যাবে।'

তাকে অনুসরণ করে পাঁচতলায় উঠলাম। একটা আধ-খোলা দরজার সামনে পৌছে আমাদের মক্কেল দরজায় টোকা দিল। ভিতর থেকে গলার স্বর ভেসে এল, 'ভিতরে আসুন'। আমরাও হল পাইক্রফটের বর্ণনার অনুরূপ একটা ফাঁকা অসজ্জিত ঘরে ঢুকলাম। একটা টেবিলে যে লোকটি বসে আছে তাকেই আমরা রাস্তায় দেখেছি। আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই আমার মনে হল, দুঃখের চিহ্ন-কণ্টকিত এবং দুঃখের চাইতেও বেশী এমন কোন আতংকের চিহ্ন তার মুখে আঁকা রয়েছে যা সারা জীবনেও কোন মানুষের জীবনে কচিৎ কখনও আসে। কপাল ঘামে চকচক করছে, গাল দুটি মাছের পেটের মত অসম্ভব সাদা, দুটি চোখে অর্থহীন বিস্মিত দৃষ্টি। তার কেরাণীর দিকে সে এমনভাবে তাকাল যেন চিনতেই পারছে না। আর আমাদের পথ প্রদর্শকের চোখে-মুখে এমন বিস্ময় ফুটে উঠল যে বুঝতে পারলাম, এটা কোনমতেই তার নিয়োগ-কর্তার স্বাভাবিক চেহারা নয়।

সে চেঁচিয়ে বলল, আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে মিঃ পিন্নার।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি খুব সুস্থ নই। এ কাদের আপনি সঙ্গে করে এনেছেন?'

কেরাণীটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'একজন মিঃ হ্যারিস, বারমণ্ডসি-তে থাকেন, অপরজন এই শহরেরই মিঃ প্রাইস। দু'জনই আমার বন্ধু ও বহু-অভিজ্ঞ। কিছুদিন হল এদের চাকরি নেই। তাই ওরা আশা করছেন আপনি হয়তো এই কোম্পানিতে ওদের একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

একটা ভৌতিক হাসি হেসে মিঃ পিন্নার চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'খুবই সম্ভব! খুবই সম্ভব! হ্যাঁ, আপনাদের জন্য কিছু করতে পারব সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মিঃ হ্যারিস, আপনি ঠিক কোন্ লাইনের লোক?'

হোমস বলল, 'আমি হিসাবরক্ষক।'

'ও:, আচ্ছা, এরকম একজন লোকই আমাদের চাই। আর আপনি মিঃ প্রাইস?'

'কেরাণী', আমি জবাব দিলাম।

'খুবই আশা করছি কোম্পানি আপনাদের নিয়ে নিতে পারবে। এবিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেই আপনাদের জানিয়ে দেব। আমার অনুরোধ, এবার আপনারা যান। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে একটু একা থাকতে দিন।"

শেষ কথাগুলো যেন হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। মনে হল, যে সংযম সে এতক্ষণ রক্ষা করে এসেছিল হঠাৎ সেটা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। হোমস ও আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম। হল পাইক্রফ্‌ট্ টেবিলের দিকে এক পা এগিয়ে গেল।

বলল 'মিঃ পিন্নার, আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন, আপনার কাছ থেকে

কাজের নির্দেশ নেবার জন্য আমার এখানে আসার কথা ছিল।'

লোকটি এবার অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বলল, 'নিশ্চয়, মিঃ পাইক্রফ্‌ট্‌ নিশ্চয়। একটু অপেক্ষা করুন। আপনার বন্ধুরাও আপনার সঙ্গে নিশ্চয় থাকতে পারেন। যদি একটু ধৈর্য ধরে থাকেন আমি তিন মিনিটের মধ্যেই আপনাদের সামনে হাজির হব।' খুব ভদ্রভাবে সে উঠে দাঁড়াল। ঘরের একেবারে শেষের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে মাথা নীচু করে আমাদের অভিবাদন করল। তারপর দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ করে দিল।

হোমস ফিস ফিস করে বলল, 'কি ব্যাপার? আমাদের ফাঁকি দিল নাকি?'

'অসম্ভব', পাইক্রফ্‌ট্‌ জবাব দিল।

'কেন?'

'দরজার ওপাশে আর একটা ঘর আছে।'

'তার কোন বেরুবার দরজা নেই?'

'না।'

'সেটা কি সাজানো-গোছানো?'

'কাল তো ফাঁকাই ছিল।'

'তাহলে ওখানে সে কি করছে? ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। কোন মানুষ যদি আতংকে তিনভাগ পাগল হয়ে থাকে তবে তার নাম পিন্নার। লোকটা ওরকম ভেঙে পড়েছে কেন?'

আমি বললাম, 'উনি সন্দেহ করছেন আমরা গোয়েন্দা।'

হোমস মাথা নাড়ল। বলল, 'সে তো পরে ফ্যাকাসে হয় নি, আমরা যখন ঘরে ঢুকি তখনই সে ফ্যাকাসে ছিল। এরকম তো হতে পারে যে—'

ভিতরের দরজার দিক থেকে একটা জোর ঠক্‌-ঠক্‌ আওয়াজে তার বক্তব্য বাধা পেল।

কেরাণী চেঁচিয়ে উঠল, 'নিজের দরজায় নিজেই কেন সে ঠক্‌ঠক্‌ করছে?'

এবার আরও জোরে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ হল। সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকালাম। হোমসের দিকে তাকিয়ে দেখি, তার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে; তীব্র উত্তেজনায় সে সামনে ঝুঁকে পড়েছে। তারপর হঠাৎ শোনা গেল একটা অস্পষ্ট গর্‌-গর্‌ শব্দ এবং তারপরেই কাঠের মেঝের উপর কোন কিছু পড়ার একটা শব্দ। হোমস পাগলের মত এক লাফে ঘরটা পেরিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। তার দেখাদেখি আমরা সকলেই সমস্ত শরীরের ভর দিয়ে দরজায় চাপ দিলাম। প্রথমে একটা কব্জা খুলে গেল তারপর আর একটা, তারপরই দরজাটা সশব্দে ভেঙে পড়ল। তার উপর দিয়ে ছুটে আমরা ভিতরের ঘরে ঢুকলাম।

ঘরটা ফাঁকা।

কিন্তু আমাদের সে ভুল শুধু মুহূর্তের জন্য। এক কোণে, যে ঘর আমরা ছেড়ে এসেছি সেই ঘরের সব চেয়ে কাছের কোণটিতে আরও একটা দরজা ছিল। একলাফে সেটার কাছে গিয়ে হোমস দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে ফেলল। একটা কোট ও ওয়েস্টকোট মেঝেয় পড়ে আছে। আর ক্র্যাংকো-মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়্যার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজেরই গ্যালিস গলায় জড়িয়ে দরজার পিছনদিককার একটা হুকের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে। হাঁটু দুটি উপরের দিকে তোলা ; মাথাটা শরীর থেকে একটা ভয়ংকর কোণ সৃষ্টি করে ঝুলছে ; দরজার গায়ে তার গোড়ালি লেগে যে খট-খট শব্দ হয়েছিল তার ফলেই আমাদের কথাবার্তা বাধা পেয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে কোমর জড়িয়ে ধরে আমি তার দেহটা তুলে ধরলাম ; যে ইলাস্টিক বন্ধনীটা তার গলার কালসিটে-পড়া খাঁজের মধ্যে বসে গিয়েছিল. হোমস এবং পাইক্রফ্‌ট্ সেটা খুলে দিল। ধরাধরি করে তাকে অপর ঘরটায় নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। মুখখানা স্লেটের মত রং ধরেছে ; প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বেগুনী ঠোঁট দুটি ফুলে ফুলে উঠছে—মাত্র পাঁচ মিনিট আগেও সে যা ছিল তার এক ভয়াবহ ভগ্নস্তূপ যেন।

হোমস বলল, 'ওকে কেমন দেখছ ওয়াটসন ?'

ঝুঁকে পড়ে তাকে পরীক্ষা করলাম। নাড়ী দুর্বল ও কাটা-কাটা, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই লম্বা হতে লাগল। চোখের পাতা একটু একটু কাঁপতে লাগল, আর তার নীচে একটা সরু সাদা বল দেখা গেল।

আমি বললাম, 'অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়েছিল, তবে বেঁচে যাবেন। জানালাটা খুলে দাও আর জলের পাত্রটা দাও।' তার কলারটা খুলে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিয়ে হাত দুটোকে ওঠা-নামা করাতে লাগলাম। অবশেষে সে একটা লম্বা স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ছাড়ল।

একটু সরে গিয়ে বললাম, 'এবার ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে।'

দুটো হাত ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে থুতনিটা বুকের উপর চেপে হোমস টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

বলল, 'আমার তো মনে হয় এবার পুলিশ ডাকা উচিত। তবু আমি স্বীকার করছি, আমার ইচ্ছা একটা পুরো কেসই তাদের উপহার দেই।'

মাথার মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে পাইক্রফ্‌ট্ বলল, 'আমার কাছে তো সবটাই এক অপূর্ব রহস্য। আমাকে এখানে এরা ডেকেই বা আনল কেন, আর তারপরে—'

হোমস অধৈর্যভাবে বলে উঠল, 'ফুঃ! সবই তো যথেষ্ট পরিষ্কার। এটাই হল শেষ আচমকা চাল।'

'তাহলে বাকীটা আপনি বুঝতে পেরেছেন ?'

'আমার তো মনে হয় সেটা বেশ পরিষ্কার। তুমি কি বল ওয়াটসন ?

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'আমি কিন্তু স্বীকার করছি, এখনও আমি অগাধ জলে।'

'ওহো, তুমি যদি প্রথম থেকে ঘটনাগুলি বিচার কর, তাহলে তো একটিই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।'

'তোমার মতে সেটা কি?'

'দেখ, সমস্ত ব্যাপারটা দুটো পয়েন্টের উপর ঝুলে রয়েছে। এই ভয়ংকর কোম্পানিতে যোগদানের জন্য পাইক্রফ্‌ট যে ঘোষণা-পত্রটি লিখেছে, সেটা হল প্রথম। তুমি কি বুঝতে পারছ না, বিষয়টা কতখানি ইঙ্গিতবহ?'

'ঠিক ধরতে পারছি না।'

'ভেবে দেখ, ওকে দিয়ে তারা ওটা লেখাল কেন? ব্যবসায়ের অঙ্গ হিসাবে নিশ্চয়ই নয়, কারণ এধরনের ব্যবসা সাধারণত মৌখিক হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। আমার তরুণ বন্ধুকে বলছি, আপনিও কি বুঝতে পারছেন না যে, আপনার হাতের লেখার একটা নমুনা সংগ্রহ করতে তারা খুবই ব্যগ্র হয়ে পড়ে এবং তা করবার এছাড়া আর কোন উপায় তাদের হাতে ছিল না।'

'কিন্তু কেন?'

'ঠিক কথা। কেন? সে প্রশ্নের জবাব পেলেই আমাদের ছোট সমস্যাটি নিয়ে খানিকটা অগ্রসর হওয়া যাবে। কেন? কারণ একটি মাত্র হতে পারে। নিশ্চয় কেউ আপনার হাতের লেখা নকল করতে চেয়েছিল এবং সেইজন্যেই একটা নমুনার দরকার হয়েছিল। এবার যদি আমরা দ্বিতীয় পয়েন্টে যাই, তাহলে দেখতে পাব যে একটা আর একটার উপর আলোকপাত করছে। দ্বিতীয় পয়েন্ট হল মিঃ পিন্নারের অনুরোধ। তিনি আপনাকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ করলেন, যাতে সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারকে এই প্রত্যাশায় রাখা যায় যে, জনৈক মিঃ হল পাইক্রফ্‌ট—যাকে তিনি কখনও দেখেন নি—সোমবার সকালে তার অফিসে হাজির হবেন।'

আমাদের মক্কেল চেঁচিয়ে বললেন, 'হায় ভগবান! কী কানার হদ্দই আমি ছিলাম!'

'হাতের লেখার ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন। মনে করুন, শূন্য পদের জন্য আপনি যে হাতের লেখায় দরখাস্ত করেছিলেন তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হস্তাক্ষরে লেখা নিয়ে কেউ যদি আপনার পরিবর্তে সেখানে হাজির হয়, তাহলেই তো ধরা পড়ে যাবে। তাই যেটুকু সময় সে পেয়েছে তার মধ্যেই সেই ধূর্ত লোকটি আপনার হাতের লেখা নকল করতে শিখে ফেলেছে। কাজেই সেদিক থেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমার অনুমান সে অফিসের কেউ কোনদিন আপনাকে চোখে দেখে নি। তাই নয় কী?'

হল পাইক্রফ্‌ট আর্তনাদ করে উঠল, 'একজনও না।'

'খুব ভাল। ঐ বিষয়টা আপনি যাতে ভালভাবে ভেবে না দেখেন, এবং আপনার নকল সত্তা যে মসন-এর অফিসে কাজ করছে এ-কথা আপনাকে বলে দিতে পারে এমন কারও সঙ্গে যাতে আপনার যোগাযোগ না ঘটে সেইটেই হল আসল দরকার। তাই তারা মাইনের একটা মোটা অংশ আগাম দিয়ে আপনাকে মিডল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিল, এবং আপনার ঘাড়ে এত বেশী কাজ চাপিয়ে দিল যাতে আপনি লণ্ডনে ফিরে যেতে না পারেন, কারণ লণ্ডনে গেলেই তাদের সব খেলা আপনি ফাঁস করে দিতে পারেন। এ তো খুবই সোজা ব্যাপার।'

'কিন্তু এই লোকটি তার নিজের ভাই সাজতে গেল কেন?'

'দেখুন, সেটাও খুব পরিষ্কার। স্পষ্টতই তারা সংখ্যায় মাত্র দু'জন। অপরজন আপনার পরিচয় দিয়ে অফিসে ঢুকেছে। এই লোকটি সাজল চাকরির দালাল। কিন্তু তারপরই বুঝতে পারল যে তাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে একটি তৃতীয় ব্যক্তিকে না পেলে সে আপনার মনিব পাবে কোথায়। কিন্তু দলে লোক বাড়াতে সে খুবই অনিচ্ছুক। তখন সে যতটা পারল চেহারাটা পাল্টে নিল। মনে ভেবে নিল, যেটুকু মিল রইল সেটাকে পরিবারগত মিল বলেই চালিয়ে দেওয়া যাবে। দাঁতের সোনা-বাঁধানো ব্যাপারটা না থাকলে সম্ভবত আপনার মনেও কোনরকম সন্দেহ দেখা দিত না।'

হল পাইক্রফ্‌ট্‌ দুই হাত আকাশে মুষ্টিবদ্ধ করে বলে উঠল, 'হে ভগবান! এখানে আমি এইভাবে বোকা বনেছি, আর ওদিকে অন্যজন হল পাইক্রফ্‌ট্‌ তখন মসন-এ কি করেই না চলেছে? এখন আমাদের কি করা উচিত মিঃ হোমস? বলুন, কি করব!'

'মসন-এ তার করতে হবে।'

'শনিবারে বারোটায় অফিস বন্ধ হয়ে যায়।'

'ঠিক আছে। কোন দরোয়ান বা চাকর হয় তো সেখানে থাকে—'

'ঠিক কথা। মূল্যবান সরকারী কাগজপত্র থাকে বলে একজন স্থায়ী প্রহরী সেখানে থাকে। আমার মনে পড়ছে, লণ্ডনে এ ধরনের আলোচনা আমি শুনেছি।'

'খুব ভাল। আমরা তাকেই তার করে দেব। তাহলেই সব ঠিক আছে কিনা এবং আপনার নামে কোন কেরাণী সেখানে কাজ করেছে কিনা তা জানা যাবে। এটা তো পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের দেখামাত্রই একজন নাটের গুরু সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলে পড়ল কেন—সেটা তো বোঝা গেল না।'

'এই কাগজটা!' আমাদের পিছনে কর্কশ গলায় কে যেন বলে উঠল। লোকটা তখন উঠে বসেছে। তার মুখ ভীষণ সাদা। কিন্তু চোখে বুদ্ধির দীপ্তি ফিরে এসেছে। দুই হাত দিয়ে গলায় জড়ানো লাল ব্যাণ্ডটা তখনও

বারে বারে ঘসছে।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় হোমস উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কাগজটা! ঠিক বটে! আমি কি নির্বোধ! নিজেদের কথা নিয়েই এত ভাবছি যে মুহূর্তের জন্যও কাগজটার কথা মাথায় ঢোকে নি। নিশ্চয় ওর মধ্যেই রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।' টেবিলের উপর খবরের কাগজখানা মেলে ধরতেই তার ঠোঁট থেকে একটা জয়ের উল্লাস ফেটে পড়ল।

চেঁচিয়ে বলল, 'এদিকে দেখ ওয়াটসন। এটা লণ্ডনের "ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার একটি প্রথম দিককার সংস্করণ। আমরা যা খুঁজছি তা এখানেই রয়েছে। হেডলাইনগুলো দেখ—"নগরে অপরাধ। মসন অ্যাণ্ড উইলিয়মস-এ খুন। বিরাট ডাকাতির চেষ্টা। অপরাধী আটক।" ওয়াটসন, পূর্ণ বিবরণ শুনতে আমরা সকলেই সমান আগ্রহী। তাই তুমি সবটা জোরে জোরে পড।'

যেরকম ভাবে ছাপা হয়েছে তাতেই বোঝা গেল যে এটাই শহরের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। বিবরণটি নিম্নরূপ:

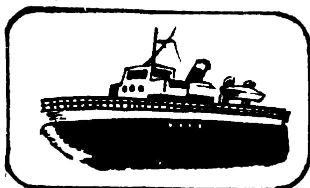
'আজ অপরাহ্নে মহানগরীতে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতির চেষ্টা করা হয়। তাতে একজন নিহত হয় এবং অপরাধী ধরা পড়ে। কিছুদিন যাবৎ মোট দশ লক্ষ স্টার্লিং-এরও অধিক মূল্যের সরকারী লগ্নিসংক্রান্ত কাগজপত্র বিখ্যাত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান মসন অ্যাণ্ড উইলিয়মসের হেফাজতে থাকত। এর ফলে যে দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের উপর পড়েছিল সে সম্পর্কে ম্যানেজার খুবই সচেতন ছিলেন। সাম্প্রতিক কলা-কৌশল সমন্বিত সিন্দুকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং কোম্পানির বাড়িতে সর্বসময়ের জন্য একজন সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, গত সপ্তাহে হল পাইক্রফ্‌ট নামক একজন নতুন কেরাণী নিয়োগ করা হয়। আরও দেখা যাচ্ছে, এই লোকই কুখ্যাত জালিয়াত ও সিঁধেল চোর বেডিংটন ছাড়া অপর কেউ নয়। সে ও তার ভাই পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাসের পর সম্প্রতি খালাস পেয়েছিল। কি করে যে মিথ্যে নাম ভাড়িয়ে সে অফিসে কাজ যোগাড করল সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে সেই সুযোগে সে বিভিন্ন তালার ছাঁচ তৈরি করিয়েছে এবং স্ট্রংরুম ও সিন্দুকগুলোর অবস্থানগুলো ভালভাবে জেনে নিয়েছে।

'শনিবার দিন কেরাণীরা ঠিক দুপুরেই অফিস থেকে চলে যাবে, এটাই মসন-এর চিরাচরিত নিয়ম। কাজেই সিটি পুলিশের সার্জেন্ট টিউসন একটা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় একটি লোককে কার্পেটের ব্যাগ হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়। ফলে তার মনে সন্দেহ জাগে। সে তখন লোকটার পিছু নেয় এবং কনেস্টবল পোলকের সাহায্যে তাকে গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায় যে একটা বড় রকমের দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গেছে। প্রায় এক-লক্ষ টাকা মূল্যের আমেরিকান রেলওয়ে বণ্ড এবং

অন্যান্য খনি ও কোম্পানির বহু টাকার শেয়ারপত্র ঐ ব্যাগের মধ্যে পাওয়া যায়। বাড়িটা তল্লাসী করে হতভাগ্য প্রহরীর দেহটা দুমড়ানো অবস্থায় একটা বড় সিন্দুকের মধ্যে পাওয়া যায়। সার্জেন্ট টিউসনের তৎপরতা ব্যতীত সোমবার সকালের আগে ঐ দেহ কিছুতেই আবিষ্কৃত হত না। পিছন থেকে হাতুড়ির আঘাত মেরে লোকটির মাথার খুলি একেবারে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কিছু ফেলে যাওয়ার অজুহাতে বেডিংটন পুনরায় বাড়িতে ঢোকে এবং প্রহরীকে খুন করে তাড়াতাড়ি বড় সিন্দুকটা ভেঙে লুটের মাল নিয়ে সরে পড়ে। বর্তমানে যতদূর দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় তার সহকর্মী তার ভাই এব্যাপারে তার সঙ্গে ছিল না। অবশ্য পুলিশ তার খোঁজেও যথেষ্ট তল্লাসি চালাচ্ছে।'

জানালার নীচে জড়সড় হয়ে বসে থাকা বিমূঢ় লোকটার দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, 'সে ব্যাপারে পুলিশের পরিশ্রম আমরা কিছুটা লাঘব করতে পারি। ওয়াটসন, মানব চরিত্র এক অদ্ভুত মিশ্রণ। দেখতেই পাচ্ছ, একটা খুনে বদমায়েসের জন্যও তার ভায়ের মনে এত গভীর স্নেহ সঞ্চিত থাকতে পারে যার ফলে সেই ভাইয়ের ফাঁসি নিশ্চিন্ত জেনে সে নিজেও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যা হোক, আমাদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই। ডাক্তার ও আমি এখানে পাহারায় থাকছি। আর মিঃ পাইক্রফট্, আপনি যদি দয়া করে বেরিয়ে গিয়ে পুলিশকে খবর দেন।'

গ্লোরিয়া স্কট
The Gloria Scott



একদা শীতকালের রাতে আমরা অগ্নিকুণ্ডের দুই পাশে বসেছিলাম। এমন সময় বন্ধু শার্লক হোমস বলল, 'ওয়াটসন, এই যে কাগজপত্রগুলি দেখছ, আমি মনে করি এগুলোর উপর যদি একটু চোখ বুলাও তাহলে সে পরিশ্রমটা বৃথা যাবে না। এগুলো অসাধারণ "গ্লোরিয়া স্কট" ঘটনার নথি-পত্র। আর এই সেই চিঠি যা পড়ে জাস্টিস-অব-পিস ট্রেভর ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন।'

ড্রয়ার থেকে একটা ছোট দাগ-ধরা গোল কৌটো বের করে তার মুখের ফিতে খুলে আধখানা স্লেট-রঙের কাগজে লেখা একটা ছোট চিঠি সে আমার হাতে দিল।

তাতে লেখা: "লণ্ডনে খাদ্য-পক্ষির সরবরাহ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। আশা করছি, প্রধান-রক্ষক হাড্‌সনকেই মাছি-মারা বিষের এবং তোমার মুরগির জীবন রক্ষার সব রকম নির্দেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।'

এই রহস্যময় চিঠি থেকে চোখ তুলে দেখলাম, আমার মুখের ভাব দেখে হোমস মুচকি মুচকি হাসছে।

সে বলল, 'তোমাকে একটু বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে।'

'এ চিঠি পড়ে ভয় পাবার কি আছে আমি তো বুঝতে পারছি না। আমার কাছে বরং এটাকে খাপছাড়া ভিন্ন আর কিছু মনে হচ্ছে না।'

'খুবই সম্ভব। তথাপি আসল ঘটনাটা কিন্তু তাই। সেই সুস্থ সবল বৃদ্ধ লোকটি চিঠিটার ঘায়ে এমনভাবে পড়ে গিয়েছিলেন যেন ওটা একটা পিস্তলের হাতল।'

বললাম, 'তোমার কথা শুনে কৌতূহল বাড়ছে। কিন্তু এইমাত্র তুমি একথা বললে কেন যে এই কেসের বিবরণটা ভাল করে পড়ে নেবার বিশেষ কারণ আছে?'

'কারণ এই কেসটার জন্যই সর্বপ্রথম আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে।'

'অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রতি তার মন কেমন করে প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিল, আমার সঙ্গীর কাছ থেকে সে তথ্য জানবার চেষ্টা আমি অনেকবার করেছি, কিন্তু এর আগে কখনও তাকে এরকম খোলা মনে পাই নি। এখন সে আরাম-কেদারায় বসে নথি-পত্রগুলো তার হাঁটুর উপর মেলে ধরেছে। তারপর পাইপে আগুন দিয়ে ধূমপান করতে করতে সেগুলোর পাতা ওল্টাতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, 'ভিক্টর ট্রেভরের কথা কি কখনও আমার কাছে শোন নি? যে দু' বছর কলেজে ছিলাম তখন সেই ছিল আমার একমাত্র বন্ধু। দেখ ওয়াটসন, আমি কোন কালেই খুব মিশুকে ছিলাম না। বরং নিজের ঘরে পায়চারি করতে করতে আমার নিজের মত করে চিন্তার জাল বুনতেই ভালবাসতাম। কাজেই আমার সমবয়সীদের সঙ্গে কখনও খুব একটা মিশতাম না। অসি-চালনা ও বক্সিং ছাড়া অন্য কোন খেলাধূলায়ও আমার রুচি ছিল না; আর পড়াশুনার ব্যাপারে তো আমার পথ অন্য সবার থেকে একেবারেই আলাদা; কাজেই আমাদের মধ্যে যোগাযোগের কোন সূত্রই ছিল না। একমাত্র ট্রেভরের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল, আর সেটাও ঘটেছিল একদিন সকালে আমার গীর্জায় যাবার পথে তার শংকরজাতীয় কুকুরটি আমার গোড়ালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দুর্ঘটনার সূত্রে।

'বন্ধুত্ব গড়ে তোলবার পক্ষে পদ্ধতিটা খুবই গদ্যময়, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ফলপ্রসূ হয়েছিল। গোড়ালির ব্যথায় দশদিন আমি শয্যাশায়ী ছিলাম, আর ট্রেভর আমার খোঁজ-খবর নিতে প্রায়ই আসত। প্রথম প্রথম মিনিটখানেকের একটু কথাবার্তা, কিন্তু ক্রমেই সাক্ষাতের সময় দীর্ঘতর হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম। বেশ হাসিখুশি সুস্থ মানুষটি, উৎসাহ-উত্তেজনায় ভরপুর, অনেক বিষয়েই আমার ঠিক বিপরীত। কিন্তু ক্রমে বুঝলাম আমাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মিলও আছে। তাছাড়া যখন

জানলাম, সেও আমার মতই বন্ধুহীন, তখন মিলনের সূত্র গড়ে উঠল। অবশেষে সে আমাকে নরফোকের অন্তর্গত ডোনিথোপের পৈত্রিক ভবনে আমন্ত্রণ করল এবং আমিও এক মাসের দীর্ঘ ছুটির সময়টা তার আতিথ্য গ্রহণ করলাম।

'বৃদ্ধ ট্রেভর ছিলেন বিত্তশালী বিচক্ষণ লোক, একজন জে, পি, এবং ভূস্বামী। ডোনিথোপ হচ্ছে ব্রড্‌স্‌ অঞ্চলের ল্যাঙ্‌মেয়ারের ঠিক উত্তরে অবস্থিত একটি ছোট পল্লী। পুরনো ধাঁচের, বেশ ছড়ানো-ছিটানো, ওক কাঠের কড়ি আর ইটের দেয়াল দিয়ে তৈরি, তরুবীথি সজ্জিত একটা পথ বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। জলাভূমিতে বুনো হাঁস শিকারের প্রচুর সুযোগ, ভাল মাছ ধরবার ব্যবস্থাও আছে; যতদূর জেনেছি পূর্ববর্তী কোন ভাড়াটের কাছ থেকে পাওয়া একটি ছোট কিন্তু সুনির্বাচিত বইয়ের গ্রন্থাগার, আর একজন মোটামুটি রাঁধুনিও আছে। কাজেই এ হেন জায়গায় যদি কেউ একটি মাস মনের সুখে কাটাতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে সে খুবই খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ।

'বৃদ্ধ ট্রেভর বিপত্নীক। আমার বন্ধুই তার একমাত্র ছেলে। শুনেছি একটি মেয়ে ছিল, বার্মিংহামে বেড়াতে গিয়ে ডিপথেরিয়ায় মারা যায়। বাবাকে আমার খুবই ভাল লেগেছিল। সংস্কৃতির ধার ধারতেন না, কিন্তু দেহে ও মনে ছিলেন খুবই শক্তিশালী। পুঁথি-পত্র কখনও পড়েন নি, কিন্তু অনেক দেশ ঘুরেছেন, পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছেন এবং যেখানে যা কিছু জেনেছেন তা মনে রেখেছেন। দেহের দিক থেকে তিনি সুগঠিত, শক্ত-সমর্থ মানুষ, মাথা-ভর্তি ধূসর চুল, বাদামী রঙের পোড-খাওয়া মুখ, আর তুটি নীল চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতায় প্রায় হিংস্রতার কাছাকাছি। তথাপি দয়ালু ও দানশীল বলে গ্রামাঞ্চলে তার সুনাম ছিল, এবং বিচারকের আসন থেকে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বেলায়ও তার উদারতার খ্যাতি ছিল।

'সেখানে যাবার অল্প কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় নৈশ ভোজনের পরে পোর্টের গ্লাস নিয়ে সকলে বসে আছি, এমন সময় যুবক ট্রেভর করল কি, আমি যে ইতিমধ্যেই পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের নিয়মিত চর্চা করছিলাম সে সব কথা বাবাকে বলে দিল। অবশ্য তখন পর্যন্ত কিন্তু আমি জানতামই না, এই সব চর্চা আমার জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করবে। বৃদ্ধ লোকটি নিশ্চয়ই ভাবলেন যে, আমার তু' একটি কৃতকর্মের যে বিবরণ সে দিয়েছে সেগুলি একান্তই অতিরঞ্জিত।

'ঠাট্টা করেই তিনি হেসে বলে উঠলেন, "দেখুন তো মিঃ হোমস, আমার মত একটি চমৎকার বিষয়বস্তু থেকে আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন কি না।"

'আমি জবাব দিলাম, "আমার তো মনে হয় অনুমান করবার মত বিশেষ কিছু নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি যে গত বারো মাস যাবৎ কোন

লোকের দ্বারা আক্রান্ত হবার আশংকায় আপনার দিন কাটছে।”

‘তাঁর ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল। গভীর বিস্ময়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন।’

বললেন, “আরে, কথাটা তো সত্যি।” ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, “তুমি তো জান ভিক্টর, লুঠেরাদের দলটাকে যখন আমরা ভেঙে দেই, তারা তখন ছুরি মারবে বলে শাসিয়েছিল; স্যার এডোয়ার্ড হবির উপর সত্যি সত্যি আক্রমণও হয়েছিল। সেই থেকে আমিও খুব সতর্কভাবেই চলি। কিন্তু আপনি তা জানলেন কেমন করে তা তো বুঝতে পারছি না।”

‘আমি জবাব দিলাম, “আপনার খুব সুন্দর একখানা লাঠি আছে। তার উপরকার লেখা দেখে বুঝলাম, এক বছরের বেশী আগে আপনি ওটা ব্যবহার করতেন না। কিন্তু পরে লাঠির মাথায় একটা গর্ত করিয়ে তার মধ্যে গলানো শিসে ভর্তি করিয়ে নিয়েছেন, যাতে লাঠিটা একটা মোক্ষম অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। তখনি মনে মনে চিন্তা করলাম, কোন বিপদের ভয় না করলে এ-ধরনের সতর্কতা আপনি অবলম্বন করতেন না।”

‘তিনি হেসে প্রশ্ন করলেন, “আর কিছু?”

“যৌবনে আপনি অনেক বক্সিং লড়েছেন।”

“এটাও ঠিক। আপনি জানলেন কেমন করে? আমার নাকটা কি ঘুষির চোটে খানিকটা বেঁকে গেছে?”

‘আমি বললাম, “না। আপনার কান দেখে বুঝেছি। আপনার কান দুটো যেভাবে ভোঁতা আর শক্ত হয়ে গেছে সেটা বক্সিং-লড়া লোকের লক্ষণ।”

“আর কিছু?”

“আপনার চামড়ার অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, আপনি অনেকদিন খনিতে কাজ করেছেন।”

“যা কিছু অর্থ সবই সোনার খনির দৌলতে!”

“আপনি নিউজিল্যাণ্ডে ছিলেন।”

“ঠিক বলেছেন।”

“জাপানেও গিয়েছিলেন।”

“ঠিক কথা।”

“নামের আদ্য অক্ষরগুলি J. A. এরকম একজনের সঙ্গে একসময় আপনার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে আপনি তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চেয়েছেন।”

‘মিঃ ট্রেভর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, একটা অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তাঁর বড় বড় নীল চোখ দুটি আমার দিকে নিবদ্ধ করলেন, এবং তার পরই মেঝেতে ছড়ানো বাদামের খোসার উপর উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে মূর্চ্ছা গেলেন।

'বুঝতেই পারছ ওয়াটসন, এতে তাঁর ছেলে ও আমি কতখানি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অবশ্য রোগ-লক্ষণটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। তাঁর কলারটা খুলে গ্লাস থেকে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই তিনি বার দুই ঢোঁক গিলে উঠে বসলেন।

'জোর করে মুখে হাসি টেনে বললেন, "আঃ বাবাজীরা। আশাকরি আপনারা খুব ভয় পান নি। আমাকে দেখতে শক্ত-সমর্থ হলেও হার্টের মধ্যে এমন একটা দুর্বল স্থান আছে যা আমাকে অল্পেতেই মাটিতে ফেলে দেয়। আপনি এসব কাণ্ড কি করে করেন মিঃ হোমস, তা আমি জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছে বাস্তবের বা কল্পনার ক্ষেত্রে যত গোয়েন্দা আছে তারা সকলেই আপনার কাছে শিশু। এটাই আপনার জীবনের সত্যিকারের পথ মশাই। এবিষয়ে পৃথিবীর অন্তত কিছুটাও দেখেছে এমন একজন মানুষের কথা আপনি মেনে নিতে পারেন।"

'তুমি বিশ্বাস কর ওয়াটসন, আমার শক্তির অতিশয়োক্তি-ভরা বর্ণনা দিয়ে সেদিন যে পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন তার থেকেই সর্ব প্রথম আমার মনে হয়েছিল যে, সেদিন পর্যন্ত যেটা ছিল আমার কাছে একটা খেয়াল-খুশির খেলামাত্র সেটাকে বোধ হয় একটা বৃত্তি হিসাবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্য সেইমুহূর্তে গৃহকর্তার আকস্মিক অসুস্থতায় এতদূর বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম যে অন্য কিছু তখন মাথায়ই আসে নি।

'আমি বললাম, "আশা করি আপনি ব্যথা পেতে পারেন এমন কিছু আমি বলি নি।"

"দেখুন, একটা খুব নরম জায়গাতেই আপনি হাত দিয়েছেন। আমি জানতে পারি, আপনি এসব কিভাবে জেনেছেন আর কতটাই বা জেনেছেন?" তার কথায় তখন ঠাট্টার আভাষ থাকলেও একটা শঙ্কিত দৃষ্টি তার চোখের পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছিল।

'আমি বললাম, "এ তো খুব সহজ ব্যাপার! নৌকোয় মাছটা তুলবার সময় আপনি যখন জামার হাতা গোটালেন, তখন দেখলাম কনুইয়ের বাঁকের কাছে উল্কি করে লেখা রয়েছে 'J. A.' অক্ষর দুটো এখনও পড়া যায়, তবে এখন কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় ও তার চার পাশের চামড়ার দাগ দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে অক্ষর দুটো মুছে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর থেকেই বোঝা গেল যে, অক্ষর দুটো এক সময় আপনার খুব প্রিয় ছিল, কিন্তু পরে আপনি চেয়েছেন সেগুলোকে ভুলে যেতে।"

'স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "কি অদ্ভুত আপনার দৃষ্টি! আপনি যা বলেছেন ঠিক তাই। কিন্তু সেকথা থাক। পুরনো ভালবাসার ভূত সব ভূত অপেক্ষা মারাত্মক। বরং বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে চলুন আর শান্ত মনে একটা চুরুট ধরান।"

'সেদিন থেকে সব রকম সহৃদয়তার মধ্যেও মিঃ ট্রেভরের চাল-চলনে আমার প্রতি একটা সন্দেহের ছোঁয়া লেগে রইল। এমন কি তাঁর ছেলেও সেটা লক্ষ্য করেছিল। সে বলল, "গভর্নরকে তুমি এমন ঘুরিয়ে দিয়েছ যে তুমি কি জানো আর কি জানো না সেবিষয়ে তিনি আর কখনও নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না।" আমি জানি, মনের সন্দেহের ভাবটা তিনি ইচ্ছা করে দেখাতেন না, কিন্তু সন্দেহটা তাঁর মনের উপর এমন ভাবে চেপে বসেছিল যে প্রতিটি কাজের ভিতর দিয়েই সেটা উঁকি দিত। অবশেষে যখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম যে আমি তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছি তখনই সেখানে অবস্থানের অবসান ঘটালাম। যা হোক, চলে আসবার দিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যা পরিণামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল।

'বাগানের লনে চেয়ারে বসে তিনজনই রোদ পোয়াতে পোয়াতে অদূরবর্তী বোর্ডস্ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশংসা করছিলাম, এমন সময় দাসী এসে খবর দিল, বাইরে একজন লোক মিঃ ট্রেভরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

"তাঁর নাম কি?" গৃহস্বামী প্রশ্ন করলেন।

"নাম বলেন নি।"

"তার কি চাই তাহলে?"

"তিনি বললেন, আপনি তাকে চেনেন। তিনি খুব অল্প সময় আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

"তাকে এখানে নিয়ে এস।" ক্ষণকাল পরেই লোকটি এল। শুকনো মুখ, চাল-চলন চাটুকারের মত, লেংচে লেংচে হাঁটে। পরনে বুক-খোলা জ্যাকেট, আস্তিনে আলকাতরার দাগ, লাল কালো চেক-কাটা শার্ট, মোটা কাপড়ের ট্রাউজার, আর একজোড়া ভারী বুট বিশ্রীভাবে পরা। সরু, বাদামী মুখে শঠতার ছাপ। সব সময়েই মুখে হাসিটি লেগেই আছে। ফলে উঁচু-নীচু হলদে দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে। নাবিকদের মত কুঁকড়ে যাওয়া হাত দুটি অর্ধেকটা ঢাকা। সে যখন ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে লন পার হয়ে আসছিল তখনই মিঃ ট্রেভরের গলার মধ্যে কেমন একটা হিক্কার মত শব্দ হল। চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে তিনি দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় ব্র্যাণ্ডির কড়া গন্ধ আমার নাকে এল।

'তিনি বললেন, "তারপর, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?"

'নাবিকটি চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মুখে সেই দাঁত-বের-করা হাসি।

'প্রশ্ন করল, "আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?"

'মিঃ ট্রেভর বিস্মিত গলায় বললেন, "আরে, তাই তো, নিশ্চয় হাডসন!"

'নাবিক বলল, "হ্যাঁ স্যার, হাডসন। তা, ত্রিশ বছরেরও বেশী হবে

আপনাকে শেষ দেখেছি। আপনি তো বেশ নিজের বাড়িতে বসে আছেন, আর আমি এখনও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নোনা মাংস কুড়িয়ে খাচ্ছি।"

'নাবিকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে নীচু গলায় মিঃ ট্রেভর বললেন, "হুব্, পুরনো দিনের কথা আমি ভুলি নি।" তারপর গলার স্বর তুলে বললেন, "রান্নাঘরে চলে যাও, প্রচুর খাদ্য ও পানীয় পাবে। তোমার জন্য একটা কাজও জোগাড় করে দিতে পারব।"

'মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নাবিকটি বলল, "ধন্যবাদ স্যার। দু'বছর বাউণ্ডুলের মত পথে পথে ঘুরেছি। হাতেও কিছু নেই! একটু বিশ্রামের বড় দরকার। ভাবলাম, মিঃ বেড্‌ডোসের কাছে বা আপনার কাছে সেসবই পাব।"

'মিঃ ট্রেভর চেঁচিয়ে উঠলেন, "আঃ! মিঃ বেড্‌ভোস কোথায় তুমি জানো?"

"স্যার, আপনাদের আশীর্বাদে সব পুরনো সঙ্গীদের খোঁজ-খবরই আমি রাখি।" বাঁকা হাসির সঙ্গে এই কথাগুলি বলে লোকটি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে দাসীর পিছন-পিছন রান্না ঘরে চলে গেল। মিঃ ট্রেভর আমৃতা-আমৃতা করে আমাদের বোঝালেন, খনির কাজে যাবার সময় জাহাজে ঐ লোকটি তাঁর সঙ্গী ছিল। তারপর আমাদের বাগানে রেখেই তিনি বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। একঘণ্টা পরে বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, খাবার ঘরের সোফার উপর তিনি মদে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন। সমস্ত ঘটনাটাই আমার মনে একটা কুৎসিত ধারণার সৃষ্টি করল। কাজেই পরদিন ডোনিথ্রোপ ছেড়ে আসতে আমার কোনরকম দুঃখ হল না, কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম আমার উপস্থিতিতে বন্ধুটি খুবই বিব্রতবোধ করছে।

'দীর্ঘ ছুটির প্রথম মাসেই এইসব ঘটনা ঘটেছিল। লণ্ডনে আমার ঘরে ফিরে গিয়ে জৈব রসায়নের কয়েকটি পরীক্ষণ-কার্য নিয়েই বাকি সাত সপ্তাহ কাটিয়ে দিলাম। যাহোক হেমন্তকালের মাঝামাঝি নাগাদ ছুটি যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে সেইসময় একদিন বন্ধুর কাছ থেকে একটা তার পেলাম। আমার পরামর্শ ও সাহায্য তার খুব দরকার একথা জানিয়ে সে আমাকে ডোনিথ্রোপে ফিরে যেতে অনুরোধ জানিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ ফেলে রেখে পুনরায় উত্তরে যাত্রা করলাম।

'স্টেশনে সে এক্কা গাড়ি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করল। এক নজরেই বুঝলাম, এই দুটো মাস তার পক্ষে খুবই দুঃখে কেটেছে। কেমন যেন শুকনো ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যে আনন্দমুখর হৈ-চৈ-র জন্য তার খ্যাতি ছিল সেটা একেবারেই হারিয়ে গেছে।

"গভর্নর মৃত্যুশয্যায়", এই তার প্রথম কথা।

'আমি চীৎকার করে বললাম, "অসম্ভব! ব্যাপার কি?"

"সন্ন্যাস রোগ। স্নায়বিক আঘাত। সারাদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চলেছে। ফিরে গিয়ে তাঁকে জীবিত দেখতে পাব কি না সন্দেহ।"

'বুঝতেই পারছ ওয়াটসন, এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে আমি আতংকিত হয়ে পড়লাম।

"কিসে এরকমটা হল?" আমি বললাম।

"আরে, সেইটেই তো কথা। গাড়িতে উঠে পড়, যেতে যেতেই কথা হবে। তুমি চলে যাবার আগের সন্ধ্যায় যে লোকটি এসেছিল তাকে মনে পড়ে?"

"খুব।"

"সেদিন কাকে আমরা বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলাম জান?"

"আমার কোন ধারণা নেই।"

"সে একটি শয়তান হোমস!" সে চেঁচিয়ে বলল

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

"হ্যাঁ, সে একটি মূর্তিমান শয়তান! সেই থেকে একটি ঘণ্টাও আমাদের শান্তিতে কাটে নি—একটিও না। সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই গভর্নর আর মাথা তোলেন নি। তাঁর জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেছে, বুক ভেঙে গেছে, আর এ-সব কিছুই ওই অভিশপ্ত হাডসনের জন্য।"

"এত ক্ষমতা সে পেল কেমন করে?"

"সেই কথাই তোমাকে বলতে চাই। হায় দয়ালু, দানশীল সৎ মানুষ বৃদ্ধ গভর্নর! কেমন করে যে তিনি এই বদমায়েসের খপ্পরে পড়লেন? তুমি এসে পড়ায় আমি যে কত খুশি হয়েছি হোমস। তোমার বিচার-বুদ্ধি ও সুবিবেচনার উপর আমার যথেষ্ট ভরসা আছে। আমি জানি, তোমার পরামর্শ আমার খুবই কাজে লাগবে।"

'সমতল গ্রাম্য পথ ধরে আমরা ছুটে চলেছি। আমাদের সম্মুখে ব্রড্‌সের দূর-বিস্তার প্রান্তর অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভায় উদ্ভাসিত। বাঁদিকের একটা ঝোপের আড়ালে জমিদার-বাড়ির উঁচু চিমনি ও পতাকা-দণ্ডটি চোখে পড়ল।

সঙ্গী বলতে লাগল, "বাবা লোকটাকে বাগানের মালী করে দিল। কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাকে খানসামা করে দিল। সমস্ত বাড়িটাই যেন তার হাতের মুঠোয় এইভাবে সে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত, যা খুশি তাই করত। দাসীরা তার বিরুদ্ধে মাতলামী ও খিস্তি-খেউরের অভিযোগ করতে লাগল। এই সব অসুবিধার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বাবা তাদের সকলেরই মাইনে বাড়িয়ে দিল। ছোটখাট শিকারের জন্য লোকটা বাবার সব চাইতে ভাল বন্দুকটা নিয়ে নৌকো করে বেড়িয়ে পড়ত। আর এসবই করত এমন একটা নক্কারজনক উদ্ধত ভঙ্গীতে যে সে যদি আমার সমবয়সী হত তাহলে আমি দিনে বিশ বার তাকে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিতাম। সত্যি বলছি হোমস, নিজেকে অনেক কষ্টে আমি সংযত করে রেখেছি; এখন কিন্তু আমি নিজেকেই

প্রশ্ন করছি যে, নিজেকে আর একটু ছেড়ে দিলেই অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ হত কি না।

"দেখ, অবস্থা ক্রমেই খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে চলল, আর ঐ পশু হাডসনটা দিনে দিনে এমনই অসহ্য হয়ে উঠল যে শেষ পর্যন্ত একদিন আমার সামনেই বাবার একটা প্রশ্নের রূঢ় জবাব দেওয়ামাত্রই তাকে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দিলাম। সে চুপচাপ চলে গেল, কিন্তু তার কালসিটে-পড়া মুখ আর বিষাক্ত চোখ দুটো এমন ভীতি উচ্চারণ করে গেল যা জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত হল না। এই ঘটনার পরে বেচারা বাবার সঙ্গে লোকটার কি কথা হয়েছিল আমি জানি না, কিন্তু পরদিন বাবা আমার কাছে জানতে চাইল হাডসনের কাছে ক্ষমা চাইতে আমি রাজী কি না। বুঝতেই পারছ, আমি আপত্তি জানালাম, এবং জানতে চাইলাম, ঐ হতভাগাটাকে তিনি তার প্রতি ও বাড়ির অন্য সকলের প্রতি এধরনের যা-ইচ্ছে-তাই করবার অধিকার দিলেন কেমন করে।"

'বাবা বলল, "দেখ বাবা, কথা বলা সহজ, কিন্তু আমার যে কি অবস্থা তা তো তুমি জান না। কিন্তু ভিক্টর, তুমিও জানবে। যা থাকে কপালে, সব তোমাকে জানাব। তোমার এই হতভাগ্য বাবার ক্ষতি তুমি নিশ্চয় চাও না। চাও কি?" বাবা খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল। সারাদিন পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে রইল। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, ব্যস্তভাবে কি যেন লিখছে।

'সেদিন সন্ধ্যায় এল পরম মুক্তি। হাডসন জানাল, সে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। নৈশ ভোজনের পর আমরা খাবার ঘরেই বসেছিলাম। এমন সময় ঘরে ঢুকে আধ-মাতাল লোকের মত গাঢ় স্বরে সে তার মনোবাসনা জানাল।

বলল, "নরফোকে তো যথেষ্ট হল, এবার হ্যাম্পশায়ারে মিঃ বেড্‌ডোসের কাছে চলে যাব। জোর করে বলতে পারি, আমাকে দেখলে তিনিও আপনার মতই খুশি হবেন।"

"হাডসন, তুমি আমার প্রতি বিরূপ হয়ে চলে যাচ্ছ না তো?" বাবা এমন বিনীতভাবে কথাগুলো বলল যে রাগে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল।

'বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে লোকটা গোমড়া-মুখে বলল, "আমার কাছে এখনও কেউ ক্ষমা চায় নি।"

'আমার দিকে ফিরে বাবা বলল, "ভিক্টর, তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে তুমি এই লোকটির প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছ?"

'আমি জবাব দিলাম, "ঠিক উল্টো। আমি মনে করি, আমরা দু'জনই ওর প্রতি অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছি।"

'লোকটা ফোঁস করে উঠল, "ওহো, পরিচয় দিয়েছ, না? খুব ভাল স্যাঙাত। দেখা যাবে!" ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে সে ঘর থেকে চলে গেল। আধঘণ্টা পরে বাড়ি থেকেও চলে গেল। বাবাকে রেখে গেল এক শোচনীয় স্নায়বিক অস্থিরতার মধ্যে। রাতের পর রাত আমি তাকে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে কাটাতে দেখেছি। অবশ্য বাবা ক্রমে নিজের উপর আস্থা ফিরে পাচ্ছিল, এমন-সময় এল মারাত্মক আঘাত।

'আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, "কেমন করে?"

"খুবই অসাধারণভাবে। গতকাল সন্ধ্যায় বাবার নামে একখানা চিঠি এল। তাতে ফর্ডিংব্রীজ ডাক-ঘরের ছাপ মারা। চিঠি পড়েই বাবা দুই হাতে মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে পাগলের মত ঘরময় ঘুরতে লাগল। শেষটা আমিই তাকে ধরে নিয়ে সোফায় বসাতেই দেখি, তার মুখ এবং চোখের পাতা একদিকে ঝুলে পড়েছে। বুঝলাম, বাবা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ ফোর্ডহ্যাম এল; বাবাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ততক্ষণে পক্ষাঘাত আরও ছড়িয়ে পড়েছে। চেতনা ফিরে আসবার কোন লক্ষণই নেই। আমার তো মনে হচ্ছে, তাকে জীবিত দেখতে পাব না।"

'আমি চেঁচিয়ে বললাম, "তোমার কথায় খুবই ভয় পাচ্ছি ট্রেভর। চিঠিটার মধ্যে এমন কি ছিল যার ফল এমন ভয়ংকর হতে পারে?"

"কিছুই না। সেইটেই তো আরও দুর্ভেদ্য। চিঠিটা খুবই খাপছাড়া ও তুচ্ছ। হা ভগবান! এই আশংকাই আমি করছিলাম।"

'কথা বলতে বলতে পথের বাঁক ঘুরতেই আবছা আলোয় দেখলাম, বাড়ির সবগুলি পর্দা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছুটে দরজার কাছে যেতেই বন্ধুর মুখখানা দুঃখে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল,—কালো পোশাক-পরা একটি লোক ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

'ট্রেভর জিজ্ঞাসা করল, "ডাক্তার, কখন ঘটল?"

"তুমি চলে যাবার ঠিক পরেই।"

"জ্ঞান ফিরেছিল কি?"

"সব শেষ হবার এক মুহূর্ত আগে।"

"আমাকে কিছু বলে গেছেন কি?"

"শুধু এইটুকু যে, জাপানী আলমারির পিছনের ড্রয়ারে কাগজপত্রগুলি আছে।"

'আমার বন্ধু ও ডাক্তার মৃতের ঘরের দিকে উঠে গেল। আমি পড়ার ঘরে বসে মনের মধ্যে সমস্ত বিষয়টাকে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। এই ট্রেভর অতীত জীবনে কি ছিলেন: মুষ্টিযোদ্ধা, ভ্রমণকারী, স্বর্ণখনি সন্ধানী; এই ক্ষার-মুখো নাবিকের কব্জায় তিনি গেলেন কেমন করে? হাতে অর্ধেক মুছে-যাওয়া দুটো অক্ষরের কথা বলতেই তিনি

মূর্চ্ছা গেলেন কেন? কেনই বা ফর্ডিংব্রীজ থেকে আসা চিঠিটা পড়েই আতংকে তিনি মারা গেলেন? তখন মনে পড়ল যে, ফর্ডিংব্রীজ হ্যাম্পশায়ারের অন্তর্গত এবং যে মিঃ বেড্‌ডোসের সঙ্গে নাবিকটি দেখা করতে গিয়েছিল, সম্ভবত ব্ল্যাকমেল করবার উদ্দেশ্য নিয়েই, তিনিও হ্যাম্পশায়ারেই থাকেন। তাহলে চিঠিটা এসেছে হয় নাবিক হাডসনের কাছ থেকে—সে নিশ্চয় জানিয়েছে যে তাদের মধ্যে যে গুপ্ত কথা ছিল সেটা সে ফাঁস করে দিয়েছে. অথবা চিঠিটা এসেছে বেড্‌ডোসের কাছ থেকে—নিশ্চয় সে পুরনো সঙ্গীকে সতর্ক করেছে যে প্রতিশোধ আসন্ন। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কারই মনে হল। কিন্তু তাহলে ছেলের বর্ণনামত চিঠিটা তুচ্ছ ও খাপছাড়া হবে কেমন করে? নিশ্চয়ই সে পড়তে ভুল করেছে। তা যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে, চিঠিটা সুকৌশলে এমন কোন সাংকেতিক ভাষায় লেখা যার আসল অর্থ এক, কিন্তু শোনায় অন্য রকম। সত্যি যদি চিঠিতে কোন গোপন অর্থ লুকানো থাকে, তাহলে নিশ্চয় আমি সেটাকে বার করতে পারব। ঘণ্টাখানেক সেই অন্ধকার ঘরে চিন্তামগ্ন হয়ে বসেছিলাম। অবশেষে ক্রন্দনরতা একটি দাসী বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল, আর তার পিছনে পিছনেই এল আমার বন্ধু ট্রেভর। তার মুখ বিবর্ণ হলেও আঘাতটা কাটিয়ে উঠেছে। আমার হাঁটুর উপরে যে কাগজগুলো দেখছ এগুলোই ছিল তার হাতে। আমার বিপরীত দিকে বসে বাতিটাকে টেবিলের কোণে টেনে নিয়ে একটা ছোট চিঠি আমার হাতে দিল। যেমন দেখতে পাচ্ছ, এক তা ধূসর কাগজে লেখা রয়েছে: "লণ্ডনে খাদ্য-পক্ষির সরবরাহ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, আশা করছি, প্রধান-রক্ষক হাডসনকেই মাছি-মারা বিষের এবং তোমার মুরগির জীবন রক্ষার সব রকম নির্দেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।"

'আমি জোর করে বলতে পারি, এই মুহূর্তে তোমার মুখে যে বিমূঢ়ভাব ফুটে উঠেছে, এই চিঠিটা প্রথম পড়বার পরে আমার মুখেও সেই ভাবই ফুটে উঠেছিল। খুব যত্নসহকারে চিঠিটা আবার পড়লাম। আমি যা ভেবেছিলাম নিশ্চয় তাই হবে,—বিভিন্ন শব্দের এই বিচিত্র সমাবেশের অন্তরালে নিশ্চয় কোন বিকল্প অর্থ লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অথবা এরকমটাও কি হতে পারে যে, "মাছি-মারা বিষ" বা "খাদ্য-পক্ষি" প্রভৃতি শব্দগুলির কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট অর্থ আছে? সে ধরনের অর্থ নিশ্চয়ই খুশিমত আরোপ করা, কাজেই সে সম্পর্কে কোনরকম অনুমান করাই সম্ভব নয়। তবু কেন জানি না সেরকমটা বিশ্বাস করতে আমার মন চায় নি, বরং "হার্ডসন" নামটা থাকায় আমার মনে হয়েছিল যে চিঠির বিষয়বস্তু আমার অনুমানেরই অনুরূপ, অর্থাৎ নাবিকটি নয়, বেড্‌ডোসই চিঠির লেখক। চিঠিটা উল্টো দিক থেকে পড়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতেও কোন হদিস মিলল না। একটি করে শব্দ বাদ দিয়ে পড়ে দেখলাম, তাতেও কোনরকম আলোকপাত

হল না। তারপরই চোখের নিমেষে ধাঁধার চাবিটা যেন আমার হাতে এসে গেল। দেখলাম, প্রথম শব্দ থেকে শুরু করে প্রতি তৃতীয় শব্দটি সাজালে চিঠির যে বক্তব্য প্রকাশ পায় বৃদ্ধ ট্রেভরকে নৈরাশ্যে ডুবিয়ে দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

'সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ সেই সতর্ক-বাণী সঙ্গীকে পড়ে শোনালাম:

"The game is up. Hudson has told all. Fly for your life. (খেলা শেষ। হার্ডসন সব বলে দিয়েছে। বাঁচতে চাও তো পালাও।)

'ভিক্টর ট্রেভর কাঁপতে কাঁপতে দুই হাতে মুখ ঢেকে বলে উঠল, "আমারও তাই মনে হয়। এ যে মৃত্যুর চেয়েও শোচনীয়, কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসম্মান। কিন্তু "প্রধান-রক্ষক" ও "খাদ্য-পক্ষি" এগুলোর অর্থ কি?"

"চিঠির বক্তব্যের দিক থেকে কোন অর্থই নেই। তবে চিঠির প্রেরকের হদিস করবার মত কোন উপায় যদি আমাদের না থাকে, তাহলে সেদিক থেকে এগুলির যথেষ্ট অর্থ আছে। দেখতেই পাচ্ছ সে চিঠিটা আরম্ভ করেছে এই ভাবে: 'The........game........is' ইত্যাদি। তারপরই তার কাজ হল প্রতিটি শূন্যস্থানে দুটো করে শব্দ বসিয়ে দেওয়া। স্বভাবতই যে সমস্ত শব্দ তার প্রথম মনে আসবে সেইগুলিই সে ব্যবহার করবে। এখন যেহেতু এই শব্দগুলির অধিকাংশই শিকার-সংক্রান্ত, সুতরাং তুমি এবিষয়ে নিশ্চিত হতে পার যে সে হয় একজন উৎসাহী শিকারী না হয় প্রজনন-বিজ্ঞানে অনুরাগী। এই বেড্‌ডোস সম্বন্ধে তুমি কিছু জান কি?"

'সে বলল, "তাই তো, তুমি বললে বলেই মনে পড়ছে। প্রতি বছর হেমন্ত-কালে লোকটা তার নিজস্ব জঙ্গলে শিকারে যেতে বাবাকে আমন্ত্রণ জানাত।"

আমি বললাম, "তাহলে তো চিঠিটা যে তার কাছ থেকেই এসেছে সেটা নিঃসন্দেহ। এবার আমাদের খুঁজে বার করত হবে কি সেই গোপন কথা যা নাবিক হার্ডসন এই দু'জন ধনবান শ্রদ্ধেয় মানুষের মাথার উপর ঝুলিয়ে রেখেছিল।

'বন্ধু চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হায় হোমস, আমার ভয় হচ্ছে সে গোপন কথা নিশ্চয়ই পাপের ও লজ্জার! কিন্তু সে গোপন কথা তোমাকে শোনাতে হবে না। বাবা যখন বুঝতে পারলেন যে হার্ডসনের হাতে তার বিপদ আসন্ন, তখনই তিনি এই বিবৃতিটি রচনা করেন। ডাক্তারের কাছে তিনি যা বলেছিলেন সেই অনুসারে জাপানী আলমারির ভিতরেই এটা পেয়েছি। এটা নিয়ে আমাকে পড়ে শোনাও, কারণ নিজে এটা পড়বার মত শক্তি বা সাহস কোনটাই আমার নেই।"

'ওয়াটসন, এই কাগজগুলিই সে আমাকে দিয়েছিল। সেদিন রাত্রে পুরনো পড়বার ঘরে বসে তাকে যেমন শুনিয়েছিলাম, তেমনি আজ আবার তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ চিঠির উপরে লেখা রয়েছে:

"১৮৫৫ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে ফলমাউথ থেকে ছেড়ে যাবার পরে ৬ই নভেম্বর তারিখে উত্তর লঘিমা ১৫° ২৯´ ও পশ্চিম দ্রাঘিমা ২৫° ১৪´ অঞ্চলে তার ধ্বংসের সময় পর্যন্ত 'গ্লোরিয়া স্কট' জাহাজের সমুদ্র-যাত্রার কিছু বিবরণ।" বিবৃতিটি একটা চিঠির আকারে নিম্নরূপে লেখা :

'আমার প্রিয়, প্রিয় পুত্র,—আজ আসন্ন অসম্মান যখন আমার জীবনের শেষ বছরগুলোকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছে, তখন একান্ত সত্যতা ও সততার সঙ্গে আমি লিখছি, আইনের ভীতি নয়, গ্রামাঞ্চলে আমার মর্যাদার অবলুপ্তি নয়, যারা আমাকে ভালবাসে তাদের চোখে আমার পতনও নয়, আমার অন্তরকে বিদীর্ণ করেছে এই একটি মাত্র চিন্তা যে আমার জন্য তোমার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যাবে, কারণ, তুমি আমাকে ভালবাস এবং আমি আশা করি আমাকে শ্রদ্ধা না করবার মত কোন কারণ তোমার নেই। যে আঘাত চিরদিনই আমার মাথার উপরে ঝুলেছিল, আজ যদি সে আঘাত নেমেই আসে, সেক্ষেত্রে আমার বাসনা এই যে তুমি এই চিঠি পড়ে আমার কাছ থেকেই সরাসরি জেনে নেবে আমার অপরাধ কতখানি। অপর পক্ষে, বিপদ যদি ভালোয় ভালোয় কেটে যায় (দয়াময় সর্বশক্তিমান ভগবান তাই যেন করেন!) সেক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে যদি এই কাগজখানা অক্ষত থেকে যায় এবং তোমার হাতে পড়ে, তাহলে যা কিছু তোমার কাছে পবিত্র তার নামে তোমার মায়ের স্মৃতির নামে, এবং তোমার-আমার মধ্যে যে ভালবাসা আছে তার নামে তোমাকে অঙ্গীকারবদ্ধ করছি যে তৎক্ষণাৎ তুমি এটাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে এবং আর কখনও এর কথা বারেকের জন্যও মনে আনবে না।

'এর পরেও যদি তোমার চোখ দুটি এই চিঠি পড়ে, তাহলে আমি জানব যে ইতিপূর্বেই আমার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং আমার বাড়ি থেকে আমাকে টেনে বার করা হয়েছে, অথবা যেটা অধিকতর স্বাভাবিক—কারণ তুমি জান আমার হৃদপিণ্ডটি দুর্বল—মৃত্যুতে আমার মুখ চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। যেকোন অবস্থাতেই প্রকৃত ঘটনাকে চাপা দেবার সময় এখন পার হয়ে গেছে। তাই আমি যা বলব তার প্রতিটি শব্দই উলঙ্গ সত্য; আর করুণার প্রত্যাশী বলেই একথা আমি শপথ করে বলছি।

'বাবা, আমার নাম ট্রেভর নয়। প্রথম বয়সে, আমি ছিলাম জেমস আর্মিটেজ। এখন তুমি বুঝতে পারছ, কয়েক সপ্তাহ আগে তোমার কলেজের বন্ধুটি যখন আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলল যাতে মনে হয়েছিল যে সে আমার গোপন কথা অনুমান করতে পেরেছে তখন কেন আমি এতটা বিচলিত হয়েছিলাম। আর্মিটেজ নামেই লণ্ডনের একটা ব্যাংকিং হাউসে ঢুকেছিলাম, এবং ঐ আর্মিটেজ নামেই দেশের আইন ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে দীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলাম। আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো না বাবা। অন্যের দরুণ কৃত একটা ঋণ পরিশোধের জন্য এই নিশ্চিত বিশ্বাসেই আমি যে

টাকা আমার নয় সেটা ব্যবহার করেছিলাম যে ধরা পড়বার আগেই টাকাটা আমি পূরণ করে রাখতে পারব। কিন্তু দারুণ দুর্ভাগ্য আমার পিছু নিল। যে টাকা পাব বলে ভরসা করেছিলাম সেটা হাতে এল না এবং যথাসময়ের আগেই হিসাব-পত্র পরীক্ষিত হবার ফলে টাকা সরানোটা ধরা পড়ে গেল। হয়তো আরও কিছুটা উদারতার সঙ্গে সে অপরাধের বিচার হতে পারত, কিন্তু তিরিশ বছর আগে আইনের ব্যবস্থা অনেক বেশী কঠোর ছিল। তাই তেইশতম জন্মদিনে আরও সাঁইত্রিশ জন দণ্ডিত আসামীর সঙ্গে একটা দাগী আসামীর মত শৃংখলিত অবস্থায় অস্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ "গ্লোরিয়া স্কট"-এর মাঝের ডেকে চড়ে চালান হয়ে গেলাম।

'সেটা '৫৫ সালের কথা। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ তখন জোর কদমে চলেছে এবং পুরনো আসামী-পরিবহনকারী জাহাজগুলোকে কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলে যান-বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজেই সরকার বাধ্য হয়ে বন্দীদের পাঠানোর জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট ও অনুপযোগী জাহাজ ব্যবহার করছিলেন। "গ্লোরিয়া স্কট" চীনের চা-বাণিজ্যের কাজেই নিযুক্ত ছিল। "গ্লোরিয়া স্কট" খুবই পুরনো ধাঁচের ৫০০ টনের জাহাজ। তাতে ছিল আটত্রিশটি জেল-ঘুঘু ছাড়াও ছাব্বিশ জন নাবিক, আঠারো জন সৈনিক, একজন ক্যাপ্টেন, তিনজন মেট, ডাক্তার, পাদরি ও চারজন ওয়ার্ডার। আমরা যখন ফলমাউথ থেকে যাত্রা করি তখন জাহাজে মোটমাট প্রায় একশোটি প্রাণী ছিল।

'কয়েদীদের জন্য নির্দিষ্ট সেলের দেয়ালগুলি সাধারণ পুরু ওক কাঠের তৈরি হয়ে থাকে, কিন্তু এ জাহাজের দেয়ালগুলি ছিল পাতলা ও ভঙ্গুর। আমার ঠিক পিছনের দিকের সেলে যে লোকটি ছিল, জাহাজঘাটা দিয়ে আসবার সময়ই তাকে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম। যুবকটির মুখ গোঁফ দাড়িহীন, দীর্ঘ সরু নাক ও পুরু ঠোঁট। উদ্ধত ভঙ্গীতে মাথাটা তুলে সদম্ভে পা ফেলে ফেলে সে হাঁটে। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য তার দেহের অসাধারণ উচ্চতা। আমাদের কারও মাথাই তার কাঁধ পর্যন্ত পৌছত বলে মনে হয় না। আমার নিশ্চিত ধারণা, তার উচ্চতা মাপলে সাড়ে ছ' ফুটের কম হবে না। এতগুলি বিষণ্ণ, ক্লান্ত মুখের মধ্যে তার উৎসাহ ও সংকল্পে ভরা মুখখানা দেখলে সত্যি অবাক লাগত। তাকে দেখে আমার মনে হত, এ যেন তুষার ঝড়ের মধ্যে একটি অগ্নিশিখা। তাকে আমার প্রতিবেশীরূপে পেয়ে খুশি হলাম। আরও খুশি হলাম যখন গভীর রাতে সে আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে কথা বলল এবং দেখলাম যে আমাদের দু'জনের মধ্যেকার দেয়ালে সে এর মধ্যেই একটা ফোঁকর কেটে ফেলেছে।

'সে বলল, "ওহে স্যাঙাৎ, তোমার নাম কি? আর এখানেই বা এসেছ কেন?"

'জবাব দিয়ে আমি তার পরিচয় জানতে চাইলাম।

'সে বলল, "আমি জ্যাক প্রেণ্ডারগাস্ট; ঈশ্বরের দোহাই, আমার সঙ্গে কাজ করবার আগেই আমার নাম শুনলে তুমি আমাকে আশীর্বাদ করবে।"

'মনে পড়ল তার ঘটনাটা আমি আগেই শুনেছিলাম, কারণ আমার গ্রেপ্তারের কিছুদিন আগেই সে ঘটনা নিয়ে সারা দেশে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। ভাল পরিবারের ছেলে, কর্ম-দক্ষতাও প্রচুর, কিন্তু অভ্যাসগুলি ছিল দুরারোগ্য রকমের খারাপ। অত্যন্ত সুকৌশলে জালিয়াতির দ্বারা লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সে প্রচুর টাকা ঠকিয়ে নিয়েছিল।

'সে গর্বভরে বলে উঠল, "ওহো! আমার সে ব্যাপারের কথা তাহলে তোমার মনে আছে?"

"খুবই মনে আছে।"

"তাহলে তো তার আসল অংশটাও জান?"

"সেটা কি?"

"তখন আমি প্রায় আড়াই লক্ষ মেরে দিয়েছিলাম, কেমন কিনা?"

"তাই শুনেছিলাম।"

"কিন্তু তার কিছুই উদ্ধার করা যায় নি, কি বল?"

"না।"

'এবার সে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, সে টাকাটা কোথায় আছে বলে মনে কর?"

'আমি বললাম, "আমি কিছুই জানি না।"

'সে জোরে বলে উঠল, "ঠিক আমার বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ফাঁকে। ঈশ্বরের দিব্যি, তোমার মাথায় যত চুল আছে তার থেকে বেশী পাউণ্ড জমা আছে আমার নামে। দেখ বাপু, তোমার যদি টাকা থাকে, আর সে টাকা ব্যবহার করতে ও ছড়াতে যদি তুমি জান, তাহলে তুমি যা খুশি তাই করতে পার! অবশ্য তুমি ভাবতে পার, যে-মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে সে কেন একটা চীনের উপকূলে চলাচলকারী জাহাজের ইঁদুরে ভরা, মাছি-ওড়া পুরনো খাঁচার পচা গর্তের মধ্যে শেকল পরে বসে আছে? না মশাই, সে লোক তার নিজের পথ দেখবেই, স্যাঙাতদেরও দেখাবে। আমার কথায় ভরসা রাখ। তাকে আঁকড়ে থাক। দেখবে সে তোমাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে।"

'তার কথার ধরনই এই রকম। প্রথমে মনে করলাম, সবই বাজে কথা। কিন্তু কিছুদিন পরেই আমাকে ভাল করে বাজিয়ে নিয়ে এবং সব রকম উপায়ে আমাকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়ে সে জানাল যে সত্যি সত্যি জাহাজটা দখল করে নেবার একটা ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে। জাহাজে উঠবার আগেই ডজন-খানেক কয়েদী মিলে ষড়যন্ত্রটা গড়ে তোলে: প্রেণ্ডারগাস্ট সে দলের নায়ক, আর তার অর্থই তাদের প্রেরণা।

'সে বলল, "আমার একজন অংশীদার ছিল। এমন ভাল লোক কদাচিৎ মেলে। তার কাছে মাল-কড়িও কিছু আছে। আর এই মুহূর্তে সে কোথায়

আছে বল তো? সে কি? আরে, সেই তো এ জাহাজের পাদরি, ছোট-খাট লোক নয়! একটা কালো কোট ও কাগজপত্র নিয়েই সে জাহাজে চেপেছে। তার পেটরায় যে টাকা আছে তা দিয়ে জাহাজের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত সব কেনা যায়। নাবিকরা সকলেই তার সঙ্গে একাত্মা। জাহাজে কাজের চুক্তিনামায় সই করবার আগেই নগদ টাকা ছড়িয়ে সে তাদের কিনে রেখেছে। দু'জন ওয়ার্ডার এবং দ্বিতীয় মেট মার্সারও তার দলে। দরকার মনে করলে স্বয়ং ক্যাপ্টেনকেও সে দলে আনতে পারবে।"

"আমাদের তাহলে কি করতে হবে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'সে বলল, "তুমি কি মনে কর? দর্জিরা যা পারে নি, সেইভাবে বাকী সৈন্যদের জামা আমরা লাল করে দেব।"

"কিন্তু তারা তো সশস্ত্র", আমি বললাম।

"বাপু হে, আমরাও সশস্ত্র হব। আমাদের মধ্যে যতজন মায়ের ছেলে আছে তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে এক জোড়া করে পিস্তল। নাবিকদের সহায়তা সত্বেও যদি আমরা এই জাহাজ দখল করতে না পারি, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের সবাইকে কোন যুবতী শিক্ষয়িত্রীর বোর্ডিং স্কুলে পাঠাবার সময় হয়েছে। আজ রাতেই তোমার বাঁ দিকের স্যাঙাতের সঙ্গে কথা বলে দেখ, তার উপর ভরসা করা চলে কিনা।"

'তাই করলাম। দেখলাম, আমার প্রতিবেশী যুবকটির অবস্থাও আমার মতই, তার অপরাধও জালিয়াতি। তার নাম ইভান্স, অবশ্য পরে সে আমার মতই নাম পাল্টেছে। এখন সে দক্ষিণ ইংলণ্ডের একজন ধনী ও সমৃদ্ধশালী লোক। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে সেও ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজী হল। ক্রমে উপসাগর পার হবার আগে দেখা গেল যে মাত্র দু'জন কয়েদী এই গোপন ষড়যন্ত্রের বাইরে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন খুব দুর্বলচিত্ত, তাই আমরা তাকে বিশ্বাস করতে সাহস করি নি; অপরজন পাণ্ডুরোগে ভুগছিল, কাজেই সে আমাদের কোন কাজেই আসত না।

'গোড়া থেকেই আমাদের জাহাজ দখল করার পথে কোন বাধাই ছিল না। নাবিকগুলো সকলেই ছিল গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক, বেছে বেছে তাদের কাজে নেওয়া হয়েছিল। নকল পাদরি আমাদের উৎসাহিত করতে সেলে আসত। তার হাতে থাকত একটা কালো ব্যাগ। সকলে মনে করত তাতে পুঁথিপত্র ঠাসা। এত ঘন ঘন সে আসতে লাগল যে তৃতীয় দিনেই আমাদের প্রত্যেকের বিছানার নীচে একটা উখো, একজোড়া পিস্তল, এক পাউণ্ড বারুদ ও কুড়িটা বুলেট জমিয়ে ফেললাম। ওয়ার্ডারদের দু'জন প্রেণ্ডারগাস্টের লোক, আর দ্বিতীয় মেটটি তার ডান হাত। ক্যাপ্টেন, দু'জন মেট, দু'জন ওয়ার্ডার, লেফটেন্যাণ্ট মার্টিন, তার কুড়িজন সৈনিক ও ডাক্তার—শুধু এরাই ছিল আমাদের বিপক্ষে। তথাপি, যতই নিরাপদ হোক, সতর্কতামূলক ব্যবস্থার

ব্যাপারে আমরা কোনরূপ অবহেলা করব না স্থির করলাম। স্থির হল, রাত্রিকালে হঠাৎ আক্রমণ করা হবে। কিন্তু আমরা যেরূপ আশা করেছিলাম তার চাইতে দ্রুততর গতিতেই ব্যাপারটা ঘটে গেল এবং ঠিক এইভাবে ঘটল :

'কাজ শুরু করবার পরবর্তী তৃতীয় সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তারবাবু নীচে নেমে এলেন একজন অসুস্থ কয়েদীকে দেখতে। তার বাংকের নীচে হাত পড়তেই তিনি বুঝতে পারলেন সেখানে পিস্তল আছে। তিনি চুপচাপ থাকলে হয়তো সব ব্যাপারটাই ভেস্তে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল ধাতের ছোটখাট মানুষটি, তাই তিনি বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন এবং এমনই ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন যে লোকটি মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাকে জড়িয়ে ধরল। দ্বিতীয়বার চীৎকার করবার আগেই তাকে নিকেশ করে বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলা হল। ডেকে যাবার দরজাটা খুলেই তিনি নেমে এসেছিলেন; আমরা সবেগে ডেকে উঠে গেলাম। দু'জন শান্ত্রীকে গুলি করে মারা হল। যে কর্পোর‍্যালটি ছুটে এসেছিল অবস্থাটা জানতে তারও সেই দশা হল। দরবার-কক্ষের দরজায় আরও দু'জন সৈনিক ছিল। বোধ হয় তাদের বন্দুকে গুলিভরা ছিল না, কারণ তারা আমাদের দেখেও গুলি ছুঁড়ল না। বেয়নেট উঁচিয়ে আক্রমণের উদ্যোগ করতেই তাদেরও গুলি করা হল। তখন আমরা ক্যাপ্টেনের ঘরের দিকে ছুটলাম। দরজা ঠেলে ঢুকতেই ভিতরে একটা গুলির শব্দ হল। টেবিলের উপর পিন দিয়ে আটকানো অতলান্তিক মহাসাগরের মানচিত্রের উপর মাথা রেখে ক্যাপ্টেন পড়ে আছে, আর ধূমায়িত পিস্তল হাতে তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে পাদরি সাহেব। মেট দু'জনও নাবিকদের হাতে ধরা পড়ল এবং সমস্ত ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেল।

'সেই ঘরের পাশেই দরবার-কক্ষ। সবাই মিলে সেখানে ভীড় করে সেটির উপর শুয়ে পড়লাম। আবার আমরা মুক্তি পেয়েছি—এই অনুভূতি আমাদের তখন পাগল করে তুলেছে। সবাই মিলে মহা কলরব জুড়ে দিল। চারদিকে আলমারি সাজানো। নকল পাদরি উইলসন তার একটার পাল্লা ভেঙে ফেলে ডজনখানেক বাদামী শেরীর বোতল বের করল। বোতলের মুখগুলি ভেঙে গ্লাসে শেরী ঢেলে মুখে তুলতে যাব, এমন সময় মুহূর্তমধ্যে কোনরকম সতর্ক হবার আগেই কানে এল অনেক বন্দুকের শব্দ; ঘরটা ধোঁয়ায় এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেল যে টেবিলের ওপারে কিছুই দেখা গেল না। ধোঁয়া সরে গেলে দেখা গেল, জায়গাটা বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। উইলসন ও অপর আটজন একে অপরের উপর পড়ে কাতরাচ্ছে। টেবিলের উপর লাল রক্ত ও বাদামী শেরীর সেই দৃশ্যের কথা ভাবলে এখনও আমি অসুস্থ বোধ করি। সে-দৃশ্য দেখে আমরা এতদূর ভীত হয়ে পড়েছিলাম যে প্রেণ্ডারগাস্ট না থাকলে আমরা হয়ত রণে ভঙ্গ দিতাম। ষাঁড়ের মত গর্জে উঠে যে ক'জন সঙ্গী অবশিষ্ট

ছিল তাদের নিয়ে সে দরজার দিকে ছুটে গেল। দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি, দশজন সৈন্যসহ লেফ্‌টেন্যাণ্ট জাহাজের পিছন দিকের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেলুন-টেবিলের উপরকার ঝোলানো ঘুলঘুলিটা একটু খোলা রয়েছে আর সেই ফাঁক দিয়েই তারা আমাদের উপর গুলি চালিয়েছে। বন্দুকে নতুন করে গুলি ভরবার আগেই আমরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারাও মরদের মতই লড়ল। কিন্তু জয় হল আমাদেরই। পাঁচ মিনিটেই সব শেষ। হায় ঈশ্বর! সে জাহাজের মত কসাইখানা কি কোন দিন কোনখানে ছিল? প্রেণ্ডারগাস্ট তখন ক্রোধে পিশাচ হয়ে উঠেছে। শিশুদের যেমন করে লোকে অনায়াসে টেনে তোলে তেমনিভাবে সে জীবিত-মৃত নির্বিশেষে সৈন্যদের তুলে তুলে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একজন সার্জেণ্ট গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কাটতে লাগল। তারপর কে যেন কৃপাপরবশ হয়ে তার মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিল। যুদ্ধ শেষ হলে দেখা গেল, শত্রুপক্ষের মধ্যে ওয়ার্ডার, মেট ও ডাক্তার ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই।

'তাদের নিয়েই ঝগড়া বেধে উঠল। আমাদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিলাভ করে খুশি হলেও বিবেককে হত্যার পক্ষপাতী ছিল না। বন্দুকধারী প্রতিপক্ষকে আঘাত করা এক কথা, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় নরহত্যার সমর্থন করা অন্য কথা। আমরা আট জন, পাঁচ জন কয়েদি ও তিনজন নাবিক, বললাম, সে আমরা হতে দেব না। কিন্তু প্রেণ্ডারগাস্ট ও তার সঙ্গীদের মন গলানো গেল না। সে বলল, সব শেষ করে দেওয়াই আমাদের পক্ষে নিরাপদ হওয়ার একমাত্র পথ; সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জিভ নাড়বার সুযোগ সে কাউকে দেবে না। আমাদেরও প্রায় কয়েদীদের দশা হবার জোগাড়, এমন সময় সে বলল, আমরা ইচ্ছা করলে একটা নৌকো নিয়ে চলে যেতে পারি। এ প্রস্তাব আমরা লুফে নিলাম, কারণ এই রক্ত-তৃষ্ণার কাণ্ডকারখানা আমরা আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বুঝতে পারলাম, দেরি করলে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠবে। আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে নাবিকের পোশাক, এক পিপে জল, দুটো বাক্স—একটায় নোনা মাংস, আরেকটায় বিস্কুট, এবং একটা কম্পাস দেওয়া হল। প্রেণ্ডারগাস্ট একটা চার্ট ছুঁড়ে দিয়ে বলল, তোমরা সবাই লঘিমা ১৫° উত্তর এবং দ্রাঘিমা ২৫° পশ্চিম অঞ্চলে বিধ্বস্ত জাহাজের নাবিক। তারপর নৌকোর কাছি কেটে দিয়ে আমাদের ছেড়ে দিল।

'বাছা আমার, এবার শুরু করছি আমার কাহিনীর সব চাইতে বিস্ময়কর অংশ। লড়াইয়ের সময় নাবিকরা জাহাজের অগ্রভাগটাকে পিছনে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আমরা জাহাজ থেকে নৌকায় উঠবার পরে আবার তারা জাহাজের মুখটা ঠিক করে দিল। সেইসময় উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে একটা বাতাস উঠে আসায় জাহাজটা ধীরে ধীরে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে

যেতে লাগল। আমাদের নৌকো দীর্ঘ শান্ত ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে লাগল। দলের মধ্যে ইভান্স ও আমিই ছিলাম সব চাইতে বেশী লেখাপড়া জানা লোক। তাই তখন আমরা কোথায় রয়েছি এবং কোন্ উপকূলের দিকে আমরা এগোব, সেই সব সমস্যা নিয়েই দু'জন সলা-পরামর্শ করতে লাগলাম। সমস্যাটা ভাববার মতই বটে, কারণ কেপ দ্য ভার্দে আমাদের থেকে প্রায় ৫০০ মাইল উত্তরে, এবং আফ্রিকার উপকূল প্রায় ৭০০ মাইল পূর্বে। সব দিক বিবেচনা করে আমরা মনে করলাম যে যেহেতু বাতাসটা উত্তর দিকেই ঘুরছে তখন সিয়েরা লিওনই সব চাইতে ভাল এবং সেই দিকেই মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। হঠাৎ এক সময় জাহাজটার দিকে তাকিয়ে দেখি, তার বুক থেকে একটা গাঢ় কালো ধোঁয়ার মেঘ উঠে আকাশ-পটে একটা দৈত্যাকার মহীরুহের মত ঝুলে রয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই একটা বজ্রের গর্জন আমাদের কানের উপর আছড়ে পড়ল, আর ধোঁয়াটা পাতলা হয়ে এলে "গ্লোরিয়া স্কট"-এর চিহ্ন মাত্রও দেখতে পেলাম না। মুহূর্তের মধ্যে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে প্রাণপণে বৈঠা টেনে দুর্ঘটনার স্থলটির দিকে এগিয়ে চললাম। সমুদ্রের বুকে তখনও সেখানে একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে রয়েছে।

দীর্ঘ এক ঘণ্টা সময় লাগলো সেখানে পৌঁছতে। প্রথমেই আশংকা হল, অনেক দেরি হয়ে গেছে, বুঝি কাউকে বাঁচানো যাবে না। একটা ভাঙা নৌকো, অনেকগুলো বাক্স আর কাঠের টুকরো ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। তাই দেখেই বুঝলাম, কাছেই কোথাও জাহাজটা ডুবেছে। কিন্তু চারিদিকে কোথাও জীবনের চিহ্নমাত্র নেই। হতাশ হয়ে আমরা ফিরেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় কোন সাহায্য প্রার্থীর আর্তনাদ শুনে দেখি, কিছুটা দূরে একখণ্ড ভাঙা কাঠের উপর একটা লোক সটান শুয়ে আছে। তাকে টেনে নৌকোয় তোলা হল। সে ঐ জাহাজেরই যুবক নাবিক হার্ডসন। তার শরীর এমনভাবে পুড়ে গেছে, আর সে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, পরদিন সকালের আগে সে ঘটনার কোন বিবরণই দিতে পারল না।

'জানা গেল, আমরা চলে আসার পর প্রেণ্ডারগাস্ট ও তার দল অবশিষ্ট পাঁচজন কয়েদীকে হত্যা করে: দু'জন ওয়ার্ডারকে গুলি করে জাহাজ থেকে ফেলে দেয়; তৃতীয় মেটের ভাগ্যেও তাই ঘটে। তারপর প্রেণ্ডারগাস্ট মাঝের ডেকে নেমে এসে নিজের হাতে হতভাগ্য সার্জেনের গলাটা কেটে ফেলে। বাকি রইল শুধু প্রথম মেট। লোকটা সাহসী ও কর্মঠ। সে যখন দেখল, কয়েদীটা রক্তাক্ত ছুরি হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন সে শিকল ছুঁড়ে ফেলে দিল। আগে থেকেই সেটাকে সে ঢিলে করে রেখেছিল। তারপর ডেকের উপর থেকে ছুটতে ছুটতে সে জাহাজের পিছনের দিকে ঢুকে গেল।

'এক ডজন কয়েদী তার খোঁজে পিস্তল হাতে নীচে নেমে দেখল, একটা দেশলাইয়ের বাক্স হাতে নিয়ে সে একটা খোলা বারুদের পিপের কাছে বসে

আছে। ও রকম একশ'টা পিপে জাহাজে ছিল। সে জোরগলায় বলল, তার উপর কোনরকম অত্যাচার হলে সে সবাইকে বারুদের মুখে উড়িয়ে দেবে। মুহূর্তকাল পরেই ঘটল বিস্ফোরণ। হার্ডসন অবশ্য মনে করে, কোন কয়েদির লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিই এর কারণ, মেটের হাতের দেশলাই নয়। কারণ যাই হোক, "গ্লোরিয়া স্কট" শেষ হয়ে গেল, আর শেষ হয়ে গেল তার দখলদার সেই শয়তান।

'বাবা আমার, অল্প কথায় এই হল সেই ভয়ংকর ব্যাপারের ইতিহাস যার সঙ্গে আমিও জড়িয়ে পড়েছিলাম। পরদিন একটি অস্ট্রেলিয়াগামী তুইমাস্তুলের জাহাজ "হট্‌স্পার" আমাদের তুলে নিল। আমরা যে একটি বিধ্বস্ত যাত্রীবাহী জাহাজের যাত্রী একথা বিশ্বাস করতে ক্যাপ্টেনের কোন অসুবিধা হল না। নৌ-বিভাগ জানল, মালবাহী জাহাজ "গ্লোরিয়া স্কট" সমুদ্রে নিখোঁজ হয়েছে। তার প্রকৃত পরিণতি সম্পর্কে একটি কথাও কোন দিন প্রকাশ পেল না। চমৎকার সমুদ্র-ভ্রমণের পর "হটস্পার" আমাদের সিডনিতে নামিয়ে দিল। ইভান্স ও আমি নাম পাল্টে খনির পথে যাত্রা করলাম। সব রকম জাতির মানুষ তখন সেখানে ভীড় জমিয়েছে। কাজেই পূর্ব পরিচয় গোপন রাখতে আমাদের কোন অসুবিধাই হল না।

'বাকীটা বলার কোন দরকার নেই। আমরা অর্থবান হলাম, অনেক দেশ ঘুরলাম, ধনী উপনিবেশবাসী হিসাবে ইংলণ্ডে ফিরে এলাম এবং গ্রামাঞ্চলে ভূ-সম্পত্তি খরিদ করলাম। বিশ বছরের অধিককাল শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেছি, আশা করেছি আমাদের অতীত চিরদিনের মত মুছে গেছে। কল্পনা কর, তারপর একদিন যে নাবিক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল তাকে যখন সেই লোক বলে আমি চিনতে পারলাম যাকে বিধ্বস্ত জাহাজের ভাঙা কাষ্ঠখণ্ডের উপর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তখন আমার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল। যেমন করেই হোক সে আমাদের খুঁজে বের করেছে এবং আমাদের আতংককে উপজীবিকা করে বাঁচবার সংকল্প করেছে। এবার তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে কেন আমি তার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে এতটা সচেষ্ট ছিলাম। আর আজ যখন সে নিজে মুখে আমাকে শাসিয়ে তার অপর শিকারের কাছে চলে গেছে, তখন আমার মনে যে ভয় বাসা বেঁধেছে তার প্রতি কিছুটা সহানুভূতি তুমি নিশ্চয় দেখাবে।'

'তার নীচে প্রায় দুষ্পাঠ্য কাঁপা হাতে লেখা রয়েছে, "বেড্‌ডোস সাংকেতিক চিঠিতে জানিয়েছে, H. সব বলে দিয়েছে। সদাশয় প্রভু, আমাদের আত্মাকে কৃপা কর!"

'সেদিন রাতে এই বিবরণই আমি যুবক ট্রেভরকে শুনিয়েছিলাম। দেখ ওয়াটসন, ঐ পরিবেশে ব্যাপারটা বেশ নাটকীয় বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাল মানুষটির বুক ভেঙে যায় এবং সে তারই অঞ্চলে চা-বাগানের ব্যবসা

করতে চলে যায়। শুনেছি, সেখানে সে ভালই আছে। ভয়-দেখানো চিঠিটা পাবার পর থেকে সেই নাবিক ও বেড্‌ডোসের কোন খবর পাওয়া যায় নি। দুজনই সম্পূর্ণভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছে। পুলিশের কাছেও কোন নালিশ করা হয় নি; মনে হয় বেড্‌ডোস শাসানিটাকে অকারণেই ভুল বুঝেছিল। হাডসনকে কিছুদিন আনাচে-কানাচে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল; তাই পুলিশের ধারণা, সে বেড্‌ডোসকে খুন করে পালিয়েছে। আমার মতে কিন্তু এর উল্টোটাই ঠিক। হার্ডসন বিশ্বাসঘাতকতা করে তার মুখোশ খুলে দিয়েছে এই বিশ্বাসে সে মরিয়া হয়ে তার উপরেই প্রতিশোধ নিয়েছে এবং হাতের কাছে অর্থ-বিত্ত যা পেয়েছে তাই নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। ডাক্তার, এ-কেসের এই হল ঘটনাবলী; যদি মনে কর তোমার সংকলনে এগুলো কাজে লাগবে, তাহলে সানন্দে সব কিছু তোমার হাতেই তুলে দিচ্ছি।

মাসগ্রেভ-পরিবারের অনুষ্ঠান
The Musgrave Ritual



বন্ধু শার্লক হোমসের চরিত্রের একটা সামঞ্জস্যহীনতা প্রায়ই আমার চোখে পড়ে। চিন্তার ক্ষেত্রে তার মত পরিচ্ছন্ন ও সুশৃংখল লোক বিরল। পোশাক-পরিচ্ছদেও সে মোটামুটি ফিটফাট। কিন্তু ব্যক্তিগত আচার-আচরণে সে এতদূর নোংরা যা যে কোন সহ-অধিবাসীকে পাগল করে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট। আমি নিজেও যে সেসব ব্যাপারে খুব প্রথাগত তা নয়। স্বভাবতই আমার চরিত্রে একটা বাউণ্ডুলেপনা আছে; তার সঙ্গে আফগানিস্তানের কঠোর-কঠিন জীবনযাত্রা যুক্ত হয়ে আমার স্বভাবকে এমন করে তুলেছে যা একজন চিকিৎসককে মানায় না। তবু আমার বেলায় সব কিছুরই একটা সীমা আছে। কিন্তু যখন দেখি একটা মানুষ কয়লা রাখার পাত্রে চুরুট রেখে দিচ্ছে, একপাটি পারসিক চটির ডগায় রাখছে তামাক, এবং যেসব চিঠির জবাবই দেওয়া হয়নি সেগুলিকে ছুরি দিয়ে কাঠের ম্যাণ্টেলপিসের মাঝখানটায় গেঁথে রেখেছে, তখন তো নিজেকে মহাপুরুষ বলে মনে হয়। আমি তো সব সময়ই মনে করি যে, পিস্তলের নিশানা পরীক্ষার খেলাটা খোলামাঠেই হওয়া উচিত। কিন্তু হোমস যখন তার অদ্ভুত খেয়ালের বশে তার ছোট পিস্তল ও একশ' কার্তুজ ভরা একটা বাক্স নিয়ে আরাম-কেদারায় বসে এবং পরপর গুলি ছুঁড়ে বিপরীত দিকের দেয়ালটাকে দেশাত্মবোধক V. R. (Victoria Regina —রাণী ভিক্টোরিয়া) অক্ষর দুটি দ্বারা সুশোভিত করে, তখন আমি তো তীব্রভাবে অনুভব করি যে এর দ্বারা ঘরের আবহাওয়া বা চেহারা কোনটারই উন্নতি ঘটে নি।

'আমাদের ঘরগুলি সব সময়ই রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অপরাধ-ঘটিত নানাবিধ জিনিসে ঠাসা থাকত। অনেকক্ষেত্রেই সেগুলি সম্ভব-অসম্ভব নানা

জায়গায় ছড়িয়ে থাকত, কখনও মাখনের ডিসে, কখনও তার চাইতেও অবাঞ্ছিত জায়গায়। সব চাইতে বড় সমস্যা হল তার কাগজপত্র। কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলবার ব্যাপারে, বিশেষ করে তার অতীত কেসসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের ব্যাপারে তার একটা ভয়ংকর ভীতি ছিল। অথচ প্রতি এক বা দু'বছরে মাত্র একটিবারই ওই সব কাগজপত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে শ্রেণীবিভাগ করে রাখার মত শক্তি সে সঞ্চয় করতে পারত। এই খুশিমত-লেখা স্মৃতি-কথার মধ্যেই কোথাও আমি লিখেছি, যে-সমস্ত উল্লেখযোগ্য কাজের সঙ্গে তার নাম জড়িত সেগুলো সমাধা করবার সময় তার উচ্ছ্বসিত কর্মশক্তি যেন শতধারায় ছড়িয়ে পড়ে, আবার ঠিক তার পরে এমন অবসাদ তাকে ঘিরে ধরে যে তখন সে তার বেহালা আর বই নিয়েই পড়ে থাকে; সোফা থেকে টেবিলে যাওয়া ছাড়া কোনরকম নড়াচড়া করে না। এইভাবে মাসের পর মাস তার কাগজপত্র জমতে থাকে, ক্রমে ঘরের প্রতিটি কোণ পাণ্ডুলিপির বাণ্ডিলে ভরে উঠতে থাকে; অথচ সেগুলিকে কিছুতেই পুড়িয়ে ফেলা চলবে না, বা মালিক ছাড়া আর কেউ সেগুলি সরিয়ে ফেলতেও পারবে না।

একদিন শীতের রাতে আমরা অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসেছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে আমি বললাম, প্রয়োজনীয় অংশগুলো তার মোটা খাতাটায় সেঁটে দেওয়ার কাজ যখন সে শেষ করে ফেলেছে তখন আর দুটো ঘণ্টা সে নিশ্চয়ই ঘরটাকে আরেকটু বাসযোগ্য ক'রে তোলার কাজে ব্যয় করতে পারে। আমার অনুরোধের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করতে না পেরে বেজার মুখ করে সে তার শোবার ঘরে গেল এবং একটু পরেই একটা বড় টিনের বাক্স টানতে টানতে ফিরে এল। ঘরের মাঝখানে এনে একটা টুলের উপর সেটাকে রেখে ঢাকনাটা খুলে দিল। আমি দেখতে পেলাম, আলাদা-আলাদা প্যাকেটে লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা কাগজের বাণ্ডিলে সেটার তৃতীয়াংশ ভর্তি হয়েই আছে।

দুষ্টুমি-ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ওয়াটসন, এর মধ্যে যথেষ্ট ঘটনার বিবরণ রয়েছে। আমার মনে হয়, এই বাক্সে কি আছে জানলে তুমিই হয় তো আমাকে এর থেকে কিছু ফেলে দিতে বলবে, নতুন কিছু ভরতে বলবে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে এগুলি তোমার আগেকার কাজের বিবরণ তো? আমার অনেক সময়ই মনে হয়েছে, ওই সব কেসের বিবরণগুলি যদি পেতাম।'

আদর করে একটার পর একটা বাণ্ডিল তুলতে তুলতে সে বলল, 'ঠিক ধরেছ ভাই; আমার জীবনীকার আমাকে বিখ্যাত করে তুলবার আগেই এ কেসগুলি আমি করেছিলাম। দেখ ওয়াটসন, সব ক্ষেত্রেই যে আমি সফল হয়েছি তা নয়, তবে অনেকগুলির মধ্যেই ছোটখাট সুন্দর সমস্যা রয়েছে। এই হল টার্লেটন খুনীদের বিবরণ, এটা মদ্যব্যবসায়ী ভ্যাম্বেরির কেস, রুশ

বৃদ্ধার অভিযানের কাহিনী, অ্যালুমিনিয়ম-ক্রাচের অদ্ভুত ঘটনা, আর মুগুর-পাওয়ালা রিকোলেট্টি ও তার ঘৃণ্য স্ত্রীর পূর্ণ বিবরণ। এবং এই যে—আরে !......'

বাক্সটার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ছোটদের খেলনা রাখার মত পাশে ঢাকনাওয়ালা একটা ছোট কাঠের বাক্স বের করল। তার ভিতর থেকে বের করল একটুকরো কোঁচকানো কাগজ, একটা সেকেলে ধরনের পেতলের চাবি, তারের বল-লাগানো এক টুকরো কাঠ এবং তিনটে মরচে-ধরা ধাতুর চাকতি।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে হেসে জিজ্ঞাসা করল; 'কি হে, এগুলো দেখে কি মনে হয় ?'

'একটা বিচিত্র সংগ্রহ।'

'খুবই বিচিত্র, এবং একে জড়িয়ে যে গল্পটি ঝুলছে সেটা তোমার কাছে আরও বিচিত্র বলে মনে হবে।'

'তাহলে এগুলোরও একটা ইতিহাস আছে ?'

'এত বেশী আছে যে এগুলিই ইতিহাস হয়ে উঠেছে।'

'কি বলতে চাইছ ?'

শার্লক হোমস জিনিসগুলোকে একটা একটা করে তুলে টেবিলের কোণায় সাজিয়ে রাখল। তারপর পুনরায় চেয়ারে বসে পড়ে দুই চোখে খুশির আলো ছড়িয়ে সেগুলিকে দেখতে লাগল।

বলল, 'মাসগ্রেভ-পরিবারের অনুষ্ঠানের কাহিনীকে মনে করিয়ে দেবার মত এই জিনিসগুলিই মাত্র এখন আমার কাছে আছে।'

একাধিকবার তাকে এই কেসের উল্লেখ করতে আমি শুনেছি, যদিও তার বিস্তারিত বিবরণ কখনই সংগ্রহ করতে পারি নি।

তাই বললাম, 'বিবরণটা যদি শোনাও তাহলে খুশি হব।'

সে দুষ্টুমি করে চেঁচিয়ে বলল, 'আর এই বাজে কাগজের বাক্সটাকে অক্ষত রেখে দেবে ? ওয়াটসন, তোমার পরিচ্ছন্নতা তো এতটা চাপ সইতে পারবে না। কিন্তু তুমি যদি তোমার ইতিহাসের বইতে এই কেসটাকে যোগ কর তাহলে আমি খুশিই হব, কারণ এর মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যার ফলে শুধু এ দেশের নয়, অন্য যেকোন দেশের অপরাধের বিবরণীতে এর স্থান হবে অদ্বিতীয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনাটির উল্লেখ না থাকলে আমার অকিঞ্চিৎকর কার্যাবলীর সংকলন নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

"গ্লোরিয়া স্কট"-এর ঘটনা এবং যে দুঃখী লোকটির পরিণামের কথা তোমাকে বলেছি তার সঙ্গে আমার কথোপকথনের ফলে কেমন করে আজ যে-বৃত্তি আমার জীবনের অবলম্বন হয়ে উঠেছে তার প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল সেকথা হয়তো তোমার মনে আছে। আজ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, আমার নাম সর্বত্র সুপরিচিত, কি জনসাধারণ কি সরকারী দপ্তর

সর্বত্রই সন্দেহজনক ঘটনার ক্ষেত্রে আমিই সাধারণত শেষ বিচারক বলে স্বীকৃত। এমন কি আমার সঙ্গে যখন তোমার প্রথম পরিচয় হয় অর্থাৎ "রক্ত সমীক্ষা"য় (A Study in Scarlet) তুমি যে ঘটনাকে স্মরণীয় করে রেখেছ সেই সময়েও আমি খুব অর্থকরী না হলেও একটা মোটামুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি। তুমি ভাবতেও পার না যে, এ-পথ প্রথম দিকে আমার কাছে কত বন্ধুর ছিল এবং সাফল্য অর্জনের জন্য আমাকে কতদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল।

'প্রথম লণ্ডন এসে আমি বৃটিশ মিউজিয়মের ঠিক বাঁকটার মুখে মণ্টেগু স্ট্রীটে একটা বাসা পাই। হাতে প্রচুর অবসর। বিজ্ঞানের যেসব শাখা এ লাইনে আমাকে আরও দক্ষ করে তুলতে পারবে সেইসব বই পড়েই তখন সময় কাটত। প্রধানত প্রাক্তন সহপাঠী ছাত্রদের মারফত মাঝে মাঝে দু' চারটে কেস হাতে আসত, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষের দিকে আমাকে ও আমার কর্মপদ্ধতিকে নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হত। এই ধরনের তৃতীয় কেসই হল মাসগ্রেভের পূজা-পদ্ধতির ঘটনাকে নিয়ে। সেই অভূতপূর্ব ঘটনা-শৃঙ্খল তখন যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এবং যেসব বড় বড় ব্যাপার তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল সেখান থেকেই আমার বর্তমান প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল।

'রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ আমার সঙ্গে এক কলেজেই পড়ত এবং তার সঙ্গে আমার যৎসামান্য পরিচয়ও ছিল। স্নাতকশ্রেণীর ছাত্রদের কাছে সে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না, যদিও ছাত্ররা যাকে তার অহংকার বলে মনে করত আমার কিন্তু মনে হত সেটা তার স্বভাবগত আত্মপ্রত্যয়ের অভাবকে ঢাকবার প্রচেষ্টা-মাত্র। তার চেহারা খুবই অভিজাতসুলভ, সরু উঁচু নাক, বড় বড় চোখ, আচরণে আভিজাত্যের প্রকাশ। এ রাজ্যের একটি অন্যতম প্রাচীন বংশের সে সন্তান।

তার পূর্বপুরুষরা বিগত ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তরাঞ্চলীয় মাসগ্রেভ-বংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিম সাসেক্সে বসবাস শুরু করে। সে অঞ্চলের হার্লস্টোনের জমিদার-বাড়ি সম্ভবত এদেশের প্রাচীনতম বাসভবন। জন্মস্থানের স্পর্শ যেন সব সময় তাকে ঘিরে থাকত। তার ম্লান তীক্ষ্ণ মুখ আর উন্নত মাথার দিকে তাকালেই আমার মনে পড়ে যেত ধূসর খিলান আর বড় বড় জানালা আর সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রার নানা সম্মানার্হ ক্ষয়িষ্ণু বিধি-ব্যবস্থার কথা। মাঝে মাঝেই আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হত। মনে পড়ছে, অনেক সময়ই সে আমার পর্যবেক্ষণ ও অনুমান পদ্ধতির প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করত।

'চার বছর তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। তারপর একদিন সকালে সে আমার মণ্টেগু স্ট্রীটের ঘরে এসে হাজির হল। একটুখানি বদলে গেছে। কেতাদুরস্ত যুবকের মতই সাজ-পোশাক—সব সময়ই সে একটু বাবু

ধরনের—এবং আগেকার মতই শান্ত, শিষ্ট আচরণ।

'সহৃদয় কর-মর্দনের পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার সব খবর কি মাসগ্রেভ ?"

'সে বলল, "বাবার মৃত্যু সংবাদ তুমি হয় তো শুনেছ। দু' বছর আগে তিনি চলে গেছেন। তখন থেকে হার্লস্টোনের বিষয়-সম্পত্তি আমাকেই দেখাশোনা করতে হচ্ছে। তাছাড়া জেলার সদস্য হিসাবে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। হোমস, তোমার যে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে তুমি আমাদের তাক লাগিয়ে দিতে, শুনেছি এখন নাকি তুমি সে ক্ষমতাকে বাস্তবে প্রয়োগ করছ।"

'বললাম, "হ্যাঁ, বুদ্ধির দৌলতে জীবিকা অর্জনের পথই বেছে নিয়েছি।"

"শুনে খুশি হলাম, কারণ এসময়ে তোমার পরামর্শ আমার কাছে খুবই মূল্যবান। হার্লস্টোনে কিছু কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। পুলিশ তার উপর কোনরকম আলোকপাতই করতে পারছে না। সত্যি সে এক অসাধারণ দুর্বোধ্য ব্যাপার।"

"ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পার, কী আগ্রহ নিয়ে আমি তার কথাগুলো শুনলাম। বেশ কয়েকমাস নিষ্কর্মা অবস্থায় থেকে যে সুযোগের অপেক্ষায় আমি হা-পিত্যেস করে বসেছিলাম, সেই সুযোগ আমার হাতের মধ্যে এসেছে। মনে মনে আমার বিশ্বাস ছিল, যেখানে অন্যরা অকৃতকার্য হয়েছে আমি সেখানে কৃতকার্য হতে পারব। এতদিনে আত্ম-পরীক্ষার সুযোগ পেলাম।"

'বললাম, "দয়া করে সব কথা খুলে বল।"

'রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ আমার উল্টোদিকে বসে আমার দেওয়া সিগারেটে আগুন ধরাল।

'তারপর বলতে শুরু করল, "তোমার জানা দরকার যে আমি অবিবাহিত হলেও হার্লস্টোনে আমাকে অনেক দাসদাসী রাখতে হয়েছে। বাড়িটা এত বড় আর ছড়ানো-ছিটনো যে তত্ত্ব-তালাস করতে অনেক লোকজনের দরকার। তাছাড়া শিকারের মরশুমে অনেক লোকজনও আসে। কাজেই হাত টানলে চলে না। মোট আটটি দাসী, রাঁধুনি, খানসামা, দুটি চাকর ও একটি ছোকরা। বাগান আর আস্তাবলের জন্য অবশ্য আলাদা লোক আছে।

"এই সব লোকজনের মধ্যে খানসামা ব্রান্টনই সব চাইতে পুরনো লোক। বাবা যখন তাকে প্রথম চাকরি দেন তখন সে ছিল একজন বেকার স্কুল-শিক্ষক। কর্মোদ্যম ও চরিত্রগুণে শীঘ্রই সে বাড়ির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠল। বাড়ন্ত গড়নের সুন্দর যুবক, চমৎকার কপাল, এবং যদিও সে বিশ বছর যাবৎ আমাদের কাছে আছে এখনও তার বয়স চল্লিশের বেশী হবে না। সে বেশ কয়েকটা ভাষা বলতে পারে এবং প্রায় সব রকম তারের যন্ত্র বাজাতে পারে। কাজেই এটা খুবই আশ্চর্য যে, নিজের চেহারায় সুবিধা এবং অসাধারণ গুণপনা সত্ত্বেও

সে এতকাল এ ধরনের কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে আছে। তবে আমার মনে হয়, সে বেশ আরামেই আছে এবং কোনরকম পরিবর্তন ঘটাবার মত উৎসাহ ও উদ্যম তার নেই। যারা আমাদের বাড়িতে আসে সকলেই হার্লস্টোনের খানসামার কথা মনে করে রাখে।

"কিন্তু এই সর্বাঙ্গসুন্দর লোকটির একটি ত্রুটি আছে। তার মধ্যে অল্প-বিস্তর ডন জুয়ানের ভাব আছে। বুঝতেই পারছ, তার মত একটা লোকের পক্ষে শান্ত গ্রামাঞ্চলে সে ভূমিকা পালন করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়।

"তার বিয়ের পরে অবশ্য সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিপত্নীক হবার পর থেকেই তাকে নিয়ে আমাদের অসুবিধার শেষ নেই। কয়েকমাস আগে আমাদের দ্বিতীয় দাসী র‍্যাশেল হাউয়েলসের সঙ্গে যখন তার বিয়ের কথা হল তখন আশা করেছিলাম সে আবার সংসারী হবে। কিন্তু তারপরেই তাকে ছেড়ে দিয়ে সে আমাদের প্রধান পক্ষী-রক্ষকের মেয়ে জ্যানেট ট্রেগেলিসকে নিয়ে পড়েছে। র‍্যাশেল খুব ভাল মেয়ে, কিন্তু ওয়েলসের মানুষদের মতই তার মেজাজটা উত্তেজনাপ্রবণ। হঠাৎ তার মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে এবং এখন—অন্তত গতকাল পর্যন্ত—সে তার পূর্ব-সত্তার এক কালো-চোখ ছায়ার মত বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হার্লস্টোনে এই আমাদের প্রথম নাটক। কিন্তু দ্বিতীয় নাটক এসে এটাকে আমাদের মন থেকে সরিয়ে দিল, আর তার প্রস্তাবনা হল খানসামা ব্রান্টনের অপমান ও বরখাস্তের ভিতর দিয়ে।

"ব্যাপারটা এইভাবে ঘটেছে। আগেই বলেছি, লোকটি বুদ্ধিমান, আর বুদ্ধিই তার কাল হল, কারণ নানা অব্যাপারেষু ব্যাপারে তার মনে একটা অদম্য কৌতূহলের উদ্রেক হত। তার ফলে সে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু নেহাতই আকস্মিক একটা ঘটনায় আমার চোখ খুলে গেল।

"আগেই বলেছি যে আমাদের বাড়িটা বেশ ছড়ানো। গত সপ্তাহের একদিন রাতে—সঠিক বলতে গেলে বৃহস্পতিবার রাতে—খাবারের পরে বোকার মত এক কাপ কড়া কফি পান করায় কিছুতেই ঘুম আসছিল না। রাত দুটো পর্যন্ত লড়াই করে যখন বুঝলাম যে ঘুমের চেষ্টা বৃথা, তখন যে উপন্যাসটা পড়ছিলাম সেটাতেই মন দেবার জন্য উঠে মোমবাতি জ্বালালাম। বইটা ছিল বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে। তাই ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে চড়িয়ে সেদিকেই পা বাড়ালাম।

"বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে যেতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নেমে লাইব্রেরি ও বন্দুক-ঘরে যাবার পথের উপর দিয়ে যেতে হয়। যেতে যেতে নীচে তাকিয়ে যখন দেখলাম লাইব্রেরির খোলা দরজা দিয়ে একটা আলোর ছটা এসে পড়েছে তখন আমি কি রকম বিস্মিত হলাম তা তো বুঝতেই পারছ। শুতে যাবার আগে আমি নিজে বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে গিয়েছিলাম।

স্বভাবতই, প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল চোরের কথা। হার্লস্টোনের অলিন্দ-পথের দেয়ালে দেয়ালে নানা ধরনের পুরনোকালের অস্ত্রশস্ত্র ঝোলানো থাকে। তার ভিতর থেকে একটা টাঙ্গি হাতে নিয়ে মোমবাতিটা রেখে পা টিপে-টিপে পথটা পার হয়ে খোলা দরজায় উঁকি দিলাম।

"লাইব্রেরিতে খানসামা ব্রাণ্টন। বেশ সুসজ্জিত অবস্থায় সে একটা আরাম-কেদারায় বসে আছে। মানচিত্রের মত দেখতে একটুকরো কাগজ তার হাঁটুর উপর মেলা। গভীর চিন্তায় মগ্ন অবস্থায় কপালটা হাতের উপর ঝুঁকে রয়েছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলাম। টেবিলের কোণে রাখা ছোট মোমবাতিটার আলোয় দেখলাম সে বেশ সুসজ্জিত অবস্থায় আছে। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে সে পাশের দেরাজের কাছে গেল এবং চাবি ঘুরিয়ে একটা দেরাজ টেনে বার করল। তার ভিতর থেকে একখানা কাগজ নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল এবং মোমবাতির আলোর সামনে সেখানা মেলে ধরে তীক্ষ্ণ মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগল। সে এরকম শান্তভাবে আমাদের পারিবারিক দলিলপত্র পরীক্ষা করছে দেখে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে এক পা অগ্রসর হতেই ব্রাণ্টন মুখ তুলে দেখতে পেল, আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। গোড়ায় যে চার্টের মত কাগজখানা সে পড়ছিল সেটাকে বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

'আমি বললাম, "বটে! এইভাবে তুমি তোমার উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের প্রতিদান দিচ্ছ! কালই তুমি চাকরি ছেড়ে চলে যাবে।"

'সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত লোকের মত দৃষ্টি মেলে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে একটি কথাও না বলে সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মোমবাতিটা তখনও টেবিলে ছিল; তারই আলোয় ব্রাণ্টন যে কাগজখানা দেরাজ থেকে বের করে এনেছিল সেটাকে ভাল করে দেখলাম। কাগজখানা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় দেখে আমি বিস্মিত হলাম। সেটা মাসগ্রেভ পরিবারে অনুষ্ঠান নামক একটি বিশেষ প্রাচীন লোকাচারে ব্যবহৃত প্রশ্নোত্তরের একটি নকল মাত্র। এই অনুষ্ঠানটি আমাদের পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রত্যেক মাসগ্রেভকেই প্রাপ্তবয়স্ক হবার কালে এই অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। কাজেই এটা একটা পারিবারিক ব্যাপার। প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে হয় তো আমাদের বংশ-পরিচয় এবং অপরাপর দায়িত্বের মত এরও কিছুটা মূল্য আছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তো এর কোনই দাম নেই।'

'আমি বললাম "কাগজখানার কথায় না হয় পরে আসা যাবে।"

একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'তুমি যদি সত্যি প্রয়োজন মনে কর তো তাই হবে। এবার আমার কথায়ই ফিরে যাই। ব্রাণ্টনের ফেলে-যাওয়া চাবি দিয়ে দেরাজটা বন্ধ করে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘুরতেই সবিস্ময়ে দেখলাম,

খানসামাটি ফিরে এসে আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

'আবেগমথিত গলায় সে বলে উঠল, "মিঃ মাসগ্রেভ, স্যার, অসম্মান আমি সইতে পারি না স্যার। যেকাজ আমি করি তার তুলনায় অনেক বেশী গর্ব নিয়ে আমি চলি। অসম্মান আমার কাছে মৃত্যুতুল্য। আপনি যদি আমাকে হতাশার পথে ঠেলে দেন স্যার, তাহলে আমার রক্ত আপনার মাথায় পড়বে—সত্যি পড়বে। যা ঘটে গেছে তারপরে আপনি যদি আমাকে রাখতে না চান, তাহলে, ঈশ্বরের দোহাই, আমি যেন স্বেচ্ছায় যাচ্ছি এইভাবে আপনাকে এক মাসের নোটিশ দেবার সুযোগ আমাকে দিন। সে আমার সইবে মিঃ মাসগ্রেভ, কিন্তু পরিচিত লোকজনের চোখের সামনে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন, সে আমি সহ্য করতে পারব না।"

'আমি বললাম, "কোনরকম সুবিবেচনার যোগ্য তুমি নও। তুমি অত্যন্ত জঘন্য কাজ করেছ। যাহোক, অনেকদিন তুমি এ পরিবারে আছ, তাই সকলের সামনে তোমাকে অপদস্থ করতে আমি চাই না। কিন্তু এক মাস খুব বেশী সময়। এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি চলে যাবে এবং সেজন্য যে কোন কারণ তুমি দেখাতে পার।"

'হতাশ কণ্ঠে সে বলল, "মাত্র এক সপ্তাহ স্যার? একপক্ষকাল—অন্তত একপক্ষকাল সময় দিন।"

'আমি পুনরায় বললাম, "ঠিক এক সপ্তাহ। এতেই তোমার প্রতি যথেষ্ট উদার ব্যবহার করা হল বলে মনে করো।"

'ভেঙে-পড়া মানুষের মত বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে সে চলে গেল। আমিও বাতি নিভিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম।'

'এরপর দুদিন পর্যন্ত ব্রাণ্টন খুব মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম করল। আমিও অতীত ঘটনা নিয়ে কোনরকম উচ্চবাচ্য না করে সে কেমন করে অসম্মানকে চাপা দেয় তাই দেখবার জন্য সকৌতূহলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে চিরাচরিত ব্যবস্থামত প্রাতরাশের পরে আমার কাছ থেকে সারা দিনের কাজকর্মের নির্দেশ নেবার জন্য সে হাজির হল না। খাবার ঘর থেকে চলে যাবার সময় দাসী র‍্যাশেল হাউয়েলসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমাকে আগেই বলেছি যে সম্প্রতি সে রোগ থেকে উঠেছে। তাকে এতই ম্লান ও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল যে কাজে আসার জন্য তাকে আমি বকুনি দিলাম।

'বললাম, "তোমার শুয়ে থাকা উচিত। আরও শক্তি সঞ্চয় করে তবে আসবে।"

'এমন অদ্ভুতভাবে সে আমার দিকে তাকাল যে তার মাথা খারাপ হয়েছে বলে আমার সন্দেহ হল।'

'সে বলল, "আমি তো যথেষ্ট বল পাচ্ছি মিঃ মাসগ্রেভ।"

'আমি বললাম, "ডাক্তার কি বলেন সেটাই আমাদের দেখতে হবে। এখনই কাজ বন্ধ কর। আর নীচে নেমে বল যে আমি ব্রাণ্টনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

'সে বলল, "খানসামা তো চলে গেছে।"

"চলে গেছে! কোথায় চলে গেছে?"

"চলে গেছে! কেউ তাকে দেখে নি। তার ঘরেও নেই। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে চলে গেছে—সে চলে গেছে!" চীৎকার করে হাসতে হাসতে সে দেয়াল ঘেঁসে পড়ে গেল। তার এই আকস্মিক বিকারের আক্রমণে আতংকিত হয়ে লোকজন ডাকবার জন্য আমি ঘণ্টার দিকে ছুটে গেলাম। মেয়েটিকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তখনও সে চীৎকার করছে আর ফুলে ফুলে কাঁদছে। ব্রাণ্টনের খোঁজ করতে লাগলাম। সে যে উধাও হয়েছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার বিছানায় কেউ শোয় নি; আগের রাতে তার ঘরে যাবার পরে কেউ তাকে দেখে নি; অথচ কেমন করে সে বাড়ি ছেড়ে গেল তাও বোঝা যাচ্ছে না; কারণ সকাল বেলায় তার জানালা ও দরজা বন্ধ ছিল। তার জামা-কাপড়, তার ঘড়ি, এমন কি টাকা-পয়সা পর্যন্ত ঘরেই রয়েছে—কিন্তু সে সচরাচর যে কালো স্যুটটি পরে সেটাও নিখোঁজ হয়েছে। তার চটি-জোড়া উধাও, কিন্তু বুট-জোড়া রেখে গেছে। রাতের বেলায় খানসামা ব্রাণ্টন তাহলে গেল কোথায়? আর এখন সে আছেই বা কেমন?

'আমরা অবশ্য বাড়ির একতলা থেকে চিলে-কোঠা অবধি খুঁজেছি, কিন্তু তার চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই। আগেই বলেছি, এই পুরনো বাড়িটা যেন একটা গোলকধাঁধা, বিশেষ করে এর মূল অংশটা যেখানে এখন কেউ বাসও করে না। কিন্তু সমস্ত ঘর-বারান্দা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নিখোঁজ লোকটার কোন পাত্তা মেলে নি। জিনিসপত্র সব ফেলে রেখে সে চলে গেছে, এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সে গেল কোথায়? স্থানীয় পুলিশকে ডেকেছিলাম, কোন ফল হয় নি। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। বাড়ির চারদিকের লন এবং পথ সব আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু সব বৃথা। এই রকম অবস্থায় একটা নতুন ঘটনা এসে আমাদের সব মনোযোগের মূল রহস্য থেকে ঘুরিয়ে দিল।

'দু'দিন ধরে র‍্যাশেল হাউয়েল্‌স্ খুবই অসুস্থ; কখনও বিকারগ্রস্ত, কখনও বা মূর্চ্ছিত; তাই রাতের বেলা তার পাশে জেগে থাকবার জন্য একটি নার্স ঠিক করা হয়েছে। ব্রাণ্টনের নিখোঁজ হবার তৃতীয় রাত্রে রোগিণীকে ভালভাবে ঘুমুতে দেখে নার্স আরাম-কেদারায় শুয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই দেখে বিছানা খালি, জানালা খোলা, আর রোগী নিশ্চিহ্ন। তৎক্ষণাৎ আমাকে ডেকে তোলা হল। সঙ্গে সঙ্গে দুটি চাকরকে সঙ্গে নিয়ে নিখোঁজ মেয়েটির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

সে যে কোন্ দিকে গেছে বোঝা শক্ত ছিল না, কারণ তার জানালার নীচ থেকেই তার পায়ের দাগ অনুসরণ করে লন পার হয়ে আমরা হ্রদের ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। ঠিক সেখান থেকেই পায়ের দাগ মুছে গেছে, অথচ সেখান থেকেই বাইরে যাবার পাকা রাস্তা শুরু। হ্রদের জল আট ফুট গভীর। কাজেই যখন দেখতে পেলাম, তার তীরে পৌঁছেই বিকারগ্রস্ত মেয়েটির পায়ের দাগ মিলিয়ে গেছে, আমাদের তখনকার মনের অবস্থা তুমি বুঝতেই পারছ।

"সঙ্গে সঙ্গে জেলেদের ডাকা হল। তারা মৃতদেহটার খোঁজে জলে নামল। কিন্তু তার কোন হদিস মিলল না। অপরপক্ষে, একটা অপ্রত্যাশিত বস্তু তুলে আনল। একটা কাপড়ের থলে আর তার মধ্যে একখণ্ড পুরনো মরচে-ধরা রং-চটা ধাতুর পাত ও কতকগুলো মেটে-রঙের পাথর বা স্ফটিকের টুকরো। হ্রদের জলে এই অদ্ভুত জিনিসগুলি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না এবং গতকাল যথাসম্ভব খোঁজ-খবর করেও র‍্যাশেল হাউয়েলস বা রিচার্ড ব্রান্টনের পরিণামের কথা আমরা কিছুই জানতে পারি নি। স্থানীয় পুলিশ বিমূঢ়, আর আমি এসেছি তোমার কাছে শেষ ভরসা হিসাবে।"

'ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ কতখানি আগ্রহের সঙ্গে এই অসাধারণ ঘটনাবলী আমি শুনেছিলাম, এবং সেগুলিকে একসঙ্গে গেঁথে এমন একটা সূত্র উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা করেছিলাম যাকে কেন্দ্র করে সব ঘটনা ঝুলে ছিল।

'খানসামা চলে গেছে। দাসী চলে গেছে। দাসী খানসামাকে ভালবাসত, কিন্তু পরে তাকে ঘৃণা করবার মত যথেষ্ট কারণ তার ছিল। ওয়েল্‌স্‌বাসীর রক্ত তার দেহে, তাই তার স্বভাব উগ্র ও আবেগপ্রবণ। লোকটির অন্তর্ধানের পর তাই সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত বস্তুসমেত একটা থলে সে হ্রদের জলে ছুঁড়ে ফেলেছিল। এই বিষয়গুলিই বিবেচনা করতে হবে, অথচ এর কোনটাই মূল ব্যাপার নয়। এই ঘটনা-শৃঙ্খলের শুরু কোথায়? সেখানেই আছে এই জট-পাকানো শিকলের শেষ পরিণতি।'

'আমি তখন বললাম, "মাসগ্রেভ, চাকরি হারাবার ঝুঁকি নিয়েও তোমাদের খানসামা যে কাগজখানা পড়া যথেষ্ট জরুরী বলে মনে করেছিল সেটা আমি দেখতে চাই।"

'সে জবাব দিল, "আমাদের এই অনুষ্ঠান একটা অবাস্তব ব্যাপার। তবে একটা প্রাচীনতার ছাপ এতে আছে। সেই অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তরের একটা নকল আমার কাছে রয়েছে, তুমি ইচ্ছা করলে চোখ বুলিয়ে নিতে পার।"

'ওয়াটসন, এই যে কাগজখানা তুমি দেখছ এটাই সে আমাকে দিয়েছিল। আর এই সেই আশ্চর্য প্রশ্নোত্তর প্রত্যেক মাসগ্রেভ-বংশধরকে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যার সম্মুখীন হতে হয়। ঠিক যেমনটি লেখা রয়েছে সেইভাবেই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি:

"এটা কার ছিল ?

"যে চলে গেছে তার।

"এটা কে পাবে ?

"যে আসবে সে।

"কোন্ মাস ছিল ?

"প্রথম থেকে ষষ্ঠ।

"সূর্য কোথায় ছিল ?

"ওক গাছের মাথায়।

"ছায়া কোথায় ছিল ?

"দেবদারুর নীচে।

"কেমন করে এসেছিল ?

"উত্তরে দশ এবং দশ, পূর্বে পাঁচ এবং পাঁচ, দক্ষিণে দুই এবং দুই, পশ্চিমে এক এবং এক,. আর তাই নীচে।

"এর বিনিময়ে আমরা কি দেব ?

"আমাদের যথাসর্বস্ব।

"কেন দেব ?

"নির্ভরতার জন্য।"

'মাসগ্রেভ কথা বলল, "মূল কাগজে কোন তারিখ নেই, তবে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেভাগের বানান অনুসারে লিখিত। অবশ্য আমার আশংকা হচ্ছে, রহস্য-সমাধানের কাজে এর থেকে তোমার কোন লাভ হবে না।"

'আমি বললাম, 'অন্তত আর একটা রহস্য তো এর থেকে পেলাম, আর সেটা প্রথমটা থেকেও বেশী আকর্ষণীয়। এমনও হতে পারে যে, একটার সমাধানেই অপরটির সমাধানও মিলবে। দেখ মাসগ্রেভ, তোমাদের খানসামাটি খুবই চতুর লোক, এবং তার প্রভুদের দশ পুরুষের চাইতে তার অন্তর্দৃষ্টি স্বচ্ছতর—একথা যদি বলি তাহলে আমাকে ক্ষমা করো।"

'মাসগ্রেভ বলল, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় এ কাগজটার কোন বাস্তব গুরুত্বই নেই।"

"কিন্তু আমার কাছে এটা খুবই বাস্তব বলে মনে হচ্ছে, আর আমি মনে করি ব্রান্টনেরও সেই মত। যে রাতে তুমি তাকে ধরে ফেলেছিলে, সম্ভবত তার আগেই সে কাগজখানা দেখেছিল।"

"খুবই সম্ভব। ওটাকে লুকোবার কোন চেষ্টাই আমরা করি নি।"

"আমার মনে হয়, সেদিন সে শেষ মুহূর্তে নিজের স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিতে চেয়েছিল। আরও মনে হয়, তার কাছে মানচিত্র বা চার্ট জাতীয় একটা কিছু ছিল যা সে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিল এবং তুমি হাজির হওয়ায় সেটাকে পকেটে পুরে ফেলে।"

"ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের পরিবারের এই প্রাচীন অনুষ্ঠান দিয়ে সে কি করবে? আর এই অর্থহীন বাক্যগুলিরই বা মানে কি?"

'আমি বললাম, "সেটা বের করতে খুব কষ্ট হবে বলে মনে করি না। তোমার অনুমতি হলে আমরা সাসেক্স যাবার প্রথম ট্রেনটি ধরতে চাই এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে ব্যাপারটার গভীরে প্রবেশ করতে চাই।"

'সেদিন বিকেলেই দু'জনে হার্লস্টোন পৌঁছলাম। সম্ভবত সেই বিখ্যাত প্রাচীন অট্টালিকার ছবি তুমি দেখেছ এবং তার বর্ণনাও পড়েছ। তাই আমি শুধু এইটুকু বলব যে, বাড়িটার আকৃতি ইংরেজি অক্ষর L-এর মত, তার লম্বা বাহুর দিকটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ এবং ছোট বাহুর দিকটাই মূল বাড়ি যার সঙ্গে অন্যটা পরে যুক্ত হয়েছে। সেই পুরনো অংশের মাঝ-বরাবর ভারী লিণ্টেল-টানা দরজার উপর খোদাই করে তারিখ লেখা ১৬০৭, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এবিষয়ে একমত যে সে বাড়ির বরগা ও পাথরের দেওয়াল তার চেয়েও পুরনো। অত্যধিক মোটা দেওয়াল আর ক্ষুদে ক্ষুদে জানালার জন্য বোধ হয় মাসগ্রেভ পরিবারের লোকেরা বিগত শতাব্দীতে নতুন অংশটি তৈরি করে। পুরনো অংশটা কখনও-কখনও ব্যবহার হলেও গুদাম-ঘর বা ভূগর্ভস্থ কুঠুরি হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ধরনের সব গাছে সজ্জিত একটা সুন্দর বাগান বাড়িটার চারদিক ঘিরে রয়েছে, আর যে হ্রদের কথা আমার মক্কেল উল্লেখ করেছে সেটা বৃক্ষ শ্রেণীর খুব কাছে—বাড়িটা থেকে প্রায় দু'শ' গজ দূরে।

'দেখ ওয়াটসন, এর মধ্যেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে এর মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র রহস্য নেই, রহস্য একটি মাত্র, এবং আমি যদি মাসগ্রেভ বংশের অনুষ্ঠান-মন্ত্রটি ঠিক মত পড়তে পারি তাহলেই সে সূত্রটি আমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে যার সাহায্যে আমি খানসামা ব্রাণ্টন ও দাসী হাউয়েলসের প্রকৃত তথ্যে পৌঁছতে পারব। সুতরাং সেদিকেই আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করলাম। খানসামাটি এই প্রাচীন সংকেতটি জানবার জন্য এতটা আগ্রহী হল কেন? তার কারণ নিশ্চয় এই—এর মধ্যে সে এমন কিছু দেখতে পেয়েছে যা বংশ বংশ ধরে গ্রাম্য জমিদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, অথচ যার থেকে তার কিছু ব্যক্তিগত সুবিধা হবে বলে আশা করেছে। সেটা তাহলে কি, এবং তার দ্বারা তার ভাগ্যই বা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে?

'অনুষ্ঠান-মন্ত্রটি পড়ে আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম যে, মাপজোক-গুলো নিশ্চয় এমন কোন স্থানকে নির্দেশ করছে বাকি দলিলটায় যার উল্লেখ রয়েছে, এবং সেই স্থানটা যদি খুঁজে বার করতে পারি তাহলে মাসগ্রেভ বংশের পূর্বপুরুষরা কোন্ রহস্যকে এমন একটা অদ্ভুত অনুষ্ঠানের পবিত্রতার আবরণে ঢেকে রাখা প্রয়োজন মনে করেছিলেন সেটাকে জানবার পথেও আমরা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারব। গোড়াতেই দুটো নির্দেশ আমরা

পাচ্ছি,—একটা ওক, অন্যটা দেবদারু। ওক গাছটি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না। বাড়ির ঠিক সামনে পথের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আছে এক ওক-বনস্পতি—ও রকম একটা অপূর্ব মহীরুহ আমি কদাচিৎ দেখেছি।

'গাছটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম, "ওই অনুষ্ঠান-মন্ত্র যখন রচিত হয়েছিল গাছটা কি তখনও ওখানে ছিল?"

'সে জবাব দিল, "খুব সম্ভব নর্মান বিজয়ের সময়ও ওটা ওখানে ছিল। ওটার বেড় তেইশ ফুট।"

'এখানেই আমার নির্দিষ্ট একটা পয়েণ্ট পেয়ে গেলাম।

'প্রশ্ন করলাম, "কোন প্রাচীন দেবদারু গাছ তোমাদের আছে?"

"ওই ওখানে একটা খুব প্রাচীন দেবদারু গাছ ছিল, কিন্তু দশ বছর আগে গাছটা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় এবং কেটে ফেলা হয়।"

"গাছটা কোথায় ছিল দেখাতে পার?"

"হ্যাঁ।"

"আর কোন দেবদারু গাছ নেই?"

"প্রাচীন গাছ নেই, তবে অনেক বীচ-গাছ আছে।"

"গাছটা কোথায় ছিল দেখতে চাই।"

'একটা ছোট গাড়িতে আমরা যাচ্ছিলাম। বাড়িতে না ঢুকে মক্কেল সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মাঠের মধ্যে সেইখানে নিয়ে গেল যেখানে একদা দেবদারু গাছটা ছিল। স্থানটা ওক গাছ ও বাড়ির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। মনে হল, আমার তদন্ত বেশ ভালই অগ্রসর হচ্ছে।

'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "দেবদারু গাছটা কতটা উঁচু ছিল সেটা জানা বোধ হয় অসম্ভব?"

"আমি এখনই বলে দিতে পারি। গাছটা ছিল চৌষট্টি ফুট উঁচু।"

'আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, "কেমন করে জানলে?"

"আমার বৃদ্ধ শিক্ষক যখনই ত্রিকোণমিতির অংক দিতেন তখনই উচ্চতা পরিমাপের অংক দিতেন। তাই ছেলেবেলায়ই জমিদারীর ভিতরকার সব গাছ ও বাড়ির অংক আমি কসে ফেলেছিলাম।"

'একেই বলে ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত স্পর্শ। আশাতিরিক্ত দ্রুতগতিতে সব মালমশলা আমার হাতে আসতে লাগল।

প্রশ্ন করলাম, "বল তো, তোমাদের খানসামা কি কখনও এ ধরনের প্রশ্ন করেছে?"

'রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, "তুমি মনে করিয়ে দিলে তাই বলছি, কয়েক মাস আগে আমাদের সহিসের সঙ্গে তর্কাতর্কির প্রসঙ্গে ব্রাণ্টন গাছটার উচ্চতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল।"

"খবরটা খুবই চমৎকার ওয়াটসন, কারণ এর থেকেই বুঝতে পারলাম যে

আমি ঠিক পথেই চলেছি।" সূর্যের দিকে তাকালাম। আকাশে সূর্য চলে পড়েছে। হিসাব করে দেখলাম, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সূর্য প্রাচীন ওক গাছটার একেবারে মাথার শাখা-প্রশাখার উপর এসে পড়বে। তাহলেই অনুষ্ঠান-মন্ত্রের একটা শর্ত পূর্ণ হবে। আর দেবদারুর ছায়া নিশ্চয় ছায়ার শেষপ্রান্ত বোঝায়, অন্যথায় গাছের গুড়িটাকেই নির্দেশ হিসাবে বেছে নেওয়া হত। কাজেই এর পরেই আমাকে খুঁজে দেখতে হবে সূর্য ওক গাছটাকে ছাড়িয়ে যাবার পর দেবদারু গাছের ছায়ার শেষ প্রান্ত কোথায় পড়ে।'

'কিন্তু হোমস, সেটা তো খুব শক্ত কাজ হবার কথা, কারণ গাছটা তো তখন সেখানে আর নেই।'

'দেখ, অন্তত এটুকু আমি জানতাম যে ব্রাণ্টন যদি সেকাজ পেরে থাকে তাহলে আমিও পারব। তাছাড়া, আসলে কাজটা শক্ত ছিল না। মাসগ্রেভের সঙ্গে তাদের পড়ার ঘরে গিয়ে নিজেই ছুরি দিয়ে এই কাঠের গোঁজটা তৈরি করলাম এবং এক গজ অন্তর অন্তর গিঁট-দেওয়া এই লম্বা দড়িটা তার সঙ্গে বাঁধলাম। তারপর ছ' ফুট লম্বা একটা মাছ-ধরা ছিপ নিয়ে মক্কেলের সঙ্গে যেখানে দেবদারু গাছটা ছিল সেখানে গেলাম। সূর্য তখন ওক গাছের মাথায় আলো ফেলেছে। ছিপটাকে দাঁড় করিয়ে তার ছায়ার দিকটা মাপলাম। ছায়াটা ন' ফুট লম্বা।

'হিসাবটা কিন্তু খুবই সোজা। ছ'ফুট একটা লাঠির ছায়া যদি ন' ফুট হয়, চৌষট্টি ফুট গাছের ছায়াটা হবে ছিয়ানব্বুই ফুট এবং দুটো ছায়া নিশ্চয় একই রেখায় হবে ততটা দূরত্ব মেপে দেখা গেল, আমরা প্রায় বাড়ির দেওয়ালের কাছে পৌঁছে গেছি। সেইখানে কাঠের গোঁজটাকে মাটিতে পুঁতে দিলাম। তারপর যখন দেখতে পেলাম গোঁজটার ঠিক দু' ইঞ্চির মধ্যে খানিকটা গোলাকার নীচু জমে রয়েছে, তখন যে আমার কি আনন্দ হল সে তো তুমি বুঝতেই পারছ ওয়াটসন। বুঝতে পারলাম ব্রাণ্টনই মাপ-জোক করে এই চিহ্নটি করেছিল। অতএব আমি তাকে ঠিক ধাওয়া করে চলেছি।

'এবার সেখান থেকে পা ফেলতে লাগলাম। অবশ্য তার আগেই আমার পকেট-কম্পাসের সাহায্যে চারটি দিক আমি ঠিক করে নিয়েছি। বাড়ির দেওয়াল বরাবর সমান্তরাল রেখায় প্রতি পারে দশবার করে পদক্ষেপ করে ঠিক সেই জায়গাতে আবার একটা গোঁজ পুঁতলাম। তারপর বেশ সতর্কতার সঙ্গে পূব দিকে পাঁচ পা এবং দক্ষিণ দিকে দু' পা করে এগোলাম। এইভাবে পৌঁছে গেলাম পুরনো দরজার একেবারে চৌকাঠের কাছে। পশ্চিম দিকে দু' পায়ের মানে তাহলে দাঁড়াল যে এবার আমাকে পাথর-বাঁধানো পথ ধরে দু' পা যেতে হবে, আর এইটেই হল অনুষ্ঠান মন্ত্রে নির্দেশিত স্থান।

'ওয়াটসন, জীবনে এখনও আমি হতাশার এমন শীতল প্রবাহ অনুভব করি নি। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল যে, আমার হিসাবে নিশ্চয়ই কোন

মৌলিক ভুল হয়েছে। অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়েছে সে পথের উপর। অথচ চোখের সামনে দেখছি, বহুপদলাঞ্ছিত যে পুরনো ধূসর রঙের পাথর দিয়ে পথটা বাঁধানো সেগুলি সবই সিমেণ্ট দিয়ে শক্তভাবে গাঁথা এবং সেগুলি নিশ্চয়ই বহু বৎসর ধরে অনড় অবস্থায় রয়েছে। ব্রাণ্টন তাহলে এখানে কিছু করে নি। মেঝেটা ঠুকে ঠুকে দেখলাম, সব জায়গায় একই রকম শব্দ, কোনরকম ফাটল বা গর্তের চিহ্নমাত্র নেই। আমি কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছি সেটা বুঝতে পেরে এবং আমার মতই উত্তেজিত হয়ে মাসগ্রেভ আমার হিসাবটা পরীক্ষা করবার জন্য তার পাণ্ডুলিপিটা বের করল।

"আর তাই নীচে," সে চেঁচিয়ে উঠল: "তুমি কিন্তু 'আর তাই নীচের' কথাগুলি বাদ দিয়েছ।"

'আমি ভেবেছিলাম এর অর্থ সেখানে খুঁড়তে হবে, কিন্তু এবার বুঝতে পারলাম যে আমার ভুল হয়েছিল। চীৎকার করে আমি বললাম, "তাহলে এর নীচে একটা ভূগর্ভস্থ কুঠুরি আছে?"

"হ্যাঁ। এ বাড়ি যতদিনের সেটাও ততদিনের পুরনো। এই দরজা দিয়ে ঢুকেই নীচে।"

'একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম। আমার সঙ্গী দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে এক কোণে পিপের উপরে রাখা বড় লণ্ঠনটা জ্বালাল। এক মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, অবশেষে আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি, আর সম্প্রতি কেবলমাত্র আমরাই যে এখানে এসেছি তা নয়।

'কাঠের গুদাম হিসাবে ঘরটা ব্যবহার করা হত। কিন্তু যেসব কাঠের টুকরো মেঝেয় ছড়ানো ছিল সেগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখে মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। সেখানে পড়ে রয়েছে একখানা বড় ভারী পাথরের টালি। তার মাঝখানে একটা মড়চে-ধরা লোহার আংটা লাগানো। আর তাইতে জড়ানো রয়েছে একটা পুরু মেষপালকদের চৌখুপি-কাটা গলাবন্ধ।

'আমার মক্কেল চেঁচিয়ে উঠল, "হা ভগবান! এটা যে ব্রাণ্টনের গলাবন্ধ তা আমি হলফ করে বলতে পারি, এটা তাকে পরতে দেখেছি। সে বদমাসটা এখানে কি করছিল?"

'আমার কথামত দু'জন পুলিশকে ডেকে পাঠান হল। তারপর গলাবন্ধটা ধরে সেই টালিটাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করলাম। আমার টানে একটুখানি নড়ল মাত্র। তখন একজন কনস্টেবলের সহায়তায় সেটাকে এক পাশে সরাতে সক্ষম হলাম। নীচে একটা কালো সুড়ঙ্গের মুখ যেন হা করে আছে। সকলেই নীচে উঁকি দিলাম আর মাসগ্রেভ হাঁটু গেড়ে বসে লণ্ঠনটা নামিয়ে ধরল। সাত ফুট গভীর চার বর্গফুট মাপের একটা চতুষ্কোণ ছোট ঘর দেখতে পেলাম। তার একপাশে রয়েছে একটা মজবুত পেতলে বাঁধানো

কাঠের বাক্স। তার ডালাটা উপরের দিকে লাগানো। আর এই অদ্ভুত পুরনো ধরনের চাবিটা তালার ভিতর থেকে বেরিয়েছিল। বাক্সটার উপরে পুরু ধুলো জমেছিল। তাতে ছিল সাঁতা-পড়া দাগ। পোকায় কেটে বাক্সের কাঠকে ঝাঝরা করে দিয়েছে। ফলে তার ভিতরে অজস্র ছত্রাক জন্মেছে। আমার কাছে যেরকম দেখছ এই রকম কতকগুলি ধাতুর চাকতি—নিশ্চয়ই পুরনো মুদ্রা—বাক্সটার তলায় ছড়িয়েছিল। এ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

'ঠিক সেই মুহূর্তে পুরনো বাক্সটার কথা আমাদের মনে ছিল না, কারণ আমাদের সবক'টি চোখ তখন নিবদ্ধ ছিল বাক্সটার পাশে কুঁকড়ে-পড়ে-থাকা জিনিসটার উপর। সেটা কালো স্যুট পরা একটা মানুষের দেহ। লোকটা হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার কপাল বাক্সের কোণায় ঝুলে রয়েছে, আর দুটো হাত ছড়িয়ে রয়েছে বাক্সটার দুই পাশে। ফলে সব রক্ত তার মুখে উঠে এসেছে। সে অবস্থায় সেই বিকৃত যকৃৎ-রঙের মুখটা কেউ চিনতে পারত না, কিন্তু দেহটাকে ধরে খাড়া করে তুলতেই তার উচ্চতা, তার পোশাক ও তার চুল দেখেই আমার মক্কেল বুঝতে পারল যে, এই তাদের নিখোঁজ খানসামা। কয়েকদিন আগেই সে মারা গেছে, কিন্তু কেমন করে তার এই ভয়ংকর পরিণতি ঘটল সেটা বুঝবার মত কোন আঘাত বা আঁচড়ের দাগ তার দেহে ছিল না। ভূগর্ভস্থ কুঠুরি থেকে তার দেহটা যখন নিয়ে আসা হল, তখন আমরা যে দুর্ভেদ্য সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম তারই অনুরূপ আর একটি দুর্ভেদ্য সমস্যা আমাদের সামনে দেখা দিল।

'আমি স্বীকার করছি ওয়াটসন, এতদূর পর্যন্ত আমার তদন্তের ফলাফল দেখে আমাকে নিরাশ হতে হয়েছিল। আমি ভরসা করেছিলাম যে, অনুষ্ঠান-মন্ত্রে উল্লেখিত স্থানটি বের করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে তো আমি ঠিকই হাজির হয়েছিলাম, অথচ এতটা ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে মাসগ্রেভদের পূর্বপুরুষ কোন্ বস্তু লুকিয়ে রেখেছিল সেটা তো এখনও জানতে পারলাম না। এটা ঠিকই যে ব্রান্টনের পরিণামের উপর আমি আলোকপাত করতে পেরেছি, কিন্তু এখনও তো আমাকে জানতে হবে, কেমন করে তার এই পরিণাম ঘটল এবং নিখোঁজ স্ত্রীলোকটিই বা এ ব্যাপারে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঘরের কোণের একটা ছোট পিপের উপর বসে সমস্ত বিষয়টা আর একবার খুব সতর্কভাবে চিন্তা করতে লাগলাম।

'এ রকম ক্ষেত্রে আমার পদ্ধতি তো তুমি জান ওয়াটসন: আমি নিজেকে লোকটার জায়গায় বসাই, এবং প্রথমে তার বুদ্ধির পরিমাপ করে নিয়ে কল্পনা করতে চেষ্টা করি, অনুরূপ অবস্থায় আমি নিজে কি করতাম। এক্ষেত্রে অবশ্য ব্রান্টনের বুদ্ধি প্রথম শ্রেণীর হওয়াতে বিষয়টা বেশ সহজ হয়েছিল, কারণ জ্যোতির্বিদদের ভাষায় যাকে ব্যক্তিগত সমীকরণ বলে তার দরুণ কোন-

রকম বিশেষ ছাড় দেওয়ার কোন প্রয়োজনই এক্ষেত্রে ছিল না। সে জেনেছিল যে মূল্যবান কিছু দ্রব্য লুকনো আছে। সে স্থানটাও বের করেছিল। তখন সে দেখল যে ঢাকা-দেওয়ার পাথরটা এতই ভারি যে একার পক্ষে সেটাকে নড়ানো সম্ভব নয়। তারপর সে কি করবে? বিশ্বাসযোগ্য কোন লোক থাকলেও দরজার খিল না খুলে এবং ধরা পড়বার যথেষ্ট ঝুঁকি না নিয়ে বাইরের কোনরকম সাহায্য পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি পাওয়া যায় তবে বাড়ির ভিতর থেকে একজন সাহায্যকারী জোগাড় করাই ভাল। কিন্তু কার সাহায্য চাইবে? মেয়েটি তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। আর কোন মেয়ের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তার ভালবাসা যে সে হারাতে পারে এ সত্য মানুষ কখনও স্বীকার করতে চায় না। কাজেই সে নিশ্চয়ই হাউয়েলসের প্রতি কিছুটা অনুরাগ দেখিয়ে তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাকেই সাহায্যকারিণী হিসাবে বেছে নেবে। রাতের বেলা দু'জনে ভূগর্ভস্থ কুঠুরিতে যাবে এবং দ্বৈত শক্তির বলে পাথরটাকে সরাবে। এ পর্যন্ত নিজের চোখে দেখার মত করে আমি তাদের গতিবিধি অনুসরণ করতে পারলাম।

'কিন্তু একটি স্ত্রীলোক সমেত দু'জনের পক্ষে ঐ পাথরটা তোলা খুবই শক্ত কাজ। একজন কর্মঠ সাসেক্স পুলিশ আর আমিও ঐ কাজটি করতে হিমসিম খেয়েছিলাম। কাজের সুবিধার জন্য তারা আর কি করতে পারে? নিশ্চয়ই আমি নিজে যা করতাম তাই। উঠে গিয়ে মেঝেয় ছড়ানো কাঠের খণ্ডগুলো সযত্নে পরীক্ষা করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাশিত বস্তুটি পেয়ে গেলাম। অনেকগুলো কাঠের দুটো প্রান্তই চ্যাপ্টা হলেও প্রায় তিন ফুট লম্বা একটা কাঠের একটা প্রান্তে এমন স্পষ্ট খাঁজ রয়েছে যা দেখলে মনে হয় ওখানটায় কোন ভারি জিনিসের চাপ পড়েছিল। বোঝা যাচ্ছে যে, পাথরটা টেনে তুলবার সময় তারা লোহার আংটার মধ্যে কাঠের টুকরো ঢুকিয়ে নিয়েছে এবং শেষটায় সুরঙ্গের মুখ যখন ভিতরে ঢুকবার মত যথেষ্ট খোলা হয়েছে তখন একটা কাঠের খণ্ডকে আড়াআড়িভাবে সুরঙ্গের মুখে ফেলে তার উপরে পাথরটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তার ফলেই কাঠের টুকরোটার এক প্রান্তে খাঁজ সৃষ্টি হয়েছে, কারণ পাথরটার সমস্ত চাপ সেই প্রান্তের উপর পড়েছে। এ পর্যন্তও আমার গতি-পথ বেশ নিরাপদ।

'কিন্তু এবার? এবার আমি এই মধ্যরাত্রির নাটককে গড়ে তুলব কেমন করে? স্পষ্টত মাত্র একজনই সুড়ঙ্গ-পথে নামতে পারে—আর সে জন ব্রাণ্টন। মেয়েটি নিশ্চয় উপরে অপেক্ষা করছিল। ব্রাণ্টন তখন বাক্সের তালা খুলল, তার ভিতরকার জিনিসগুলি নিশ্চয় তার হাতে তুলে দিল—কারণ সেগুলি বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায় নি, এবং তার পরে কি ঘটল?

'এই স্ত্রীলোকটি যখন দেখল, যে পুরুষ তার প্রতি অন্যায় করেছে—হয় তো বা আমরা যতটা জেনেছি তার চাইতে বেশী অন্যায়ই করেছে—সে তার হাতের

মুঠোয় এসে পড়েছে তখন এই আবেগপ্রবণ সেল্টিয় স্ত্রীলোকের অন্তরে প্রতিহিংসার ধিকি-ধিকি জ্বলা আগুন কি সহসা শত শিখায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল? অথবা কাঠটা আকস্মিকভাবে সরে গিয়ে পাথরটা পড়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে অবরুদ্ধ সুরঙ্গের ভিতরেই ব্রাণ্টনের সমাধি রচিত হয়েছিল? ব্রাণ্টনের এই ভাগ্য-বিড়ম্বনায় মেয়েটি চুপ করে ছিল, এটাই কি তার একমাত্র অপরাধ? অথবা তার হাতেরই প্রচণ্ড ধাক্কায় কাঠটা সরে গিয়ে পাথরটা সজোরে আছড়ে পড়েছিল? সে যাই হোক না কেন আমি যেন স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পাচ্ছি: গুপ্তধনের বাক্সটা দুই হাতে আঁকড়ে ধরে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে পাগলের মত সে উপরে ছুটছে, হয় তো পিছন থেকে আসা একটা অস্পষ্ট আর্তকণ্ঠ তার কানে বাজছে, আর দুই হাত দিয়ে পাগলের মত প্রস্তর খণ্ডের উপর আঘাত করতে করতে তার বিশ্বাসহন্তা প্রেমিকের জীবন ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

'পরদিন সকালে তার ফ্যাকাসে মুখ, বিধ্বস্ত স্নায়ু আর বিকারগ্রস্ত উচ্চ হাসির দমকের এই হল গোপন কথা। কিন্তু বাক্সটার মধ্যে কি ছিল? আর তা নিয়ে সে কি করেছে? আমার মক্কেল হ্রদের তলা থেকে যে পুরনো ধাতুর চাকতি আর পাথরের টুকরোগুলো তুলেছে, হয় তো সেগুলিই বাক্সে ছিল। নিজের অপরাধের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্য প্রথম সুযোগেই ওগুলোকে সে জলে ফেলে দিয়েছিল।

'কুড়ি মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবলাম। মাসগ্রেভ তখনও লণ্ঠনটা দুলিয়ে দুলিয়ে সুরঙ্গের মধ্যে চোখ রেখে খুবই বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে-ছিল।

'বাক্সের মধ্যে যে ক'টা মুদ্রা তখনও ছিল সেগুলি হাতে নিয়ে সে বলল, "এগুলো প্রথম চার্লসের মুদ্রা। কাজেই বুঝতেই পারছ আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানের যে সময় আমরা নির্ধারণ করেছি সেটাই ঠিক।"

'সহসা অনুষ্ঠান-মন্ত্রের প্রথম দুটি প্রশ্নের অর্থ উপলব্ধি হওয়ায় আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "প্রথম চার্লসের আরও কিছু আমরা পেতে পারি! হ্রদ থেকে যে থলেটা তুলেছ তার ভিতরকার জিনিসগুলো একবার দেখতে চাই।"

'আমরা তার পড়ার ঘরে উঠে গেলাম। ভাঙা-চোরা জিনিসগুলো সে আমার সামনে রাখল। সে যে কেন এগুলোকে তুচ্ছ জিনিস বলে মনে করেছে, জিনিসগুলো দেখেই তা বুঝতে পারলাম, ধাতুখণ্ডটা প্রায় কালো হয়ে গেছে, আর পাথরগুলোও ম্যাটমেটে ও অনুজ্জ্বল। একটাকে নিয়ে জামার আস্তিনে ঘসতেই হাতের মুঠোয় ছায়ার মধ্যে সেটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ঝকঝক করে উঠল। ধাতুর জিনিসটা ছিল একত্রিত করা দুটো আংটির মত আকারের, কিন্তু সেটাকে দুমড়ে বাঁকিয়ে অন্য রকম করে ফেলা হয়েছে।

আমি বললাম, "তোমাকে স্মরণে রাখতে হবে যে রাজার মৃত্যুর পরেও ইংলণ্ডে রাজার দলের প্রভাব ছিল, এবং অবশেষে যখন তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় তখন সম্ভবত তাদের অনেক মূল্যবান সম্পত্তি মাটিতে পুঁতে রেখে গিয়েছিল; আশা করেছিল, দেশে শান্তি ফিরে এলে পুনরায় এসে সেগুলি পাবে।"

'আমার বন্ধু বলল, "আমাদের পূর্বপুরুষ স্যার র‍্যাল্ফ, ম্যাসগ্রেভ একজন নামকরা অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন; দ্বিতীয় চার্লসের পরিভ্রমণের সময় তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।"

'আমি বললাম, "অ্যাঁ, সত্যি! দেখ, যে সর্বশেষ সূত্রটি আমরা খুঁজছি এর থেকেই সেটা পাওয়া যাবে। খুবই দুঃখজনক পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে হলেও এমন একটা স্মৃতি-চিহ্ন তুমি পেতে চলেছ যার আপাত-মূল্য যথেষ্ট তো বটেই, ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে যার গুরুত্ব আরও অনেক বেশী, আর সেজন্য তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

'সবিস্ময়ে ঢোঁক গিলে সে বলল, "সেটা কি?"

"ইংলণ্ডের রাজাদের প্রাচীন মুকুট অপেক্ষা ছোট কিছু নয়।"

"মুকুট!"

"ঠিক তাই। অনুষ্ঠান-মন্ত্রে কি বলা হয়েছে চিন্তা কর। তাতে কি আছে? 'এটা কার ছিল?' 'যে চলে গেছে তার।' ঘটনাটা চার্লসের মৃত্যুর পরবর্তীকালের। তারপর 'এটা কে পাবে?' 'যে আসবে সে।' তিনি নিশ্চয় দ্বিতীয় চার্লস—তাঁর আবির্ভাবের আভাষ তখনই পাওয়া গিয়েছিল। আমি তো মনে করি, আঘাতে আঘাতে বিকৃত-আকার এই মুকুটই একদা স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজাদের মাথায় শোভা পেত।"

"তাহলে এটা হ্রদের ভিতর গেল কেমন করে?"

"হ্যাঁ, এ প্রশ্নের জবাব দিতে কিছুটা সময় লাগবে' এই কথা বলে অনুমিত সমগ্র ঘটনা-পরম্পরা ও আমার নিজের গড়ে-তোলা প্রমাণের একটা চিত্র তুলে ধরলাম। আমার বিবরণ শেষ হবার আগেই সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এল; আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের আলো ঝলমল করতে লাগল।

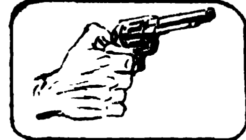
'স্মৃতি-চিহ্নটিকে কাপড়ের থলের মধ্যে ভরে মাসগ্রেভ প্রশ্ন করল, "তাহলে চার্লস ফিরে এসে তাঁর মুকুটটি পেলেন না কেন?"

"এবার তুমি এমন একটা পয়েণ্ট তুলেছ যাকে সম্ভবত আমরা কোনদিনই পরিষ্কার করে বোঝাতে পারব না। এমনও হতে পারে যে, মাসগ্রেভ পরিবারের যিনি এই গোপন কথা জানতেন ইতিমধ্যে তিনি মারা যান এবং অনবধানতাবশতঃ আসল অর্থ না বুঝিয়ে দিয়ে এই নির্দেশ-নামা তাঁর বংশধরদের জন্য রেখে যান। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এটা পিতা থেকে পুত্রে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে, এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটি লোকের হাতে এসে

পৌঁচেছিল যে এর ভিতরকার রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেও তাকে কার্যে পরিণত করতে গিয়ে প্রাণ হারাল।"

'ওয়াটসন, এই হল মাসগ্রেভ-পরিবারের অনুষ্ঠানের কাহিনী। মুকুটটি এখনও হার্লস্টোনেই আছে—যদিও কিছু আইনঘটিত গোলমাল তাদের পোয়াতে হয়েছে এবং বেশ মোটা অর্থ ব্যয় করে তবে সেটা রাখবার অধিকার পেয়েছে। আমার নাম করে বললে তারা সানন্দেই সেটা তোমাকে দেখাবে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সেই স্ত্রীলোকটির সম্পর্কে আর কোনদিন কিছু শোনা যায় নি। সম্ভবত সে ইংলণ্ড ছেড়েই চলে গেছে, এবং নিজেকে ও তার অপরাধের স্মৃতিকে বয়ে নিয়ে গেছে সমুদ্রপারের কোন দেশে। [redacted]

রাইগেটের জমিদারবাবুরা
The Reigate Squires



'৮৭-র বসন্তকালে প্রচণ্ড খাটুনির ফলে আমার বন্ধু মিঃ শার্লক হোমসের স্বাস্থ্যের যে হাল হয়েছিল তার থেকে সেরে উঠতে বেশ কিছুদিন সময় লাগল। নেদারল্যাণ্ড-সুমাত্রা কোম্পানির পুরো ব্যাপারটা এবং ব্যারন মপার্টুইসের বিরাট ষড়যন্ত্রের কথা সাধারণের মন থেকে এখনও মুছে যায় নি; তাছাড়া সেগুলি রাজনীতি ও আর্থিক ব্যাপারের সঙ্গে বড় বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কাজেই তার কোনটাই এই রেখাচিত্র সিরিজের অন্তর্ভূক্ত হবার উপযোগী বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু তার পরোক্ষ পরিণতি হিসাবে এমন একটি অভূতপূর্ব জটিল সমস্যার উদ্ভব হল যার ফলে যেসব অস্ত্র নিয়ে বন্ধুবর সারা জীবন ধরে অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে তাদেরই অন্যতম একটি নতুন অস্ত্রের মূল্য পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ সে পেয়ে গেল।

আমার লিখিত বিবরণে দেখতে পাচ্ছি, ১৪ই এপ্রিল আমি লায়ন্স থেকে একটা টেলিগ্রাম পাই এবং জানতে পারি যে হোটেল ডিউলং-এ হোমস অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর ঘরে পৌঁছে তার রোগ-লক্ষণগুলো তেমন কঠিন কিছু নয় দেখে স্বস্তি বোধ করলাম। অবশ্য তৎকালীন একটা তদন্ত-কার্যের কঠিন চাপে তার লোহার মত শরীরও ভেঙে পড়েছে। দু'মাসের বেশী সময় ধরে তদন্ত-কার্যটা চলেছিল। তখন সে কোনদিনই পনেরো ঘণ্টার কম কাজ করে নি। সে নিজে আমাকে বলেছে, সে ব্যাপারে একাধিকবার তাকে একটানা পাঁচ দিন পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। সে পরিশ্রম যতই জয়যুক্ত হোক, তা কিন্তু প্রচণ্ড খাটুনির প্রতিক্রিয়া থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে নি। এক সময়ে সারা ইওরোপে যখন তার নাম ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল এবং অভিনন্দন-সূচক টেলিগ্রামে তার ঘরটি যখন আক্ষরিক অর্থেই গোড়ালি পর্যন্ত ভরে উঠেছিল, তখন আমি তাকে দেখলাম এক

তীব্রতম অবসাদের শিকাররূপে। তিনটি শতাব্দী ধরে পুলিশের সব চেষ্টা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে সে লাভ করেছে সফলতা, এবং ইওরোপের সর্বাধিক কৌশলী জোচ্চোরকেও সে বুদ্ধির লড়াইতে প্রতিটি পদক্ষেপে হারাতে সক্ষম হয়েছে, এ জ্ঞানও তাকে তার স্নায়বিক অবসন্নতার হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি।

তিন দিন পরে দু'জন একত্রে বেকার স্ট্রীটে ফিরে গেলাম। বুঝতে পারলাম, কোথাও বায়ু-পরিবর্তনে যেতে পারলে বন্ধুর পক্ষে খুব ভাল হত, আর সেদিক থেকে এই বসন্তকালে কোন গ্রামাঞ্চলে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে আসার কথাটা আমারও খুব মনে ধরল। আমার পুরনো বন্ধু কর্ণেল হেটার একসময় আফগানিস্থানে আমার চিকিৎসাধীন ছিল। এখন সে সারের অন্তর্গত রাইগেটে একটা বাড়ি নিয়ে বাস করছে। তার ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবার জন্য সে অনেকবার আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। শেষ বারে সে আরও জানিয়েছে যে, আমার বন্ধু যদি সঙ্গী হতে চায় তাহলে তাকেও সে সাদরে অভ্যর্থনা করবে। তাকে রাজী করাতে হয়তো একটুখানি কৌশলের দরকার হত কিন্তু হোমস যখন শুনল যে বন্ধুটি অবিবাহিত এবং সেখানে সব ব্যাপারে তাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে, তখন সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হল এবং লায়ন্স থেকে আসার এক সপ্তাহ পরেই আমরা কর্ণেলের বাড়িতে হাজির হলাম। হেটার চমৎকার এক বৃদ্ধ সৈনিক। জগতের অনেক কিছু সে দেখেছে; এবং আমি যেমনটি আশা করেছিলাম, অনতিবিলম্বে সে বুঝতে পারল যে হোমস ও তার মধ্যে প্রচুর মিল আছে।

যেদিন আমরা সেখানে পৌছই সেদিন রাতে আহারাদির পরে সকলে কর্ণেলের বন্দুক-ঘরে বসেছিলাম; হোমস একটা সোফায় গা এলিয়ে দিল, আর হেটার ও আমি তার আগ্নেয়াস্ত্রের ছোট অস্ত্রাগারটি দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ভাল কথা, এর থেকে একটা পিস্তল আমি দোতলায় নিয়ে যাব; যদি কোন গোলমাল হয় তাহলে কাজে লাগবে।'

'গোলমাল!' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, সম্প্রতি এ অঞ্চলে একটা গোলমাল ঘটেছে। গত সোমবার জেলার অন্যতম ধনী লোক বুড়ো অ্যাক্টনের বাড়িতে লোক ঢুকেছিল। বড় রকমের কোন ক্ষতি হয় নি, তবে লোকগুলো এখনও বেপাত্তা।'

কর্ণেলের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'কোন সূত্র পাওয়া গেছে কি?'

'এখনও কিছু পাওয়া যায় নি। কিন্তু মিঃ হোমস, ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ, গ্রামাঞ্চলের ছোটখাট অপরাধ আর কি, এতবড় আন্তর্জাতিক খ্যাতির পরে আপনার মনোযোগের পক্ষে এটাকে খুবই সামান্য বলে মনে হবে।'

হোমস হাত নেড়ে প্রশংসাটাকে উড়িয়ে দিল, যদিও তার হাসি দেখে

বোঝা গেল এতে সে খুশি হয়েছে।

'আকর্ষণীয় কিছু আছে কি?'

'আমার তো মনে হয় না। চোররা লাইব্রেরিটা তচনচ করেছে, কিন্তু পরিশ্রম পোষায় নি। সমস্ত ঘরটা একেবারে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে, টানাগুলো ভেঙেছে, তাকগুলো ওলোট-পালোট করেছে, আর তার ফলে পোপের "হোমার" একখণ্ড, দুটো এনামেল-করা বাতি-দান, একটা হাতির দাঁতের চিঠি-চাপা, কাঠের একটা ছোট ব্যারোমিটার আর একটা পাকানো সুতোর গুলি উধাও হয়ে গেছে।'

'কী অদ্ভুত বস্তু-সমাবেশ।' আমি চেঁচিয়ে বললাম।

'দেখা যাচ্ছে, বেচারিরা যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই হাতিয়েছে।'

সোফায় শুয়েই হোমস হেঁকে উঠল।

'জেলা পুলিশের উচিত এর থেকেই একটা কিনারা করা। আরে, এটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—'

কিন্তু আমি আঙুল তুলে তাকে সতর্ক করে দিলাম।

'ভাইরে, তুমি এখানে এসেছ বিশ্রাম নিতে। তোমার স্নায়ুগুলো যখন চুরমার হতে বসেছে, ঈশ্বরের দোহাই, তখন কোন নতুন সমস্যা নিয়ে পড়ো না।'

হাস্যকর আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে হোমস ঘাড় ঝাঁকুনি দিল। তাদের আলোচনাও কম মারাত্মক পথে মোড় নিল।

যাহোক, আমার সবরকম ডাক্তারি সতর্কতার ব্যর্থতাই ছিল নিয়তির লিখন। কারণ পরদিন সকালেই সমস্যাটা এমনভাবে আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল যে তাকে উপেক্ষা করাই সম্ভব হল না, আর আমাদের গ্রামে বেড়াতে আসাটা এমন একটা বাঁক নিল যা আমরা কেউই ভাবতে পারি নি। আমরা প্রাতরাশে বসেছিলাম, এমন সময় কর্ণেলের খানসামা বেয়াদপভাবে সেখানে ছুটে এল।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'খবর শুনেছেন স্যার? কানিংহামদের বাড়িতে স্যার!'

কফির কাপটা হাতে ধরে রেখেই কর্ণেল চেঁচিয়ে উঠল, 'চুরি?'

'খুন!'

কর্ণেল শিস দিয়ে উঠল। বলল, 'হা ঈশ্বর! কে খুন হল? জি. পি. না তার ছেলে?'

'তাঁরা কেউ না স্যার। তাদের কোচয়ান উইলিয়াম। একেবারে বুকে গুলি লেগেছে স্যার, একটা কথাও বলতে পারে নি।'

'তাকে কে গুলি করল?'

'চোর স্যার। গুলির মতই সে হাওয়া হয়ে গেছে। লোকটা সবে ভাঁড়ার

ঘরে ঢুকেছে এমন সময় উইলিয়াম সেখানে হাজির হয়, আর প্রভুর সম্পত্তি বাঁচাতে গিয়ে প্রাণে মারা যায়।'

'কখন ?'

'গত রাতে স্যার, বারোটার কাছাকাছি সময়ে।'

শান্তভাবে প্রাতরাশে হাত লাগাতে লাগাতে কর্ণেল বলল, 'তাহলে একবার সেখানে যেতে হচ্ছে।' খানসামা চলে গেলে সে আবার বলল, 'খুবই খারাপ ব্যাপার। এই বুড়ো কানিংহাম এখানকার একজন বড় জমিদার, আর মানুষটিও খুব ভাল। সে সহজে ছাড়বে না, কারণ লোকটা তার কাছে অনেকদিন ধরে কাজ করছে, আর খুব ভাল চাকর। অ্যাক্টনের বাড়িতে যারা ঢুকেছিল এরাও নিশ্চয় সেই শয়তানের দল।'

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'আর ঐ একই ধরনের অদ্ভুত জিনিসগুলো চুরি করেছে তো ?'

'ঠিক তাই।'

'হুম! জগতের সব চাইতে সোজা কথাটাই এর দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, প্রথম দৃষ্টিতে ব্যাপারটা বেশ একটু বিস্ময়কর বলে মনে হয় না কি ? গ্রামাঞ্চলে চুরি করতে বেরিয়ে একদল চোর মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র বেছে নেবে এটাই তো প্রত্যাশিত। একই অঞ্চলে সিঁধ না কেটে। কাল রাতে আপনি যখন সাবধানে থাকার কথা বলছিলেন তখন আমার মনে হয়েছিল যে ইংলণ্ডের গ্রামে সে চোরের দলের সেইটেই বোধ হয় শেষ অভিযান; এখন দেখছি আমার এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি আছে।'

কর্ণেল বলল, 'আমার মনে হয় এসব কোন স্থানীয় দলের কাজ। সেক্ষেত্রে অবশ্য অ্যাক্টন আর কানিংহামদের বাড়িই তাদের যাবার মত জায়গা, কারণ এ অঞ্চলে তাদের জমিদারীই অন্য সকলের চাইতে বড়।'

'আর সব চাইতে বড় ধনীও ?'

'হ্যাঁ, তাই হবার কথা; কিন্তু কয়েক বছর ধরে তাদের মধ্যে যে মামলা চলছে তাতেই দু'জনের রক্ত চুষে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলেছে বলে আমার অনুমান। বুড়ো অ্যাক্টন কানিংহামের জমিদারীর অর্ধেকটাই তার বলে দাবী করছে আর সেই মওকায় উকিলরা দু' হাতে টাকা লুটেছে।'

হোমস হাই তুলে বলল, 'কোন স্থানীয় বদমাস হলে তার হদিস করা খুব শক্ত কাজ হবে না। ঠিক আছে ওয়াটসন, এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।'

দরজাটা খুলে দিয়ে খানসামা বলল, 'ইন্সপেক্টর ফরেস্টার স্যার।'

একটি চটপটে তীক্ষ্ণ-মুখ যুবক ঘরে ঢুকল। বলল, 'গুডমর্ণিং কর্ণেল। আশা করি অনধিকার প্রবেশ করি নি। তবে শুনলাম বেকার স্ট্রীটের মিঃ

হোমস এখানে আছেন।'

কর্ণেল হাত বাড়িয়ে আমার বন্ধুকে দেখিয়ে দিল আর ইন্সপেক্টর অভিবাদন জানাল।

'আমি ভাবলাম মিঃ হোমস যে আপনি হয়তো সেখানে একটু যাবেন।'

হোমস হেসে বলল, 'নিয়তি তোমার বিরুদ্ধে ওয়াটসন। দেখুন ইন্সপেক্টর, ঐ ব্যাপার নিয়েই আমরা কথা বলছিলাম, এমন সময় আপনি এলেন। হয় তো আপনি কিছু বিবরণ আমাদের শোনাতে পারবেন।' পরিচিত ভঙ্গীতে সে চেয়ারে হেলান দিল, আর আমিও বুঝলাম তাকে আটকাবার কোন আশা নেই।

'অ্যাক্টনের ব্যাপারে আমরা কোন সূত্রই পাই নি। কিন্তু এখানে কাজে লাগাবার মত প্রচুর সূত্র আমাদের হাতে এসেছে। প্রতিটি জায়গায় যে একই দল কাজ করেছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'হ্যাঁ!'

'হাঁ স্যার। কিন্তু বেচারি উইলিয়াম কিরওয়ানকে গুলি করেই সে হরিণের মত ছুটে পালিয়ে গেছে। মিঃ কানিংহাম তাকে দেখেছেন শোবার ঘরের জানালা দিয়ে। আর মিঃ এলেক কানিংহাম তাকে দেখেছেন পিছনের দালান থেকে। পৌনে বারোটার সময় হৈ-চৈ শুরু হয়। মিঃ কানিংহাম সবে বিছানায় শুয়েছেন, আর মিঃ এলেক ড্রেসিং-গ্রাউন পরে পাইপ খাচ্ছিলেন। তারা দু'জনই শুনতে পান, কোচয়ান উইলিয়াম সাহায্যের জন্য চেঁচাচ্ছে, আর মিস্টার এলেক কি হল দেখবার জন্য দৌড়ে নিচে চলে যান। পিছনের দরজা খোলাই ছিল। সিঁড়ির নিচে পৌঁছে তিনি দেখতে পান, বাইরে দু'জন লোক লড়াই করছে। একজন গুলি ছুঁড়তেই অপরজন পড়ে গেল, আর খুনী বাগান পেরিয়ে ঝোপ-ঝাড় টপকে ছুটে চলে গেল। লোকটা যখন রাস্তায় পড়ল তখন মিঃ কানিংহাম শোবার ঘরের জানালা থেকে তাকে দেখতে পান; সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। মিস্টার এলেকও মরণোন্মুখ লোকটাকে সাহায্য করবার জন্য তার উপর ঝুঁকে পড়লেন আর সেই সুযোগে বদমাশটা হাওয়া হয়ে গেল। লোকটা মাঝারি মাপের আর তার পরনে ছিল কালো পোশাক, এছাড়া আর কোন ব্যক্তিগত সূত্র আমাদের হাতে নেই; তবে আমরা জোর তদন্ত চালাচ্ছি, আর লোকটা যদি আগন্তুক হয়ে থাকে তাহলে শীঘ্রই তাকে খুঁজে বার করতে পারব।'

'উইলিয়াম সেখানে কি করছিল? মৃত্যুর আগে সে কি কিছু বলেছে?'

'একটা কথাও না। সে তার মায়ের সঙ্গে বাসাবাড়িতে থাকে। লোকটা খুবই বিশ্বস্ত। আমাদের মনে হচ্ছে, সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না দেখবার জন্যই সে ও বাড়িতে গিয়েছিল। বুঝতেই পারছেন, অ্যাক্টনদের ব্যাপারটার ফলে সকলেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। ডাকাতটা হয় তো সবে দরজাটা খুলে

ফেলেছে—তালাটা ভেঙে ফেলা হয়েছে—ঠিক তখনই উইলিয়াম তাকে দেখতে পায়।'

বাইরে যাবার আগে উইলিয়াম কি তার মাকে কিছু বলেছিল ?'

'সে খুব বৃদ্ধ আর কালো, কাজেই তার কাছ থেকে কিছুই জানা যায় নি। এই আকস্মিক আঘাত তাকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে। তাছাড়া যতদূর জানি, তার বুদ্ধি কোন সময়ই ধারাল ছিল না। তবে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পাওয়া গেছে। এটা দেখুন !'

নোট-বইয়ের ভিতর থেকে একটুকরো ছেঁড়া কাগজ বের করে সেটা তার হাঁটুর উপর মেলে ধরল।

'মৃত লোকটির বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর ফাঁকে এটা পাওয়া গেছে। এটা একখণ্ড বড় কাগজ থেকে ছেঁড়া একটা টুকরো বলে মনে হচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখুন এতে যে সময়ের উল্লেখ রয়েছে ঠিক সেই সময়ই বেচারির জীবনান্ত হয়। বুঝতেই পারছেন, হয় খুনী তার হাত থেকে কাগজের বাকি অংশটা ছিঁড়ে নিয়েছে, আর নয় তো সেই খুনীর কাছ থেকে এটুকু ছিঁড়ে রেখেছে। পড়লেই মনে হয় যেন আগে থেকেই একটা যোগাযোগ করা হয়েছিল।'

হোমস কাগজের টুকরোটা হাতে নিল। এখানে তার একটা অবিকল প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হল।

ইন্সপেক্টর বলতে লাগল, 'যদি ধরে নেওয়া যায় যে আগে থেকেই যোগাযোগ করা হয়েছিল, তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে যে সৎ লোক বলে যথেষ্ট সুনাম থাকলেও উইলিয়াম কিরওয়ানের সঙ্গে চোরের একটা যোগসাজস ছিল। সে হয় তো চোরের সঙ্গে সেখানে মিলিত হয়েছিল, এমন কি দরজা ভাঙার ব্যাপারে তাকে সাহায্যও করেছিল এবং তারপরই তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়।

গভীর মনোযোগ দিয়ে হোমস কাগজের টুকরোটা দেখছিল। বলল, 'এই লেখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা ভেবেছিলাম জল তার থেকে অনেক বেশী গভীর।' সে দুই হাতের উপর মাথাটা রাখল, আর লণ্ডনের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞের উপর তার মামলার এই ফলাফল দেখে ইন্সপেক্টর মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

তখন হোমস বলে উঠল, 'চোর ও চাকরের মধ্যে যোগসাজস এবং এটি সাক্ষাৎ-ব্যবস্থার একটি চিরকুট—এ বিষয়ে আপনি যে মন্তব্য করেছেন সেটা

খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং খুব অসম্ভব কল্পনাও নয়। কিন্তু এই লেখাটা পড়লে মনে হয়—' আবার দুই হাতের মধ্যে মাথাটা ডুবিয়ে কয়েক মিনিট সে গভীর চিন্তায় ডুবে রইল। যখন মুখ তুলল, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে তার গালে রঙের ছোপ লেগেছে, আর চোখ দুটি অসুখের আগের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আগেকার মত উৎসাহভরেই সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'কি মনে হয় বলছি! এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের উপর একটু চোখ বুলিয়ে নিতে চাই। এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে। কর্ণেল, আপনি যদি অনুমতি করেন তো আপনাকে ও বন্ধু ওয়াটসনকে রেখে আমি একবার ইন্সপেক্টরের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে আমার দুই একটি ছোট ধারণার সত্যতা যাচাই করে দেখতে চাই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই এখানে ফিরে আসব।

দেড় ঘণ্টা কাটিয়ে ইন্সপেক্টর একাকি ফিরে এল।

বলল, 'মিঃ হোমস বাইরের মাঠটার এপার-ওপার চষে বেড়াচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা আমরা চারজনই সে বাড়িতে যাই।'

'মিঃ কানিংহামের বাড়ি?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'কেন?'

ইন্সপেক্টর ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমি ঠিক জানি না স্যার। তবে নিজেদের মধ্যেই বলছি, মিঃ হোমস এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। তিনি অদ্ভুত আচরণ করছেন, আর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।'

আমি বললাম, 'এ নিয়ে আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমি জানি তার পাগলামিও একটা নীতি মেনে চলে।'

ইন্সপেক্টর অস্ফুটস্বরে বলল, 'একথা আপনি বলতে পারেন, কিন্তু কর্ণেল. তিনি যেন আগুনের মত জ্বলছেন, কাজেই আপনি প্রস্তুত থাকলে আমরা এখনই রওনা হতে পারি।'

গিয়ে দেখলাম, বুকের উপর থুতনিটা ডুবিয়ে দুটি হাত ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে হোমস মাঠের এপার-ওপার পায়চারি করছে।

সে বলল, 'ব্যাপারটা ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ওয়াটসন, তোমার গ্রামে বেড়াতে আসা সার্থক হয়েছে। সকালটা চমৎকার কাটল।'

কর্ণেল বলল, 'অপরাধের ঘটনাস্থলে নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর ও আমি মোটামুটি ঘুরে দেখেছি।'

'কিছু পেলেন?

'দেখুন, অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা দেখেছি। চলুন, হাঁটতে হাঁটতেই সব বলছি। প্রথমেই হতভাগ্য লোকটির মৃতদেহ আমরা দেখলাম যেমন বলা হয়েছে, রিভলবারের গুলিতেই যে তার মৃত্যু হয়েছে সেটা ঠিক।'

'তাহলে সেবিষয়ে কি আপনার সন্দেহ ছিল ?'

'আহা, সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখা ভাল। আমাদের তদন্ত বিকল হয় নি। তারপর আমরা মিঃ কানিংহাম ও তার ছেলের সঙ্গে দেখা করি। খুনী বাগানের ঝোপঝাড় ভেঙে ঠিক কোন্ জায়গা দিয়ে পালিয়ে যায় সেটা তারাই আমাদের দেখিয়েছেন। সেটা খুবই দরকারী।'

'স্বভাবতই।'

'তারপর দেখতে গেলাম বেচারির মাকে। সে খুবই বৃদ্ধ আর দুর্বল, কাজেই তার কাছ থেকে কোন খবরই পাওয়া গেল না।'

'আপনাদের তদন্তের ফলাফল কি হল ?'

'হল এই দৃঢ় বিশ্বাস যে অপরাধটা খুবই অদ্ভুত। হয় তো আমাদের ঘটনাস্থল পরিদর্শনের ফলে ব্যাপারটা ততটা অস্পষ্ট থাকবে না। ইন্সপেক্টর, আমার তো মনে হয়, যেহেতু মৃতের হাতের টুকরো কাগজটায় ঠিক তার মৃত্যুর সময়টাই লেখা আছে তখন সেটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেবিষয়ে আমরা দু'জনই একমত।'

'এর থেকেই একটা সূত্র পাওয়া উচিত মিঃ হোমস।'

'সূত্র পাওয়া গেছে। ঐ চিরকুট যেই লিখে থাকুক সেই লোকই অত রাতে উইলিয়াম কিরওয়ানকে বিছানা থেকে ডেকে এনেছিল। কিন্তু সে কাগজের বাকি অংশটা কোথায় ?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'সেটা পাবার আশায় জায়গাটাতে আমি খুব সতর্কভাবে তল্লাস করেছি।'

'মৃতের হাত থেকে সেটা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে সেটা পেতে কারও এতটা আগ্রহ হল কেন ? কারণ সেটা তাকে এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবে। তাহলে সেটা নিয়ে সে কি করবে ? তার একটা কোণ যে মৃতের মুঠোর মধ্যে রয়ে গেল সেটা লক্ষ্য না করেই সে যে ওটাকে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলবে, সেটাই স্বাভাবিক। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কাগজের বাকি অংশটা পেলেই এ রহস্য-সমাধানের পথে আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারি।'

'ঠিক। কিন্তু অপরাধীকে ধরবার আগে তার পকেটটা পান কেমন করে ?'

'ঠিক ঠিক, সেটাই তো ভাববার কথা। আরও একটা কথা আছে। চিরকুটটা উইলিয়ামকে পাঠানো হয়েছিল। সে লিখেছে সে ওটা নিজে নিয়ে যায় নি, কারণ তাহলে তো বক্তব্যটা সে মুখেই বলতে পারত। তাহলে চিরকুটটা কে নিয়ে গিয়েছিল ? না কি সেটা ডাকে এসেছিল ?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'অনুসন্ধান করে জেনেছি, গতকাল বিকেলের ডাকে উইলিয়াম একটা চিঠি পায়। খামটা সে নষ্ট করে ফেলেছে।'

ইন্সপেক্টরের পিঠে চাপড় মেরে হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'চমৎকার। আপনি

ডাকপিওনের সঙ্গে দেখা করেছেন! আপনার সঙ্গে কাজ করেও আনন্দ। এই হচ্ছে বাসাবাড়িটা, আর কর্নেল, আর একটু গেলেই আপনাকে ঘটনাস্থলটা দেখাতে পারি।'

নিহত লোকটি যেখানে বাস করত সেই সুন্দর কুটীরটি পেরিয়ে সারিবদ্ধ ওক গাছের ভিতরকার রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সুন্দর পুরনো 'কুইন আন' ভবনের সামনে হাজির হলাম। দরজার লিন্টেলের উপর মালপ্লাকেদের তারিখ খোদাই করা রয়েছে। হোমস ও ইন্সপেক্টর বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে আমাদের নিয়ে পাশের দরজাটায় উপস্থিত হল। দরজার সামনেই একটা বাগান, আর তারপরেই রাস্তা বরাবর ঝোপের সারি। রান্নাঘরের দরজায় একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়েছিল।

হোমস বলল, 'দরজাটা খুলুনতো অফিসার। তাহলে এই সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই যুবক মিঃ কানিংহাম ঠিক যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেইখানে দুজনকে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে দেখেছিলেন। বৃদ্ধ মিঃ কানিংহাম ছিলেন ঐ জানালাটায়—বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়টা—আর ঐ ঝোপের ঠিক বাঁ দিক দিয়ে লোকটাকে পালিয়ে যেতে দেখেছিলেন। ছেলেও তাই দেখেছেন। ঝোপটা রয়েছে বলেই এবিষয়ে দুজনই নিশ্চিত। তারপর মিঃ এলেক দৌড়ে গিয়ে আহত লোকটির পাশে বসে পড়েন। দেখতেই পাচ্ছেন কাজটা খুবই শক্ত, তাই এমন কোন চিহ্নই নেই যা দেখে আমরা অগ্রসর হতে পারি।'

সে কথা বলতে বলতেই বাড়িটার কোণ ঘুরে দু'জন লোক বাগানের পথ ধরে এগিয়ে এল। একজন প্রবীণ লোক, তার মুখ মজবুত ও রেখাঙ্কিত এবং চোখ দুটো ভারি; অপরজন যুবক; তার উজ্জ্বল হাসিভরা মুখ ও ঝকঝকে পোশাক যে কাজ উপলক্ষ্যে আমরা সেখানে হাজির হয়েছিলাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সে হোমসকে বলল, 'এখনও এই চলছে? আমি তো ভেবেছিলাম আপনাদের মত লণ্ডনবাসীদের কখনও ভুল হয় না। কিন্তু আপনারা তো খুব চটপট কাজ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।'

হোমস সকৌতুকে বলল, 'আঃ, আমাদের একটু সময় তো দেবেন।'

যুবক এলেক কানিংহাম বলল, 'সে তো আপনি চাইতেই পারেন। আমার তো মনে হচ্ছে এখনও আমরা কোন সূত্রই পাই নি।'

ইন্সপেক্টর জবাব দিল, 'একটিমাত্র পেয়েছি। আমরা ভাবছি যে শুধু লোকটাকে যদি—হায় ঈশ্বর! কি ব্যাপার মিঃ হোমস?'

বেচারি বন্ধুবরের মুখটা হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করেছে। তার চোখ উল্টে গেছে, সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে; একটা চাপা আর্তনাদ করে সে মুখ থুবড়ে মাটির উপর পড়ে গেল। তার এই আকস্মিক গুরুতর রোগের আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে আমরা তাকে ধরাধরি করে রান্নাঘরে নিয়ে গেলাম।

সেখানে একটা বড় চেয়ারে শুয়ে কয়েক মিনিট সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানতে লাগল। অবশেষে তার দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য সলজ্জ ক্ষমা ভিক্ষা করে সে পুনরায় উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'ওয়াটসনই আপনাদের বলে দেবে যে আমি সবেমাত্র একটা গুরুতর অসুখ থেকে উঠেছি। এই ধরনের আকস্মিক স্নায়বিক রোগের আক্রমণ আমার মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে।'

বৃদ্ধ কানিংহাম জিজ্ঞাসা করল, 'আমার গাড়ি করে কি আপনাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব ?

'দেখুন, আমি যখন এখানে উপস্থিত রয়েছি তখন একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই। খুব সহজেই আমরা সেটাকে প্রমাণ করতে পারি।

'সেটা কি ?'

'দেখুন, আমার মনে হয় এটা খুবই সম্ভব যে বেচারি উইলিয়াম এ বাড়িতে এসেছিল চোর ঢুকবার পরে, আগে নয়। আপনারা ধরেই নিয়েছেন যে, দরজাটা জোর করে খোলা সত্ত্বেও ডাকাত বাড়ির ভিতর ঢোকেই নি।

মিঃ কানিংহাম গম্ভীরভাবে বলল, 'আমার ধারণা সেটা খুবই স্পষ্ট। আমার ছেলে এলেক তখনও শুতে যায় নি, কাজেই কেউ বাড়িতে চলাফেরা করলে সে নিশ্চয় শুনতে পেত।'

'তিনি কোথায় বসেছিলেন ?

'আমরা ড্রেসিং-রুমে বসে ধূমপান করছিলাম।'

'সেটা কোন্ জানালা ?'

'বাঁ দিক থেকে শেষ, বাবার ঘরের জানালার পরেরটা।'

'নিশ্চয় দুটো আলোই জ্বলছিল ?'

'নিঃসন্দেহ।'

হোমস হেসে বলল, 'এইখানে কয়েকটি বিশেষ পয়েন্ট উঠছে। এটা কি খুবই অসাধারণ ব্যাপার নয় যে একটা চোর—আর এমন চোর যার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে—ভেবেচিন্তে এমন একটা সময়ে কোন বাড়িতে ঢুকবে যখন আলো দেখে সে বুঝতে পারছে যে পরিবারের দু'জন লোক তখনও জেগে রয়েছে ?'

'সে নিশ্চয় খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক।'

মিস্টার এলেক বলল, 'দেখুন, ঘটনা যদি অদ্ভুত ধরনেরই না হবে তাহলে তো তার ব্যাখ্যার জন্য আপনার কাছে ছুটে যেতে বাধ্য হতাম না। কিন্তু উইলিয়ামের হাতে পড়বার আগেই লোকটা মালপত্র লুঠ করেছে বলে আপনার যে ধারণা সেটাকে আমি একান্তই অবাস্তব বলে মনে করি। তাহলে কি জায়গাটাকে আমরা অগোছালো দেখতাম না, বা যেসব জিনিস সে নিয়েছিল সেগুলি খোয়া যেত না ?'

হোমস বলল, 'সেটা নির্ভর করছে জিনিসগুলি কি ছিল? আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আমরা এমন একটা চোরকে নিয়ে পড়েছি যে খুবই অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ এবং একটা নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে বলেই মনে হয়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষ্য করুন অ্যাক্টনের বাড়ি থেকে কী সব অদ্ভুত ধরনের জিনিস সে নিয়েছে—কি নিয়েছে? একটা সুতোর বল, একটা চিঠিচাপা এবং আরও কি সব আজে বাজে জিনিস আমি জানিও না।'

বৃদ্ধ কানিংহাম বলল, 'দেখুন মিঃ হোমস, আমরা সম্পূর্ণ আপনাদের মুঠোর মধ্যে। আপনি বা ইন্সপেক্টর যা করতে বলবেন তাই করা হবে।'

হোমস বলল, 'প্রথমতঃ আমার ইচ্ছা, আপনার তরফ থেকে একটি পুরস্কার ঘোষণা করুন, কারণ কত টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হবে সেটা স্থির করতে সরকারী কর্মচারিদের কিছুটা সময় লাগবে, আর সেসব কাজ খুব তাড়াতাড়ি হয়ও না। আপনার সই করতে যদি আপত্তি না থাকে আমি এই মুসাবিদাটা করেই রেখেছি। আমি মনে করি, পঞ্চাশ পাউণ্ডই যথেষ্ট।'

হোমসের হাত থেকে কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে জে. পি. বলল, 'আমি স্বেচ্ছায় পাঁচশ দিতাম। ফর্মটার উপর চোখ বুলিয়ে সে আরও বলল, 'আরে, এতো ঠিক ঠিক লেখা হয় নি।'

'খুব তাড়াহুড়ো করে লিখেছি তো।'

'দেখুন আপনি শুরু করেছেন: "যেহেতু মঙ্গলবার ভোর পৌনে একটায় চেষ্টা হয়েছিল—" ইত্যাদি। আসলে হবে, পৌনে বারোটায়।'

তার এই ভুলে আমি ব্যথা পেলাম, কারণ আমি তো জানি এই ধরনের বিচ্যুতিতে হোমস অন্তরে কী নিদারুণ আঘাত পাবে। ঘটনার ব্যাপারে সঠিক হওয়াটাই তার বিশেষত্ব, কিন্তু সাম্প্রতিক অসুস্থতা তাকে বড়ই নাড়া দিয়েছে, আর এই ছোট ঘটনাটিই আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে সাবেক অবস্থায় ফিরে যেতে তার এখনও অনেক দিন লাগবে। মুহূর্তের জন্য হোমস বিব্রত বোধ করল, ইন্সপেক্টর ভুরু ওল্টালো, আর এলেক কানিংহাম হো-হো করে হেসে উঠল। অবশ্য বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভুলটি সংশোধন করে কাগজখানা হোমসের হাতে ফিরিয়ে দিল।

বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা ছাপবার ব্যবস্থা করুন। • আমি মনে করি আপনার ব্যবস্থাটি খুবই চমৎকার।'

হোমস সযত্নে কাগজখানা তার পকেট-বইতে রেখে দিল।

তারপর বলল, 'খুব ভাল হয় যদি এবার আমরা একসঙ্গে বাড়িটা ঘুরে দেখি এবং নিশ্চিত হই যে এই মাথা-খারাপ চোরটি শেষ পর্যন্ত কোন কিছুই নিয়ে যায় নি।'

বাড়িতে ঢুকবার আগে যে দরজাটা জোর করে খোলা হয়েছিল হোমস সেটা পরীক্ষা করল। স্পষ্টই দেখা গেল, একটা বাটালি বা শক্ত ছুরি ভিতরে

ঢুকিয়ে দিয়ে তালাটাকে চাড় দিয়ে তুলে আনা হয়েছে। কাঠের ভিতরে ছুরি ঢোকাবার দাগও আমরা দেখতে পেলাম।

সে প্রশ্ন করল, 'আপনারা তাহলে হুড়কো ব্যবহার করেন না?'

'কোন দিন তার দরকার হয় নি।'

'আপনারা কুকুর পোষেন না?'

'পুষি, তবে সেটাকে বাড়ির অপর দিকে শেকলে বেঁধে রাখা হয়।'

'চাকররা কখন শুতে যায়?'

'দশটা নাগাদ।'

'শুনেছি উইলিয়ামও সাধারণত ওই সময়ই শুয়ে পড়ত?'

'হ্যাঁ।'

'এটা খুবই আশ্চর্য যে এই বিশেষ রাতে সে জেগেছিল। মিঃ কানিংহাম, এবারে যদি দয়া করে বাড়িটা আমাদের দেখান তাহলে খুশি হব।'

একটা পাথর-বসানো দালান; তার থেকে রান্নাঘর বেরিয়েছে, আর একটা কাঠের সিঁড়ি সোজা বাড়ির দোতলায় উঠে গেছে। সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে তার ল্যাণ্ডিং-এর বিপরীত দিক থেকে কারুকার্য-করা একটা দ্বিতীয় সিঁড়ি সম্মুখস্থ হল পর্যন্ত উঠে গেছে। আর ওই ল্যাণ্ডিং থেকেই যাওয়া যায় ড্রয়িং-রুমে এবং মিঃ কানিংহাম ও তার ছেলের ঘর সহ সবগুলি শোবার ঘরে। হোমস খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিল আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাড়িটার স্থাপত্য-কর্ম লক্ষ্য করছিল। তার মুখের ভাব দেখেই আমি বলে দিতে পারি যে একটা কড়া গন্ধ সে শুঁকছে, কিন্তু তার অনুমান যে কোন্ দিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কোন কল্পনাই আমার মাথায় আসে নি।

একটু অধৈর্য হয়ে মিঃ কানিংহাম বলল, 'মাননীয় মহাশয়, এসব তো একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। সিঁড়ির শেষে ঐটে আমার ঘর, আর তার পরেরটা আমার ছেলের। আমাদের কোনরকম জানান না দিয়ে চোরের পক্ষে এখানে আসা সম্ভব কি না সে বিচারের ভার আপনার উপরেই ছেড়ে দিলাম।'

যেন একটু কুটিল হাসি হেসে বলল, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আর এক-বার চক্কর মেরে আপনাকে নতুন সূত্র বের করতে হবে।'

'তবু আমি কিন্তু আপনাকে বলব ঠাট্টাটাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে। যেমন ধরুন, আমি দেখতে চাই শোবার ঘরের জানালা থেকে সামনের কতটা দেখা যায়। মনে হচ্ছে এটাই আপনার ছেলের ঘর'—ধাক্কা দিয়ে সে দরজাটা খুলে ফেলল—'আর ঐটে হচ্ছে ড্রেসিং-রুম, গোলমালের সময় যেখানে বসে তিনি ধূমপান করছিলেন। সে ঘরের জানালা থেকেই বা কতটা দেখা যায়?' শোবার ঘর পেরিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে সে অন্য ঘরটার চারদিকে চোখ ফেরাল।

মিঃ কানিংহাম কড়া গলায় বলল, 'আশা করি এবার আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন ?'

'ধন্যবাদ ; মনে হচ্ছে আমার যা দেখার তা দেখে নিয়েছি।'

'তাহলে, যদি সত্যি দরকার হয় তো সকলেই আমরা ঘরে যেতে পারি।'

'অবশ্য যদি খুব অসুবিধা বোধ না করেন।'

জে. পি. কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে পথ দেখিয়ে সকলকে তার ঘরে নিয়ে গেল। সাদাসিদেভাবে সাজানো একটা সাধারণ ঘর। ঘরের ভিতর দিয়ে জানালাটার দিকে এগিয়ে যাবার সময় হোমস পিছিয়ে পড়ল এবং শেষটায় সে আর আমি পড়লাম দলের সকলের শেষে। বিছানার পায়ের কাছে একটা ছোট চৌকো টেবিল ছিল ; তার উপর ছিল এক ডিস কমলালেবু ও একটা কাঁচের জলের পাত্র। সেটার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি অব্যক্ত বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে হোমস আমার সামনে ঝুঁকে পড়ে ইচ্ছা করে ধাক্কা মেরে সব কিছু ফেলে দিল ; গ্লাসটা হাজার টুকরোয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, আর ফলগুলি ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

সে শান্ত গলায় বলে উঠল, 'ওয়াটসন, এটা কি করলে ! কার্পেটটা যে একেবারে নষ্ট করে ফেললে।'

বুঝতে পারলাম, যে কারণেই হোক বন্ধুবর চাইছে যে দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাই, তাই হতভম্বের মত নীচু হয়ে ফলগুলি কুড়োতে লাগলাম। অন্য সকলেও তাই করল এবং টেবিলটাকে আবার পায়ার উপর বসিয়ে দিল।

'হ্যালো !' ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে ডাকল, 'তিনি গেলেন কোথায় ?'

হোমস অদৃশ্য হয়েছে।

যুবক এলেক কানিংহাম বলল, 'এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমার তো মনে হয় লোকটির মাথা বিগড়ে গেছে। আমার সঙ্গে এস তো বাপি, দেখে আসি তিনি কোথায় গেলেন !'

তারা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ইন্সপেক্টর, কর্নেল ও আমি পরস্পরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

সরকারী কর্মচারিটি বলল, 'আমি দিব্যি করে বলছি, মিস্টার এলেকের সঙ্গে আমি একমত। এটা তার অসুস্থতার ফল হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে—'

'বাঁচাও ! বাঁচাও ! খুন !' একটা আকস্মিক আর্তনাদে তার কথা থেমে গেল। ওটা আমার বন্ধুর কণ্ঠস্বর বলে বুঝতে পেরে আমি শিউরে উঠলাম। পাগলের মত ঘর থেকে ছুটে গেলাম ল্যাণ্ডিং-এর উপর। যে ঘরটা আমরা প্রথম দেখেছিলাম সেই ঘর থেকে আর্তনাদটা আসছিল। সে আর্তনাদ ততক্ষণে একটা কর্কশ বোবা চীৎকারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেখান থেকে ছুটে গেলাম পাশের ড্রেসিং-রুমে। শার্লক হোমস মাটিতে পড়ে আছে, আর

দুই কানিংহাম তার উপর ঝুঁকে পড়েছে; যুবকটি দুইহাতে তার গলা টিপে ধরেছে, আর বুড়োটা তার একটা হাতের কব্জি মুচড়ে দিচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে আমরা তিনজন জোর করে তাদের হোমসের কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম, আর হোমসও কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ কালো হয়ে গেছে, সারা শরীর শ্রান্তিতে টলছে।

স হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ইন্সপেক্টর, এদের গ্রেপ্তার করুন!

'কিসের অভিযোগে?'

'কোচম্যান উইলিয়াম কিরওয়ানকে হত্যার অভিযোগে।'

ইন্সপেক্টর বিহ্বলভাবে তার দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয়ই সত্যি সত্যি চান না যে—'

'থামুন মশায়, ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন!' হোমস সংক্ষেপে চেঁচিয়ে বলল।

সত্যি, মানুষের মুখের উপর অপরাধের এরকম সুস্পষ্ট স্বীকৃতি আমি আর কখনও দেখি নি। বুড়ো যেন হকচকিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে, তার বলিরেখাংকিত মুখে একটা ভারি বিষণ্ণতার ছায়া। অপর দিকে, ছেলের সেই চটপটানি ফটফটানিও কোথায় চলে গেছে; তার দুই কালো চোখে ঝকঝক করছে একটা ভয়ংকর বন্য শ্বাপদের হিংস্রতা; সুন্দর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠেছে। ইন্সপেক্টর কোন কথা না বলে দরজার কাছে গিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিল। সে ডাক শুনে দুজন কনস্টেবল হাজির হল।

সে বলল, 'আমার আর কোন পথ নেই মিঃ কানিংহাম। আমি বিশ্বাস করি, এসবই একটা অবাস্তব ভ্রান্তি বলে প্রমাণ হতে পারে, কিন্তু আপনি তো বুঝতে পারছেন যে— আরে, করছেন কি, ওটা ফেলে দিন।' ইন্সপেক্টর হাত বাড়িয়ে আঘাত করতেই যুবকটির হাতের রিভলবারটা সশব্দে মেঝেতে ছিটকে পড়ল, তার ঘোড়া টেপা আর হল না।

হোমস দ্রুতগতিতে সেটাকে পা দিয়ে চেপে ধরে বলল, 'ওটা রেখে দিন, বিচারের সময় কাজে লাগবে। কিন্তু আমরা আসলে খুঁজছিলাম এইটে।' একখণ্ড দুমড়ানো কাগজ সে তুলে ধরল।

'কাগজের বাকি অংশটা?' ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠল।

'ঠিক তাই।'

'এটা কোথায় ছিল?

'ঠিক সেখানে যেখানে থাকবে বলে আমি নিশ্চিত ছিলাম। শীঘ্রই সব ব্যাপারটা আপনাদের বুঝিয়ে বলব। আমার মনে হয় কর্নেল, আপনি ও ওয়াটসন এখন ফিরে যেতে পারেন, আর বড় জোর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব। কয়েদীদের সঙ্গে ইন্সপেক্টর ও আমার কিছু কথা আছে; তবে লাঞ্চের সময় ঠিক হাজির হব।'

শার্লক হোমস তার কথা রেখেছিল, কারণ বেলা একটা নাগাদ সে কর্ণেলের ধূমপানের ঘরে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল ছোটখাটো একজন বয়স্ক ভদ্রলোক; তাকে মিঃ অ্যাক্টন বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল; প্রথম চুরিটা এর বাড়িতেই হয়েছিল।

হোমস বলল, 'এই ছোট ব্যাপারটা যখন বুঝিয়ে দেব তখন মিঃ অ্যাক্টন উপস্থিত থাকুন এটা আমার ইচ্ছা, কারণ এবিষয়ে তারও খুবই আগ্রহ থাকবারই কথা। প্রিয় কর্ণেল, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার মত একটি বুড়ো শকুনকে বাড়িতে ডেকে এনেছেন বলে আপনি হয়তো অনুশোচনা করছেন।'

কর্ণেল সাদরে জবাব দিল, 'বরং ঠিক তার উল্টো। আপনার কর্মপদ্ধতিকে জানবার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি গর্বিত বোধ করছি। স্বীকার করছি, আপনার কাজের ধারা আমার প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে; কিভাবে যে আপনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তাতো আমি ভেবেই পাচ্ছি না। আমি তো এখনও পর্যন্ত একটা সূত্রের ছায়াও দেখতে পাই নি।'

'আমার ভয় হচ্ছে, আমার ব্যাখ্যা আপনাদের মোহমুক্তি ঘটাতে পারে। কিন্তু বন্ধু ওয়াটসনই হোন, কিংবা আমার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত আগ্রহ আছে এমন যেকোন লোকই হোন, কারও কাছ থেকে কোন কিছু না লুকোনই আমার চিরদিনের স্বভাব। কিন্তু তার আগে যেহেতু ড্রেসিং-রুমে যে ধাক্কা খেয়েছি তাতে বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছি, তাই কর্ণেলের দেওয়া একটু ব্রাণ্ডি পেলে বড়ই উপকার হত। সম্প্রতি আমার শক্তির উপর বড় বেশী চাপ পড়েছে।'

'আশাকরি ঐ ধরনের কোন স্নায়বিক আক্রমণ আর হয় নি।'

শার্লক হোমস প্রাণ খুলে হেসে উঠল। বলল, 'সে কথায় যথাসময়েই আসছি। যথাযথ কালক্রম অনুসারেই ঘটনার বিবরণ আপনাদের সামনে রাখব; যেসব বিষয় আমাকে সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেছে তাও আপনাদের দেখাব। যদি আমার কোন অনুমান আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ বোধগম্য না হয় তাহলে দয়া করে সেকথা জানাবেন।

'অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে কোন্‌গুলি আকস্মিক আর কোন্‌গুলি অনিবার্য সে বুঝতে পারাই অপরাধীকে খুঁজে পাওয়ার পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় আপনার উৎসাহ ও মনোযোগ কেন্দ্রায়িত না হয়ে ইতস্তত ছাড়িয়ে যাবে। এখন এই ঘটনায় প্রথম থেকেই আমার মনে তিলমাত্রও সন্দেহ ছিল না যে মৃত ব্যক্তির হাতে পাওয়া কাগজের টুকরোর মধ্যেই রহস্যের চাবি খুঁজতে হবে।

'কিন্তু সে ব্যাপারে যাবার আগে একটা ঘটনার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এলেক কানিংহামের বিবরণ যদি সত্য হয়, খুনী যদি উইলিয়াম কিরওয়ানকে গুলি করেই সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে

একথা সুস্পষ্ট যে সে মৃত ব্যক্তির হাত থেকে কাগজের টুকরোটা ছিঁড়ে নিতে পারে না। আর সে যদি না নিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় এলেক কানিংহাম নিজেই সেটা নিয়েছে, কারণ বৃদ্ধ লোকটি যখন নীচে নেমে এসেছে ততক্ষণে চাকরবাও অনেকে সেখানে হাজির হয়েছে। বিষয়টা খুবই সরল, কিন্তু ইন্সপেক্টর সেদিকে দৃষ্টি দেন নি, কারণ তিনি গোড়া থেকেই এই ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন যে এ ব্যাপারের সঙ্গে জেলার গণ্যমান্য লোকদের কোন সম্পর্কই নেই। এখন একটি বিষয়ে আমি সব সময়ই সতর্ক থাকি যে কোন-রকম পূর্ব-সিদ্ধান্ত আমি মনের মধ্যে পুষে রাখি না এবং ঘটনাপ্রবাহ আমাকে যেদিকে নিয়ে যায় শান্তভাবে সেইদিকেই অগ্রসর হই। সেইজন্যই তদন্তের প্রথম ধাপেই এ ব্যাপারে মিঃ এলেক কানিংহামের ভূমিকা কতটা সেবিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল।

'এবার আমি ইন্সপেক্টরের দেওয়া কাগজের ছেঁড়া টুকরোটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে এটা একটা খুব উল্লেখযোগ্য দলিলের অংশবিশেষ। এই সে দলিল। এর মধ্যে বেশ ইঙ্গিত-পূর্ণ কিছু আছে বলে কি আপনাদের মনে হয় না?'

কর্ণেল বলল, 'চিঠিটা দেখতে কেমন যেন সামঞ্জস্যহীন।'

হোমস বলে উঠল, 'দেখুন মশাইরা, দু'জন লোক যে একটার পর একটা শব্দ বসিয়ে চিঠিখানা লিখেছে সেবিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি আমি "at" ও "to" শব্দ দুটির জোরালো t-র প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং "quarter ও "twelve" শব্দ দুটির হাল্কাভাবে লেখা t-র সঙ্গে তাদের তুলনা করতে বলি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারবেন। ঐ শব্দ চারটিকে সামান্য বিশ্লেষণ করলেই আপনারা দৃঢ়তম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারবেন যে "learn" ও "may be" লেখা হয়েছে জোরালো হাতে, আর "what" লেখা হয়েছে হাল্কা হাতে।'

কর্ণেল বলে উঠল, 'হা ঈশ্বর, এ যে একেবারে দিনের আলোর মত পরিষ্কার! কী আশ্চর্য! এ ভাবে দুজনে মিলে একটা চিঠি লিখলই বা কেন?'

'স্পষ্টতই পুরো ব্যাপারটা একটা পাপ কাজ, তাই একজন অপরজনকে অবিশ্বাস করে বলেই স্থির করে যে, যাই করা হোক তাতে দু'জনেরই সমান হাত থাকবে। এখন, দু'জনের মধ্যে যে "at" ও "to" শব্দ দুটি লিখেছে সেই যে দলের পাণ্ডা সেটাও পরিষ্কার।'

'সেটা কি করে বুঝলেন?'

'একটা হাতের লেখার সঙ্গে আর একটা হাতের লেখায় তুলনা করলেই সেটা অনুমান করা যায়। কিন্তু শুধু মাত্র অনুমানের চাইতেও আরও নিশ্চিত কারণ আমাদের হাতে আছে। এই চিঠির টুকরোটা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলে আপনাদেরও এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে যে, যার হাতের লেখা

জোরালো সেই তার সবগুলো কথা আগে লিখেছে, এবং মাঝে মাঝে ফাঁক রেখে দিয়েছে যাতে অপরজন সেগুলো পূর্ণ করতে পারে। এই ফাঁকগুলো সব সময় যথেষ্ট রাখা হয় নি, আর সেইজন্যই দেখতে পাবেন যে দ্বিতীয় লোকটি লিখবার সময় "at" ও "to" মাঝখানে বসাতে গিয়ে তার "quarter" শব্দটিকে চেপে লিখেছে; এ থেকেই বোঝা যায় যে ঐ শব্দ দুটি আগে থেকেই লেখা হয়েছিল। যে লোকটি তার সবগুলি কথা আগে লিখেছে সেই যে সমস্ত ষড়যন্ত্রটা করেছে এটা তো নিঃসন্দেহ।'

'চমৎকার।' মিঃ অ্যাক্টন চেঁচিয়ে বলল।

'কিন্তু এহ বাহ্য', হোমস বলল। 'এবার আমরা এমন একটা বিষয়ে যাব যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা হয় তো জানেন না যে, আজকাল বিশেষজ্ঞরা হাতের লেখা দেখে একটা মানুষের বয়স প্রায় ঠিক-ঠিক বলে দিতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় একটা লোককে তার সত্যিকারের দশকে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্যভাবেই ফেলা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় বলছি এই জন্য যে, ভগ্নস্বাস্থ্য ও শারীরিক দুর্বলতার ফলে একটি অসুস্থ যুবকের বেলায়ও বার্ধক্যের চিহ্নগুলি প্রকাশ পেতে পারে। এক্ষেত্রে একজনের হাতের লেখা বেশ স্পষ্ট ও জোরালো, আর অপর জনের লেখার কেমন যেন পিঠ-ভাঙা চেহারা, যাতে t-র ক্রুশ-চিহ্নের মত চেহারাটা বদলে গেলেও পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। এসব দেখেই আমরা বলতে পারি যে, একজন যুবক ও অপরজন বয়সে প্রবীণ, যদিও সম্পূর্ণ স্থবির নয়।'

'চমৎকার!' মিঃ অ্যাক্টন আবার চেঁচিয়ে উঠল।

'অবশ্য আরও একটা বিষয় আছে যেটা আরও সূক্ষ্ম ও আরও আকর্ষণীয়। এই দুটো হাতের লেখার মধ্যে বেশ কিছুটা মিল আছে। লেখা দুটো এমন দু'জনের যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে। গ্রীক e-অক্ষর থেকেই এটা আপনাদের চোখে ধরা পড়তে পারে, কিন্তু আমার কাছে এমন অনেক ছোট-খাটো বিষয় আছে যেগুলি ঐ একই ইঙ্গিত বহন করে। এই দুটো লেখার মধ্যে যে একটা পারিবারিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য এই কাগজটা পরীক্ষা করে আমি যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তার প্রধান প্রধানগুলি আপনাদের জানালাম। আরও তেইশটি এমন ধরনের অনুমান আমি করেছি যেগুলো আপনাদের চাইতে বিশেষজ্ঞদের কাছেই আকর্ষণীয়। সে সবগুলি থেকে এই একই ধারণা আমার মনে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে যে বাবা ও ছেলে এই দুই কানিংহাম মিলেই চিঠিখানা লিখেছে।

'এ পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর আমার পরবর্তী পদক্ষেপ হল এই অপরাধের বিস্তারিত বিবরণগুলি পরীক্ষা করা এবং তার থেকে কতটা সহায়তা আমরা পেতে পারি সেটা দেখা। ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়িতে গেলাম এবং

যা কিছু দেখবার ছিল সবই দেখলাম। একান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে, চার গজের কিছুটা দূর থেকে ছোঁড়া রিভলবারের গুলিতেই নিহত লোকটির শরীরের ক্ষতটা সৃষ্টি হয়েছে। তার জামা-কাপড়ে কোনরকম বারুদের দাগ পাওয়া যায় নি। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায়, দু'জনে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছিল—এলেক কানিংহামের একথাটা মিথ্যা। আবার, যে জায়গাটা দিয়ে লোকটা পালিয়ে রাস্তায় পড়ে সেবিষয়েও বাবা ও ছেলে একমত। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই জায়গাটায় একটা চওড়া নালা আছে, তার তলাটা ভিজে। অথচ সেই নালায় যখন কোন জুতোর চিহ্ন পাওয়া যায় নি তখনই আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম যে কানিংহামরা আবারও মিথ্যাকথা বলেছে; শুধু তাই নয়, আরও নিশ্চিত হলাম যে ঘটনাস্থলে কোন অপরিচিত লোকেরই আগমন ঘটে নি।

'এবার আমাকে ভাবতে হল, এই অসাধারণ অপরাধের উদ্দেশ্য কি হতে পারে। সেটা জানবার আগে প্রথমেই আমি মিঃ অ্যাক্টনের বাড়ির প্রথম চুরির রহস্য সমাধানে সচেষ্ট হলাম। কর্ণেলের কথা থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, মিঃ অ্যাক্টন ও কানিংহামদের মধ্যে একটা মামলা চলছে। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল, মামলায় কাজে লাগতে পারে এরকম কিছু দলিলপত্র হস্তগত করবার উদ্দেশ্যেই তারা আপনার লাইব্রেরিতে ঢুকেছিল।

মিঃ অ্যাক্টন বলল, 'ঠিক তাই। তাদের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহই থাকতে পারে না। তাদের অর্ধেক সম্পত্তির উপর আমার সুস্পষ্ট দাবী রয়েছে, একটা বিশেষ দলিল হস্তগত করতে পারলে– সৌভাগ্যবশতঃ সেটা আমার সলিসিটরের সিন্দুকে রক্ষিত ছিল—আমার মামলাকে তারা নিঃসন্দেহে কাঁচিয়ে দিতে পারত।'

হোমস হেসে বলল, 'ঠিক বলেছেন। সেই সাংঘাতিক বেপরোয়া প্রচেষ্টায় আমি কিন্তু যুবক এলেকের হাতই দেখতে পেয়েছি। কোন কিছু না পেয়ে ঘটনাটাকে একটা সাধারণ চুরি মনে করে সন্দেহটাকে ঘুরিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় হাতের কাছে যা কিছু পেয়েছে তাই নিয়ে তারা সরে পড়ে। এ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিষ্কার, কিন্তু তখনও অনেক কিছুই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। সব চাইতে বেশী করে যেটা আমি খুঁজছিলাম সে হল ঐ চিরকুটের হারানো অংশটা। আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে, মৃতের হাত থেকে এলেকই ওটা ছিঁড়ে নিয়েছে, আর এটাও প্রায় নিশ্চিত যে তার ড্রেসিং-গাউনের পকেটেই সেটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া আর কোথায় রাখবে? তখন একমাত্র প্রশ্ন হল সেটা তখনও সেখানেই আছে কি না। যেমন করেই হোক সেটাকে খুঁজে পেতেই হবে, আর সেই উদ্দেশ্যে সকলে সে বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

'আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, দুই কানিংহাম রান্নাঘরের দরজার বাইরে আমাদের সঙ্গে মিলিত হল। ওই কাগজটার কথা তাদের মনে না

করিয়ে দেওয়াটাই তখন সব চাইতে বেশী জরুরী: অন্যথায় তারা কালবিলম্ব না করে সেটাকে নষ্ট করে ফেলবে। ইন্সপেক্টর ওই চিঠিটার গুরুত্বের কথা তাদের প্রায় বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই সৌভাগ্যক্রমে একটা ফিটের মত হয়ে আমি মাটিতে পড়ে যাই এবং আলোচনাও অন্য দিকে মোড় নেয়।

কর্ণেল হাসতে হাসতে বলল, 'হায় ঈশ্বর! আপনি কি বলতে চান যে আমাদের সবটা সহানুভূতিই মাঠে মারা গেছে? আপনার ফিট একটা নকল ব্যাপার?'

এই যে লোকটি নিত্য নতুন নতুন চাতুর্যের পরিচয় দিয়ে চিরকাল আমাকে বোকা বানিয়ে এসেছে তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম, 'ব্যবসায়িক দিক থেকে বলতে গেলে, ব্যাপারটা কিন্তু খাসা হয়েছিল।'

সে বলল, 'এই আর্টটা কিন্তু অনেক সময় বেশ কাজে লাগে। সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে আমি কিন্তু বেশ কায়দা করে বুড়ো কানিংহামকে দিয়ে "twelve" শব্দটা লিখিয়ে নিলাম যাতে এই কাগজটায় লেখা "twelve"-এর সঙ্গে সেটাকে মিলিয়ে দেখতে পারি।'

আমি বলে উঠলাম, 'উঃ, আমি কী গাধা!'

হোমস হেসে বলল, 'আমি দেখেছিলাম, আমার সেই কষ্ট দেখে তুমিও খুব কষ্ট পাচ্ছিলে। আমার প্রতি সহানুভূতির বশে তুমি কষ্ট পাচ্ছিলে দেখে আমারও কষ্ট হচ্ছিল। তারপর দোতলায় উঠে ঐ ঘরটায় ঢুকে দেখতে পেলাম, ড্রেসিং-গাউনটা দরজার পিছনে ঝোলানো রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চালাকি করে টেবিলটা উল্টে ফেলে দিয়ে মুহূর্তের জন্য তাদের মনোযোগকে সেইদিকে আকৃষ্ট করে সাট করে সরে গিয়ে আমি পকেটগুলো পরীক্ষা করতে লাগলাম। ঠিক প্রত্যাশিত জায়গাতেই কাগজটা সবে পেয়েছি এমন সময় দুই কানিংহাম আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আমার বিশ্বাস তোমার মত বন্ধুর দ্রুত সহায়তা না পেলে সেখানেই আমাকে খুন করে ফেলত। মনে হচ্ছে যেন যুবকটি এখনও আমার গলা টিপে ধরে আছে আর তার বাবা কাগজটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য আমার কব্জিটা মুচড়ে দিচ্ছে। তখন তারা বুঝতে পেরেছে যে আমি সব জেনে ফেলেছি; কাজেই পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বোধ থেকে হঠাৎ পরিপূর্ণ হতাশার মধ্যে পড়ে গিয়ে তারা একেবারেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।

'খুনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরে আমি বুড়ো কানিংহামের সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে বশ মানানো অনেকটা সোজা, কিন্তু তার ছেলে একটা পাকা শয়তান, হাতের কাছে একটা রিভলবার পেলে তার নিজের বা অন্য যে কোন লোকের মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিত। কানিংহাম যখন বুঝতে পারল যে তার বিরুদ্ধে মামলাটা খুবই জোরালো, তখন সে সব আশা ছেড়ে দিয়ে সব কথাই খুলে বলল। মনে হচ্ছে, তারা বাপ-বেটা যে রাতে মিঃ অ্যাক্টনের

বাড়িতে চড়াও হয়েছিল সেই সময় উইলিয়াম গোপনে তাদের পিছু নিয়েছিল, এবং এইভাবে তাদের দু'জনকে কব্জা করে সব কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে তাদের ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। কিন্তু মিস্টার এলেকের সঙ্গে এ-ধরনের খেলা করা খুবই বিপজ্জনক। সেই সময়ে সমগ্র পল্লী অঞ্চলে চুরির যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল তারই সুযোগ নিয়ে তাদের পক্ষে অবাঞ্ছিত এই লোকটিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার যে পরিকল্পনা সে করেছিল তার মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রয়েছে। উইলিয়ামকে ভুলিয়ে ডেকে এনে গুলি করা হল। তারা যদি সবটা চিরকুট হাতাতে পারত এবং ছোটখাট কয়েকটা ব্যাপারে আর একটু মনোযোগী হত, তাহলে সম্ভবত কোনরকম সন্দেহই দেখা দিত না।'

'আর সেই চিরকুটটা?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

শার্লক হোমস দুটি টুকরো একত্রে জোড়া লাগানো কাগজটা আমাদের সামনে রাখল।

If you will only come round at quarter to twelve
to the east gate you will learn what
will very much surprise you and maybe
be of the greatest service to you and also
to Annie Morrison. But say nothing to anyone
upon the matter

চিরকুটের বঙ্গানুবাদ

তুমি শুধু একবার : রাত পৌনে বারোটায়
পূর্ব দিকের গেটে আস তাহলে : এমন কিছু জানতে পারবে
যাতে তুমি খুবই বিস্মিত হবে এবং : এও হতে পারে
যে তোমার এবং অ্যানি মরিসনেরও তাতে খুব উপকার
হবে। কিন্তু এবিষয়ে কাউকে কিছু বলো না

'আমিও এই ধরনের একটা কিছুই আশা করেছিলাম। অবশ্য এলেক কানিংহাম, উইলিয়াম কিরওয়ান এবং অ্যানি মরিসনের মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল তা আমরা এখনও পর্যন্ত জানি না। ফলাফল দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ফাঁদ বেশ সুকৌশলেই পাতা হয়েছিল। p অক্ষরে এবং g-র লেজের দিক বংশানুক্রমিকতার ছাপ দেখে আপনারা যে খুশি না হয়ে পারবেন না সেবিষয়ে আমি

নিশ্চিত। বুড়োর লেখায় i অক্ষরের মাথায় ফুটকির অনুপস্থিতিও লক্ষ্য করবার মত বৈশিষ্ট্য। ওয়াটসন, আমার মনে হচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে আমাদের নির্জন বিশ্রাম খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, এবং অনেক বেশী উদ্দীপনা নিয়ে কালই আমি বেকার স্ট্রীটে ফিরে যাব।'



অষ্টাবক্র মানুষটি
The Crooked Man

আমার বিয়ের কয়েকমাস পরে এক গ্রীষ্মের রাতে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে শেষ পাইপটি টানতে টানতে একখানা উপন্যাসের পাতায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। সারাদিন খুব খাটুনি গেছে। স্ত্রী আগেই দোতলায় উঠে গেছে। কিছুক্ষণ আগে হলের দরজা বন্ধ করার শব্দে বুঝতে পেরেছি, চাকররাও শুতে গেছে। আসন থেকে উঠে পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলছি এমন সময় হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। পৌনে বারোটা। এত রাতে কোন অতিথি আসতে পারে না। নির্ঘাৎ কোন রোগী, আর তার মানেই সারা রাত জাগরণ। বিকৃত মুখে হলে ঢুকে দরজা খুললাম। সবিস্ময়ে দেখি, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস।

সে বলল, 'এই যে ওয়াটসন, জানতাম তোমাকে ঠিক ধরতে পারব।'

'আরে ভাই, আগে ভিতরে এস।'

'তুমি খুব বিস্মিত হয়েছ তো! সে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু এখন আশ্বস্ত হয়েছ নিশ্চয়! হুম! তুমি দেখছি এখনও কুমার-জীবনের আর্কেডিয়া মিকচারই খাচ্ছ! তোমার কোটের উপরকার পেঁজা তুলোর মত ছাই দেখে তো ভুল হবার জোটি নেই। তুমি যে একসময় ইউনিফর্ম পরতে অভ্যস্ত ছিলে সেটা বলাও খুবই সহজ; যতকাল আস্তিনের মধ্যে রুমাল গুঁজে রাখার অভ্যাস তোমার থাকবে ততদিন তুমি কেতাদুরস্ত বেসামরিক নাগরিক হতে পারবে না। আজ রাতটা এখানে আমার থাকার একটা ব্যবস্থা করতে পারবে কি?'

'আনন্দের সঙ্গে।'

'তুমি বলেছিলে একজনের মত একটা ব্যাচেলার-কোয়ার্টার তোমার আছে, আর দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে কোন অতিথি তোমার বাড়িতে নেই। তোমার হ্যাট-স্ট্যাণ্ডই সেকথা ঘোষণা করছে।'

'তুমি এখানে থাকলে খুবই খুশি হব।'

'ধন্যবাদ। তাহলে একটা শূন্য পেগ পূর্ণ করে নিতে চাই। কিন্তু তুমি বাড়িতে একজন বৃটিশ কাজের লোক রেখেছ দেখে দুঃখিত বোধ করছি। সে

তো বদের বাসা। নর্দমা পরিষ্কার করে না আশা করি?'

'না, গ্যাসে কাজ করে।'

'আহা, তোমার লাইনোলিয়ামের উপর যেখানটায় আলো পড়ে সেখান-টাতেই জুতোর নালের দুটো দাগ বসিয়ে দিয়েছে। না. ধন্যবাদ, আমি ওয়াটারলু থেকে খেয়েই এসেছি, তবে তোমার সঙ্গে মনের খুশিতে একটা পাইপ টানব।'

আমার পাউচটা তার হাতে দিলাম; সেও আমার উল্টো দিকে বসে বেশ কিছু সময় নীরবে ধূমপান করতে লাগল। আমি ভালভাবেই জানি, গুরুতর কোন কাজ না থাকলে এত রাতে সে আমার কাছে আসত না, তাই সে কাজের কথায় না আসা পর্যন্ত আমি ধৈয ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'দেখছি এখন তুমি বেশ কর্মব্যস্ত আছ।'

'সত্যি, সারাটাদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম', আমি জবাবে বললাম। 'জানি তোমার কাছে বোকামি বলেই মনে হবে তবু বলছি, সেকথা তুমি কেমন করে অনুমান করলে আমি সত্যি বুঝতে পারছি না।'

হোমস আপন মনেই মুখ টিপে হাসতে লাগল।

তারপর বলল, 'ভাই ওয়াটসন, তোমার সব অভ্যাসগুলোই তো জানার সুবিধা আমার হয়েছে। দূরত্ব অল্প হলে তুমি হেঁটেই যাও, আর বেশ দূরে যেতে হলেই গাড়ি নাও। দেখতে পাচ্ছি অনেক ব্যবহার সত্ত্বেও তোমার জুতো ধুলোয় নোংরা হয় নি, কাজেই তুমি যে এখন ডাক্তারি ব্যাপারে এতই ব্যস্ত যে গাড়ি না নিয়ে পারছ না সেটা সন্দেহ না করে তো পারি না।'

'চমৎকার!' আমি চেঁচিয়ে বললাম।

'খুবই প্রাথমিক', সে বলল। 'একজন যুক্তিবিদ এমন ফল দেখাতে পারে যা তার প্রতিবেশীর কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়ে থাকে, কারণ সেই অনুমানের ভিত্তিস্বরূপ একটা ছোট বিষয়কে সে উপেক্ষা করেছে। এটাও সেই-রকমই একটা দৃষ্টান্ত। ভাই হে, তোমার এই সব আকর্ষণীয় ছোট ছোট রেখা-চিত্রগুলির কোন কোনটা সম্পর্কেও ওই একই কথা বলা চলে। তুমিও তো সমস্যার কিছু কিছু অংশ নিজের হাতেই রেখে দাও, কখনও পাঠকদের জানতে দাও না। এখন আমিও ঐ সব পাঠকদের অবস্থায় পড়েছি। মানুষের মস্তিষ্ককে বিচলিত করবার মত যেসব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে তাদেরই অন্যতম একটি ঘটনার অনেকগুলো সূত্রই আমার এই হাতের মধ্যে পেয়েছি, কিন্তু এমন দু' একটির হদিস পাচ্ছি না যেগুলি আমার অভিমতকে পূর্ণ করবার জন্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ওয়াটসন, সে সূত্রগুলি পেতেই হবে, আমি তাদের পাবই!' তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল, আর তার পাতলা গালে ঈষৎ রঙের ছোপ লাগল। মুহূর্তের জন্য তার তীক্ষ্ণ, তীব্র প্রকৃতির উপর থেকে আবরণটা যেন

সরে গেল, কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। আবার যখন দেখলাম, তখন তার মুখে সেই নিগ্রোসুলভ নির্বিকারত্ব যার জন্য অনেকেই তাকে মানুষের বদলে যন্ত্র বলে মনে করে।

সে বলল, 'সমস্যাটার মধ্যে অনেক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে; এমন কি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও বলতে পারি। ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেছি, এবং মনে হচ্ছে যেন একটা সমাধানও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সেই শেষ ধাপে তুমি যদি আমার সঙ্গী হতে পার তাহলে আমার অনেক উপকার হবে।'

'সে তো আনন্দের কথা।'

'আগামীকালই তুমি কি এল্ডারশট পর্যন্ত যেতে পারবে?'

'জ্যাকসন আমার প্র্যাকটিসের ভার নেবে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'খুব ভাল। আমি ১১:১০-এ ওয়াটারলু থেকে যাত্রা করতে চাই।'

'তাহলে তো হাতে যথেষ্ট সময় আছে।'

'যদি তোমার খুব ঘুম না পেয়ে থাকে, তাহলে যা ইতিমধ্যে ঘটেছে এবং আর কি কি করণীয় আছে তার একটি বিবরণ তোমাকে শোনাব।'

'তুমি আসার আগে ঘুম পেয়েছিল, কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ সজাগ।'

'এই সমস্যার পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় কোন অংশ বাদ না দিয়ে গল্পটাকে আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করব। হয় তো এবিষয়ে কিছু বিবরণ তুমি পড়েছ। এল্ডারশটে রয়াল ম্যালোজ রেজিমেণ্টের কর্ণেল বার্কলের খুনের কথাই আমি বলছি। সে ব্যাপারে তদন্তের ভারও আমি নিয়েছি।'

'এবিষয়ে আমি কিছুই শুনি নি।'

'স্থানীয় লোক ছাড়া অন্য কারও মনোযোগ এখনও সেদিকে বিশেষ আকৃষ্ট হয় নি। মাত্র দু'দিন আগেকার ঘটনা। সংক্ষেপে ঘটনাগুলি নিম্নরূপ:

তুমি তো জান, "রয়াল ম্যালোজ" বৃটিশ সেনাবাহিনীর অন্তর্গত বিখ্যাত আইরিশ রেজিমেণ্টগুলির অন্যতম। এই রেজিমেণ্টটি ক্রিমিয়াতে এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় আশ্চর্য কাজ করেছে এবং তখন থেকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সোমবার রাত পর্যন্তও এর সেনাপতি ছিলেন প্রবীণ সাহসী যোদ্ধা জেমস বার্কলে। সাধারণ সৈনিক হিসাবে জীবন শুরু করে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিজ শৌর্যের বলে তিনি কমিশনের মর্যাদা লাভ করেন এবং একদা যে রেজিমেণ্টের বন্দুকধারী সৈনিকমাত্র ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হয়েছিলেন তারই সেনাপতি।

'সার্জেণ্ট থাকাকালেই কর্ণেল বার্কলে বিয়ে করেন; তার স্ত্রী—তার প্রাকবিবাহ নাম ছিল মিস ন্যান্সি ডেভয়—ছিলেন ঐ একই কোম্পানির এক প্রাক্তন পতাকাবাহী সার্জেণ্টের মেয়ে। সহজেই বোঝা যায় যে এই তরুণ দম্পতি যখন নতুন পরিবেশে প্রবেশ করল তখন কিছু কিছু সামাজিক সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। অবশ্য মনে হয় যে তারা খুব তাড়াতাড়িই নিজেদের খাপ

খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন, এবং আমি যতদূর জানি, স্বামী যেমন তার সহকর্মী অফিসারদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন, মিসেস বার্কলেও রেজিমেণ্টের মহিলাদের মধ্যে সেইরকম জনপ্রিয় ছিলেন। আমি আর একটু যোগ করতে পারি যে মহিলাটি পরমা সুন্দরী এবং ত্রিশ বছরেরও আগে বিয়ে হলেও আজও তার চেহারা মনে ধরার মত।

'দেখে তো মনে হয় কর্ণেল বার্কলের পারিবারিক জীবন আগাগোড়াই বেশ সুখের ছিল। মেজর মারফির কাছ থেকেই আমি সব কথা জেনেছি; তিনিও আমাকে নিশ্চিত করে বলেছেন যে তাদের দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কথা তিনি কখনও শোনেন নি। তিনি মনে করেন, মোটামুটি-ভাবে বার্কলের প্রতি তার স্ত্রীর অনুরাগের চাইতে স্ত্রীর প্রতি বার্কলের অনুরাগই ছিল বেশী। একদিনের জন্যও স্ত্রী কাছে না থাকলে তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতেন। অপরদিকে ভক্তিমতী ও বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও মহিলাটির একটা দুর্দমনীয় আসক্তি ছিল না। কিন্তু রেজিমেণ্টের সকলেই তাদের মাঝ-বয়সী আদর্শ দম্পতি বলে মনে করত। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যা থেকে পরবর্তীকালের একটি বিয়োগান্ত ঘটনার জন্য তারা প্রস্তুত হতে পারে।

কর্ণেল বার্কলের নিজেরও কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে বলে মনে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি একজন চটপটে, আমুদে প্রবীণ সৈনিক, কিন্তু অতীতে দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় তিনি যথেষ্ট মারমুখী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারেন। অবশ্য তার চরিত্রের এই দিকটা কখনও তার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহৃত হয় নি। তার চরিত্রের আরও একটা দিক মেজর মারফির নজরে এসেছে, এবং যে পাঁচজন অফিসারের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তাদের মধ্যেও তিনজনই আমাকে সেকথা বলেছে: মাঝে মাঝেই কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের মানসিক অবসাদ তাকে পেয়ে বসে। মেজরের নিজের কথায়ই বলি: মেসের টেবিলে হৈ-হল্লা করতে করতে হঠাৎ যেন একটা অদৃশ্য হাত তার মুখের সব হাসি মুছে ফেলে দেয়। সেই অবস্থা যখন দেখা দেয় তখন দিনের পর দিন তিনি একটা গভীর বিষণ্ণতার মধ্যে ডুবে থাকেন। এই দিকটা এবং কতকগুলি কুসংস্কারের ছোঁয়া—তার চরিত্রের একমাত্র এই অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলিই তার সহকর্মী অফিসারদের নজরে পড়েছে। শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ হল, তিনি একাকী থাকতে, বিশেষ করে অন্ধকার হবার পরে, অপছন্দ করেন। তার পুরুষোচিত চরিত্রের এই শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রায়ই নানারকম জল্পনা-কল্পনা হয়ে থাকে।

'কয়েক বছর হল রয়াল ম্যালোজ-এর প্রথম বাহিনী (সেটাই পুরনো ১১৭তম বাহিনী) এল্ডারশটে মোতায়েন হয়েছে। বিবাহিত অফিসাররা সেনা-ব্যারাকের বাইরে থাকে; কর্ণেল আগাগোড়াই উত্তর শিবির থেকে

আধ মাইলটাক দূরবর্তী "লেসিন" নামক একটা ভিলাতে বাস করতেন। বাড়িটা নিজস্ব জমির উপর তৈরি, তবে তার পশ্চিম দিকটার দূরত্ব রাজপথ থেকে ত্রিশ গজের বেশী নয়। চাকর বলতে একটি কোচয়ান ও দুটি দাসী। প্রভু, প্রভু-পত্নী আর তারা তিনজনই বাড়ির একমাত্র বাসিন্দা, কারণ বার্কলে-দম্পতির কোন সন্তান নেই এবং আবাসিক অতিথি কেউ বড় একটা আসত না।

'এবার গত সোমবার রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে লেসিনে যা যা ঘটেছিল তা বলছি।

'মনে হয় মিসেস বার্কলে রোমান ক্যাথলিক গীর্জার সদস্য ছিলেন এবং সেণ্ট জর্জ গিল্ড প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। গরীব লোকদের পুরনো জামা-কাপড় সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ওয়াট স্ট্রীট চ্যাপেলের সঙ্গে সহযোগিতায় গিল্ডটি গঠিত হয়েছিল। সেদিন রাত আটটায় গিল্ডের একটা সভা ছিল। সেখানে হাজির হবার জন্য মিসেস বার্কলে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করেন। তিনি বাড়ি থেকে যাবার সময় স্বামীর সঙ্গে কিছু গতানুগতিক কথাবার্তা যা বলেছিলেন সেগুলি কোচয়ান শুনতে পেয়েছিল। তিনি শীঘ্রই ফিরে আসবেন, একথাও স্বামীকে বলেছিলেন। তখন তিনি পাশের ভিলার বাসিন্দা মিস মরিসনকে ডাকেন এবং দু'জন একসঙ্গে সভায় চলে যান। চল্লিশ মিনিট ধরে সভা চলে। পথে মিস মরিসনকে তার দরজায় ছেড়ে দিয়ে পৌনে ন'টায় মিসেস বার্কলে বাড়ি ফেরেন।

'লেসিনে একটা ঘরকে সকালবেলাকার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ঘরটার মুখ রাস্তার দিকে এবং একটা ভাঁজ-করা বড় কাঁচের দরজা লনের দিকে খোলে। লনটা ত্রিশ গজ চওড়া এবং উপরে রেল বসানো একটা নীচু দেয়ালের দ্বারা রাজপথ থেকে আলাদা করা। বাড়ি ফিরে মিসেস বার্কলে এই ঘরেই ঢোকেন। খড়খড়িগুলো বন্ধ করা হয় নি, কারণ রাতে ঘরটা বড় একটা ব্যবহার করা হত না। মিসেস বার্কলে নিজেই বাতিটা ধরালেন এবং ঘণ্টা বাজিয়ে পরিচারিকা জন স্টুয়ার্টকে ডেকে এক কাপ চা দিতে বললেন। এটা কিন্তু তার স্বাভাবিক অভ্যাসের বিরোধী। কর্নেল খাবার ঘরে বসেছিলেন, কিন্তু স্ত্রী ফিরে এসেছে শুনে সকালবেলাকার ঘরে তার কাছে গেলেন। কোচয়ান তাকে হল পার হয়ে সে ঘরে ঢুকতে দেখেছে। তারপর তাকে আর জীবিত অবস্থায় দেখা যায় নি।

'দশ মিনিট পরে চা নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে দাসী সবিস্ময়ে শুনতে পায়, তার প্রভু ও প্রভু-পত্নীর মধ্যে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি চলেছে। দরজায় টোকা দিয়ে কোন সাড়া না পেয়ে হাতল ঘুরিয়ে দেখে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। স্বভাবতই সে তখন দৌড়ে নীচে গিয়ে রাঁধুনীকে বলে এবং কোচয়ানকে সঙ্গে নিয়ে দুটি স্ত্রীলোক হলে ঢুকে শুনতে পায়, ঝগড়া তখনও সমানে চলেছে।

তারা সকলেই একমত যে মাত্র দুটো গলাই শোনা যাচ্ছিল—একটা বার্কলের, আর একটা তার স্ত্রীর। বার্কলের কথাগুলো অস্পষ্ট ও আচমকা শোনা যাচ্ছিল। অপর দিকে মহিলার গলা ছিল তীক্ষ্ণ এবং যখনই তিনি উঁচু পর্দায় কথা বলছিলেন তখনই পরিষ্কার সব শোনা যাচ্ছিল। তিনি বার বার বলছিলেন, 'তুমি কাপুরুষ! এখন কি করা যাবে? আমার জীবন আমাকে ফিরিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে একই বাতাসে আমি আর নিঃশ্বাস নেব না। তুমি কাপুরুষ! তুমি কাপুরুষ!' এই ধরনের টুকরো টুকরো কথার শেষে হঠাৎ পুরুষের গলায় একটা মারাত্মক চীৎকার শোনা গিল, আর তারপরই একটা পতনের শব্দ এবং স্ত্রী-কণ্ঠের আর্ত চীৎকার। একটা বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটেছে বুঝতে পেরে কোচয়ান দরজার দিকে ছুটে যায় এবং সেটা ভাঙতে চেষ্টা করে। ভিতর থেকে আর্তনাদের পর আর্তনাদের শব্দ আসতে থাকে। যা হোক, সে দরজা ভাঙতে পারে না, আর স্ত্রীলোক দুটিও ভয়ে এতই বিচলিত হয়ে পড়ে যে তারা কোন রকম সাহায্য করতে পারে না। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই সে দৌড়ে হলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে লনে চলে যায়। ঘরের লম্বা ফরাসী জানালাগুলো সেইদিকেই খোলে। জানালার একটা দিক খোলা ছিল। গ্রীষ্মকালে সেটা খুবই স্বাভাবিক। কোচয়ান বিনা আয়াসেই ঘরে ঢুকে যায়। প্রভু-পত্নীর আর্তনাদ থেমে গেছে; তিনি একটা কোচের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আর চেয়ারের হাতলের উপর পা দুটি এলিয়ে দিয়ে চুল্লির ঢাকনার কোণায় মেঝেতে মাথা রেখে নিজেরই রক্তস্রোতের মধ্যে মরে পড়ে আছেন হতভাগ্য সৈনিক!

'কোচয়ান যখন বুঝল যে মনিবের জন্য তার আর কিছুই করার নেই তখন তার প্রথম চিন্তাই হল দরজাটা খুলে দেওয়া। কিন্তু তখনই একটা অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত অসুবিধা দেখা দিল। চাবিটা দরজার ভিতর দিকেও ছিল না, বা ঘরের মধ্যে কোথাও সেটা পাওয়া গেল না। সুতরাং সে আবার জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং পুলিশ ও ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। এ অবস্থায় স্বভাবতই মহিলাটির উপরেই সব চাইতে বেশী সন্দেহ পড়ে। তিনি তখনও অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। সেই অবস্থায়ই তাকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্ণেলের দেহটাকে সোফার উপর শুইয়ে দিয়ে দুর্ঘটনাস্থলটাকে ভাল করে পরীক্ষা করা হয়।

'মাথার পিছন দিকে দু ইঞ্চি মত লম্বা একটা থেঁতলানো আঘাতের ফলেই হতভাগ্য প্রবীণ লোকটির মৃত্যু হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, একটা ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করা হয়েছিল। সে অস্ত্রটা কি সেটা অনুমান করাও কঠিন হল না। মৃতদেহের পাশেই মেঝের উপরে হাড়ের হাতল-ওয়ালা কাঠের শক্ত একটা কোঁদা বড় মুগুর পড়েছিল। কর্ণেল যেসব বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করেছেন সেখান থেকে নানা ধরনের সব অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছেন;

পুলিশ মনে করে, এই মুগুরটিও তার সেই সব বিজয়-স্মারকের অন্যতম। চাকররা বলেছে তারা সেটাকে আগে কখনও দেখে নি, কিন্তু বাড়িতে এত অসংখ্য স্মৃতি-চিহ্ন সংগৃহীত রয়েছে যে তার মধ্যে এই একটি কারও নজরে না পড়তেও পারে। মিসেস বার্কলের কাছে, বা মৃতের কাছে, অথবা ঘরের অন্য কোথাও নিখোঁজ চাবিটা পাওয়া যায় নি, একমাত্র এই দুর্বোধ্য ঘটনাটি ছাড়া পুলিশ ঘরের ভিতর আর উল্লেখযোগ্য কিছুই পায়নি। এল্ডারশট থেকে একজন চাবিওয়ালাকে ডেকে এনে পরে দরজাটা খোলা হয়।

'দেখ ওয়াটসন, ঠিক এই পরিস্থিতিতে মেজর মারফির অনুরোধে গত মঙ্গলবার সকালে পুলিশের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবার জন্য আমি এল্ডারশটে যাই। তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে সমস্যাটা বেশ আকর্ষণীয়; কিন্তু তদন্তে নেমে অচিরেই বুঝতে পারলাম যে, প্রথম দৃষ্টিতে যতটা মনে হয়েছিল আসলে ব্যাপারটা আরও বেশী অসাধারণ।

ঘরটা পরীক্ষা করবার আগে চাকরদের জেরা করে য জানতে পেরেছি সেসবই তোমাকে বললাম। পরিচারিকা জেন স্টুয়ার্ট আর একটা নতুন কথা বলেছে। তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে, ঝগড়ার শব্দ শুনে সে নীচে নেমে যায় এবং অন্য চাকরদের নিয়ে ফিরে আসে। সে বলছে, প্রথমবার যখন সে একা ছিল তখন তার মনিব ও মনিব-পত্নীর গলা এত নীচু ছিল যে কিছুই শুনতে পায় নি; তাদের মধ্যে যে ঝগড়া হচ্ছে এটা সে বুঝেছিল তাদের কথা থেকে নয়, তাদের গলার স্বর থেকে। আমি চেপে ধরায় তার মনে পড়ে যায় যে, বার দুই সে মহিলাটিকে 'ডেভিড' কথাটা উচ্চারণ করতে শুনেছে। এ ঘটনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর থেকে হঠাৎ ঝগড়ার একটা কারণের হদিস আমরা পেতে পারি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে কর্ণেলের নাম জেমস।

'এই ব্যাপারে একটা জিনিস বাড়ির চাকর ও পুলিশের উপর গভীর রেখাপাত করেছে। সেটা হচ্ছে কর্ণেলের মুখের বিকৃতি। তাদের বিবরণ অনুসারে একটা মানুষের মুখে ভয় ও আতংকের যতদূর ভয়ংকর ভাব ফুটে ওঠা সম্ভব সে মুখে তাই ফুটে উঠেছিল। তার মুখ এতই ভীষণ আকার ধারণ করেছিল যে তা দেখেই একাধিক লোক মূর্চ্ছা গেছে। নিশ্চয় তিনি তার পরিণাম দেখতে পেয়েছিলেন, আর তাই তীব্র আতংক তাকে পেয়ে বসেছিল। কর্ণেল হয় তো দেখতে পেয়েছিলেন যে তার স্ত্রী তাকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করতে উদ্যত,—পুলিশের এই ধারণার সঙ্গেও এটা বেশ খাপ খেয়ে যায়। ক্ষতটা তার মাথার পিছন দিকে হয়েছে, এ আপত্তিও টেকে না, কারণ তিনি হয় তো আঘাতটা এড়াবার জন্য ঘুরে গিয়েছিলেন। মস্তিষ্কের বিকার-জনিত জ্বরের আক্রমণে সাময়িকভাবে উন্মাদ হয়ে পড়ায় মহিলাটির কাছ থেকে কোন কথাই জানা যায় নি।

'পুলিশের কাছ থেকে আমি জেনেছি, মিস্ মরিসন (সেই রাতে যিনি মিসেস বার্কলের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন) বলেছেন যে, তার সঙ্গিনী কি কারণে এরকম বদ-মেজাজ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তা তিনি জানেন না।

'দেখ ওয়াটসন, এই সব তথ্য সংগ্রহ করে তার মধ্যে কোন্‌গুলো সত্য-নির্ধারক আর কোন্‌গুলো নেহাৎই আকস্মিক তা বুঝবার চেষ্টায় আমি অনেকগুলো পাইপ পুড়িয়ে ছাই করেছি। দরজার চাবিটার অদ্ভুত অন্তর্ধানই যে এব্যাপারে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ও ইঙ্গিতপূর্ণ পয়েন্ট সেবিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। খুবই সতর্কভাবে তল্লাসী চালিয়েও ঘরের মধ্যে সেটাকে পাওয়া যায় নি। সুতরাং নিশ্চয়ই সেটাকে ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু কর্ণেল, বা তার স্ত্রী কেউই যে সেটা নিতে পারেন না এ তো খুবই পরিষ্কার। সুতরাং নিশ্চয় কোন তৃতীয় ব্যক্তি ঘরে ঢুকেছিল, আর সেই তৃতীয় ব্যক্তি একমাত্র জানালা দিয়েই ঘরে ঢুকতে পারে। আমার মনে হল, ঘর ও লনটা ভাল করে পরীক্ষা করলে হয়তো সেই রহস্যময় ব্যক্তিটির কিছু হদিস মিলতে পারে। তুমি তো আমার পদ্ধতিগুলি জান ওয়াটসন। তাদের কোনটাই প্রয়োগ করতে আমি বাকি রাখলাম না। শেষ পর্যন্ত কিছু হদিসও মিলল, কিন্তু আমি যেরকমটা পাব বলে আশা করেছিলাম পেলাম তার ঠিক বিপরীত। ঘরে একটা লোক ছিল, আর সে এসেছিল রাস্তা থেকে লন পেরিয়ে। তার পায়ের পাঁচটা পরিষ্কার ছাপ পেয়েছিলাম,—একটা রাস্তার উপরে ঠিক যেখানটায় সে নীচু দেয়ালটা টপকেছে, দুটো লনে, এবং যে জানালা দিয়ে সে ঢুকেছিল তার কাছের একটা ছোপ-ধরা বোর্ডের উপর দুটো খুব অস্পষ্ট ছাপ। স্পষ্টতই সে ছুটে লনটা পার হয়েছিল, কারণ গোড়ালি অপেক্ষা তার আঙুলের দাগগুলো বেশী গভীর। কিন্তু সে লোকটি আমাকে বিস্মিত করে নি। বিস্মিত করেছে তার সঙ্গী।'

'তার সঙ্গী!'

হোমস পকেট থেকে টিস্যু-পেপারের একটা লম্বা শিট বের করে সযত্নে হাঁটুর উপর মেলে ধরল।

প্রশ্ন করল, 'এর থেকে কি বুঝতে পারছ?'

কাগজটা কোন ছোট জন্তুর পায়ের ছাপে ভর্তি। তাতে পাঁচটা পায়ের পাতার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে; ওগুলো দীর্ঘ নখের পরিচায়ক; আর সমস্ত ছাপটা আকারে বড় জোর একটা বড় চামচের মত।

'একটা কুকুর', আমি বললাম।

'কখনও কি শুনেছ যে কুকুর পর্দা বেয়ে ওঠে? এই জন্তুটি যে সে কাজ করেছে তার স্পষ্ট নিদর্শন আমি পেয়েছি।'

'তাহলে কি বাঁদর?'

'কিন্তু এ তো বাঁদরের পায়ের ছাপ নয়।'

'তাহলে কি হতে পারে?'

'কুকুর নয়, বেড়ালও নয়, বাঁদরও নয়, এমন কি আমাদের পরিচিত কোন জীবই নয়। পায়ের ছাপের মাপ থেকেই আমি এটা বুঝতে পেরেছি। এই দেখ চারটে ছাপ যেখানে জন্তুটা নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল। দেখতে পাচ্ছ যে পায়ের সম্মুখ থেকে পিছন পর্যন্ত পনেরো ইঞ্চির কম নয়। তার সঙ্গে গলা ও মাথার দৈর্ঘ্য যোগ কর; তাহলেই এমন একটা জীব পাবে যার দৈর্ঘ্য দু ফুটের কম নয় —বরং লেজ থাকলে কিছুটা বেশীই হবে। এবার আরেকটা মাপ লক্ষ্য কর। এখানে জন্তুটা চলছে, কাজেই তার পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য আমরা পাচ্ছি। প্রতিটি পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য প্রায় তিন ইঞ্চি। এর থেকেই বুঝতে পারছ যে জীবটির দেহটা লম্বা, কিন্তু পাগুলো ছোট। বুদ্ধি করে কোন লোমও ফেলে যায় নি। তবে তার চেহারা আমি যেরকম বলেছি সেইরকমই হবে, সে পর্দা বেয়ে উঠতে পারে এবং মাংসাশী।'

'সেটা কি করে বুঝলে?'

'যেহেতু সে পর্দা বেয়ে উঠেছিল। জানালায় একটা ক্যানারি পাখির খাঁচা ঝুলছিল; মনে হয় পাখিটাকে ধরাই তার লক্ষ্য ছিল।'

'তাহলে জন্তুটা কি?'

'আরে, ওটার একটা নাম দিতে পারলে তো সমস্যা সমাধানের পথে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারতাম। মোটের উপর ওটা হয় তো বেজি জাতীয় কোন জন্তু—অথচ সেরকম জন্তু আমি যতগুলি দেখেছি তার চাইতে বড়।'

'কিন্তু এই অপরাধের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?'

'সেটাও এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে বুঝতেই তো পারছ, আমরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। আমরা জেনেছি, একটা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বার্কলে-দম্পতির ঝগড়া দেখছিল,—খড়খড়ি তোলা ছিল এবং ঘরে আলো জ্বলছিল। আমরা আরও জেনেছি, সে দৌড়ে লন পার হয়ে একটা অদ্ভুত জন্তুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢোকে এবং হয় সে কর্ণেলকে আঘাত করে, অথবা এও হতে পারে যে তাকে দেখেই নিছক ভয়েই কর্ণেল পড়ে যান এবং চুল্লির ঢাকনার কোণায় লেগে তার মাথা কেটে যায়। আর শেষ কথা, আগন্তুক যাবার সময় চাবিটা সঙ্গে নিয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'তোমার এই সব আবিষ্কারের ফলে ব্যাপারটা তো আগের চাইতেও গোলমেলে হয়ে উঠেছে।'

'ঠিক তাই। এর ফলেই দেখা যাচ্ছে যে প্রথম যেরকমটা ভাবা গিয়েছিল ব্যাপারটা তার চাইতে অনেক বেশী গভীর। সবকিছু ভেবেচিন্তে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে কেসটাকে অন্য দিক থেকে দেখতে হবে। কিন্তু সত্যি ওয়াটসন তোমাকে অনেকক্ষণ জাগিয়ে রেখেছি; এসব কথা তো কাল এল্ডারশট যাবার পথেই তোমাকে বলতে পারতাম।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু তুমি এতটা এগিয়েছ যে আর থামা চলে না।'

'এটা ঠিক যে সাড়ে সাতটার সময় মিসেস বার্কলে যখন বাড়ি থেকে যান তখন স্বামীর সঙ্গে তার সদ্ভাবই ছিল। মনে হচ্ছে তোমাকে আগেই বলেছি যে তিনি কখনই স্বামীর প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগিণী ছিলেন না, কিন্তু কোচয়ান শুনেছে যে তিনি স্বামীর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই কথা বলেছিলেন। এখন এটা তো ঠিক যে বাড়ি ফিরেই তিনি যে ঘরটায় গেলেন সেখানে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না, একজন উত্তেজিত স্ত্রীলোকের মতই সঙ্গে সঙ্গে তিনি চায়ের হুকুম করলেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বামী তার কাছে আসামাত্রই তিনি প্রচণ্ড অভিযোগে একেবারে ফেটে পড়লেন। সুতরাং সাড়ে সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে এমন কিছু ঘটেছিল যাতে স্বামীর প্রতি তার মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ দেড় ঘণ্টা সময় মিস মরিসন সারাক্ষণই তার সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে তিনি অস্বীকার করলেও এ ব্যাপারে অনেক কিছু তিনি নিশ্চয় জানেন।

'আমার অনুমান, এই যুবতী ও বৃদ্ধ সৈনিকটির মধ্যে কিছুটা যাতায়াত ছিল, আর যুবতীটি এখন সেকথা স্ত্রীর কাছে স্বীকার করেছেন। স্ত্রীর ক্রুদ্ধ প্রত্যাবর্তন এবং কোন কিছু ঘটনা সম্পর্কে মেয়েটির অস্বীকৃতি—এই দুইয়েরই ব্যাখ্যা এই অনুমানে পাওয়া যাচ্ছে।, বাইরে থেকে যেসব কথা শোনা গিয়েছিল তার সঙ্গেও এটা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন নয়। কিন্তু অন্য দিকে রয়েছে ডেভিডের নামোল্লেখ এবং স্ত্রীর প্রতি কর্ণেলের সর্বজনবিদিত অনুরাগের কথা যার ফলে ও ধরনের কোন সন্দেহের কথাই উঠতে পারে না। আরও রয়েছে একটি তৃতীয় লোকের আকস্মিক আবির্ভাব, যদিও আগেকার ঘটনাবলীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। সঠিক পদক্ষেপ খুব সোজা ব্যাপার নয়, তবে মোটামুটিভাবে কর্ণেল ও মিস মরিসনের মধ্যে কোন ব্যাপার ছিল এ ধারণা বাতিল করার পক্ষপাতী হলেও আমি কিন্তু দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি যে মিসেস বার্কলের মনে কেন তার স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ দেখা দিল সে খবর ঐ যুবতীটি রাখেন। সুতরাং স্বভাবতই আমি মিস মরিসনের সঙ্গে দেখা করে তাকে বুঝিয়ে বললাম যে তিনি যেসব ঘটনা জানেন সেবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত; তাকে আরও বললাম যে সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা না হলে তার বন্ধু মিসেস বার্কলেকে খুনের দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে।

'মিস মরিসন একটা ছোটখাটো আকাশচারিণী মেয়ে, তার চোখ দুটি ভীরু-ভীরু, মাথার চুল নীল; কিন্তু তাই বলে চালাকি ও সাধারণ বুদ্ধিতেও কম যান না। আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবলেন, তারপর হঠাৎ একটা মানসিক দৃঢ়তার ভাব এনে একটা উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দিয়ে বললেন। তোমার

সুবিধার জন্য সেটাকে সংক্ষেপে বলছি।

'তিনি বললেন, "বন্ধুর কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে এ ব্যাপারে কোন কথা বলব না, আর প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যখন এরকম একটা গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এবং যখন অসুস্থতার জন্য সে বেচারির মুখ বন্ধ হয়ে গেছে, তখন যেহেতু কথা বললে তাকে সত্যি সত্যি সাহায্য করা হবে তখন আমি মনে করি যে সে প্রতিজ্ঞা থেকে আমি মুক্ত। সোমবার রাতে কি কি ঘটেছিল সব আপনাকে হুবহু বলব।

"পৌনে ন'টা নাগাদ আমরা ওয়াট স্ট্রীট মিশন থেকে ফিরছিলাম। আমাদের হাডসন স্ট্রীট ধরে আসতে হয়েছিল, আর সে রাস্তাটা খুবই নির্জন। রাস্তার বাঁ-দিকে একটি মাত্র বাতি ছিল। আমরা যখন বাতিটার কাছে পৌঁছেছি তখন দেখলাম সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে একটা লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তার এক কাঁধে ঝোলানো বাক্সের মত একটা জিনিস। লোকটিকে দেখে বিকলাঙ্গ বলে মনে হল, কারণ মাথাটা নীচু করে হাঁটু দুটি বেঁকিয়ে সে হাঁটছিল। আমরা যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন বাতিটার চক্রাকার আলোয় সে মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়েই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ভয়ংকর গলায় চীৎকার করে উঠল, "হা ঈশ্বর, এ যে ন্যান্সি।" মিসেস বার্কলের মুখ মরার মত সাদা হয়ে গেল; সেই ভীষণ-দর্শন লোকটি যদি তাকে ধরে না ফেলত তাহলে সে হয় তো পড়েই যেত। আমি পুলিশ ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলাম মিসেস বার্কলে খুব ভদ্রভাবে লোকটির সঙ্গে কথা বলছে।

'কাঁপা গলায় সে বলে উঠল, "আমি তো ভেবেছিলাম হেনরি, ত্রিশ বছর আগেই তুমি মারা গেছ।"

"তাই তো গিয়েছি", লোকটি বলল। যে স্বরে সে কথা বলল তা শুনলেই ভয় হয়। তার মুখটা কালো, ভীতিপ্রদ; তার দুটি চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন স্বপ্নের মধ্যেও আমাকে তাড়া করে। তার চুল ও গোঁফ সাদা, সমস্ত মুখটা শুকনো আপেলের মত বলী-রেখায় ভরা।

'মিসেস বার্কলে বলল, "তুমি একটু এগিয়ে যাও ভাই, এই লোকটির সঙ্গে আমি দু'একটা কথা বলতে চাই। এতে ভয়ের কিছু নেই।" কথাগুলি বেশ সাহসের সঙ্গে বলতে চাইলেও তখনও তার মুখ মরার মত বিবর্ণ এবং ঠোঁট দুটো এমনভাবে কাঁপছে যে মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না।

'আমি তার কথামতই কাজ করলাম, তারা কয়েক মিনিটের জন্য এক সঙ্গে হাঁটতে লাগল। তারপর যখন সে রাস্তা থেকে নেমে এল তখন তার চোখ দুটো জ্বলছে। দেখলাম, সেই বিকলাঙ্গ হতভাগ্য লোকটি ল্যাম্প-পোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে দুটি মুষ্টিবদ্ধ হাত এমনভাবে আকাশের দিকে ছুঁড়ছে যেন ক্রোধে পাগল হয়ে গেছে। মিসেস বার্কলে আর কোন কথা

বলল না ; শুধু যখন এই দরজার সামনে এলাম তখন আমার হাত ধরে মিনতি করে বলল, এই ঘটনার কথা যেন কাউকে না বলি। আরও বলল, "ও আমার একটি পুরনো বন্ধু, আজ পৃথিবীর পথে অনেক নীচে নেমে গেছে।" যখন প্রতিজ্ঞা করলাম যে কিছুই বলব না তখন সে আমাকে চুমো খেল। তারপর থেকে তাকে আর দেখি নি। সব কথাই আপনাকে বললাম ; পুলিশের কাছে এসব কথা গোপন রেখেছিলাম কারণ তখন আমি প্রিয় বান্ধবীর এত বড় বিপদের কথা বুঝতে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি, সব কিছু জানালে তারই ভাল হবে।"

'এই হল তার বিবৃতি। বুঝতেই পারছ ওয়াটসন, আমার কাছে এ যে আঁধার রাতের আলোক-শিখা। এতদিন যা কিছু ছিল বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, সব যেন ঠিক ঠিক জায়গায় খাপ খেয়ে গেল ; সমগ্র ঘটনা-পরম্পরাকে আমি যেন আবছাভাবে দেখতে পেলাম। যে লোকটি মিসেস বার্কলের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তাকে খুঁজে বের করাই হল আমার পরবর্তী কাজ। সে যদি এখনও এল্ডারশটে থেকে থাকে তাহলে কাজটা খুব শক্ত হবে না। সেখানে বেসামরিক লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়, আর একটি বিকলাঙ্গ লোক সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। একটা পুরো দিন তাকে খুঁজেছি, আর সন্ধ্যাবেলা—হ্যাঁ ওয়াটসন, আজই সন্ধ্যাবেলা—তাকে পেয়েছি। লোকটির নাম হেনরি উড ; যে রাস্তায় মহিলাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল সেখানকার বস্তিতেই সে থাকে। মাত্র পাঁচ দিন হল সে এখানে এসেছে। রেজিস্ট্রেশন-এজেন্টের পরিচয় দিয়ে তার বাড়িউলির সঙ্গে আমার খুবই আকর্ষণীয় কথাবার্তা হয়েছে। পেশাগতভাবে লোকটি একজন বাজিকর, প্রমোদ-অভিনেতা ; রাত হলেই সে বিভিন্ন ভোজনালয়ে গিয়ে কিছু কিছু খেলা দেখিয়ে লোককে আনন্দ দেয়। একটা জন্তুকে বাক্সে ভরে সঙ্গে নিয়ে যায়। ঐ জন্তুটা সম্পর্কে দেখলাম বাড়িউলি খুবই শংকিত, কারণ ওরকম জন্তু সে আগে কখনও দেখে নি। তার কথামত, লোকটি কোন কোন খেলায় জন্তুটাকেও ব্যবহার করে। এসব কথা বলে সে বিস্ময় প্রকাশ করল যে এরকম একটা বাঁকা-চোরা শরীর নিয়ে সে এখনও বেঁচে আছে কেমন করে ; তাছাড়া লোকটি নাকি অনেক সময়ই অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে, এবং গত দুই রাত ধরে সে তাকে তার শোবার ঘরে গোঙিয়ে গোঙিয়ে কাঁদতেও শুনেছে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে খুবই ভাল, তবে যে টাকাটা সে জমা রেখেছে তার মধ্যে একটা মুদ্রা নকল বলে মনে হয়। সেটা সে আমাকে দেখিয়েছে ওয়াটসন, সেটা একটা ভারতীয় টাকা।

'সুতরাং আমাদের অবস্থাটা কি রকম এবং কেন তোমার সহায়তা চাইছি সেটা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ ভাই। এটা খুবই পরিষ্কার যে মহিলা

দুটি চলে যাবার পরে এই লোকটি কিছুদূর পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে, জানালা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া দেখতে পায়, ছুটে বাড়িতে ঢোকে এবং ঐ জন্তুটা বাক্স থেকে বেরিয়ে পড়ে। এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু এই জগতে সেই একমাত্র লোক যে আমাদের ঠিক ঠিক বলতে পারে ঐ ঘরের মধ্যে কি কি ঘটেছিল।'

'আর তুমি সেকথা তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাও?'

'নিশ্চয়—তবে একজন সাক্ষীর সামনে।'

'আর আমিই কি সেই সাক্ষী?'

'যদি তুমি রাজী থাক। যদি সে সব কথা খুলে বলে তো খুব ভাল। যদি বাগড়া দেয়, তাহলে তো গ্রেপ্তারি পরোয়ানার জন্য আবেদন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

'কিন্তু তুমি কি করে জানলে যে আমরা ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সে সেখানে থাকবে?'

'বুঝতেই পারছ, সে ব্যবস্থাও করেছি। বেকার স্ট্রীট বাহিনীর একটা ছেলেকে তার উপর খাড়া পাহারা রেখে এসেছি। লোকটি যেখানেই থাক, ছেলেটা চোরকাঁটার মত তার পিছনে লেগে থাকবে। কাল আমরা তাকে হাডসন স্ট্রীটেই পাব ওয়াটসন। কিন্তু এদিকে তোমাকে যদি আরও রাত পর্যন্ত বসিয়ে রাখি তাহলে যে আমি নিজেই অপরাধী বনে যাব।'

দুপুর নাগাদ আমরা দুর্ঘটনা-স্থলে হাজির হলাম এবং সঙ্গীর নেতৃত্বে তৎক্ষণাৎ হাডসন স্ট্রীটে গেলাম। মনের আবেগ চেপে রাখতে হোমস দক্ষ, তথাপি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম সে চাপা উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে, আর আমি আধা খেলোয়াড়ি মনোভাবে এবং আধা বুদ্ধিদীপ্ত আনন্দের আশায় মশগুল হয়ে উঠলাম। যখনই কোন তদন্তকার্যে হোমসের সঙ্গী হই এই মিশ্র মনোভাব তখনই আমাকে পেয়ে বসে।

দুধারে সারি সারি সাদাসিদে দোতলা ইটের বাড়িগুলোর ভিতরকার ছোট রাস্তাটায় বাঁক নিয়েই সে বলল, 'এই রাস্তাটা। আরে! ঐ তো সিম্পসন খবর নিয়ে দাড়িয়ে আছে।'

আমাদের দিকে ছুটে এসে ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল, 'সে ভিতরেই আছে মিঃ হোমস।'

তার মাথায় হাত বুলিয়ে হোমস বলল, 'খুব ভাল, সিম্পসন! চলে এস ওয়াটসন। এই বাড়িটা।' নিজের কার্ডটা সে পাঠিয়ে দিল। তাতে লিখে দিল, গুরুতর কাজে সে এসেছে। একটু পরেই যাকে দেখতে এসেছি তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আবহাওয়া গরম হওয়া সত্ত্বেও সে একটা চুল্লির উপর ঝুঁকে বসেছিল। ছোট ঘরটাও যেন একটা জ্বলন্ত চুল্লি। লোকটি চেয়ারের উপর এমনভাবে এঁকেবেঁকে জুবুথুবু হয়ে বসেছিল যে দেখলেই

বিকলাঙ্গতার যে আভাষ মনে জাগে তাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সে আমাদের দিকে মুখটা ফেরালো। সে মুখ এখন জীর্ণ ও খোঁয়াটে হলেও এক সময়ে নিশ্চয় খুবই সুন্দর ছিল। পিত্তাধিক্যজনিত হলদেটে চোখে সে আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল এবং কোন কথা না বলে বা চেয়ার থেকে না উঠে দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিল।

'আপনি নিশ্চয় ভারতবর্ষপ্রত্যাগত মিঃ হেনরি উড?' হোমস সবিনয়ে বলল। 'কর্ণেল বার্কলের মৃত্যুর সেই ছোট ব্যাপারটা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।'

'সেসব কথা আমি কি করে জানব?'

'সেইটেই তো আমিও জানতে চাই। আপনি কি জানেন যে, ব্যাপারটা না মিটে গেলে আপনার প্রাক্তন বান্ধবী মিসেস বার্কলের হয় তো খুনের দায়ে বিচার হবে?'

লোকটি ভীষণভাবে চমকে উঠল।

চীৎকার করে বলল, 'আমি জানি না আপনি কে, বা কেমন করে এসব জেনেছেন, কিন্তু আপনি কি হলফ করে বলতে পারেন যে আপনার কথাগুলি সত্যি?'

'সে কি! জ্ঞান ফিরে এলেই তারা মহিলাটিকে গ্রেপ্তার করবার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'হায় ভগবান! আপনি নিজেও কি পুলিশ?'

'না।'

'তাহলে এ ব্যাপারে আপনার কি দরকার?'

'ন্যায় যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা দেখা সকলেরই দরকার।'

'আমার কথায় বিশ্বাস করুন, সে নির্দোষ।'

'তাহলে আপনি দোষী?'

'না, আমিও নই।'

'তাহলে কর্ণেল জেমস বার্কলেকে খুন করেছে কে?'

'নিয়তিই তাকে খুন করেছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, আমি যদি তার মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিতাম—সে বাসনাই আমার মনে ছিল—তাহলেও আমার হাতে তার ন্যায্য পাওনাই সে পেত। নিজের অপরাধী বিবেকের আঘাতে যদি সে ধরাশায়ী না হত তাহলে বলা যায় না হয় তো তার রক্তে আমার আত্মাই কলংকিত হত। আপনি কি চান আমি সে কাহিনী বলি? দেখুন, সে কাহিনী না বলার কোন কারণ নেই, যেহেতু এতে আমার লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই।

'দেখুন স্যার, ব্যাপারটা এই রকম। আজ আমাকে দেখছেন উটের মত পিঠ, আর বুকের সবগুলো হাড় বাঁকা, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন

কর্পোরাল হেনরি উড ছিল ১১৭তম পদাতিক বাহিনীর সব চাইতে চটপটে মানুষ। তখন আমরা ছিলাম ভারতবর্ষের সেনা-ব্যারাকে, ধরুন জায়গাটার নাম ভুর্তি। যে বার্কলে সেদিন মারা গেল সে ছিল আমার বাহিনীরই সার্জেন্ট, আর সারা রেজিমেন্টের মক্ষিরাণী—হ্যাঁ, সে ছিল সর্বাপেক্ষা সুন্দরী জীবিত যুবতী—ছিল পতাকাবাহী সার্জেন্টের মেয়ে ন্যান্সি ডেভয়। দুজন পুরুষ তাকে ভালবাসত, আর সে ভালবাসত একজনকে; আজ চুল্লির পাশে তালগোল পাকিয়ে বসে থাকা এই অসহায় জীবটিকে দেখার পর যদি আমার মুখে শোনেন যে আমার দুটি চোখের জন্যই সে আমাকে ভালবেসেছিল, তাহলে হয়তো আপনি একটুখানি হাসবেন।

'যাই হোক, সে মনে-প্রাণে আমাকে চাইলেও তার বাবার ইচ্ছায় সে বার্কলেকে বিয়ে করে। আমি তখন একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন বেপরোয়া যুবক আর তার ছিল শিক্ষা, ছিল তলোয়ার চালনার খ্যাতি। কিন্তু মেয়েটি আমার প্রতিই অনুরাগিণী হয়ে রইল এবং হয় তো আমিই তাকে পেতাম, এমন সময় সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিল, আর সারাটা দেশ যেন নরক হয়ে উঠল।

'আধা-ব্যাটারি গোলন্দাজ সৈন্য, এক কোম্পানি শিখ, আর বেশ কিছু বেসামরিক পুরুষ ও নারীসহ আমাদের পুরো রেজিমেন্টটাই ভুর্তি-তে আটকা পড়ে গেল। হাজার হাজার বিদ্রোহী আমাদের ঘিরে ফেলেছে; ইঁদুর ভর্তি খাঁচার চারদিকের কুকুরের মতই তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ আমাদের জলও ফুরিয়ে গেল। জেনারেল নীলের বাহিনী তখন সেই অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিল। কেমন করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় সেইটেই হল সমস্যা। অথচ আমাদের বাঁচবার সেইটেই একমাত্র পথ। কারণ এতগুলি নারী ও শিশুকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আশাই করা যায় না। সুতরাং আমি নিজে বেরিয়ে গিয়ে জেনারেল নীলকে আমাদের বিপদের কথা জানাবার দায়িত্ব নিতে রাজী হলাম। আমার প্রস্তাব গৃহীত হল। সার্জেন্ট বার্কলের সঙ্গে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। সার্জেন্ট বার্কলে সে অঞ্চলটাকে অন্য সকলের চাইতে ভাল চিনত। তাই সে আমাকে এমন একটা পথের খসড়া করে দিল যে পথ ধরে আমি বিদ্রোহীদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারব। সেদিন রাত দশটায় আমি যাত্রা করলাম। হাজারটা জীবনকে বাঁচাতে হবে; কিন্তু সে রাতে দেয়ালটা টপকাবার সময় মাত্র একটি জীবনের কথাই আমি ভাবছিলাম।

'একটা নদীর শুকনো খাত বেয়ে আমার যাবার পথ। আশা করেছিলাম সে পথ দিয়ে গেলে শান্ত্রীরা আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে একটা বাঁক পার হতেই ছ'জন শান্ত্রীর সামনে পড়ে গেলাম। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে তারা আমার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। মুহূর্তের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাতে হতচেতন হয়ে পড়লাম। আমার হাত-

পা বেঁধে ফেলা হল। কিন্তু আসল আঘাতটা লাগল আমার মনে, মাথায় নয়, কারণ জ্ঞান ফিরে পাবার পরে তাদের কথাবার্তা শুনে এটুকু বুঝতে পারলাম যে আমার সহকর্মী যে আমাকে এই পথ দিয়ে যাবার ছক এঁকে দিয়েছিল, আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে একটি দেশীয় চাকরের সাহায্যে আমাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

'যাকগে, সেসব কথা বলে আর লাভ কি। জেমস বার্কলে সেদিন কি করেছিল তাতো জানলেন। পরদিনই জেনারেল নীল ভূবুত্তি-কে অবরোধ-মুক্ত করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা আমাকে তাদের আস্তানায় নিয়ে গেল, এবং তার অনেক অনেক বছর পরে আমি আবার সাদা মানুষের মুখ দেখতে পেলাম। তারা আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে, ফলে পালাবার চেষ্টা করেছি, আবার ধরা পড়েছি, আবার অত্যাচার হয়েছে। আমার কি হাল হয়েছে সে তো নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা নেপালে পালিয়ে গিয়েছিল তারাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল। তারপর যখন দার্জিলিং-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সেখানকার পার্বত্য অধিবাসীরা বিদ্রোহীদের খুন করল আর আমি তাদের ক্রীতদাস হলাম। সুযোগ বুঝে সেখান থেকেও একদিন পালালাম, এবং দক্ষিণের বদলে উত্তর দিকে চলে গিয়ে আফগানদের দেশে পৌঁছলাম। সেখানে বেশ কয়েক বছর ধরে ঘুরতে ঘুরতে পাঞ্জাবে ফিরে গেলাম। সেখানে প্রধানত দেশীয় লোকদের সঙ্গেই বাস করতাম এবং যে সব যাদুর খেলা ইতিমধ্যে শিখে নিয়েছিলাম তাই দেখিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলাম। আমার মত একটা হতভাগ্য বিকলাঙ্গ লোকের পক্ষে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে, বা পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করে কি লাভ হবে? এমন কি প্রতিশোধ নেবার বাসনাও আমাকে দেশে ফেরাতে পারল না। বরং আমি চাইলাম যে আমাকে এইভাবে একটা শিম্পাঞ্জীর মত লাঠি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেঁচে থাকতে দেখার চাইতে, ন্যান্সি ও পুরনো সঙ্গীসাথীরা জানুক যে হ্যারি উড যুদ্ধ করে মারা গেছে। আমি যে মারা গেছি সেবিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না, আর আমিও তাই চেয়েছিলাম। শুনেছিলাম সে বার্কলে ন্যান্সিকে বিয়ে করেছে এবং রেজিমেণ্টে তার দ্রুত পদোন্নতি ঘটেছে। কিন্তু তাও আমাকে মুখ খোলাতে পারে নি।

'কিন্তু হায়, মানুষ যখন বুড়ো হয় তখন তার ঘরের টান বাড়ে। বছরের পর বছর ধরে আমি ইংলণ্ডের উজ্জ্বল সবুজ মাঠ ও ঝোপঝাড়ের স্বপ্ন দেখেছি। শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, মরবার আগে সেসব দেখে যাব। দেশে পাড়ি দেবার মত অর্থ সঞ্চয় করে এখানে চলে এলাম, কারণ এখানে সৈনিকরা থাকে, তাদের আচার আচরণ আমি জানি, কিসে তারা মজা পায় তাও জানি; ফলে বেঁচে থাকবার মত উপার্জনে কোন অসুবিধা হল না।'

শার্লক হোমস বলল, 'আপনার বিবরণ খুবই চিত্তাকর্ষক। মিসেস

বার্কলের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে, আপনারা পরস্পরকে চিনেছেন, সে-কথা আমি আগেই শুনেছি। আমার তো মনে হয়, তারপর আপনি মিসেস বার্কলেকে অনুসরণ করে বাড়ি পর্যন্ত গেলেন এবং জানালা দিয়ে দুজনকে ঝগড়া করতে দেখলেন। আমার কোন সন্দেহ নেই যে সেই সময় আপনার প্রতি মিঃ বার্কলের অপকর্মের কথা তিনি তার মুখের উপর বলে দেন। আর আপনিও আবেগে অভিভূত হয়ে এক দৌড়ে লনটা পার হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন।'

'ঠিক তাই স্যার। আর আমাকে দেখেই তার মুখের এমন একটা ভাব হল যেরকম আমি আর কখনও কোন মানুষের মুখে দেখি নি। সঙ্গে সঙ্গে সে উল্টে পড়ে গেল আর তার মাথাটা চুল্লির ঢাকনায় ঠুকে গেল। কিন্তু পড়ে যাবার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। ঐ চুল্লির আলোয় যেমন আমি বইটা পড়তে পারি ঠিক তেমনি তার মুখে আমি মৃত্যুর স্পষ্ট ছায়া দেখেছিলাম। আমাকে দেখাটাই বুলেট হয়ে তার অপরাধী বুককে বিদ্ধ করেছিল।'

'তারপর ?'

'তারপর ন্যান্সি মূর্ছা গেল আর আমিও দরজা খুলে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে তার হাত থেকে চাবিটা নিলাম। কিন্তু তখনই আমার মনে হল যে, এসব ঝামেলা ফেলে আমার চলে যাওয়াই উচিত, কারণ সমস্ত ব্যাপারটাই আমার বিরুদ্ধে যেতে পারে; তাছাড়া ধরা পড়লে আমার সব কথা ফাঁস হয়ে যাবে। তাড়াতাড়িতে চাবিটা আমার পকেটেই ঢুকিয়ে ফেলি, আর টেডি ততক্ষণে পর্দা বেয়ে উঠেছিল বলে তাকে তাড়া করতে গিয়ে লাঠিটাও ফেলে আসি। সেটাকে আবার বাক্সে ভরেই যত তাড়াতাড়ি পারি দৌড়ে সেখান থেকে চলে যাই।'

'টেডি কে ?' হোমস প্রশ্ন করল।

'লোকটি ঝুঁকে পড়ে ঘরের কোণ থেকে একটা খোপের মত জিনিস ধরে টান দিল, আর মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে এল একটা সুন্দর লালচে-বাদামী জীব। সরু, দ্রুতগামী, বেঁজির মত পা, লম্বা সরু নাক, আর এমন সুন্দর দুটি লাল চোখ যেমনটি আর কোন জন্তুর মুখে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি।

'এ তো একটা বেঁজি।' আমি চেঁচিয়ে বললাম।

লোকটি বলল, 'কেউ কেউ তাই বলে, আবার কেউ কেউ বলে মিশর দেশের ইকনিউমন। আমি বলি সাপ-ধরা; টেডি এত দ্রুত গোখরো সাপ ধরতে পারে! বিষ-দাঁত ভাঙা একটা গোখরো আমার আছে, ভোজনশালায় অভ্যাগতদের খুশি করতে টেডি রোজ সেটাকে ধরে। আপনার আর কিছু জানবার আছে স্যার ?'

'দেখুন, মিসেস বার্কলে যদি গুরুতর বিপদে পড়েন তাহলে হয় তো

আবার আপনার কাছে আসতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে অবশ্য আমিই এগিয়ে যাব।'

'কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে ভদ্রলোক যতই খারাপ কাজ করে থাকুন, একটা মৃত লোকের কুৎসা নতুন করে তুলে তো কোন লাভ নেই। আপনি তো অন্তত এটুকু জেনে খুশি হয়েছেন যে নিজের অপকর্মের জন্য জীবনের ত্রিশটা বছর তিনি বিবেকের তীব্র গ্লানি সহ্য করেছেন। আরে, ওই তো রাস্তার ও-ধার দিয়ে মেজর মারফি যাচ্ছেন। বিদায় উড; গতকাল থেকে নতুন কিছু ঘটেছে কিনা জানতে ইচ্ছা করছে।'

রাস্তার মোড়ে পৌঁছবার আগেই আমরা মেজরকে ধরে ফেললাম।

মেজর বলল, 'এই যে হোমস, নিশ্চয় শুনেছেন যে সব গোলমাল মিটে গেছে?'

'কি রকম?'

'এই মাত্র তদন্ত শেষ হয়েছে। ডাক্তারী পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সন্ন্যাস রোগই মৃত্যুর কারণ। কাজেই বুঝতেই পারছেন, কেসটা খুবই সরল।'

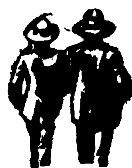
হোমস হেসে বলল, 'সত্যি, আশ্চর্য রকমের ভাসা ভাসা। চল ওয়াটসন, এল্ডারশটে আমাদের আর কোন কাজ আছে বলে মনে হয় না।'

স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমি বললাম, 'কিন্তু একটা কথা। স্বামীটির নাম জেমস, অপর জন তো হেনরি, তাহলে ডেভিডের কথা এল কোত্থেকে?

'ভাই ওয়াটসন, আমাকে যেরকম আদর্শ যুক্তিবিদরূপে তুমি চিত্রিত করে থাক আমি যদি সত্যি তাই হতাম তাহলে ঐ একটি শব্দ থেকেই সব গল্পটা আমার বোঝা উচিত ছিল। ওটা একটা তিরস্কারের ভাষা।'

'তিরস্কারের ভাষা?'

'হ্যাঁ; তুমি তো জান ডেভিড মাঝে-সাঝে একটু বিপথে যেত; একবার তো ঠিক সার্জেন্ট জেমস বার্কলের পথেই পা দিয়েছিল। উড়িয়া ও বাথ্‌সেবার ব্যাপার-স্যাপার মনে আছে তো? আমার আশঙ্কা হয়, আমার বাইবেলের জ্ঞানে মরচে ধরেছে, কিন্তু স্যামুয়েলের প্রথম বা দ্বিতীয় পুঁথিতে গল্পটা পাবে। [redacted]



আবাসিক রোগী
The Resident Patient

পরস্পর অসংলগ্ন যে স্মৃতি-কথাগুলি আমি লিখছি তার ভিতর দিয়ে আমার বন্ধু মিঃ শার্লক হোমসের মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিই আমি ফুটিয়ে

তুলতে চেষ্টা করেছি। সেগুলির উপর চোখ বুলোতে গিয়ে দেখছি, আমার উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে পূরণ করবার মত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। কারণ যেসব মামলার ক্ষেত্রে হোমস তার বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি-প্রয়োগের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়েছে, এবং তার বিশেষ তদন্ত-পদ্ধতির মূল্যকে সপ্রমাণ করেছে, সেখানে মূল ঘটনাবলী প্রায়ই এত তুচ্ছ ও সাধারণ যে সেগুলিকে আমি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবার উপযুক্ত বলে মনে করতে পারি নি। অপর-পক্ষে, এরকমটা প্রায়ই ঘটেছে যে এমন কোন কোন তদন্তকার্যে সে আত্মনিয়োগ করেছে যেখানে ঘটনাসমূহ যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি নাটকীয়, কিন্তু সেই সব ঘটনার কারণ-নির্ধারণের ব্যাপারে তার ভূমিকা ততটা উল্লেখযোগ্য নয় যতটা তার জীবনীকার হিসাবে আমি আশা করে থাকি। তার ইতিহাসকার হিসাবে এই যে উভয়-সংকট আমাকে আগাগোড়া সন্ত্রস্ত করে রেখেছে তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'রক্ত-সমীক্ষা' (A Study in Scarlet) শীর্ষক রচনায় এবং পরবর্তীকালের 'গ্লোরিয়া স্কট'-এর হারিয়ে যাওয়া নিয়ে লেখা রচনায় সে সাধারণ কাহিনী আমি লিপিবদ্ধ করেছি তাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। যে ব্যাপারটা নিয়ে আমি এখন লিখতে বসেছি তাতে আমার বন্ধুর ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু ঘটনাবলীর সামগ্রিক সত্য এতই উল্লেখযোগ্য যে এই স্মৃতি-কথা সিরিজ থেকে এটাকে বাদ দিতে আমি পারলাম না।

অক্টোবরের একটা বৃষ্টি-ঝরা দিন। জানালার খড়খড়িগুলো অর্ধেক নামানো। সোফার উপর কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে হোমস সকালের ডাকে-আসা একখানা চিঠি বার বার পড়ে চলেছে। চাকরি-উপলক্ষ্যে বেশ কিছুদিন ভারতবর্ষে কাটানোর ফলে আমি ঠাণ্ডার চাইতে গরম সহ্য করতেই অভ্যস্ত; ফলে তাপমাত্রার ৯০ ডিগ্রি আমার কাছে মোটেই কষ্টকর নয়। কিন্তু আজকের কাগজের খবরগুলো খুবই বাজে। পার্লামেন্টের অধিবেশন শেষ হয়েছে। সকলেই শহরের বাইরে চলে গেছে। নিউ ফরেস্ট-এর নির্জন পথ বা সাউথ সি-র কংকরময় সৈকত আমারও মনকে টানছে। কিন্তু ব্যাংকের হিসাবে টান পড়ায় ছুটিতে বেড়ানোটা আপাতত স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছি, আর আমার বন্ধুর তো ওসব বালাই নেই,—কি গ্রামাঞ্চল কি সমুদ্র—কারও প্রতি তার তিলমাত্র আকর্ষণ নেই। পঞ্চাশ লক্ষ লোকের একেবারে মাঝখানে শুয়ে থেকে তার স্নায়ুতন্ত্রগুলিকে তাদের মধ্যেই প্রসারিত করে দিয়ে প্রতিটি অমীমাংসিত অপরাধের গুজব বা সন্দেহমাত্রেই উত্তেজিত হয়ে উঠতেই সে ভালবাসে। তার বহুবিধ গুণাবলীর মধ্যে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণের কোন স্থান নেই। যদি কখনও শহরের অপরাধীকে ধাওয়া করতে গিয়ে সহকারীর খোঁজে তাকে গ্রামে যেতে হয় তাহলে সেইটেই তার কাছে একমাত্র বায়ু-পরিবর্তন।

হোমস চিঠিটা নিয়ে এতই মগ্ন হয়ে আছে যে তার সঙ্গে কোন আলোচনাই

চলবে না ভেবে বাজে খবরের কাগজটা একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে দিবা-স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। হঠাৎ সঙ্গীর কণ্ঠস্বরে আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

সে বলে উঠল, 'তুমিই ঠিক ওয়াটসন, এভাবে একটা বিতর্কের মীমাংসা করার চেষ্টা খুবই অযৌক্তিক।'

'অত্যন্ত অযৌক্তিক।' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম; কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন বুঝতে পারলাম যে আমার মনের গভীরে যে চিন্তা চলছিল সে তারই প্রতিধ্বনি করেছে তখন অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম।

বললাম, 'এটা কি করে হল হোমস? এ তো আমার কল্পনারও বাইরে।'

আমার বিচলিতভাব দেখে হোমস প্রাণ খুলে হাসতে লাগল।

বলল, 'তোমার নিশ্চয় মনে আছে, কিছুক্ষণ আগে পো-র রেখাচিত্রগুলির একটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছিলাম; তাতে লেখা আছে, একজন দক্ষ চিন্তাবিদ তার সঙ্গীর না-বলা চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে চলেছে; তখন তুমি ব্যাপারটাকে লেখকের একটা বিশেষ শক্তি বলে মন্তব্য করেছিলে। আর আমি যখন বললাম যে আমি হামেশাই ওরকমটা করে থাকি তখন তুমি অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলে।'

'না তো!'

'ভাই ওয়াটসন, মুখে কর নি, কিন্তু দুটো ভুরু দিয়ে নিশ্চয় করেছিলে। কাজেই যখন দেখলাম কাগজটা নীচে ফেলে দিয়ে তুমি চিন্তার মধ্যে ডুব দিলে তখন তোমার সেই চিন্তাধারাকে পাঠ করবার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি হলাম, আর তার পরেই আমি যে তোমার চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলাম সেটা প্রমাণ করবার জন্যই হঠাৎ তোমার চিন্তাধারায় ছেদ ঘটালাম।'

কিন্তু তার কথায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। বললাম, 'যে দৃষ্টান্তটা তুমি আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলে তাতে লোকটির কার্যকলাপ থেকেই যুক্তিবিদ্ তার সিদ্ধান্তগুলি টানছিল। যতদূর মনে পড়ে, লোকটি পাথরের স্তূপের উপর হোঁচট খেয়ে পড়ল, আকাশের তারাদের দিকে তাকাল, ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলাম, তাহলে তোমাকে চিন্তার সূত্র দিলাম কেমন করে?'

'তুমি নিজের প্রতিই অবিচার করছ। মানুষের চোখ-মুখগুলো দেওয়াই হয়েছে ভাবপ্রকাশের জন্য, আর তোমার চোখ-মুখ খুবই বিশ্বস্ত সেবক।'

'তুমি কি বলতে চাও, আমার চোখ-মুখ দেখেই তুমি আমার চিন্তাকে ধরতে পার?'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে তোমার চোখ দেখে। তোমার দিবা-স্বপ্নটা কিভাবে শুরু হয়েছিল, মনে করতে পার কি?'

'না, পারি না।'

'তাহলে আমি বলে দিচ্ছি। কাগজটা ফেলে দিতেই তোমার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। তারপর আধ মিনিটকাল তুমি নির্বিকার মুখে বসেছিলে। তারপরই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল জেনারেল গর্ডনের সদ্য-বাঁধানো ছবিটার দিকে। তখন তোমার মুখভঙ্গীর নিয়ত পরিবর্তন থেকেই বুঝতে পারলাম, তোমার মনে একটা চিন্তার ধারা বয়ে চলেছে। কিন্তু সেটা বেশীদূর অগ্রসর হল না। তোমার চোখ চলে গেল তোমার বইগুলোর উপরে রাখা হেনরি ওয়ার্ড বীচাব-এর না-বাঁধানো ছবিটার দিকে। তুমি দেওয়ালটার দিকে তাকালে, আর তার অর্থটা খুবই পরিষ্কার। তুমি ভাবছিলে, ছবিটা বাঁধানো হলে দেওয়ালের ওই ফাঁকা জায়গাটা ভরে যাবে এবং ওদিককার গর্ডনের ছবিটার ঠিক মুখোমুখি বসবে।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আমার চিন্তাকে তুমি আশ্চর্যভাবে অনুসরণ করেছ!'

'এ পর্যন্ত ভুল পথে যাওয়াই কঠিন ছিল। কিন্তু এবার তোমার চিন্তা বিচারের দিকে ফিরে গেল; তুমি এমনভাবে সেদিকে তাকালে যাতে মনে হল তুমি তার চোখ-মুখের ভঙ্গী থেকে তার চরিত্রটা বুঝতে চেষ্টা করছ। তখন তোমার চোখের কুঞ্চন থেমে গেলেও তুমি তাকিয়েই রইলে, আর তোমার মুখ চিন্তাবিষ্ট হয়ে উঠল। বীচারের জীবনের ঘটনাগুলি তুমি মনে করছিলে। আমি জানতাম, গৃহযুদ্ধের সময় উত্তর অঞ্চলের পক্ষ সমর্থন করে যে আদর্শ সে গ্রহণ করেছিল সেটাকে বাদ দিয়ে ওকাজ তুমি করতে পার না, কারণ আমাদের অধিকতর উচ্ছৃংখল লোকেরা সেসময় যেভাবে তাকে গ্রহণ করেছিল তাতে তুমি যে উচ্ছ্বসিত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলে তা আমার মনে আছে। ব্যাপারটা নিয়ে তুমি এতই উত্তেজিত হয়েছিলে যে আমি জানি সে ঘটনাকে বাদ দিয়ে তুমি বিচার সম্পর্কে ভাবতেই পার না। একমুহূর্ত পরে যখন দেখলাম, তোমার চোখ ছবিটা থেকে সরে গেছে, তখন আমার সন্দেহ হল, তোমার মন আবার গৃহযুদ্ধে ফিরে গেছে। তারপরে যখন দেখলাম, তোমার ঠোঁটদুটি দৃঢ়নিবদ্ধ, চোখ দুটো জ্বলছে, আর দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, তখনই নিশ্চিত বুঝলাম, সেই বেপরোয়া সংগ্রামে দুটি পক্ষই যে সাহসিকতা দেখিয়েছিল তুমি সেটাই ভাবছ। কিন্তু তারপরই আবার তোমার মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠল; তুমি মাথা নাড়তে লাগলে। তুমি নিশ্চয় সেই যুদ্ধের শোকাবহতা, ভয়ংকরতা ও জীবনের অকারণ অপচয়ের কথাই ভাবছিলে। নিঃশব্দে তোমার হাতটা তোমার পুরনো ক্ষতের উপর গিয়ে পড়ল আর একটা হাসি তোমার ঠোঁটের উপর কাঁপতে লাগল, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে একটা আন্তর্জাতিক সমস্যার মীমাংসা করবার এই পদ্ধতির হাস্যকর দিকটা তোমার মনে ধরা পড়েছে। ঠিক সেই জায়গাতেই আমি তোমার সঙ্গে একমত হলাম যে এটা অযৌক্তিক, আর আমার সব অনুমানগুলি যে ঠিক হয়েছে

তা দেখে আমি খুশি হয়েছি।'

'সম্পূর্ণ ঠিক!' আমি বললাম। 'আর এখন তুমি সব কিছু বুঝিয়ে দেবার পরেও স্বীকার করছি, আমার বিস্ময় আগের চাইতে এতটুকু কমে নি।'

'ভাই ওয়াটসন, এটা যে খুবই বাইরের ব্যাপার সেটা তোমাকে নিশ্চয় করেই বলতে পারি। সেদিন যদি তুমি আমার কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ না করতে তাহলে তোমার চিন্তায় ছেদ ঘটাতাম না। কিন্তু আজকের সন্ধ্যায় চমৎকার হাওয়া দিয়েছে। লণ্ডনের পথে পথে একটু ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়?'

ছোট ঘরটায় বসে থাকতে থাকতে আমিও হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, সানন্দে তার কথায় সম্মতি দিলাম। ফ্লীট স্ট্রীট ও স্ট্র্যাণ্ডের পথে পথে নিয়ত পরিবর্তনশীল বিচিত্র জীবনের জোয়ার-ভাঁটা দেখতে দেখতে দুজন একসঙ্গে তিন ঘণ্টা ধরে ঘুরে বেড়ালাম। প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং অনুমানের সূক্ষ্ম ক্ষমতায় সমৃদ্ধ হোমসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোচনা আমাকে আবিষ্ট ও আনন্দিত করে রাখল।

পুনরায় বেকার স্ট্রীটে ফিরতে দশটা বেজে গেল। দরজায় একটা ব্রুহাম গাড়ি দাঁড়িয়ে।

হোমস বলল, 'হুম! মনে হচ্ছে ডাক্তারের গাড়ি—সাধারণ চিকিৎসক। খুব বেশী দিনের প্র্যাকটিস নয়, কিন্তু কাজ ভালই করছেন। মনে হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করতে এসেছেন। ভাগ্য ভাল যে ফিরে এসেছি!'

হোমসের অনুমান-পদ্ধতির সঙ্গে আমি খুবই পরিচিত, কাজেই তার যুক্তিকে অনুসরণ করতে অসুবিধা হল না। ব্রুহামের ভিতরে একটা বেতের ঝুড়ি ঝোলানো ছিল; গাড়ির আলোয় তার ভিতরকার নানা রকমের ডাক্তারি যন্ত্রপাতি দেখে তার ভিত্তিতেই যে সে এই দ্রুত অনুমানগুলি করছে তা বুঝতে পারলাম। উপরে আমাদের জানালায় আলো দেখে বুঝলাম, এত রাতে কেউ আমাদের কাছেই এসেছে। একজন সমবৃত্তিক চিকিৎসক কি হেতু এত রাতে আমাদের কাছে এসেছে সেবিষয়ে কৌতূহল নিয়েই হোমসের পিছনে পিছনে আমাদের নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করলাম।

ঘরে ঢুকতেই একটি বিবর্ণ বাঁকা-মুখ, ধূসর গোঁফওয়ালা লোক অগ্নিকুণ্ডের পাশের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। তার বয়স তেত্রিশ বা চৌত্রিশের বেশী না হবারই কথা, কিন্তু তার কুৎসিত মুখ আর অস্বাস্থ্যকর গায়ের রং দেখে এমন একটা জীবন-যাত্রার কথা মনে হয় যার ফলে তার শক্তি ক্ষয়িত হয়েছে, যৌবন লুণ্ঠিত হয়েছে। তার চাল-চলনে স্নায়বিক দুর্বলতা ও লাজুকতার প্রকাশ; চেয়ার থেকে উঠবার সময় ম্যান্টেলপিসের উপর যে সরু সাদা হাতখানা সে রেখেছিল সে হাত একজন ডাক্তারের চাইতে একজন

শিল্পীকেই বেশী মানায়। তার পোশাক শান্ত ও গম্ভীর, কালো ফ্রক-কোট, গাঢ় ট্রাউজার ও নেকটাইতে একটুখানি রঙের ছোঁয়া।

হোমস সানন্দে বলে উঠল, "শুভ সন্ধ্যা ডাক্তার, মাত্র অল্প কয়েক মিনিট আপনাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দেখে খুশি হলাম।'

'আমার কোচয়ানের সঙ্গে কথা বলেছেন বুঝি?'

'না, সাইড-টেবিলে যে মোমবাতিটা রয়েছে সেটা দেখে বলছি। দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি বলুন।'

অতিথি বলল, 'আমার নাম ডক্টর পার্সি ট্রেভেলিয়ান; ৪০৩, ব্রুক স্ট্রীট-এ থাকি।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি স্নায়ুতন্ত্রের দুর্বোধ্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উপর লিখিত পুস্তিকার লেখক?'

তার লেখাটা আমার পরিচিত জানতে পেরে তার বিবর্ণ গাল দুটি খুশিতে আরক্ত হয়ে উঠল।

সে বলল, 'পুস্তিকাটির কথা এত কম শুনেছি যে মনে করেছিলাম ওটার মৃত্যু ঘটেছে। আমার প্রকাশকও বইটির বিক্রি সম্পর্কে খুবই নৈরাশ্যজনক হিসাব দিয়েছে। মনে হচ্ছে আপনিও একজন চিকিৎসক?'

'অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সার্জন।'

'স্নায়বিক রোগ নিয়ে গবেষণাই আমার হবি। ঐ বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করার ইচ্ছাই আমার ছিল, কিন্তু, বুঝতেই তো পারছেন, প্রথম প্রথম হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই ধরা উচিত। অবশ্য সেটা অবান্তর বিষয়। মিঃ শার্লক হোমস, আপনার সময় যে কত মূল্যবান তা আমি বুঝি। ব্যাপার কি জানেন, সম্প্রতি আমার ব্রুক স্ট্রীটের বাড়িতে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে এবং আজ রাতে সেটা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যে আপনার পরামর্শ ও সহায়তা চাইতে আর একটি ঘণ্টাও অপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।'

শার্লক হোমস আসনে বসে পাইপ ধরাল। বলল, 'আমাদের দুজনের কাছেই আপনি সুস্বাগত। যেসব ঘটনা আপনাকে বিচলিত করেছে, দয়া করে তার বিস্তারিত বিবরণ আমাকে বলুন।'

ডাঃ ট্রেভেলিয়ান বলল, 'দু' একটা ঘটনা এতই তুচ্ছ যে সেগুলো বলতেও আমার লজ্জা করছে। কিন্তু ব্যাপারটা এতই দুর্বোধ্য এবং সেটা সম্প্রতি যেদিকে বাঁক নিয়েছে সেটা এতই ব্যাপক যে সব কথাই আপনাকে খুলে বলছি, তারপর কোন্‌টা দরকারী কোন্‌টা নয় সেটা আপনিই স্থির করবেন।'

'শুরুতেই আমার কলেজ-জীবনের কিছু কথা বলতে আমি বাধ্য। আমি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বুঝলেন, আর যদি বলি যে আমার অধ্যাপকরা আমার ছাত্র জীবন খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ বলে মনে করতেন তাহলে আশা করি

আপনি মনে করবেন না যে অকারণে আমার নিজের স্তুতি-গান করছি। গ্রাজুয়েট হবার পর গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করে কিংস কলেজ হাস-পাতালে একটি ছোটখাট স্থান করে নিলাম। ভাগ্যক্রমে অপস্মার রোগের নিদান-তত্ত্ব নিয়ে আমার গবেষণা সকলেরই প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি করল এবং শেষ পর্যন্ত একমাত্র আপনার বন্ধু স্নায়ুরোগের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উপর লিখিত যে পুস্তিকাটির উল্লেখ করলেন তার জন্য ব্রুশ পিংকারটন পুরস্কার ও মেডেল লাভ করলাম। তখন এই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে আমার সামনে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে—একথা বললেও খুব বেশী বলা হবে না।

'কিন্তু মূলধনের অভাবই আমার সামনে একটা মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, উচ্চাকাঙ্খী যে কোন বিশেষজ্ঞকে ক্যাভেণ্ডিস স্কোয়ার অঞ্চলের গোটা বারো রাস্তার মধ্যে যে-কোন একটাতে কাজ শুরু করতেই হবে, আর সেটা ঘর ভাড়া এবং আসবাবপত্রাদির দরুণ অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ। এই সব প্রাথমিক খরচ ছাড়াও কয়েক বছর ধরে সব খরচ নিজেকেই চালাতে হবে এবং একটি ভদ্রগোছের গাড়ি ও ঘোড়া ভাড়া করতে হবে। এত সব ব্যয় তখন আমার ক্ষমতার একেবারেই বাইরে, তাই আশা করলাম যে দশ বছর ধরে টেনেটুনে চলতে পারলে যে টাকা জমবে তা দিয়ে হয় তো একটা নামের ফলক বসাতে পারব। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল যাতে আমার সামনে একটা সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল।

'আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্লেসিংটন নামক এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। একদিন সকালে তিনি আমার ঘরে ঢুকেই সরাসরি ব্যবসায়িক কথাবার্তায় ডুবে গেলেন।

'তিনি বললেন, "আপনিই তো পার্সি ট্রেভেলিয়ান যিনি পড়াশুনায় খুব ভাল ছাত্র ছিলেন এবং সম্প্রতি একটা বড় রকমের পুরস্কার লাভ করেছেন?"

'আমি মাথা নীচু করলাম।'

'তিনি বলতে লাগলেন, "আমাকে খোলাখুলি জবাব দিন, কারণ তাতে আপনারই লাভ হবে। জীবনে সফলতা অর্জন করবার মত সব দক্ষতাই আপনার আছে। কিন্তু কৌশল জানা আছে কি?"

'প্রশ্নটার আকস্মিকতায় আমি না হেসে পারলাম না।

'বললাম, "যতটা থাকা দরকার তা আছে বলেই তো বিশ্বাস করি।"

"কোনরকম বদঅভ্যাস? পান-দোষ নেই তো?"

'আমি বললাম, "আজ্ঞে মোটেই না।"

"ঠিক আছে! ঠিক আছে! এসব প্রশ্ন করতে আমি বাধ্য। এত সব গুণ থাকা সত্ত্বেও আপনি প্র্যাকটিস করছেন না কেন?"

'আমি কাঁধ ঝাঁকুনি দিলাম।

'তিনি তাড়াহুড়ো করে বলে উঠলেন, "আসুন, পথে আসুন! সেই পুরনো কাহিনী। মাথায় যত আছে পকেটে তত নেই, এই তো? যদি আপনাকে ব্রুক স্ট্রীটে বসিয়ে দিতে পারি তো কেমন হয়?"

'আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

'তিনি বললেন, "আরে, আমার জন্যই বলছি, আপনার জন্য নয়। সব কথাই খোলাখুলি বলব। তাতে যদি আপনার সুবিধা হয়, তাহলে আমারও সুবিধা হবে। খাটাবার মত কয়েক হাজার আমার আছে, বুঝলেন, আর সেটা আপনার পিছনেই ঢালতে চাই।"

'আমি ঢোক গিলে বললাম, "কিন্তু কেন?"

"এও একটা ফাটকা, তবে অনেক ফাটকার চাইতেই নিরাপদ।"

"তাহলে আমাকে কি করতে হবে?"

"সব বলব। আমিই বাড়ি নেব, আসবাবপত্র দিয়ে সাজাব, পরিচারিকার মাইনে দেব, সব খরচ চালাব। আপনার একমাত্র কাজ সেজেগুজে কনসাল্টিং-রুমে চেয়ারে বসে থাকা। আমিই আপনার পকেট-খরচ ও সব কিছু দেব। তারপর যা উপার্জন করবেন তার তিন-চতুর্থাংশ আমাকে দেবেন আর বাকি এক-চতুর্থাংশ নিজের জন্য রাখবেন।"

'মিঃ হোমস, এই ব্লেসিংটন লোকটি যে প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এলেন সেটা খুবই বিস্ময়কর। তিনি কিভাবে দর-কষাকষি করলেন, আলোচনা চালালেন তার বিবরণ দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করব না। শেষ পর্যন্ত প্রায় তার প্রস্তাবিত শর্তেই একদিন একটা বাড়িতে উঠে প্র্যাকটিস আরম্ভ করলাম। তিনি স্বয়ং এসে একজন আবাসিক রোগীর মত আমার সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। এমন ভাব দেখাতেন যেন তার হৃৎপিণ্ড খুবই দুর্বল, তাই সব সময় ডাক্তারের চোখের সামনে থাকা দরকার। দোতলার দুটো সব চাইতে ভাল ঘরকে তিনি নিজের বসবার ঘর ও শোবার ঘর করে নিলেন। অদ্ভুত স্বভাবের লোক, কারও সঙ্গে মেশামেশা করেন না, কদাচিৎ বাইরে যান। এমনিতে কোনরকম নিয়ম মেনে চলেন না। কিন্তু একটা ব্যাপারে যেন মূর্তিমান নিয়মানুবর্তিতা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঠিক একই সময়ে কনসাল্টিং-রুমে ঢোকেন, খাতাপত্র দেখেন, উপার্জনের গিনিপ্রতি পাঁচ শিলিং তিন পেনি রেখে বাকি সবটা নিয়ে নিজের ঘরের সিন্দুকে ভর্তি করেন।

'একটা কথা জোর দিয়েই বলতে চাই, এ ফাটকা খেলায় তাকে কখনও অনুশোচনা করতে হয় নি। প্রথম থেকেই প্রচেষ্টা সফল। হাসপাতালে থাকতে কয়েকটা রোগী ভাল করে যে সুনাম অর্জন করেছিলাম তার জোরেই অতি দ্রুত একেবারে প্রথম সারিতে উঠে গিয়েছি, এবং গত দু'এক বছরেই তাকে ধনী করে তুলেছি।

'মিঃ হোমস, আমার অতীত ইতিহাস এবং মিঃ ব্লেসিংটনের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা এই পর্যন্তই। তারপর এমন কি ঘটেছে যার জন্য আজ রাতে আপনার কাছে এসেছি সেটা বলাই এখন বাকি।

'কয়েক সপ্তাহ আগে একদিন মিঃ ব্লেসিংটন যেন খুবই উত্তেজিত অবস্থায় আমার ঘরে এলেন। তিনি ওয়েস্ট এণ্ড অঞ্চলে একটা চুরির কথা বলতে বলতে অকারণেই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং জানালেন যে আমাদের সব দরজা জানালায় আরও মজবুত হুড়কো লাগাতে আর একটা দিনও বিলম্ব করা উচিত নয়। একটা পুরো সপ্তাহ তিনি অদ্ভুত অস্থিরতার মধ্যে কাটালেন; অনবরত জানালা দিয়ে বাইরে তাকান আর রাতের খাবারের আগে অল্প-স্বল্প যেটুকু হাঁটাচলা করতেন তাও বন্ধ করে দিলেন। তার ভাবগতিক দেখে মনে হল, কোন কিছু বা কোন লোক সম্পর্কে তিনি সাংঘাতিক ভীত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু সেবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই এমন চটে যেতেন যে আমি সে আলোচনা বন্ধ করতে বাধ্য হলাম। ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে তার সে ভয়টা কেটে গেল বলে মনে হল। তিনি আবার পুরনো অভ্যাস মতই চলতে লাগলেন। এমন সময় একটা নতুন ঘটনা তাকে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে। এখনও সেই করুণ অবস্থায়ই তিনি আছেন।

'ঘটনাটা এই। দুদিন আগে যে চিঠিটা পেয়েছি সেটা আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি। চিঠিতে ঠিকানাও নেই, তারিখও নেই।

'চিঠিতে লেখা আছে, "বর্তমানে ইংলণ্ডের বাসিন্দা জনৈক রুশ ভদ্রলোক ডাঃ পার্সি ট্রেভেলিয়ানের চিকিৎসার সুযোগ পেলে খুশি হবেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি অপস্মার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, আর এটা সর্বজনবিদিত যে ডাঃ ট্রেভেলিয়ান এ রোগের একজন বিশেষজ্ঞ। ডাঃ ট্রেভেলিয়ানের যদি ঐ সময় বাড়িতে থাকার সুবিধা হয় তাহলে তিনি আগামীকাল সন্ধ্যা সোয়া ছ'টায় উপস্থিত হবেন।"

এই চিঠি পেয়ে আমি খুবই আগ্রহান্বিত হলাম, কারণ অপস্মার রোগ নিয়ে গবেষণার প্রধান অসুবিধাই হল ঐ রোগের বিরলতা। কাজেই আপনি সহজেই বিশ্বাস করতে পারেন যে যথানির্দিষ্ট সময়ে চাকরটি যখন রোগীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তখন আমি কনসাল্টিং-রুমেই ছিলাম।

'লোকটি বয়সে প্রবীণ, কৃশকায়, শান্ত, সাধারণ একজন রুশ সম্ভ্রান্ত লোক বলতে যে ধারণা হয় মোটেই সেরকম নয়। বরং তার সঙ্গীকে দেখে আমি বেশী আকৃষ্ট হলাম। দীর্ঘদেহ যুবক, বিস্ময়করভাবে সুদর্শন, গাঢ় হিংস্র মুখ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বুক হারকিউলিসের মত। প্রাচীন লোকটির হাতের নীচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে সে ঘরে ঢুকল এবং এমন আলতোভাবে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল যেটা তার চেহারা দেখে আশা করাই যায় না।

'ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে সে বলল, "আমি ঘরে ঢুকেছি বলে ক্ষমা করবেন

ডাক্তার। ইনি আমার বাবা; ওঁর স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছি।"

'তার সন্তানসুলভ উদ্বেগ আমাকে স্পর্শ করল। বললাম, "রোগীকে দেখবার সময় আপনি কি কাছে থাকতে চান?"

'আতংকে চেঁচিয়ে উঠল, "না, না, কোন মতেই না। ওটা আমার পক্ষে এতদূর যন্ত্রণাদায়ক হবে যে সেকথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। সেই ভয়ংকর অবস্থায় বাবাকে চোখে দেখলে আমি প্রাণে বাঁচব না। আমার স্নায়ুগুলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আপনার অনুমতি পেলে, যখন আমার বাবাকে পরীক্ষা করবেন তখন আমি ওয়েটিং-রুমে থাকব।"

'তার কথায় সম্মতি জানাতে যুবকটি চলে গেল। তখন রোগী ও আমি তার রোগ নিয়ে আলোচনায় ডুবে গেলাম। বিস্তারিত নোটও নিলাম। তার বুদ্ধি খুব প্রখর নয়, উত্তরগুলিও প্রায়ই খুব অস্পষ্ট। আমার মনে হল আমাদের ভাষার উপর সীমিত দখলই এর কারণ। আমি বসে লিখছি এমন সময় হঠাৎ তিনি আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া বন্ধ করলেন। তার দিকে চোখ ফেরাতেই চমকে উঠলাম। চেয়ারে একদম সোজা হয়ে বসে সম্পূর্ণ নির্বিকার কঠিন মুখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আবার তিনি সেই রহস্যময় রোগের কবলে পড়েছেন।

'প্রথমেই আমার মনে করুণা ও আতংকের উদ্রেগ হল। আর, সভয়ে বলছি, পর মুহূর্তেই দেখা দিল ব্যবসায়িক সন্তুষ্টি। রোগীর নাড়ির গতি ও দেহের তাপ নোট করলাম, মাংসপেশীর কঠিনতা পরীক্ষা করলাম, স্বতস্ফূর্ত দৈহিক পরিবর্তনগুলোও লক্ষ্য করলাম। এসব বিষয়ে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না; সবই আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে গেল। এসব ক্ষেত্রে নাইট্রেট অব এমিল শুঁকিয়ে আমি খুব ভাল ফল পেয়েছি, এক্ষেত্রেও সেটা আর একবার পরীক্ষা করে দেখবার একটা চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেলাম। বোতলটা ছিল নীচের তলায় আমার ল্যাবরেটরিতে। তাই রোগীকে চেয়ারে বসিয়ে রেখেই সেটা আনতে দৌড়ে নীচে চলে গেলাম। সেটা খুঁজে পেতে সামান্য দেরী হল—ধরুন পাঁচ মিনিট —আর তার পরেই ফিরে গেলাম। ঘর ফাঁকা, রোগী উধাও। তা দেখে আমার বিস্ময়টা কল্পনা করুন।

'অবশ্য আমার প্রথম কাজই হল ছুটে ওয়েটিং-রুমে ধাওয়া করা। ছেলেও উধাও। হলের দরজাটা চেপে দেওয়া, কিন্তু বন্ধ নয়। যে চাকরটা রোগীদের আমার ঘরে পৌঁছে দেয় সে নতুন, আর খুব চটপটেও নয়। সে নীচেই বসে থাকে, কনসাল্টিং-রুমের ঘণ্টা বাজালে রোগীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে ছুটে উপরে আসে। সেও কিছু শুনতে পায় নি। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল। একটু পরেই মিঃ ব্লেসিংটন ভ্রমণ সেরে ফিরলেন।

এ ব্যাপারে তাকে কিছুই বললাম না, কারণ সত্যি কথা বলতে কি, ইদানীং তার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ প্রায় ছিলই না।

'দেখুন সে রুশ ভদ্রলোক ও তার ছেলেকে আর কখনও দেখতে পাব এ আমি কখনও ভাবতে পারি নি। কাজেই আজ সন্ধ্যায় ঠিক সেই একই সময়ে যখন তারা দুজন ঠিক আগের মতই আমার ঘরে এসে ঢুকলেন, আমার তখনকার বিস্ময় আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারেন।

'আমার রোগী বললেন, "ডাক্তার, গতকাল এমন হঠাৎ চলে যাওয়ার জন্য আপনার কাছে বার বার ক্ষমা চাইছি।"

'আমি বললাম, "সত্যি বলছি, আমিও খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম।"

'তিনি বললেন, "ব্যাপার কি জানেন, আমার ফিটের অবস্থাটা যখনই কেটে যায় তখনই তার আগেকার সব ব্যাপার মনের মধ্যে কেমন যেন ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। আমার মনে হল, যেন একটা অপরিচিত ঘরে আমি জেগে উঠেছি, আর সেইজন্যই আপনার অনুপস্থিতির সময়ে কেমন একটু আচ্ছন্নের মত রাস্তায় নেমে গিয়েছিলাম।"

'ছেলে বলে উঠল, "আর বাবাকে ওয়েটিং-রুমের দরজার পাশ দিয়ে যেতে দেখে আমিও ভাবলাম যে রোগী দেখা শেষ হয়ে গেছে। বাড়িতে পৌঁছে ক্রমে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।"

'আমি হেসে বললাম, "ক্ষতি কিছু হয় নি, তবে আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। যা হোক, এখন আপনি যদি দয়া করে ওয়েটিং-রুমে চলে যান, তাহলে আমাদের আলোচনা শুরু করতে পারি। কাল তো হঠাৎ সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

'প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বুড়ো ভদ্রলোকের রোগ-লক্ষণ নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারপর ওষুধ লিখে দিলে তিনি ছেলের হাতে ভর দিয়ে চলে গেলেন।'

'আগেই বলেছি, রোজই ঠিক এই সময়েই মিঃ ব্লেসিংটন বেড়াতে যান। একটু পরেই তিনি বাড়িতে ঢুকে দোতলায় চলে গেলেন। মুহূর্তকাল পরেই আমি শুনতে পেলাম, তিনি ছুটে নীচে নেমে আসছেন। আতংকে উন্মাদের মত তিনি ঝড়ের বেগে আমার কনসাল্টিং-রুমে ঢুকলেন।

'চেঁচিয়ে বললেন, "আমার ঘরে কে ঢুকেছিল?"

'আমি বললাম, "কেউ না।"

'তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, "মিথ্যে কথা! উপরে আসুন; দেখে যান।"

'তার রুষ্ট কথাবার্তায় কান দিলাম না, কারণ মনে হল তিনি তখন আতংকে দিশেহারা। দোতলায় উঠে তিনি হালকা কার্পেটের উপর কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখালেন।

চেঁচিয়ে বললেন, "আপনি কি বলতে চান এগুলো আমার পায়ের ছাপ ?"

'সত্যি পায়ের ছাপগুলো তার পায়ের চাইতে অনেক বড়, আর খুবই সদ্য-সদ্য পড়েছে। আপনি জানেন আজ বিকেলে জোর বৃষ্টি হয়েছে, আর আমার রোগীরা ছাড়া আর কেউ বাড়িতে আসে নি। ব্যাপারটা তাহলে এই-রকম দাঁড়ায় যে, আমি যখন রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন তার ছেলে কোন অজ্ঞাত কারণে ওয়েটিং-রুম থেকে দোতলায় আমার আবাসিক রোগীর ঘরে উঠে গিয়েছিল। কোন কিছুতেই হাত দেওয়া হয় নি, বা কেউ কিছু নিয়েও যায় নি, কিন্তু পায়ের ছাপই প্রমাণ করে, কেউ যে ঘরে ঢুকেছিল সেটা সন্দেহাতীত ঘটনা।

'এ ব্যাপারে যতটা উত্তেজিত হওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হয় মিঃ ব্লেসিংটনকে তার চাইতে অনেক বেশী উত্তেজিত মনে হল, অবশ্য যেকোন লোকের মানসিক শান্তি নষ্ট করার পক্ষে ব্যাপারটা যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তিনি চেয়ারে বসে কাঁদতে লাগলেন আর আবোল-তাবোল কথা বলতে লাগলেন। আপনার সঙ্গে দেখা করার পরামর্শও তিনিই দিলেন, আর প্রস্তাবটা আমার কাছেও সমীচীনই মনে হল, কারণ তিনি ব্যাপারটাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলেও ঘটনাটা যে একটু অদ্ভুত ধরনের সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদি আমার ব্রুহামে চড়ে আমার সঙ্গে একবার যান তাহলে তাকে অন্তত কিছুটা সান্ত্বনা দিয়ে আসতে পারবেন, যদিও এই অদ্ভুত ঘটনার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবেন বলে আমি আশা করি না।'

শার্লক হোমস এমন একাগ্র চিত্তে এই দীর্ঘ বিবরণ শুনল যে আমি বুঝতে পারলাম, ঘটনাটা তাকে খুবই আগ্রহী করে তুলেছে। তার মুখখানি অন্যদিনের মতই অবিচলিত, কিন্তু চোখের পাতা দুটি আরও ভারী হয়ে চোখের উপর নেমে এসেছে। পাইপের মুখ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি আরও ঘন হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। আগন্তুকের বক্তব্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হোমস কোন কথা না বলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আমার টুপিটা তুলে আমার হাতে দিল, টেবিল থেকে নিজের টুপিটা নিল এবং ডাঃ ট্রেভেলিয়ানের পিছনে পিছনে দরজার দিকে এগোল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ব্রুক স্ট্রীটে ডাক্তারের বাড়ির দরজায় আমাদের নামিয়ে দেওয়া হল। ওয়েস্ট এণ্ড-এ ভাল পশার জমলে যে ধরনের বাড়ির কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক বাড়িটা ঠিক সেই রকম—গুরুগম্ভীর আর চ্যাপ্টা-মুখো। চাকরটা দরজা খুলে দিল; আমরাও চওড়া কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।

কিন্তু একটা অদ্ভুত বাধা পেয়ে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। সিঁড়ির একেবারে উপরে আলোটা হঠাৎ নিভিয়ে দেওয়া হল, আর অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা কর্কশ কাঁপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'আমার হাতে পিস্তল আছে, সত্যি বলছি, আপনারা আর অগ্রসর হলে গুলি করব।'

ডাঃ ট্রেভেলিয়ান চেঁচিয়ে বলল, "মিঃ ব্লেসিংটন, ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি অমানুষিক হয়ে উঠছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কণ্ঠস্বর বলল, 'ওঃ, ডাক্তার, আপনি? কিন্তু আর যারা এসেছেন? তারা আসল লোক তো?'

বুঝতে পারলাম, অন্ধকারে বসে কেউ আমাদের খুব ভাল করে লক্ষ্য করছে।

অবশেষে কণ্ঠস্বর বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। আপনারা উপরে আসতে পারেন। আমার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আপনাদের বিরক্তি ঘটানোর জন্য আমি দুঃখিত।'

কথা বলতে বলতে সে সিঁড়ির গ্যাসের আলোটা আবার জ্বালিয়ে দিল। আমাদের সামনে একটি অদ্ভুত-দর্শন লোককে দেখতে পেলাম। তার চেহারা দেখে ও গলার স্বর শুনেই বোঝা যায় যে তার স্নায়ুগুলি বিপযস্ত হয়ে পড়েছে। লোকটি বেশ স্থূলকায়; দেখে মনে হয় একসময় আরও বেশী স্থূলকায় ছিল; মুখের চামড়া জায়গায় জায়গায় শিকারী কুকুরের গালের মত ঝুলে পড়েছে। গায়ের রঙে রুগ্নতার আভাষ, আর মাথার যৎসামান্য ধূসর চুল তীব্র ভয়ে যেন খাড়া হয়ে উঠেছে। হাতে একটা পিস্তল ছিল, কিন্তু আমরা অগ্রসর হতেই সেটাকে পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

সে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা মিঃ হোমস, আপনার আগমনে অতিশয় বাধিত হলাম। আপনার পরামর্শের দরকার আমার যতটা তত আর কোনদিন কারও হয় নি। আশা করি আমার ঘরে এই অবাঞ্ছিত অনধিকার প্রবেশের কথা ডাঃ ট্রেভেলিয়ান আপনাকে বলেছেন?'

হোমস বলল, 'তা বলেছেন। মিঃ ব্লেসিংটন, এই লোক দুটি কে, আর আপনাকে পর্যুদস্ত করতেই বা তারা চাইছে কেন?'

আবাসিক রোগী আমতা-আমতা করে বলল, 'দেখুন, মানে, সেটা বলা খুব শক্ত। সে প্রশ্নের জবাব আপনি আমার কাছ থেকে আশা করতে পারেন না মিঃ হোমস।'

'আপনি কি বলতে চান, আপনি জানেন না?'

'দয়া করে ভিতরে আসুন। অনুগ্রহ করে ভিতরে পদার্পণ করুন।'

সে আমাদের শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা বড় এবং আরামদায়কভাবে সজ্জিত।

বিছানার শেষ প্রান্তে একটা বড় কালো বাক্স দেখিয়ে সে বলল, 'ওটা দেখতে পাচ্ছেন। মিঃ হোমস, আমি কোনকালে ধনী লোক ছিলাম না,— ডাঃ ট্রেভেলিয়ানই আপনাকে বলতে পারবেন যে সারা জীবনে মাত্র একবার

ছাড়া কখনও কোন লগ্নি করি নি। ব্যাংকারদের উপর আমার আস্থা নেই। কোন ব্যাংকারকে আমি কোনদিন বিশ্বাস করি না। নিজেদের মধ্যে বলছি, আমার যা কিছু সব ঐ বাক্সেই আছে। কাজেই কোন অজ্ঞাত লোক জোর করে ঘরে ঢুকলে আমার অবস্থাটা কেমন হয় তা তো বুঝতেই পারছেন।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেসিংটনের দিকে তাকিয়ে হোমস ঘাড় নাড়তে লাগল।

বলল, 'আপনি যদি আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করেন তাহলে তো আপনাকে পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে সব কথাই বলেছি।'

হোমস বিরক্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'শুভরাত্রি ডাঃ ট্রেভেলিয়ান।'

ভগ্ন কণ্ঠে ব্লেসিংটন বলল, 'আমাকে কোন পরামর্শ দেবেন না?'

'স্যার, আপনাদের আমার একমাত্র পরামর্শ—সত্য কথা বলুন।'

এক মিনিটের মধ্যেই রাস্তায় নেমে আমরা বাড়ির পথ ধরলাম। অক্সফোর্ড স্ট্রীট পার হয়ে হার্লে স্ট্রীটের অর্ধেকটা পথ পার হবার পরে আমার সঙ্গী প্রথম মুখ খুলল।

'দেখ ওয়াটসন, একটা বোকা লোকের ডাক শুনে তোমাকে ঘর থেকে টেনে এনেছি বলে আমি দুঃখিত। অবশ্য এর গভীরে একটা আকর্ষণীয় ব্যাপারও রয়েছে।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না', আমি স্বীকার করলাম।

'দেখ, এটা তো খুবই পরিষ্কার যে দুটি লোক—হয় তো আরও বেশী, কিন্তু অন্তত দুজন—যে কারণেই হোক এই ব্লেসিংটন নামক লোকটিকে ধরতে কৃতসংকল্প। এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় দুই দিনই দলের একজন একটা আশ্চর্য কৌশলে ডাক্তারকে ব্যস্ত রেখেছে এবং অপর-জন ব্লেসিংটনের ঘরে ঢুকেছে।'

'আর অপস্মার রোগ!'

'ওটা সম্পূর্ণ নকল ব্যাপার, যদিও আমাদের বিশেষজ্ঞকে সেকথা সাহস করে বলি নি। ও রোগ-লক্ষণটা নকল করা খুবই সহজ। আমি নিজেও করেছি।'

'তারপর?'

'ব্লেসিংটন যে দুদিনই ঐ সময় বাড়ির বাইরে ছিল সেটা নেহাৎই আকস্মিক যোগাযোগ। ওয়েটিং-রুমে আর কোন রোগী থাকবে না সেবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যই রোগীকে দেখাবার ঐ রকম একটা অস্বাভাবিক সময় তারা বেছে নিয়েছিল। ঘটনাচক্রেই ব্লেসিংটনের প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য-ভ্রমণের সময়টা ঐ সময়ের সঙ্গে মিলে গেছে। তার থেকেই বোঝা যায় যে তারা ব্লেসিংটনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে খুব পরিচিত নয়। অবশ্য লুঠতরাজ করাই যদি

তাদের উদ্দেশ্য হত তাহলে তারা কিছুটা খোঁজাখুঁজি নিশ্চয়ই করত। তাছাড়া এদের দেখে যেরকম প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রু বলে মনে হয় তাতে এই লোকটির এরকম দুটি শত্রু আছে অথচ সে তার খবরই রাখে না এটা অভাবনীয়। সুতরাং আমার মত হচ্ছে, সে ভাল করেই জানে এই লোকরা কারা এবং নিজের কোন কারণেই সেকথাটা গোপন রাখতে চায়। তবে এটা খুবই সম্ভব যে আগামীকাল সে আরও বেশী করে মুখ খুলবে।'

আমি বলে উঠলাম, 'আচ্ছা, এরকম আর একটা বিকল্প কি হতে পারে না যেটা হাস্যকর রকমের অসম্ভব হলেও একেবারে অচিন্তানীয় নয়? এরকম কি হতে পারে না যে অপস্মার রোগগ্রস্ত রুশ ভদ্রলোক ও তার ছেলের কাহিনী সবটাই ডাঃ ট্রেভেলিয়ানের বানানো। নিজের কোন উদ্দেশ্যেই সে ব্লেসিংটনের ঘরে গিয়েছিল?'

গ্যাসের আলোয় লক্ষ্য করলাম, আমার এই নতুন প্রস্তাব শুনে হোমসের মুখে একটা পুলকিত হাসি খেলে গেল।

সে বলল, 'ভাইরে, প্রথমেই একথাটা আমার মনে হয়েছিল, কিন্তু অবিলম্বেই ডাক্তারের কাহিনীর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ আমি পেয়ে গেলাম। যুবকটি সিঁড়ির কার্পেটে যে পায়ের ছাপ ফেলেছে সেই একই ছাপ সে রেখে গেছে ঘরের ভিতরেও। যদি আমি বলি যে, তার জুতো জোড়া ব্লেসিংটনের জুতোর মত ছুঁচলো নয়, চৌকো মুখ, এবং ডাক্তারের জুতো অপেক্ষা এক ইঞ্চি ও তার এক-তৃতীয়াংশ লম্বা, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে লোকটি সেই যুবক না হয়ে যায় না। কিন্তু এ আলোচনা রেখে এবার আমরা ঘুমুতে পারি, কারণ কাল সকালে যদি ব্রুক স্ট্রীট থেকে আরও কিছু খবর না পাই তাহলেই আমি বিস্মিত হব।'

শার্লক হোমসের ভবিষ্যদ্বাণী বেশ নাটকীয়ভাবেই সফল হল। পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায়, সবে দিনের প্রথম আলো ফুটেছে এমন সময় দেখি সে ড্রেসিং-গাউন পরে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বলল, 'ওয়াটসন, আমাদের জন্য একখানা ব্রুহাম অপেক্ষা করছে।

'কি ব্যাপার?'

'ব্রুক স্ট্রীট মামলা।'

'কোন নতুন খবর?'

খড়খড়ি তুলতে তুলতে সে বলল, 'বিয়োগান্ত', কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক। এটা দেখ—নোটবুকের একটা পাতায় পেন্সিল দিয়ে লেখা "ঈশ্বরের দোহাই। এখনি চলে আসুন—পি. টি." এটা লিখবার সময় আমাদের ডাক্তার বন্ধুটি খুবই মুস্কিলে পড়েছিল। চলে এস ভাই, কারণ এটা খুবই জরুরি ডাক।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আতংকিত মুখে ছুটতে ছুটতে বাইরে এসে সে আমাদের সঙ্গে দেখা করল।

কপালের দুটো রগ চেপে ধরে সে চেঁচিয়ে বলল, 'ওঃ, এ কী ব্যাপার!'

'কি হয়েছে?

'ব্লেসিংটন আত্মহত্যা করেছে।'

হোমস শিস দিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, রাতের বেলায় সে গলায় দড়ি দিয়েছে!'

ডাক্তারের পিছনে পিছনে তার ওয়েটিং-রুমে গিয়ে ঢুকলাম।

সে বলতে লাগল, 'আমি কি করছি আমি নিজেই জানি না। উপরে পুলিশ এসে গেছে। ব্যাপারটা আমাকে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিয়েছে।'

'আপনি কখন দেখলেন?'

'প্রতিদিন খুব সকালেই তাকে এক কাপ চা দিয়ে আসতে হয়। সাতটা নাগাদ দাসী ঘরে ঢুকে দেখে, হতভাগ্য লোকটি ঘরের মাঝখানে ঝুলছে। যে হুক থেকে ভারী বাতিটা ঝোলানো থাকে তাতেই সে দড়িটা বেঁধেছে, আর গতকাল যে বাক্সটা আমাদের দেখিয়েছিল তার উপর থেকেই ঝাঁপ দিয়েছে।'

একমুহূর্তকাল হোমস গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল।

তারপর বলল, 'আপনার অনুমতি নিয়ে আমি উপরে উঠে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে চাই।' দুজনই উপরে উঠে গেলাম। পিছনে ডাক্তার।

শোবার ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকতেই একটা ভয়ংকর দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। আগেই বলেছি, ব্লেসিংটনকে দেখতে একটু মোটাসোটা লাগে। হুক থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার সেই স্থূলত্ব এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে তাকে দেখলে আর মানুষ বলেই মনে হয় না। পালক-তোলা মুরগির বাচ্চার মত গলাটা লম্বা হয়ে গেছে, আর তার সঙ্গে তুলনায় দেহের বাকি অংশটা আরও মোটা ও অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। শুধুমাত্র নাইট-ড্রেসটা তার পরনে; ফুলে-ওঠা গোড়ালি ও শুকনো পা দুটো তার ভিতর থেকে বিসদৃশভাবে বেরিয়ে আছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর পকেট-বইতে কি সব নোট করছিল।

আমার বন্ধুটি ঢুকতেই সে বলে উঠল, 'আরে মিঃ হোমস, আপনাকে দেখে খুশি হলাম।'

হোমস বলল, 'শুভ সকাল ল্যানার। নিশ্চয় আমাকে অবাঞ্ছিত বাইরের লোক মনে করছ না। এই পরিণতির পূর্বেকার ঘটনাগুলি সব শুনেছ কি?'

'হ্যাঁ কিছু কিছু শুনেছি।'

'তোমার কি মনে হয়?'

'আমি যতদূর বুঝতে পারছি, ভয়েই লোকটির বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। দেখতেই পাচ্ছেন, বিছানায় যে বেশ ভালভাবেই ঘুমিয়েছিল তার চিহ্ন বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। আপনি তো জানেন মোটামুটিভাবে ভোর পাঁচটাতেই বেশীর ভাগ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। প্রায় ঐ সময়েই সেও গলায়

ফাঁস লাগিয়েছিল। মনে হচ্ছে বেশ ভেবেচিন্তেই কাজটা করা হয়েছে।'

আমি বললাম, 'মাংসপেশীগুলি যেরকম শক্ত হয়ে গেছে তা দেখে আমি বলতে চাই যে প্রায় তিন ঘণ্টা হল সে মারা গেছে।'

হোমস প্রশ্ন করল, 'ঘরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়েছে কি?'

'হাত ধোবার স্ট্যাণ্ডের উপর একটা স্ক্রু-ড্রাইভার ও কয়েকটা স্ক্রু পেয়েছি। সারারাত প্রচণ্ড ধূমপান করেছে বলেও মনে হয়। চুল্লির ভিতর থেকে সিগারের এই চারটে পোড়া অংশ বের করেছি।'

হোমস বলল, 'হুম! তার সিগার-হোল্ডারটা পেয়েছ কি?'

'না, সেরকম কিছু দেখি নি।'

'আর সিগার-কেস?'

'হ্যাঁ, এটা তার কোটের পকেটে ছিল।'

সিগার-কেসটা খুলে হোমস ভিতরকার অবশিষ্ট একটি মাত্র সিগার তুলে শুঁকল।

'আঃ, এটা তো হাভানা আর বাকিগুলো সেই বিশেষ ধরনের সিগার যা ওলন্দাজরা তাদের পূর্বভারতীয় উপনিবেশ থেকে আমদানি করে থাকে। তুমি তো জান, সেগুলি সাধারণত খড় দিয়ে জড়ানো থাকে এবং অন্য সব ব্রাণ্ডের সিগার অপেক্ষা দৈর্ঘ্যের তুলনায় বেশী সরু হয়ে থাকে।' সিগারের পোড়া অংশ ক'টা তুলে নিয়ে সে পকেট লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল।

বলল, 'এর মধ্যে দুটো হোল্ডারে লাগিয়ে এবং আর দুটো হোল্ডার ছাড়া খাওয়া হয়েছে। দুটোর মুখ ভোঁতা ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে, আর দুটোর মুখ বেশ ভাল দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। মিঃ ল্যানার, এটা আত্মহত্যা নয়, এটা খুন, পূর্বপরিকল্পিতভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে।'

'অসম্ভব!' ইন্সপেক্টর চীৎকার করে উঠল।

'কিন্তু কেন?'

'গলায় ফাঁস লাগিয়ে এমন বিশ্রীভাবে কেউ একজনকে খুন করবে কেন?'

'সেটাই তো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

'তারা ঘরে ঢুকল কেমন করে?'

'সামনের দরজা দিয়ে।'

'সকালে দরজা বন্ধ ছিল।'

'তাহলে তারা চলে গেলে বন্ধ করা হয়েছিল।'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'আমি তাদের চিহ্ন দেখেছি। এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন, আশা করি এ ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য আপনাদের জানাতে পারব।'

দরজার কাছে গিয়ে তার চিরাচরিত সুশৃংখলভাবে তালাটা উল্টে দেখল। তারপর তালার নীচের দিক থেকে চাবিটা বের করে সেটাও ভাল করে

দেখল। বিছানা, কার্পেট, চেয়ার, ম্যাণ্টেলপিস, মৃতদেহ, দড়ি—পরপর সব কিছু পরীক্ষা করে তবে সে সন্তুষ্ট হল এবং আমার ও ইন্সপেক্টরের সহায়তায় দড়ি কেটে মৃতদেহটাকে নামিয়ে সশ্রদ্ধভাবে সেটাকে একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'দড়িটা এল কোত্থেকে?'

বিছানার নীচ থেকে একটা বড় বাণ্ডিল বের করে ডাঃ ট্রেভেলিয়ান বলল, 'এর থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। ওঁর ভীষণ আগুনের ভয় ছিল, তাই সিঁড়িতে আগুন লাগলে যাতে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন সেজন্য দড়িটা সব সময় কাছে রাখতেন।'

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'এতে তাদের অনেক হাঙ্গামা বেঁচেছে। হ্যাঁ, আসল ঘটনা খুবই পরিষ্কার, বিকেলের মধ্যেই যদি সব কিছু আপনাদের বুঝিয়ে দিতে না পারি তাহলে আমি নিজেই বিস্মিত হব। ম্যাণ্টেলপিসের উপরে ব্লেসিংটনের যে ফটোটা রয়েছে ওটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, কারণ এটা তদন্তের কাজে লাগতে পারে।'

ডাক্তার চেঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি তো কিছুই বললেন না।'

হোমস বলল, 'ওহো, ঘটনাবলী সম্পর্কে তো কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। তিনটি লোক জড়িত আছে: যুবক, বৃদ্ধ ও তৃতীয় একজন, যদিও তার হদিস এখনও পাই নি। বলা বাহুল্য যে প্রথম দুজনই রুশ কাউণ্ট ও তার ছেলে সেজে এসেছিল, কাজেই তাদের পুরো বিবরণ তো আমাদের জানাই আছে। বাড়ির ভিতরকার কারও সহযোগিতায় তারা ঘরে ঢুকেছিল। ইন্সপেক্টর, আমার পরামর্শ যদি শোনেন, ঐ বালক-ভৃত্যটিকে গ্রেপ্তার করুন; কারণ আপনিই তো বলেছেন ডাক্তার যে ছোকরাটি খুব অল্পদিন হল আপনার এখানে কাজে লেগেছে।'

ডাঃ ট্রেভেলিয়ান বলল, 'ক্ষুদে শয়তানটকে পাওয়া যাচ্ছে না; দাসী ও রাঁধুনি একটু আগেই তার খোঁজ করছিল।'

হোমস ঘাড় ঝাঁকুনি দিল।

বলল, 'এ নাটকে তার ভূমিকাও খুব ছোট নয়। তিনটি লোক পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠল, বয়স্ক লোকটি আগে, তারপর যুবকটি, সকলের পিছনে অজ্ঞাত লোক—'

'হোমস!' আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম।

'আঃ, একটার উপর একটা পায়ের ছাপ যেভাবে পড়েছে তাতে এবিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। গত রাতেই সেগুলি ভালভাবে দেখেশুনে নিয়েছি। মিঃ ব্লেসিংটনের ঘরের কাছে গিয়ে দেখল, ঘর তালাবন্ধ। একটা তার দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে তালাটা খুলে ফেলল। তালাটার কোন্‌খানটায় চাপ দেওয়া হয়েছিল সেটা এই দাগ দেখে বিনা লেন্সেই তুমি বুঝতে পারবে।'

'ঘরে ঢুকে প্রথমেই তারা মিঃ ব্লেসিংটনের গলা টিপে ধরল। হয় সে ঘুমিয়ে ছিল, নয় তো আতংকে তার শরীর এতই অবশ হয়ে পড়েছিল যে সে চেঁচাতেও পারে নি। তাছাড়া, দেওয়ালগুলোও বেশ পুরু, কাজেই একবার আর্তনাদ করে থাকলেও সেটা হয় তো শোনাই যায় নি।

'বেশ বুঝতে পারছি, তাকে কব্জা করবার পরে একটা পরামর্শ-বৈঠকের মত বসেছিল। সম্ভবত আইনগত ব্যাপার নিয়েই আলোচনা হয়েছিল। আলোচনাটা বেশ কিছুক্ষণ চলেছিল, কারণ সেই সময়ই এই সিগারগুলো খাওয়া হয়েছিল। বুড়ো লোকটি ওই বেতের চেয়ারে বসেছিল; সেই সিগার-হোল্ডার ব্যবহার করেছিল। যুবকটি বসেছিল ওখানটায়, সে ছাই ঝেড়েছিল ঐ টানাটার গায়। তৃতীয় লোকটি পায়চারি করেছে। মনে হচ্ছে, ব্লেসিংটন সোজা হয়ে বিছানায় বসেছিল, অবশ্য সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই।

'যাহোক, তারা ব্লেসিংটনকে ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়ে কাজ শেষ করল। ব্যাপারটা আগে থেকেই এমনভাবে স্থির করা হয়েছিল যে আমার বিশ্বাস ফাঁসি-কাঠ হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য পুলি-জাতীয় কোন জিনিস তারা সঙ্গে করেই এনেছিল, আর সেইজন্যই স্ক্রু ড্রাইভার ও স্ক্রুও এনেছিল। অবশ্য হুকটা চোখে পড়ায় আর সেসব হাঙ্গামায় যায় নি। কাজ শেষ করে তারা হাওয়া হয়ে গেল, আর তাদের সংযোগী দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিল।

গভীর আগ্রহে আমরা রাতের কায-কলাপের এই বিররণ শুনলাম। এমন সব সূক্ষ্ম ও সামান্য চিহ্ন থেকে হোমস তার সিদ্ধান্তগুলি টানছিল যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার পরেও তার সব কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। ইন্সপেক্টর সঙ্গে সঙ্গেই ছোকরা-চাকরটির খোঁজে চলে গেল, আর হোমস ও আমি প্রাতরাশের জন্য বেকার স্ট্রীটে ফিরে গেলাম।

খাওয়া শেষ করে সে বলল, 'তিনটে নাগাদ আমি ফিরব। ঐ সময় ইন্সপেক্টর ও ডাক্তার এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এ ব্যাপারে যদি কিছুটা অস্পষ্টতা এখনও থেকে থাকে, আশা করছি তখন সেটা পরিষ্কার করে দিতে পারব।'

অতিথিরা যথাসময়েই এল, কিন্তু বন্ধুরা আসতে পৌনে চারটে বেজে গেল। অবশ্য তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, সব ঠিক ঠিক মতই হয়েছে।

'ইন্সপেক্টর, কোন খবর আছে?'

'ছোকরাকে ধরেছি স্যার।'

'চমৎকার, আর আমি লোকদুটোকে ধরেছি।'

'ধরা পড়েছে!' তিনজনই চেঁচিয়ে উঠলাম।

'অন্তত তাদের পাত্তা মিলেছে। যেমনটি ভেবেছিলাম, এই বেনামী ব্লেসিংটন হেড-কোয়ার্টারের খুবই পরিচিত; তার হত্যাকারীরাও তাই। তাদের নাম বিড্ল্, হেওয়ার্ড ও মোফাট।'

'ওয়ার্দিংডন ব্যাংক ডাকাতির দল', ইন্সপেক্টর বলল।

'ঠিক', হোমস বলল।

'ঐ ব্লেসিংটন তাহলে সাটন?'

'ঠিক তাই,' হোমস বলল।

'সে কি, তাহলে তো সবকিছুই জলের মত সোজা হয়ে গেল', ইন্সপেক্টর বলল।

কিন্তু ট্রেভেলিয়ান ও আমি অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালাম।

হোমস বলতে লাগল, 'ওয়ার্দিংডন ব্যাংকের ব্যাপারটা সকলের নিশ্চয় মনে আছে; দলে ছিল পাঁচজন, এই চারজন আর পঞ্চম ব্যক্তির নাম কার্টরাইট। কেয়ারটেকার টবিনকে খুন করে চোররা সাত হাজার পাউণ্ড নিয়ে সরে পড়ে। এটা ১৮৭৫ সালের ঘটনা। পাঁচজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। দলের সবচাইতে বাজে লোক এই ব্লেসিংটন বা সাটন গুপ্তচরের কাজ নেয়। তার সাক্ষ্যের জোরে কার্টরাইটের ফাঁসি হয় এবং অপর তিনজনের পনেরো বছরের কারাদণ্ড। পুরো শাস্তি ভোগ করার কয়েক বছর আগেই সম্প্রতি তারা জেল থেকে বেরিয়েই সেই বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করে সহকর্মীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। দু'বার তাকে ধরবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, এবং তৃতীয়বারে কাজ হাসিল করে। ডাঃ ট্রেভেলিয়ান, বুঝিয়ে বলবার মত আর কিছু আছে কি?'

ডাক্তার বলল, 'আমি তো মনে করি সবকিছুই আপনি চমৎকারভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। যেদিন সে খবরের কাগজে তাদের খালাস পাবার খবরটা পড়ে সেইদিনই যে সে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

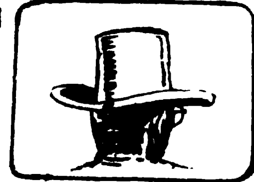
'ঠিক তাই। চুরির কথা যা সে বলেছিল সেটা একটা ধাপ্পা মাত্র।'

'কিন্তু এসব কথা সে আপনাকে বলে নি কেন?'

'দেখুন, পুরনো স্যাঙাৎদের প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথা সে ভালই জানত, তাই যতদিন পারা যায় নিজের পরিচয় সকলের কাছ থেকেই গোপন রাখতে চেষ্টা করছিল। অতীত লজ্জাজনক বলেই সেকথা সে বলতে পারে নি। কিন্তু লোকটা যতই পাষণ্ড হোক, সে কিন্তু তখনও বৃটিশ আইনের আশ্রয়েই ছিল। তবে কি জান ইন্সপেক্টর, সেই আশ্রয় তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেও শীঘ্রই দেখতে পাবে যে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ন্যায়ের তরবারি এখনও উদ্যত আছে।'

ব্রুক স্ট্রীটের ডাক্তার ও তার আবাসিক রোগীপ্রসঙ্গে অদ্ভুত ঘটনাবলীর এখানেই ইতি। সেদিন রাত থেকেই ঐ তিন খুনীর কোন সন্ধান পুলিশ পায় নি, তবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অনুমান, কয়েক বছর আগে পর্তুগালের

উপকূলে ওর্পোটো থেকে কয়েক লীগ উত্তরে যে হতভাগ্য স্টিমার 'নোরা ক্রিনা' সমস্ত যাত্রীসহ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, তার যাত্রীদের মধ্যে তারাও ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে ছোকরা-চাকরটার বিরুদ্ধে আনীত মামলা ভেস্তে গেল এবং 'ব্রুক স্ট্রীট রহস্য' বলে কথিত এই বিবরণ আজ পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে কোথাও প্রকাশিত হয় নি।



গ্রীক ভাবান্তরিক
The Greek Interpreter

মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের এবং ঘনিষ্ট। কিন্তু এর মধ্যে আমি কখনও তাকে তার আত্মীয়-স্বজনের কথা এবং তার প্রথম জীবনের কথা বলতে শুনি নি। তার এই মৌনতা আমার উপর একপ্রকার অমানুষিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ফলে কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে যে, সে একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনামাত্র, তার মস্তিষ্ক আছে কিন্তু হৃদয় নেই, তার বুদ্ধি যতটা প্রখর মানবিক সহানুভূতির অভাবও ততখানি। স্ত্রীজাতির প্রতি বীতরাগ এবং নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনে অনিচ্ছা—এ দুটিই তার আবেগবিহীন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের কথা এভাবে সম্পূর্ণ চেপে যাওয়া যেন তার থেকেও বেশী আবেগহীনতার পরিচয়। ক্রমে আমি তো বিশ্বাসই করতাম না যে সে পিতৃমাতৃহীন, তার কোন আত্মীয়-স্বজনও বেঁচে নেই। কিন্তু একদিন আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে সে আমার কাছে তার ভাইয়ের কথা বলতে শুরু করল।

একটি বসন্ত কালের সন্ধ্যায় চা-পানের পরের ঘটনা। নানা রকম বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। গল্ফ ক্লাব থেকে শুরু করে গ্রহণের বক্রতার পরিবর্তন পর্যন্ত নানা বিষয় পার হয়ে অবশেষে আলোচনা শুরু হল বংশগত সাদৃশ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রবণতার প্রশ্ন নিয়ে। আলোচ্য বিষয় ছিল, একটি ব্যক্তির কোন বিশেষ গুণ কতটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, আর কতটা তার প্রথম জীবনের শিক্ষাদীক্ষার ফল।

আমি বললাম, 'তুমি আমাকে যতদূর বলেছ তাতে একথা বেশ স্পষ্ট যে তোমার ক্ষেত্রে তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং অনুমানের অদ্ভুত কুশলতা একান্তভাবে তোমারই নিজস্ব সুশৃংখল শিক্ষার ফল।'

সে চিন্তিতভাবে জবাব দিল, 'কতকটা তাই। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন গ্রাম্য জমিদার, আর তাদের জীবনযাত্রাও ছিল তাদের শ্রেণীরই অনুরূপ। কিন্তু তথাপি আমার জীবন যে অন্যদিকে মোড় নিয়েছে সেটাও আমার শিরায়ই রয়েছে এবং সম্ভবত আমার ঠাকুরমার কাছ থেকেই এটা আমি পেয়েছি। ঠাকুরমা ছিলেন ফরাসী শিল্পী ভার্নেৎ-এর বোন। রক্তে যদি

শিল্পের নেশা থাকে তবে তা অদ্ভুত রূপান্তর গ্রহণ করতে পারে।'

'কি করে বুঝলে যে এটা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া?'

'কারণ আমার ভাই মাইক্রফ্‌টের মধ্যে এটা আমার চাইতেও বেশী পরিমাণে আছে।'

এটা আমার কাছে একটা খবর বটে। ইংলণ্ডে যদি এরকম বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী আর একটি লোক থাকে তাহলে পুলিশ বা জনসাধারণ তার কথা শোনে নি কেন? প্রশ্নটা করবার সময় আমি এমন ইঙ্গিত করলাম যে আমার বন্ধুর বিনয়ই ভাইকে নিজের চাইতে বড় বলে মেনে নিতে সাহায্য করেছে। আমার ইঙ্গিতে হোমস হেসে উঠল।

বলল, 'ভাই ওয়াটসন, বিনয়কে যারা একটা গুণ বলে মনে করে আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। যুক্তিবিদদের পক্ষে সব কিছুকেই সঠিক দৃষ্টিতে দেখা উচিত; নিজের শক্তিকে বড় করে দেখা যেমন সত্য থেকে সরে যাওয়া, নিজেকে ছোট করে দেখাও তাই। সুতরাং আমি যখন বলছি যে মাইক্রফ্‌টের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা আমার চাইতে ভাল তখন ধরে নিতে পার যে আমি সঠিক ও আক্ষরিক সত্যই বলছি।'

'সে কি তোমার চাইতে ছোট?'

'সাত বছরের বড়।'

'তাহলে সে এমন অপরিচিত রয়েছে কেন?'

'নিজের মহলে সে খুবই সুপরিচিত।'

'সে কোথায়?'

'দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ধরো, ডায়োজিনিস ক্লাব।'

প্রতিষ্ঠানটির নাম আমি কখনও শুনি নি। আমার মুখে হয় তো সে ভাব প্রকাশ পেয়েছিল, কারণ শার্লক হোমস ঘড়ি বের করল।

'ডায়োজিনিস ক্লাব লণ্ডনের সব চাইতে বিচিত্র ক্লাব, আর মাইক্রফ্‌ট্‌ বিচিত্র মানুষদের অন্যতম। পৌনে পাঁচটা থেকে আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট আগে পর্যন্ত সে সর্বদিনই সেখানে থাকে। এখন ছটা বাজে; এই সুন্দর সন্ধ্যায় যদি একটু হাঁটতে রাজী থাক তাহলে আনন্দের সঙ্গে তোমাকে দুটো বিচিত্র বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।'

পাঁচ মিনিট পরে আমরা রাজপথ ধরে রিজেণ্ট সার্কাসের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

সঙ্গী বলল, 'তুমি তো আশ্চর্য হচ্ছ, মাইক্রফ্‌ট্‌ তার ক্ষমতাকে গোয়েন্দার কাজে লাগায় না কেন। তার কারণ ও কাজ করতে সে অক্ষম।'

'কিন্তু তুমি তো বলেছিলে—!'

'বলেছিলাম যে পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের ব্যাপারে সে আমার চাইতে বড়। যদি আরামকেদারায় শুয়ে যুক্তি-প্রয়োগ করাটাই গোয়েন্দার কলা-কৌশলের

প্রথম ও শেষ কথা হত, তাহলে আমার ভাই পৃথিবীর সব চাইতে বড় অপরাধ-তাত্ত্বিক হতে পারত। কিন্তু তার না আছে সে অভিলাষ, না আছে উৎসাহ। নিজের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করবার জন্য সে এক পাও নড়তে চাইবে না; তার সিদ্ধান্ত যে সঠিক এটা প্রমাণ করবার হাঙ্গামা পোহানো অপেক্ষা সেটাকে ভুল বলে মেনে নিতেও সে রাজী। অনেকবার অনেক সমস্যা নিয়ে আমি তার কাছে গিয়েছি, আর এমন ব্যাখ্যা পেয়েছি যেটা শেষ পযন্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কোন মামলাকে বিচারক বা জুরির সামনে উপস্থিত করার আগে যেসব বাস্তব দিক ঠিক করে নেওয়া দরকার সেগুলির ব্যবস্থা করতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম।'

'তাহলে এটা তার জীবিকা নয়?'

'মোটেই না। আমার কাছে যেটা জীবিকার উপায়, তার কাছে সেটা একজন শিল্পানুরাগীর অবসর বিনোদনের হবিমাত্র। সংখ্যার ব্যাপারে তার ক্ষমতা অসাধারণ; অনেকগুলি সরকারী বিভাগের কাগজপত্র সে অডিট করে থাকে। মাইক্রফ্‌ট্‌ পল মল-এ থাকে, এবং প্রতিদিন সকালে মোড় ঘুরে হেঁটে হোয়াইট হলে যায় আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে। বছরের পর বছর সে আর কোন রকম ব্যায়াম করে না, এবং তার বাসস্থানের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ডায়োজিনিস ক্লাব ছাড়া আর কোথাও যায় না।'

'এরকম কোন নাম তো স্মরণ করতে পারছি না।'

'না পারাই স্বাভাবিক। তুমি তো জান, লণ্ডনে এমন অনেক লোক আছে যার কেউ বা লাজুক স্বভাবের জন্য, আবার কেউ বা মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ অন্য কারও সঙ্গে মিশতে চায় না। তাই বলে তারা কিন্তু আরামদায়ক আসন বা সর্বাধুনিক সাময়িকপত্রের প্রতি বিমুখ নয়। তাদের সুবিধার জন্যই ডায়োজিনিস ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, আর এখন সেখানে শহরের যত সব অসামাজিক ও ক্লাব-বোধবির্রাহত মানুষেরা ভিড়েছে। সেখানে কোন সদস্যকেই অন্যের প্রতি তিলমাত্র নজর দেবার অনুমতি দেওয়া হয় না। একমাত্র "আগন্তুক কক্ষ" ছাড়া আর কোথাও কোন অবস্থাতেই গল্প করারও অনুমতি নেই। আর এই সব অপরাধ কমিটির গোচরীভূত হলে যে গল্প করে তাকে ক্লাব থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। আমার ভাই তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; আর সেখানকার পরিবেশ আমার তো খুব ভাল লাগে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা পল মল পৌঁছলাম এবং সেণ্ট জেমসের প্রান্ত থেকে সেই রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করলাম। কার্লটন থেকে কিছুটা দূরে একটা দরজার সামনে শার্লক হোমস দাঁড়াল এবং আমি যেন কোন কথা না বলি সেবিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে হলের দিকে অগ্রসর হল। কাঁচের প্যানেলের ভিতর দিয়ে দেখলাম একটা মস্ত বড় জাঁকজমকপূর্ণ ঘরের মধ্যে একদল লোক যার যার মত একটা কোণ বেছে নিয়ে বসে বসে কাগজও পড়ছে। হোমস আমাকে নিয়ে

একটা ছোট ঘরে ঢুকল। ঘরটা পল মল-এর উপরে। তারপর মিনিট খানেক আমাকে একলা রেখে আবার যখন একজন লোককে সঙ্গে করে ফিরে এল তখন বুঝতে পারলাম সে তার ভাই ছাড়া আর কেউ নয়।

মাইক্রফ্‌ট হোমস দেখতে শার্লকের চাইতে অনেক বেশী বড় ও মজবুত। তার শরীর বেশ মোটাসোটা কিন্তু মুখটা ভারী হলেও তার ভাইয়ের মুখে ভাব-প্রকাশের যে তীক্ষ্ণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বিদ্যমান তার কিছুটা সেখানেও চোখে পড়ে। তার হাল্কা জল রঙের চোখে যেন সেই সুদূরপ্রসারী আত্মসন্ধানী দৃষ্টিও রয়েছে যেটা আমি একমাত্র শার্লকের চোখেই দেখেছি, যখন সে কোন কাজে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

সিল মাছের ডানার মত চওড়া চ্যাপ্টা একখানা হাত বের করে সে বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম। আপনি যখন থেকে তার ইতিবৃত্তকার হয়েছেন তখন থেকেই সব জায়গায় শার্লকের নাম শুনি। ভাল কথা শার্লক, আমি আশা করেছিলাম জমিদার বাড়ির কেস নিয়ে আলোচনার জন্য তুমি গত সপ্তাহে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমার তো মনে হয়েছিল তুমি কিছুটা গভীর জলে পড়েছিলে।'

আমার বন্ধু হেসে বলল, 'না, আমিই তার সমাধান করে ফেলেছি।'

'লোকটি নিশ্চয় অ্যাডাম্‌স্?'

'হ্যাঁ, অ্যাডাম্‌স্‌ই বটে!'

'সেবিষয়ে প্রথম থেকেই আমি নিশ্চিত ছিলাম।' দুজনে ক্লাবের ধনুকাকৃতি জানালাটার পাশে গিয়ে বসল। মাইক্রফ্‌ট বলল, 'মানুষকে যে জানতে চায় তার পক্ষে এইটেই উপযুক্ত জায়গা। তাকিয়ে দেখ, কত বিচিত্র ধরনের মানুষ! যেমন ধর, ঐ যে দুটি লোক আমাদের দিকেই আসছে, তাদের দিকে তাকাও।'

'বিলিয়ার্ড-মার্কার ও অপর জনের কথা বলছ?'

'ঠিক। অপর জন সম্পর্কে কি বুঝছ?'

লোক দুটি জানালার উল্টো দিকে থামল। ওয়েস্টকোটের পকেটের উপর কিছু চকের দাগ, একজনের মধ্যে বিলিয়ার্ডের ঐ একটি মাত্র চিহ্নই আমি দেখতে পেলাম। অপর লোকটি ছোটখাট, রং ময়লা, টুপিটা পিছনের দিকে ঠেলে দেওয়া এবং বগলের নীচে কতকগুলি বাণ্ডিল।

শার্লক বলল, 'কোন প্রাক্তন সৈন্য বলে মনে হচ্ছে।'

'আর খুব সম্প্রতি ছাড়া পেয়েছে,' ভাইটি মন্তব্য করল।

'দেখতে পাচ্ছি, ভারতবর্ষে চাকরি করত।'

'নন-কমিশন্‌ড্‌ অফিসার।'

শার্লক বলল, 'অনুমান করছি, রয়্যাল আর্টিলারি।'

'এবং বিপত্নীক।'

'কিন্তু একটি সন্তান আছে।'

'সন্তানদল, হে দাদ, সন্তান দল।'

'খুব হয়েছে,' আমি হেসে বললাম। 'বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

হোমস জবাব দিল, 'একটা লোকের যদি ঐ রকম চাল-চলন হয়, চেহারায় কর্তৃত্বের প্রকাশ ফুটে ওঠে, চামড়া রোদে-পোড়া হয়, তাহলে সে যে সৈনিক তাও বেসরকারী নয়, এবং ভারতবর্ষ থেকে বেশী দিন হল আসে নি—এ কথাগুলো বলা নিশ্চয়ই খুব শক্ত নয়।'

মাইক্রফ্‌ট্ মন্তব্য করল, 'সে যে এখনও "অ্যামুনিশান বুট্‌স্" পরে আছে তাতেই বোঝা যায় যে খুব বেশী দিন আগে সে চাকরি ছাড়ে নি।'

'তার চলনটা অশ্বারোহীর মত নয়, অথচ ভুরুর একদিকের চামড়ার হাল্কা রং দেখেই বোঝা যায় সে একদিক কাত করে টুপি পরত। তার শরীরের যা ওজন তাতে সে সুড়ঙ্গ-খনক হতে পারে না। সুতরাং তাকে গোলন্দাজ হতেই হবে।'

'তারপর অবশ্য তার শোকের পোশাক দেখেই বোঝা যায় প্রিয়জন কাউকে সে হারিয়েছে। সে যে নিজেই বাজার করছে তা থেকেই বোঝা যায় সেই প্রিয়জন তার স্ত্রীই হবে। দেখতেই পাচ্ছ, ছেলেমেয়েদের জন্যই কেনাকাটা করছে। ওর মধ্যে একটা ঝুমঝুমি রয়েছে; সুতরাং বোঝা যাচ্ছে একটি সন্তান খুবই ছোট। হয় তো প্রসব করতে গিয়েই স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। তার বগলে একটা ছবির বই থাকায় বোঝা যাচ্ছে আরও একটি সন্তানের কথা অবশ্য চিন্তা করতে হবে।'

বন্ধু যে বলেছিল ভাই তার চাইতেও তীক্ষ্ণতর শক্তির অধিকারী তার অর্থটা যেন এবার বুঝতে পারছি। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। মাইক্রফ্‌ট্ কাছিমের খোলার কৌটো থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে একখানা বড় লাল রেশমের রুমাল দিয়ে কোটের উপর উড়ে আসা শস্যকণাগুলি ঝেড়ে ফেলতে লাগল।

এক সময়ে বলল, 'ভাল কথা শার্লক, আমার পরামর্শের জন্য এমন একটা অদ্ভুত সমস্যা আমার কাছে এসেছে যেটা তোমার খুবই মনোমত হবে। আসলে সমস্যাটা নিয়ে লেগে থাকবার মত উৎসাহই আমার নেই, তবে ব্যাপারটা বিচার-বিশ্লেষণ করে ভাবি মজা পেয়েছি। যদি ব্যাপারটা শোনবার ইচ্ছা তোমার থাকে—'

'দেখ মাইক্রফ্‌ট, খুব আনন্দের সঙ্গেই আমি শুনতে চাই।'

ভাই পকেট বুকের পাতা ছিঁড়ে কি যেন লিখল, তারপর বেল বাজিয়ে সেটা ওয়েটারের হাতে দিল।

সে বলল, 'মিঃ মেলাসকে আসতে লিখলাম। সে আমার উপর তলায় থাকে। আমার সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল। সেই সূত্রেই বিপদে পড়ে আমার

কাছে এসেছিল। আমি যতদূর জানি, মিঃ মেলাস জাতিতে গ্রীক ও একজন খ্যাতনামা ভাষাবিদ্। আদালতে ভাষান্তরিকের কাজ করে এবং প্রাচ্যদেশীয় কোন ধনী লোক নরদাম্বার অ্যাভেনিউ-র হোটেলে তাদের গাইডের কাজ করে সে জীবিকা অর্জন করে। আমি মনে করি, সে নিজে এসে নিজের মত করে তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বললেই ভাল হবে।'

কয়েক মিনিট পরেই একজন ছোটখাট মজবুত গড়নের লোক আমাদের সঙ্গে মিলিত হল। তার অলিভ-রঙের মুখ আর কয়লা-কালো চুল দেখেই বোঝা যায় সে দক্ষিণ অঞ্চলের লোক, যদিও তার কথাবার্তা একজন শিক্ষিত ইংরেজের মতই। সে সাগ্রহে শার্লক হোমসের সঙ্গে কর-মর্দন করল। যখন শুনল যে এই বিশেষজ্ঞটি তার কাহিনী শুনতে ইচ্ছুক তখন তার কালো চোখ দুটি খুশিতে চিকচিক করে উঠল।

সে আর্তকণ্ঠে বলল, 'পুলিশ আমার কথায় প্রত্যয় করে বলে আমি বিশ্বাস করি না—সত্যি বলছি বিশ্বাস করি না। যেহেতু একথা তারা এর আগে কখনও শোনে নি তাই তারা মনে করে যে এ জিনিস হতে পারে না। কিন্তু আমি তো জানি, মুখে স্টিকিং-প্লাস্টার লাগানো লোকটার কি হল না জানা পর্যন্ত আমার মনের শান্তি আসবে না।'

'আমি কান পেতে আছি,' শার্লক হোমস বলল।

মিঃ মেলাস বলতে লাগল, 'এখন বুধবার সন্ধ্যা, তাহলে সোমবার রাতে—মাত্র দুদিন আগে, বুঝলেন—এসব ঘটেছিল। আমার এই প্রতিবেশী আপনাকে হয় তো বলেছেন যে আমি একজন ভাষান্তরিক। আমি সব ভাষায় অনুবাদ করি—প্রায় সব ভাষায়—কিন্তু যেহেতু আমি জন্মসূত্রে গ্রীক, আর আমার নামটাও গ্রীসদেশীয়, সেই হেতু ওই বিশেষ ভাষার সঙ্গেই আমি প্রধানতঃ জড়িত। অনেকদিন ধরেই আমি লণ্ডনের প্রধান গ্রীক ভাষান্তরিকের কাজ করছি, আর হোটেলগুলোতেও আমার নাম খুবই পরিচিত।

'প্রায়শই এরকম ঘটনা ঘটে যে বিদেশীরা বিপদে পড়লে, অথবা পর্যটকরা অনেক রাতে পৌঁছে আমার দরকার বোধ করলে খুব অসময়েও আমাকে ডেকে পাঠানো হয়। কাজেই গত সোমবার রাতে মিঃ লাটিমার নামক জনৈক কেতাদুরস্ত পোশাকে সজ্জিত যুবক যখন আমার ঘরে গিয়ে দরজায় অপেক্ষমান ছ্যাকরা গাড়িতে করে তার সঙ্গে আমাকে যেতে অনুরোধ করল তখন আমি বিস্মিত হই নি। সে বলল, একটি গ্রীক বন্ধু ব্যবসা উপলক্ষ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, কিন্তু সে তো নিজের ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষায়ই কথা বলতে পারে না, তাই একজন ভাষান্তরিকের সহায়তা অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। তার কথায় বুঝলাম যে তার কেন্‌সিংটনের বাড়িটা খুব কাছেই। তারও খুব তাড়া ছিল। সে যেন আমাকে একরকম টেনে নামিয়েই গাড়িতে চড়ে বসল।

'গাড়িতে বসে একটু পরেই সন্দেহ হল সেটা একটা সুসজ্জিত বড় গাড়ি। যে সাধারণ চার-চাকার ছ্যাকরা গাড়ি লণ্ডনের লজ্জাস্বরূপ তার তুলনায় গাড়িখানি অনেক বেশী প্রশস্ত, আর সাজসজ্জা পুরনো হলেও বেশ দামী। মিঃ লাটিমার বসেছে আমার উল্টো দিকে। চেরিংক্রশের ভিতর দিয়ে শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরি অ্যাভেনিউ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। অক্সফোর্ড স্ট্রীটে পড়বার পরে আমি সাহস করে বলেই ফেললাম যে কেন্‌সিংটন যাবার পক্ষে এটা খুবই ঘোরা পথ। এমন সময় আমার সঙ্গীর অস্বাভাবিক আচরণে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

'পকেট থেকে শিসে-ভর্তি একটা ভীষণ-দর্শন মুগুর বের করে যেন তার ওজন আর শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য সেটাকে সামনে ও পিছনে ঝোলাতে লাগল। তারপর কোন কথা না বলে সেটাকে আসনের পাশে রাখল। তখন প্রতিটি দিকের জানালা খুলতেই আমি সবিস্ময়ে দেখলাম যে সেগুলি এমনভাবে কাগজ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে যে বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'সে বলল, "মিঃ মেলাস, আপনাকে কিছু দেখতে দেওয়া হচ্ছে না বলে আমি দুঃখিত। আসলে কোথায় আমরা চলেছি সেটা যাতে আপনি দেখতে না পান তাই আমরা চাই। আপনি আবার কখনও পথ চিনে সেখানে যেতে পারলে আমাদের পক্ষে অসুবিধা হতে পারে।'

'বুঝতেই পারছেন এধরনের কথা শুনে আমি হকচকিয়ে গেলাম। আমার সঙ্গী একজন শক্তিশালী বৃষস্কন্ধ যুবক। সঙ্গে একটা অস্ত্র রয়েছে। তার সঙ্গে লড়াই করে সুবিধা করতে পারব না।

'কোন মতে বললাম, "এটা খুবই অস্বাভাবিক আচরণ মিঃ লাটিমার। আপনার বোঝা উচিত যে আপনি সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ করছেন।"

'সে বলল, "একটু বেশী সুযোগ নিচ্ছি সেবিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে আপনাকে পুষিয়ে দেব। কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি মিঃ মেলাস, আজ রাতে কখনও যদি চেঁচামেচি করেন বা অন্য কোনভাবে আমার স্বার্থবিরোধী কাজ করেন, তাহলে কিন্তু ভাল হবে না। মনে রাখবেন, আপনি এখন কোথায় আছেন তা কেউ জানে না, আর এই গাড়িতেই হোক কি আমার বাড়িতেই হোক, আপনি এখন আমার হাতের মধ্যে এসে পড়েছেন।"

'তার কথাগুলি শান্ত, কিন্তু এমন কর্কশভাবে সে কথাগুলি বলছিল যেটা ভয়ের কারণ। চুপচাপ বসে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম, আমাকে এভাবে তুলে নিয়ে আসার কি কারণ থাকতে পারে। কারণ যাই হোক, একটা কথা খুবই পরিষ্কার যে, বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না, কাজেই দেখাই যাক ভাগ্যে কি আছে।

'প্রায় দু ঘণ্টা ধরে চলেও কোথায় যে চলেছি তা এতটুকু ঠাহর করতে পারলাম না। কখনও পাথরের খট্ খট্ শব্দে বুঝতে পারছিলাম রাস্তাটা

পাথরে বাঁধানো, কখনও বা গাড়িটার নিঃশব্দ গতিতে বুঝতে পারছিলাম রাস্তাটা অ্যাসফল্টে মোড়া ; কিন্তু এইটুকু শব্দের পার্থক্য ছাড়া এমন কোন চিহ্ন কোথাও ছিল না যা দেখে বুঝতে পারা যায় যে আমরা কোথায় আছি। প্রতিটি জানালার উপরকার কাগজে আলো প্রবেশের পথ বন্ধ, তার উপর কাঁচের সামনে নীল পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছে। সওয়া সাতটায় আমরা পল মল ছেড়েছিলাম, আর ঘড়িতে যখন ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি তখন গাড়িটা থামল। সঙ্গী জানালাটা নামিয়ে দিল। নীচু খিলানওয়ালা একটা দরজা চোখে পড়ল ; তার মাথায় একটা বাতি জ্বলছে। আমাকে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামাতেই দরজাটা খুলে গেল। বাড়িতে ঢুকেই আমার একটা আবছা ধারণা হল যে সেখানে একটা লন এবং আমার দু'পাশে গাছের সারি রয়েছে। সেটা কারও নিজস্ব জমি কিম্বা আসল গ্রামাঞ্চল ঠিক বলতে পারব না।

'ভিতরে একটা রঙিন গ্যাসের বাতি ছিল। কিন্তু সেটা এতই মৃদু যে হলটা বেশ বড় আর ছবি দিয়ে সাজানো, এছাড়া আর বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না। যে লোকটি দরজা খুলে দিল তাকেও কিছুটা দেখতে পেলাম। লোকটি ছোটখাট, কুৎসিত ও মাঝবয়সী, ঘাড় দুটি গোল। আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেই তার চোখে আলো পড়াতে বুঝতে পারলাম, সে চশমা পরেছে।

"হ্যারল্ড, ইনিই কি মিঃ মেলাস ?" সে বলল।

"হ্যাঁ।"

"খুব ভাল করেছ ! খুব ভাল করেছ ! মিঃ মেলাস, আশা করি আপনি কিছু মনে করেন নি। কিন্তু আপনাকে ছাড়া আমাদের চলছিল না। আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে আপনার কোন ক্ষোভের কারণ থাকবে না, কিন্তু যদি চালাকির চেষ্টা করেন, তাহলে ঈশ্বর আপনার সহায় হোন !"

'মাঝে মাঝে চাপা হাসির সঙ্গে থেমে থেমে লোকটি কথা বলছিল। কিন্তু যেকারণেই হোক তাকে দেখে আমার ভয় হোল।

জিজ্ঞাস করলাম, "আমাকে দিয়ে আপনাদের কি দরকার ?"

"আমাদের অতিথি একজন গ্রীক ভদ্রলোককে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং তার উত্তরগুলো আমাদের জানাতে হবে। কিন্তু আপনাকে যা বলতে বলা হবে তার বাইরে একটি কথাও বলবেন না, অন্যথায়"—এইখানে আবার সেই চাপা হাসি শোনা গেল—"আপনার মানব জনমই বৃথা হয়ে যাবে।"

'বলতে বলতেই দরজা খুলে সে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা খুবই দামী দামী আসবাবে সুসজ্জিত—কিন্তু আলোর ব্যবস্থা সেই একটিমাত্র আধা-ওল্টানো বাতি। ঘরটা বেশ বড়, আর যেভাবে কার্পেটের মধ্যে আমার পা ডুবে যাচ্ছিল তাতেই তার ঐশ্বর্য মালুম হল। আরও চোখে পড়ল ভেলভেট-মোড়া চেয়ার, একটা উঁচু শ্বেতপাথরের ম্যাণ্টেলপিস এবং দেখে

মনে হল এক কোণে রয়েছে একপ্রস্থ জাপানী অস্ত্রশস্ত্র। বাতিটার ঠিক নীচে একটা চেয়ার ছিল। প্রবীণ লোকটি ইঙ্গিতে আমাকে সেখানে বসতে বলল। যুবকটি আগেই চলে গিয়েছিল, হঠাৎ সে আর একটা দরজা দিয়ে ফিরে এল, তার সঙ্গে ঢিলে ড্রেসিং-গাউন পরা একটি ভদ্রলোক। ধীর পায়ে সেও আমাদের দিকে এগিয়ে এল। সে যখন অস্পষ্ট আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল তখন তাকে ভাল করে দেখতে পেয়ে তার মুখ দেখে আমি আতংকে শিউরে উঠলাম। তার মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা, শরীর ভয়ংকর রকমের কৃশ, বেরিয়ে-আসা উজ্জ্বল চোখ দুটি দেখে মনে হয় তার শরীরের জোর অপেক্ষা মনের জোর বেশী। কিন্তু এই সব দৈহিক দুর্বলতার চিহ্ন অপেক্ষাও যা আমাকে বেশী করে চমকে দিয়েছিল সে তার মুখ; সারা মুখে অদ্ভুতভাবে স্টিকিং-প্লাস্টারের পটি লাগানো, আর একটা বড় পটি মুখের উপর আটকানো।

এই অদ্ভুত লোকটি চেয়ারে বসল; অবশ্য বসল না বলে পড়ে গেল বলাই ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "হ্যারল্ড, শ্লেটটা আছে তো? ওর হাত খুলে দিয়েছ? এবার তাহলে পেন্সিলটা দাও। মিঃ মেলাস, আপনি প্রশ্ন করুন, উনি তার উত্তর লিখে দেবেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করুন, উনি দলিলপত্রে সই করতে রাজী আছেন কি না।"

'লোকটির চোখে আগুন জ্বলে উঠল।'

'গ্রীক ভাষায় সে শ্লেটে লিখল, "কখনও না।"

যথেচ্ছাচারীর নির্দেশে প্রশ্ন করলাম, "কোন শর্তেই না?"

"শুধু যদি দেখি যে আমার সামনেই আমার পরিচিত কোন গ্রীক পুরোহিতের দ্বারা তার বিয়ে দেওয়া হল তবেই।"

'লোকটি সেই একই বিষাক্ত ভঙ্গিতে চাপা হাসি হাসল।'

"তাহলে আপনার কপালে কি আছে জানেন?"

"নিজের জন্য আমি ভাবি না।"

'কিছু বলা, কিছু লেখা আমাদের সেই বিচিত্র সংলাপের প্রশ্নোত্তরের এই হল কিছু নমুনা। বার বার আমি প্রশ্ন করলাম, তিনি দলিলে সই করবেন কিনা, আর প্রতিবারই সেই একই উদ্ধত জবাব পেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সৎ চিন্তা আমার মাথায় এল। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে আমার নিজস্ব ছোট ছোট পংক্তি জুড়ে দিতে লাগলাম---দুজনের একজনও কিছু বুঝতে পারে কি না পরীক্ষা করবার জন্য প্রথম দিকে কিছু আজে-বাজে প্রশ্ন জুড়ে দিলাম, এবং যখন দেখলাম যে তারা কোন রকম ওজর-আপত্তি করল না, তখন একটা বিপজ্জনক খেলায় নামলাম। আমাদের সংলাপ অনেকটা এই ধরনের হতে লাগল:

"এই ধরনের একগুয়েমিতে আপনার ভাল হবে না। আপনি কে?"

"আমি কেয়ার করি না। আমি লণ্ডনে নবাগত।"

"আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে। কতদিন এখানে এসেছেন?"

"তাই হোক। তিন সপ্তাহ।"

"এ সম্পত্তি কখনও আপনার হবে না। আপনার কষ্ট কি?"

"শয়তানরাও সে সম্পত্তি পাবে না। ওরা আমাকে অভুক্ত রেখেছে।"

"সই করলেই আপনাকে ছেড়ে দেব। এটা কার বাড়ি?"

"আমি কখনও সই করব না। আমি জানি না।"

"আপনি তার কোন উপকারই করছেন না। আপনার নাম কি?"

"একথা তার মুখ থেকেই শুনতে চাই। ক্রাটিডেস।"

"সই করলেই তাকে দেখতে পাবেন। আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

"তাহলে কোন দিনই তার সঙ্গে দেখা হবে না। এথেন্স।"

'মিঃ হোমস, আর পাঁচ মিনিট সময় পেলেই তাদের নাকের ডগার নীচে বসেই আমি সব খবর বের করে নিতাম। ঠিক পরের প্রশ্নটা থেকেই হয়তো ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যেত, কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজা খুলে একটি স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল। তাকে ভাল করে দেখতে না পেলেও এটুকু বুঝলাম যে সে বেশ লম্বা ও সুশ্রী, মাথার চুল কালো, আর পরনে ঢিলে সাদা গাউন।

'সে ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে ইংরেজীতে বলল, "হ্যারল্ড! আমি আর থাকতে পারলাম না। উপরটা এত নির্জন যে—আরে, হে ভগবান, এ যে পল!"

'শেষের কথাগুলি গ্রীক ভাষায় বলা হল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি আপ্রাণ চেষ্টায় ঠোঁটের উপরকার পটিটা ছিঁড়ে ফেলে আর্তকণ্ঠে "সোফি! সোফি!" বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে গিয়ে স্ত্রীলোকটিকে জড়িয়ে ধরল। শুধু মুহূর্তের জন্য তারা পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল, কারণ যুবকটি জোর করে স্ত্রীলোকটিকে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল, আর প্রধান লোকটি খুব সহজেই অহিংসার শিকারটিকে বাগে এনে অপর দরজা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য সে ঘরের মধ্যে আমি একা। বাড়িটার বিষয়ে হয় তো কোন সূত্র পেতে পারি এই আশায় আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভাগ্য ভাল যে পা বাড়াই নি, কারণ, চোখ তুলতেই দেখলাম, প্রবীণ লোকটি আমার উপর চোখ রেখে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'সে বলল, "এতেই হবে মিঃ মেলাস। বুঝতেই পারছেন, খুবই গোপনীয় একটা বিষয়ে আপনাকে আমরা বিশ্বাস করেছি। আমাদের যে বন্ধুটি গ্রীক জানে এবং এই আলোচনার সূত্রপাত করেছিল তাকে বাধ্য হয়ে প্রাচ্য দেশে ফিরে যেতে না হলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না। তার জায়গায় একজন কাউকে খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল, আর ভাগ্যক্রমে সেই সময়ই আপনার ক্ষমতার কথা আমরা শুনি।"

'আমি মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালাম।'

'আমার কাছে এগিয়ে এসে সে বলল, "পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা নিন ; আশা করি এটা আপনার উপযুক্ত দর্শনীই হবে। কিন্তু মনে রাখবেন," আমার বুকে আস্তে টোকা দিয়ে চাপা হাসির সঙ্গে যোগ করল, যদি একটা মানুষের কাছেও একথা বলেন—মনে রাখবেন, একটা মানুষ—তাহলে ঈশ্বর যেন আপনার আত্মাকে করুণা করেন !"

'এই সাধারণ চেহারার লোকটি আমার মনে যে কী ঘৃণা ও আতংকের সৃষ্টি করল তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। বাতির আলোটা তার উপর পড়ায় এবার তাকে আরও ভালভাবে দেখতে পেলাম। গায়ের রং আপাণ্ডুর, ছোট ছুঁচলো, দাড়ি জট-পাকানো ও অযত্নরক্ষিত। মাংসপেশী হঠাৎ কুঁচকে যাওয়া রোগে (St Vitus's dance) আক্রান্ত মানুষের মত, তার ঠোঁট ও চোখ অনবরতই কুঁচকে যায়, আর কথা বলার সময় মুখটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। তার ঐ অদ্ভুত টুকরো টুকরো হাসিও যে ঐ একই রোগের লক্ষণ সেকথাও আমি না ভেবে পারলাম না। কিন্তু তার আসল আতংক দুটি চোখ : ইস্পাতের মত ধূসর দুটি চোখ চকচক করছে, তার অতল গভীরে যেন লুকিয়ে আছে একটা উৎকট, দুর্দমনীয় নিষ্ঠুরতা।

'সে আরও বলল, "আপনি এবিষয়ে কিছু বললে আমরা ঠিকই জানতে পারব, খবরাখবরের সব ব্যবস্থা আমাদের আছে। এখন আপনার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে, আর আমার বন্ধুটিই আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

'দ্রুতগতিতে হল পার করে আমাকে গাড়িতে বসানো হল। ক্ষণকালের জন্য সেই একই বাগান ও গাছপালা চোখে পড়ল। মিঃ লাটিমার আমার পায়ে পায়ে এসে বিনা বাক্যব্যয়ে উল্টো দিকের আসনে বসে পড়ল। গাড়ির জানালা তুলে দিয়ে আবার শুরু হল আমাদের সীমাহীন যাত্রা এবং শেষ পর্যন্ত ঠিক মধ্যরাত্রির পরে গাড়ীটা থামল।

'সঙ্গী বলল, "মিঃ মেলাস, আপনাকে এখানেই নামতে হবে আপনার বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে আপনাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু আর কোন পথ নেই। এই গাড়িকে অনুসরণ করবার কোনরকম চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত আপনারই ক্ষতি হবে।"

'কথা বলতে বলতেই সে দরজা খুলে দিল। আমি লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই কোচয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশাল, আর ঘুরঘুর শব্দ করে গাড়িটা চলে গেল। অবাক হয়ে চারদিকে তাকালাম। একটা ঢিবি মতন জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে, চারদিকে ফার্জ গাছের কালো কালো ঝাঁপ ইতস্তত ছড়ানো। অনেক দূরে একসারি ঘরবাড়ি, উপরের জানালায় কয়েকটা আলো জ্বলছে। অপর দিকে রেলের লাল সংকেত-আলো চোখে পড়ল।

'যে গাড়িতে এসেছিলাম সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখছি

আর ভাবছি কোথায় এলাম, এমন সময় চোখে পড়ল, অন্ধকারের মধ্যে কে যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে বুঝলাম, সে একজন রেলের কুলি।

'জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কোন্ জায়গা বলতে পার ?"

'সে বলল, "ওয়াণ্ড্‌স্‌ওয়ার্থ কমন।"

"শহরে যাবার কোন গাড়ি পাব কি ?"

'সে বলল, "মাইলটাক হেঁটে ক্ল্যাপহ্যাম জংশনে গেলে পাবেন। ভিক্টোরিয়াগামী শেষ ট্রেন ধরবার সময় এখনও আছে।"

'মিঃ হোমস, এইভাবেই আমার অভিযান শেষ হয়েছিল। যা আপনাকে বললাম তার বাইরে কোথায় গিয়েছিলাম, কাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম সেসব কিছুই আমি জানি নি। কিন্তু আমি জানি, একটা চক্রান্ত চলেছে, আর পারলে সেই দুঃখী লোকটিকে আমি সাহায্য করতে চাই। পরদিন সকালেই মিঃ মাইক্রফ্‌ট্ হোমসকে সব কথা বলেছি এবং পরে পুলিশকেও জানিয়েছি।'

এই অসাধারণ কাহিনী শোনবার পরে বেশ কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর শার্লক ভাইয়ের দিকে তাকাল।

'কিছু করা হয়েছে কি ?' সে প্রশ্ন করল।

পাশের টেবিল থেকে মাইক্রফট্ "ডেইলি নিউজ" খানা তুলে নিল।

"এথেন্স থেকে আগত ইংরেজী বলতে অক্ষম ক্রাটিডেস নামক জনৈক গ্রীক ভদ্রলোকের গতিবিধি সম্পর্কে যিনি কোন খবর দিতে পারবেন তাকে পুরস্কৃত করা হবে। প্রথম নামটি সোফি এরকম কোন গ্রীক মহিলার খবর জানালেও অনুরূপ পুরস্কার দেওয়া হবে। এক্স ২৪৭৩।" সব দৈনিক সংবাদপত্রেই এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কোন জবাব আসে নি।'

'গ্রীক দূতাবাসের খবর কি ?'

'সেখানেও খোঁজ করেছি। তারা কিছু জানে না।'

'তাহলে তো এথেন্স পুলিশের বড় কর্তাকে তার করতে হয়।'

আমার দিকে ফিরে মাইক্রফ্‌ট্ বলল, 'পরিবারের সব শক্তি শার্লকই করায়ত্ত করে রেখেছে। অতএব, তুমিই কেসটা নাও, আর কোন ফল পেলে আমাকে জানিও।'

চেয়ার থেকে উঠে বন্ধুবর বলল, 'নিশ্চয়। তোমাকেও জানাব, মিঃ মেলাসকেও জানাব। কিন্তু মিঃ মেলাস, বুঝতেই পারছেন যে আপনার অবস্থায় পড়লে আমি কিন্তু খুবই সতর্ক হয়ে চলতাম, কারণ এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখেই তারা বুঝতে পারবে যে তাদের কথা আপনি রাখেন নি।'

একসঙ্গে বাড়ি ফিরবার পথে হোমস টেলিগ্রাফ আপিসে গিয়ে কয়েকটা তার পাঠাল।

তারপর একসময় বলল, 'জান ওয়াটসন, আমাদের সন্ধ্যাটা একেবারে বিফলে

যায় নি। অনেকগুলি ইণ্টারেস্টিং কেসই আমি এইভাবে মাইক্রফটের কাছ থেকে পেয়েছি। এইমাত্র যে সমস্যাটার কথা শুনলাম, তার একটিমাত্র সমাধানই সম্ভব হলেও কেসটির বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে।'

'তুমি কি এর সমাধান করতে পারবে বলে আশা কর?'

'দেখ, যতটা জেনেছি তাতে বাকীটা যদি না জানতে পারি তো সেটাই আশ্চর্য। যেসব ঘটনা শুনলাম তাকে ব্যাখ্যা করবার মত কোন অভিমত তোমার মনের মধ্যেও নিশ্চয় গড়ে উঠেছে।'

'বেশ আবছা-আবছা হলেও উঠেছে।'

'তাহলে তোমার কি ধারণা?'

'আমার মনে হয়, হ্যারল্ড লাটিমার নামক এই ইংরেজ যুবক এই গ্রীক মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে।'

'কোথা থেকে নিয়ে এসেছে?'

'সম্ভবত এথেন্স থেকে।'

শার্লক হোমস ঘাড় নাড়ল। 'এই যুবকটি এক অক্ষরও গ্রীক ভাষা বলতে পারে না। মহিলাটি কিন্তু ইংরেজি ভালই বলে। তার থেকে অনুমান—মেয়েটি কিছুদিন ইংলণ্ডে ছিল, কিন্তু ছেলেটি কখনও গ্রীসে যায় নি।'

'তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, মেয়েটি ইংলণ্ডে বেড়াতে এসেছিল, আর এই হ্যারল্ড তাকে নিয়ে পালিয়েছে।'

'এটার সম্ভাবনাই বেশী।'

'তখন ভাই—মনে হয় তাদের মধ্যে এটাই সম্পর্ক—এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে গ্রীস থেকে এসেছে এবং অবিবেচকের মত ঐ যুবক তার প্রবীণ সহযোগীর খপ্পরে পড়েছে। তারা তাকে পাকড়াও করে মেয়েটির সব বিষয়-সম্পত্তি—সম্ভবত ভাইটি তার ট্রাস্টি—তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য তাকে দিয়ে কোন দলিলপত্রে সই করিয়ে নিতে চাইছে। সে তাতে রাজী নয়। তার সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্য একজন ভাষান্তরিকের প্রয়োজন। সেজন্য আরও একজনকে দিয়ে চেষ্টা করবার পর তারা মিঃ মেলাসকে ধরেছে। মেয়েটিকে তার ভাইয়ের আসার কথা জানায়নি; ঘটনাক্রমেই সে সেটা জেনে ফেলেছে।'

হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'চমৎকার, ওয়াটসন! মনে হচ্ছে তুমি সত্যের কাছাকাছিই পৌঁছেচ। বুঝতে পারছ, এখন সব কিছুই আমাদের হাতের মধ্যে এসে গেছে। শুধু ভয়, তারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতে পারে। কিন্তু যদি যথেষ্ট সময় তারা দেয় তাহলে তাদের আমরা ধরবই।'

'কিন্তু এই বাড়িটা কোথায় তা কেমন করে জানব?'

'দেখ, আমাদের অনুমান যদি ঠিক হয়, আর মেয়েটির নাম যদি সোফি ক্রাটাইডিস হয়, তাহলে তাকে বের করতে অসুবিধা হবার কথা নয়। ভাই এখানে সম্পূর্ণ নবাগত, কাজেই আমাদের প্রধান আশা বোনকে নিয়ে। পরিষ্কার

বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটির সঙ্গে হ্যারল্ডের এই সম্পর্ক গড়ে উঠবার পরেও বেশ কিছুদিন কেটে গেছে—অন্তত কয়েক সপ্তাহ তো বটেই,—কারণ ভাইটি গ্রীসে বসে সেকথা শুনে এখানে আসবার মত যথেষ্ট সময় হাতে পেয়েছে। এর সবটা সময় ওরা যদি একই বাড়িতে বাস করে থাকে তাহলে মাইক্রফ্‌টের বিজ্ঞাপনের কোন না কোন জবাব অবশ্যই পাব।'

কথা বলতে বলতে বেকার স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে হোমসই প্রথম উঠল। আমাদের ঘরের দরজা খুলেই সে চমকে উঠল। তার ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকিয়ে আমিও বিস্মিত হলাম। তার ভাই মাইক্রফ্‌ট হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে ধূমপান করছে।

আমাদের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'এস শার্লক। আপনিও আসুন। আমার কাছ থেকে তুমি এতটা উৎসাহ আশা কর নি, তাই না শার্লক? কিন্তু যেকারণেই হোক এই কেসটা আমার মনে ধরেছে।'

'তুমি এখানে এলে কেমন করে?'

'একটা গাড়ি চেপে তোমাদের পার হয়ে এসেছি।'

'নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?'

'বিজ্ঞাপনের একটা জবাব পেয়েছি।'

'আঃ!'

'হ্যাঁ; তোমরা চলে আসার কয়েক মিনিট পরেই পেলাম।'

'কি পেলে?'

মাইক্রফ্‌ট এক শিট কাগজ বের করল।

বলল, 'দুর্বল-দেহ কোন মাঝ-বয়সী লোকের হাতে রয়্যাল ক্রিম কাগজে জে-পেন দিয়ে লেখা এই সেই চিঠি। এতে লেখা, "মহাশয়, আজকের তারিখের বিজ্ঞাপনের জবাবে আপনাকে জানাই, উল্লেখিত তরুণীটিকে আমি খুব ভাল চিনি। আপনি যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাহলে তার বেদনার্ত ইতিহাসের কিছু বিবরণ আপনাকে জানাতে পারি। বর্তমানে সে বেকেনহাম-এর দি মার্টল্‌স্‌-এ বাস করছে।—আপনার বিশ্বস্ত জে ড্যাভেনপোর্ট।"

মাইক্রফ্‌ট হোমস বলল, 'লোয়ার ব্রিক্সটন থেকে লিখেছে। আচ্ছা শার্লক, এখুনি তার কাছে গিয়ে সব কিছু জানা দরকার নয় কি?'

'প্রিয় ভাই মাইক্রফ্‌ট, বোনের গল্প অপেক্ষা ভাইয়ের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান। আমি মনে করি, ইন্সপেক্টর গ্রেগসনের জন্য আমাদের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাওয়া দরকার, এবং সেখান থেকে সোজা বেকেনহাম। আমরা জানি, একটি লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তাই একটি ঘণ্টাও এখন খুবই মূল্যবান।'

আমি বললাম, 'যাবার পথে মিঃ মেলাসকে তুলে নেওয়া ভাল। আমাদেরও

একজন ভাষান্তরিকের দরকার হতে পারে।'

'চমৎকার!' শার্লক হোমস বলে উঠল। একটা চার-চাকার গাড়ি ডাকতে ছোকরাটাকে পাঠাও। আমরা এখুনি রওনা হব।' কথা বলতে বলতেই সে টেবিলের টানাটা খুলল। আমি লক্ষ্য করলাম, রিভলবারটা পকেটে রাখল। আমার চাউনির জবাবে বলল, 'হ্যাঁ। যতদূর শুনেছি তা থেকেই বলছি, একটা ভয়ংকর দলের সঙ্গে আমরা বোঝাপড়া করতে চলেছি।'

পল মল-এ মিঃ মেলাসের আবাসে যখন পৌঁছলাম তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। এইমাত্র একজন ভদ্রলোক তাকে ডাকতে এসেছিল। সে চলে গেছে।

মাইক্রফ্‌ট হোমস প্রশ্ন করল, 'কোথায় গেছেন বলতে পার?'

যে স্ত্রীলোকটি দরজা খুলে দিয়েছিল, সে বলল, 'আমি জানি না স্যার। শুধু জানি একখানা গাড়িতে চেপে তিনি ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।'

'ভদ্রলোক কি কোন নাম বলেছিলেন?'

'আজ্ঞে না।

'লম্বা, সুদর্শন একটি যুবক কি?'

'আজ্ঞে না স্যার; ভদ্রলোক ছোটখাট, চোখে চশমা, সরু মুখ কিন্তু চাল-চলন খুব ভাল, কারণ কথা বলার সময় সারাক্ষণ তিনি হাসছিলেন।'

শার্লক হোমস হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'চলে এস! ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে! স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দিকে যেতে যেতে সে বলতে লাগল, 'ঐ লোকগুলো আবার মেলাসকে পাকড়াও করেছে। গত রাতের অভিজ্ঞতা থেকেই তারা বুঝেছে যে লোকটি মোটেই সাহসী নয়। তার কাছে হাজির হয়ে শয়তানটা তাকে ভয় দেখিয়েই বশ করে ফেলেছে। তার পেশাগত কাজই তারা তাকে দিয়ে করাবে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু কাজ হয়ে গেলে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাকে শাস্তি দিতেও পারে।'

আমরা আশা করেছিলাম, গাড়ির চাইতে ট্রেনে গেলে আমরা একই সময়ে বা আগেই বেকেনহামে পৌঁছে যাব। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পৌঁছে ইন্সপেক্টর গ্রেগসনকে পেতে এবং সেই বাড়িতে ঢুকবার আইনগত বিধি-ব্যবস্থা করতেই এক ঘণ্টার বেশী কেটে গেল। লণ্ডন ব্রীজ পৌঁছতে বাজল পৌনে দশটা, আর সাড়ে চারটেয় আমরা বেকেনহাম প্লাটফর্মে ট্রেন থেকে নামলাম। আধ মাইলটাক গাড়ি ছুটিয়ে পৌঁছলাম 'দি মার্টল্‌স্'-এ—একটা বড় কালো বাড়ি রাস্তার দিকে পিছন ফিরে নিজস্ব জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটাকে ছেড়ে দিয়ে একসঙ্গে উপরে উঠে গেলাম।

ইন্সপেক্টর বলল, 'জানালাগুলো সব অন্ধকার। মনে হচ্ছে বাড়িটা পরিত্যক্ত।'

হোমস বলল, 'পাখিরা উড়ে গেছে, বাসা খালি।'

'একথা বলছেন কেন?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মাল বোঝাই একখানা গাড়ি বাইরে গেছে।'

ইন্সপেক্টর হাসল। 'গেটের বাতির আলোয় চাকার দাগ আমিও দেখেছি, কিন্তু আপনি মালপত্র পেলেন কোথায়?'

'তুমি হয় তো উল্টো দিকের চাকার দাগগুলিই দেখেছ। কিন্তু যে চাকাগুলি বাইরের দিকে গেছে সেগুলি এতই গভীর যে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে গাড়িতে বিস্তর মালপত্র বোঝাই ছিল।'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে ইন্সপেক্টর বলল, 'ঐখানেই আপনি আমাকে ছাড়িয়ে গেছেন। দরজাটা ভেঙে ভিতরে ঢোকা সহজ নয়। কেউ শুনতে পায় কি না সেই চেষ্টাই করা যাক।'

সে দরজায় জোর শব্দ করল, ঘণ্টাটা টানল, কিন্তু কোন ফল হল না। হোমস কোথায় যেন গিয়েছিল, মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এল।

বলল, 'একটা জানালা খুলেছি।'

যেরকম কায়দা করে বন্ধুবর ছিটকিনিটা খুলেছে সেটা দেখে ইন্সপেক্টর মন্তব্য করল, 'মিঃ হোমস, আপনি যে গায়ের জোরের বিপক্ষে না গিয়ে স্বপক্ষে এসেছেন সেটা আপনার দয়া। যা হোক, এ পরিস্থিতিতে আমন্ত্রণের অপেক্ষায় না থেকে ঢুকে পড়াই ভাল।'

একের পর এক আমরা সকলেই একটা বড় ঘরে ঢুকলাম। মিঃ মেলাস নিশ্চয় এই ঘরেই এসেছিল। ইন্সপেক্টর তার লণ্ঠনটা জ্বালাতে তার আলোয় আমরা তার বর্ণনা মতই দুটো দরজা, পর্দা, বাতিটা ও একপ্রস্থ জাপানী অস্ত্রশস্ত্র দেখতে পেলাম। টেবিলের উপর পড়ে আছে দুটো গ্লাস, ব্র্যাণ্ডির একটা খালি বোতল এবং ভুক্তাবশিষ্ট কিছু খাবার।

হঠাৎ হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কি?'

সবাই চুপ করে থেকে কান পাতলাম। আমাদের মাথার উপর থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ আসছে। হোমস ছুটে দরজা পেরিয়ে হলে ঢুকল। শব্দটা দোতলা থেকে আসছে। সে উপরে ছুটল, ইন্সপেক্টর ও আমি তার পিছু নিলাম, আর তার ভাই মাইক্রফট্ তার মোটা শরীর নিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের অনুসরণ করতে লাগল।

তেতলায় উঠে সামনে পড়ল তিনটে দরজা। মাঝখানের দরজা দিয়েই সেই অশুভ শব্দটা আসছে, কখনও অস্পষ্ট গোঙানিতে ডুবে যাচ্ছে, আবার কখনও কর্কশ কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে। দরজাটা তালা দেওয়া, কিন্তু চাবিটা বাইরেও রয়েছে। দরজাটা সপাটে খুলে হোমস সবেগে ভিতরে ঢুকে সেই মুহূর্তেই গলায় হাত দিয়ে বেরিয়ে এল।

চেঁচিয়ে বলল, 'কাঠকয়লা জ্বলছে! একটু সময় দিতে হবে। তাহলেই

পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ভিতরে উঁকি মেরে দেখলাম, ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট পিতলের ত্রিপদীর উপর যে আবছা নীল আলোটা কেঁপে কেঁপে জ্বলছে তাতেই ঘরটায় আলো হয়েছে। সেই আলোক-শিখার একটা কালসিটে অস্বাভাবিক বৃত্ত মেঝের উপর ছায়া ফেলেছে, আর তারই অদূরে আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলাম দুটি মূর্তি দেওয়ালের গায়ে কুঁকড়ে লেগে আছে। খোলা দরজা দিয়ে একটা ভয়ংকর বিষাক্ত বাষ্প বেরিয়ে আসায় সকলেরই দম আটকে আসতে লাগল, সকলেই অনবরত কাশতে লাগল। তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার জন্য হোমস ছুটে সিঁড়ির মাথায় চলে গেল এবং পরক্ষণেই ঘরের মধ্যে ঢুকে জানালাটা খুলে দিল এবং পিতলের ত্রিপদীটাকে বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আবার ছুটে বেরিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এক মিনিটের মধ্যেই আমরা ঢুকতে পারব। মোমবাতিটা কোথায়? এ অবস্থায় দেশলাই জ্বালানো বোধ হয় ঠিক হবে না। মাইক্রফ্ট, দরজার কাছে আলোটা উঁচু করে ধর, তাহলেই আমরা ওদের বের করে আনতে পারব।'

আমরা ছুটে গিয়ে বিষে হতচেতন লোক দুটিকে টানতে টানতে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এর উপর নিয়ে গেলাম। দুজনেরই ঠোঁট নীল হয়েছে, চেতনা লোপ পেয়েছে, মুখ ফুলে উঠেছে। আর চোখ দুটি ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। আসলে তাদের চোখ-মুখ এতদূর বিকৃত হয়েছে যে কালো দাড়ি আর মজবুত শরীর না হলে তাদের একজনকে সেই গ্রীক ভাষান্তরিক বলে চিনতেই পারতাম না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই যে ডায়োজিনিস ক্লাবে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। তার হাত-পা বেশ শক্ত করে বাঁধা, একটা চোখের উপরের দিকে প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন। অপর জনও ওই একরকমভাবেই বাঁধা; লোকটি দীর্ঘকায়, শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে, মুখের উপর-অদ্ভুতভাবে লাগানো স্টিকিং-প্লাস্টারের অনেকগুলো পটি। শুইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার গোঙানি থেমে গিয়েছিল। এক নজর দেখেই বুঝলাম, অন্তত তার বেলায় আমাদের সাহায্য আসতে বড়ই বিলম্ব হয়ে গেছে। মিঃ মেলাস অবশ্য তখনও বেঁচে ছিল। এমনিয়া ও ব্রাণ্ডির সাহায্যে এক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে চোখ মেলতে দেখে এবং যে অন্ধকার উপত্যকায় সব পথ গিয়ে মেশে আমারই হাত যে তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে একথা জেনে আমার আর খুশির সীমা রইল না।

যে কাহিনী সে বলল সেটা খুবই সরল এবং আমাদের অনুমানকেই সমর্থন করল। আগন্তুক তার ঘরে ঢুকেই আস্তিনের ভিতর থেকে একটা রিভলবার বের করে তাকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাতেই সে এমন ঘাবড়ে যায় যে লোকটি দ্বিতীয়বার তাকে তুলে নিয়ে যায়। আসলে মুখে চাপা হাসি সেই শয়তান এই হতভাগ্য ভাষাবিদের উপর এমন সম্মোহনী প্রভাব বিস্তার করে-

ছিল যে তার কথা বলতে গিয়ে তখনও সে বেচারির হাত কাঁপছিল, মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। তাকে দ্রুত বেকেনহামে নিয়ে গিয়ে প্রথমবারের চাইতেও নাটকীয়ভাবে তাকে দিয়ে দ্বিতীয় দফায় ভাষান্তরিকের কাজ করানো হয়। সেই সময়ে ইংরেজ দুজন তাদের বন্দীকে দাবী না মানলে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখায়। শেষ পর্যন্ত যখন তারা দেখল যে, কোন কিছুতেই ভয় পাবার লোক সে নয় তখন তারা তাকে আবার কারাগারে ছুঁড়ে দেয় এবং মেলাসকে তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য গালমন্দ করে একটা লাঠির ঘায়ে তাকে হতচৈতন্য করে ফেলে। তার পর থেকে আমরা তার উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখা পর্যন্ত আর কিছুই তার মনে পড়ে না।

এই হল গ্রীসদেশীয় ভাষান্তরিকের অদ্ভুত কাহিনী। এর কিছুটা এখনও রহস্যময়। যে ভদ্রলোক বিজ্ঞাপনের জবাব দিয়েছিল তার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা আরও জেনেছিলাম যে, ঐ হতভাগ্য তরুণী গ্রীসের একটি ধনী পরিবারের মেয়ে; কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে ইংলণ্ডে এসেছিল। সেখানেই হ্যারল্ড লাটিমার নামক একজন যুবকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে এবং সেই যুবক তার উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে যে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি তার সঙ্গে পালিয়ে যায়। বন্ধুরা এই ঘটনায় দুঃখিত হলেও এথেন্সে তার ভাইকে খবরটা জানিয়েই তাদের কর্তব্য শেষ করল এবং সব কিছু ভুলে গেল। ভাইটি ইংলণ্ডে এসে অবিবেচকের মত লাটিমার ও তার সহযোগীর খপ্পরে পড়ে গেল। সহযোগীটির নাম উইলসন কেম্প, তার অতীত ইতিহাস অত্যন্ত খারাপ। এরা দুজন যখন দেখল যে ইংরেজি না জানার দরুন সে অসহায়ভাবে তাদের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে, তখন তারা ওকে আটক করে রাখল, এবং নানা রকম ভাবে উৎপীড়ন করে খেতে না দিয়ে তারা নিজের ও বোনের সম্পত্তি লিখিয়ে নিতে সচেষ্ট হল। মেয়েটিকে না জানিয়েই তারা ওকে বাড়িতে আটক করল, এবং যাতে ক্বচিৎ কখনও দেখা হয়ে গেলেও মেয়েটি তাকে চিনতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই তার মুখময় প্লাস্টারের পটি লাগিয়ে দিয়েছিল! কিন্তু ভাষান্তরিক প্রথম যেদিন সে বাড়িতে যায় সেইদিনই প্রথম দর্শনেই নারীর স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ শক্তির গুণেই সে ভাইকে চিনতে পারে। কিন্তু বেচারি মেয়েটিও কার্যতঃ বন্দিনী, কারণ একমাত্র কোচয়ান ও তার স্ত্রী ছাড়া কাছাকাছি আর কেউ থাকত না; তাছাড়া তারা দুজনই ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের হাতের পুতুল। তারা যখন বুঝতে পারল যে তাদের গোপন ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেছে তখন দুই শয়তান মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে ঐ সুসজ্জিত ভাড়া-করা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। তবে যাবার আগে যে লোক তাদের আদেশ অমান্য করেছে এবং যে লোক তাদের বিশ্বাসভঙ্গ করেছে দুজনের উপরই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে গেছে।

কয়েক মাস পরে খবরের কাগজের একটা অদ্ভুত কাটিং বুদাপেস্ট থেকে

আমাদের কাছে এল। তাতে লেখা ছিল, দুজন ইংরেজ একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে ভ্রমণের কালে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। দেখে মনে হয়, তাদের দুজনকেই ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল। হাঙ্গেরীয় পুলিশের ধারণা, নিজেদের মধ্যে কলহের ফলেই তারা পরস্পরকে মারাত্মক আঘাত করেছে। আমার কিন্তু মনে হয়, এ ব্যাপারে হোমসের চিন্তাধারা অন্য রকম; সে আজও মনে করে যে কেউ যদি গ্রীসের সেই মেয়েটিকে কখনও খুঁজে পায় তাহলে জানতে পারবে, তার প্রতি ও তার ভাইয়ের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছিল, এইভাবেই তার প্রতিরোধ নেওয়া হয়েছে।

নৌ-চুক্তি
The Naval Treaty



তিনটি আকর্ষণীয় কেস আমার বিয়ের ঠিক পরবর্তী জুলাই মাসটাকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ঐ তিনটি কেসেই শার্লক হোমসের সহযোগী হিসাবে থেকে তার পদ্ধতিকে অনুধাবন করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার সংকলন-পঞ্জীতে কেস তিনটিকে তিনটি শিরোনামে উল্লেখিত দেখতে পাচ্ছি —'দ্বিতীয় কলংকের অভিযান', 'নৌ-চুক্তির অভিযান' এবং 'ক্লান্ত ক্যাপ্টেনের অভিযান।' তার মধ্যে প্রথম কেসটির গুরুত্ব এত বেশী, এবং রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর এত বেশী পরিবার তার সঙ্গে জড়িত যে আগামী বেশ কিছু দিন সেটাকে সাধারণের কাছে প্রকাশ করা অসম্ভব। অবশ্য আজ পর্যন্ত যত কেসে হোমস আত্মনিয়োগ করেছে তার অন্য কোনটাতেই হোমসের বিশ্লেষণী পদ্ধতির এমন স্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় নি, অথবা তার সহযোগীদের মনে এত গভীরভাবে রেখাপাত করে নি। যে সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে সে প্যারিস পুলিশ মঁসিয়ে দুবুকের কেস এবং দানজিগের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ ফ্রিজ ভন ওয়াল্ডবাউমের কেসের প্রকৃত ঘটনাবলী উদ্‌ঘাটিত করেছিল তার প্রায় আক্ষরিক প্রতিবেদন এখনও আমার কাছে আছে। কী আশ্চর্য যে তারা দুজনই কিছু পার্শ্ব-সমস্যাকে নিয়েই তাদের শক্তির অপব্যয় করেছিল। কিন্তু নতুন শতাব্দী আসবার আগে সে কাহিনী বলা নিরাপদ নয়। তাই আমার তালিকার দ্বিতীয় কেসে চলে যাচ্ছি; একসময়ে এ কেসটিও জাতীয় গুরুত্ব অর্জন করেছিল এবং এমন কতকগুলি ঘটনার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল যার ফলে কেসটি সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল।

স্কুল-জীবনে পার্সি ফেল্‌প্‌স্‌ নামক একটি ছেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ছেলেটির বয়স আমার মতই, যদিও সে পড়ত দুটো শ্রেণী উপরে। ছেলেটি খুবই প্রতিভাবান; স্কুলের প্রায় সবগুলি পুরস্কার সেই নিয়ে যেত, এবং শেষ পর্যন্ত একটা বৃত্তিলাভ করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় কেম্ব্রিজ

চলে গেল। মনে পড়ে, তার আত্মীয়-স্বজনও ছিল বড় বড় লোক; সেই অল্প বয়সেও আমরা জানতাম যে রক্ষণশীল দলের মস্তবড় রাজনীতিক লর্ড হোল্ড-হার্স্ট তার মামা। এই সব বড় বড় আত্মীয়তা কিন্তু স্কুলে তার কোন কাজে আসে নি; বরং খেলার মাঠে তাকে তাড়া করতে এবং উইকেট দিয়ে তার পায়ের গুলিতে আঘাত করতে আমরা একটা তীব্র মজা পেতাম। বাইরের জগতে কিন্তু অবস্থাটা দাঁড়াল অন্যরকম। শুনেছিলাম, নিজের যোগ্যতা ও আত্মীয়স্বজনের প্রভাবের বলে পররাষ্ট্র দপ্তরে সে খুব ভাল চাকরি পেয়েছে। তারপর অবশ্য তার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু নিম্নলিখিত চিঠিখানি আবার তার অস্তিত্বকে মনে করিয়ে দিল:

'ব্রায়ারব্রী, ওকিং।

প্রিয় ওয়াটসন,—তুমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তে তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র 'বেঙাচি' ফেল্‌প্‌স্‌কে তোমার নিশ্চয় মনে আছে। হয়তো আরও শুনেছ যে মামার প্রতিপত্তির দরুন পররাষ্ট্র দপ্তরে একটা ভাল চাকরি পেয়ে বিশ্বাস ও সম্মানের সঙ্গেই কাজ করছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটা ভয়ংকর দুর্ভাগ্য এসে সব কিছু নষ্ট করে দিতে বসেছে।

'সেই ভয়াবহ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লেখার কোন দরকার নেই। আমার অনুরোধ যদি তুমি রাখতে পার, তাহলে হয় তো তোমার কাছে নিজের মুখেই সব খুলে বলতে পারব। নয় সপ্তাহ যাবৎ মস্তিষ্ক-বিকার-জনিত রোগে ভুগে সবেমাত্র আরোগ্য লাভ করেছি; কিন্তু এখনও অত্যন্ত দুর্বল। তোমার বন্ধু মিঃ হোমসকে সঙ্গে নিয়ে আমার এখানে কি একবার আসতে পার না? যদিও কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে আর কিছু করবার নেই। তবু এবিষয়ে তার মতামত আমি জানতে চাই। তাকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করো এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। যতক্ষণ এই ভয়ংকর উৎকণ্ঠার মধ্যে আছি, প্রতিটি মিনিট যেন এক একটি ঘণ্টা বলে মনে হচ্ছে। তাকে আরও বলো, আরও আগেই যে তার পরামর্শ চাই নি তার কারণ এ নয় যে তার প্রতিভাকে আমি মর্যাদা দেই না; তার কারণ, আঘাত আসবার পর থেকেই আমার মাথার ঠিক ছিল না। এখন আবার মাথাটা পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু এবিষয়ে বেশী চিন্তা করতে সাহস হয় না, পাছে অসুখটা আবার দেখা দেয়। এখনও এতই দুর্বল যে, বুঝতেই পারছ, চিঠিটা অন্য কাউকে দিয়ে লেখাচ্ছি। খুব চেষ্টা করে তাকে নিয়ে এস।

তোমার প্রাক্তন সতীর্থ
পার্সি ফেল্‌প্‌স্‌।'

চিঠিটা পড়ে আমি বিচলিত বোধ করলাম; হোমসকে নিয়ে যাবার কথাটা যেভাবে সে বার বার উল্লেখ করেছে সেটা সত্যি করুণার যোগ্য। আমি এতই বিচলিত হয়েছিলাম যে কাজটা শক্ত হলেও আমি চেষ্টা করে দেখতাম।

তবে আমি তো ভালই জানি যে, হোমস তার শিল্পকে এতই ভালবাসে যে মক্কেল তার সাহায্য পেতে যতটা আগ্রহী, সাহায্য করতে সেও ঠিক ততটাই আগ্রহী। আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে একমত হল যে, সমস্ত ব্যাপারটা হোমসকে জানাতে আর একমুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত নয়; কাজেই প্রাতরাশের একঘণ্টার মধ্যেই আমি আর একবার বেকার স্ট্রীটের সেই পুরনো ঘরে ফিরে গেলাম।

ড্রেসিং-গাউন পরিহিত হোমস তখন তার সাইড-টেবিলে একটা রাসায়নিক পরীক্ষা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিল। বুন্‌সেন বার্ণারের নীল আলোয় একটা মস্ত বড় যন্ত্রে কী যেন টগবগ করে ফুটছিল, আর পরিশোধিত জল ফোঁটায় ফোঁটায় একটা দু-লিটার পাত্রে জমা হচ্ছিল। আমি যখন ঘরে ঢুকলাম বন্ধুবর তাকিয়েও দেখল না; আমিও পরীক্ষাটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটা ছোট নলকে কখনও এ-বোতলে কখনও ও-বোতলে ডুবিয়ে কয়েক ফোঁটা করে বের করে নিচ্ছে; শেষ পর্যন্ত কিছুটা মিশ্রণ একটা টেস্ট টিউবে ভরে নিয়ে টেবিলের কাছে চলে গেল। তার ডান হাতে একটুকরো লিটমাস-পেপার।

এতক্ষণে সে কথা বলল, 'একটা সন্ধিক্ষণে তুমি এসেছ ওয়াটসন। এই কাগজটা যদি নীল থাকে তো ভাল; আর যদি লাল হয়ে যায় তো তার অর্থ একটা লোকের জীবন।' সেটাকে টেস্ট-টিউবে ডুবিয়ে দিতেই সব জিনিসটা ঘোলাটে লালে পরিণত হল। 'হুম! এইরকমই ভেবেছিলাম!' সে চেঁচিয়ে বলল, 'এক মুহূর্তের মধ্যেই আসছি ওয়াটসন। পারসিক চটির ভিতরে তামাক রয়েছে। নিয়ে নাও।' ডেস্কে ফিরে গিয়ে কয়েকখানা টেলিগ্রাম লিখে ছোকরা-চাকরটাকে দিয়ে দিল। তারপর আমার বিপরীত দিকের চেয়ারটায় হেলান দিয়ে হাঁটুটা ভেঙে তার লম্বা শীর্ণ পা দুটোকে দুই হাতের আঙুল দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

বলল, 'খুবই সাধারণ একটা খুন। তুমি নিশ্চয় কোন ভাল খবর এনেছ বলে মনে হচ্ছে। ওয়াটসন, তুমি তো দেখছি অপরাধের সমুদ্র-পারের এক ঝঞ্ঝাহত পাখি। কি ব্যাপার?'

চিঠিখানা দিলাম। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে পড়ল।

চিঠিখানা ফেরৎ দিয়ে বলল, 'এতে তো বিশেষ কিছু নেই। আছে কিছু?'

'প্রায় কিছুই নেই।'

'অথচ লেখাটা ইণ্টারেস্টিং।'

'কিন্তু হাতের লেখাটা তো তার নিজের নয়।'

'ঠিক। কোন মেয়ের লেখা।'

'নিশ্চয় কোন পুরুষের লেখা,' আমি চেঁচিয়ে বললাম।

'না, একটি মেয়ের লেখা। আর সে মেয়ে এক বিরল চরিত্রের অধিকারিণী।

দেখ, তদন্ত শুরু করবার আগেই বুঝতে পারছি যে তোমার বন্ধু এমন একজনের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসেছেন, যিনি ভালই হোন আর মন্দই হোন এক অসাধারণ চরিত্রের মানুষ। এ ব্যাপারে এর মধ্যেই বেশ উৎসাহ বোধ করছি। তুমি যদি তৈরি হয়ে এসে থাক, তাহলে এখনই আমরা ওকিং যাত্রা করব। এই বিপন্ন কূটনীতিক ও যে মহিলাকে দিয়ে তিনি চিঠি লিখিয়েছেন তাদের একবার দেখতে চাই।'

সৌভাগ্যক্রমে ওয়াটার্লুতে সঙ্গে সঙ্গেই একটা ট্রেন পেয়ে গেলাম, এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই ফার গাছ ও বুনো ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি ওকিং-এ পৌঁছে গেলাম। স্টেশন থেকে কয়েক মিনিটের পথ পেরিয়েই অনেকখানি জায়গার উপরে মস্তবড় একটা একটেরে বাড়ি—ব্রায়ারব্রী। কার্ড পাঠিয়ে দিতেই একটি সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি মজবুত গড়নের লোক এসে পরম সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। তার বয়স তিরিশের চাইতে বেশী—চল্লিশেরই কাছাকাছি, কিন্তু গাল দুটি এতই রক্তিম আর চোখ দুটি এতই চটুল যে তাকে দেখলেই একটি মোটাসোটা দুষ্টুমি বুদ্ধিওয়ালা ছেলের কথাই মনে পড়ে।

সাগ্রহে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে সে বলল, 'আপনারা আসায় ভারি খুশি হয়েছি। সারাটা সকাল পার্সি আপনাদের খোঁজ করছিল। বেচারি বুড়ো খোকা, যে কোন খড়-কুটোই সে আঁকড়ে ধরছে। ওর বাবা-মা আমাকেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে বলল, কারণ এবিষয়ে কোনরকম কথা বলাই তাদের পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক।'

হোমস মন্তব্য করল, 'আমরা এখনও তো কিছুই জানি না। মনে হচ্ছে, আপনি এ পরিবারের কোন লোক নন?'

নবপরিচিত লোকটির চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তারপরই সে মুখ নীচু করে হেসে উঠল।

বলল, 'আমার লকেটে 'J. H.' লেখাটা নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে। তাই মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল যে আপনি খুবই বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। আমার নাম জোসেফ হ্যারিসন; আমার বোন অ্যানির সঙ্গে শীঘ্রই পার্সির বিয়ে হবে, তাই অন্তত বৈবাহিক সূত্রে আমি এ পরিবারের একজন আত্মীয় হব। আমার বোনকে পার্সির ঘরেই পাবেন; গত দু' মাস ধরে তার কী প্রাণ-ঢালা সেবাই না সে করেছে। চলুন, আমরা বরং ভিতরেই যাই; সে তো খুবই অধৈর্য হয়ে আপনাদের অপেক্ষায় আছে।'

যে ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল সেটাও ড্রয়িং-রুমের সঙ্গে একই তলায় অবস্থিত। ঘরটা আধা বসার ঘর, আধা শোবার ঘরের মত করে সাজানো; ঘরের প্রতিটি কোণে কোণে ফুলের সমারোহ। অত্যন্ত বিবর্ণ, শীর্ণ একটি যুবক খোলা জানালার পাশে সোফায় শুয়ে আছে। জানালা দিয়ে বাগানের

সুগন্ধ ও বসন্তের সতেজ বাতাস ভেসে আসছে। তার পাশে একটি স্ত্রীলোক বসেছিল। আমরা ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করল, 'পার্সিকে ছেড়ে আমি কি চলে যাব?'

তাকে আটকাবার জন্য যুবকটি তার হাত চেপে ধরল। সাদরে বলে উঠল, ওয়াটসন, কেমন আছ? ওই গোঁফ দেখে তোমাকে আমি কিছুতেই চিনতে পারতাম না, আর আমাকেও যে তুমি চিনতে পারতে না সেটাও নিশ্চিত। মনে হচ্ছে, ইনিই তোমার বিখ্যাত বন্ধু মিঃ শার্লক হোমস।'

অল্প কথায় হোমসের পরিচয় দিয়ে আমরা বসলাম। মজবুত গঠনের যুবকটি চলে গেছে, কিন্তু শয্যাশায়ী লোকটি হাত ধরে থাকায় বোনটি তখনও রয়েছে। তার চোরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, একটু বেঁটে ও মোটা, কিন্তু সুন্দর অলিভ-বর্ণা, বড় বড় কালো ইতালীয় চোখ, আর একঢাল কালো চুল। তার গায়ের উজ্জ্বল রঙের পাশে সঙ্গীর সাদা মুখখানি আরও জীর্ণ ও হতশ্রী দেখাচ্ছে।

সোফার উপরেই উঠে বসে সে বলল, 'আপনাদের সময় নষ্ট করব না। আর ভূমিকা না বাড়িয়ে আসল কথাটাই বলব। মিঃ হোমস, জীবনে সুখ ও সফলতা দুইই পেয়েছিলাম, কিন্তু বিয়ের ঠিক প্রাক্কালে একটা ভয়ংকর আকস্মিক দুর্ভাগ্য আমার জীবনের সব আশা-ভরসাকে তচনচ করে দিয়েছে।

'ওয়াটসন হয় তো আপনাকে বলেছে, আমি পররাষ্ট্র দপ্তরে ছিলাম এবং আমার মামা লর্ড হোল্ডহার্স্টের প্রতিপত্তির দরুণ বেশ দায়িত্বশীল পদেই উঠেছিলাম। মামা যখন এ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন তখন তিনি আমাকে কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে বাইরে পাঠান; আমিও সেগুলিকে সফল পরিণতিতে নিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ায় আমার দক্ষতা ও কুশলতায় তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা জন্মে।'

'প্রায় দশ সপ্তাহ আগে—সঠিক বলতে গেলে ২৩শে মে তারিখে—তিনি আমাকে তাঁর নিজস্ব ঘরে ডেকে পাঠান এবং আমার অতীত কাজকর্মের প্রশংসা করে জানান যে, আরও একটা দায়িত্বপূর্ণ নতুন কাজ আমাকে করতে হবে।'

'তার দেরাজ থেকে একখণ্ড গোল—পাকানো ধূসর কাগজ বের করে তিনি বললেন, 'এটাই হল ইংলণ্ড ও ইতালীর মধ্যে সম্পাদিত গোপন চুক্তির মূল দলিল। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে এ সম্পর্কে কিছু কিছু গুজব ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছে। আর কিছু যাতে প্রকাশ না পায় সেটা দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব দলিলপত্রের বিষয়বস্তু জানবার জন্য ফরাসী বা রুশ দূতাবাসগুলি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত। এগুলির একটা প্রতিলিপি তৈরি করবার একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে কিছুতেই এগুলিকে আমার দেরাজ থেকে বের করতাম না। তোমার আপিসে তোমার একটা ডেস্ক আছে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে এই চুক্তিনামাটা নিয়ে তাতে তালাবন্ধ করে রাখো। আমি আপিসকে বলে দেব, যাতে সকলে চলে যাবার পরেও তুমি থাকতে পার, এবং অন্য কেউ যাতে না দেখতে পায় এমনভাবে সুবিধামত সময়ে এটার প্রতিলিপি তৈরি করতে পার। কাজ শেষ হয়ে গেলে মূল ও প্রতিলিপি দুটোকেই আবার তালাবন্ধ করে রেখে যাবে এবং কাল সকালে নিজের হাতে সেগুলো আমাকে দেবে।'

'আমি কাগজগুলো নিলাম এবং—'

'মাফ করবেন, এক মিনিট।' হোমস বলল, 'এই কথাবার্তার সময় আপনি কি একাই সেখানে ছিলেন?'

'সম্পূর্ণ একা।'

'ঘরটা বেশ বড়?'

'প্রত্যেক দিকেই ত্রিশ ফুট।'

'ঘরের মাঝখানে?

'হ্যাঁ, মোটামুটি তাই।'

'আর কথাবার্তা বেশ নীচু গলায় হচ্ছিল?'

'মামা খুবই আস্তে কথা বলেন। আর আমি তো প্রায় কিছু বলিই নি।'

'ধন্যবাদ', চোখ বুজে হোমস বলল; 'দয়া করে বলে যান।'

'তার কথামতই কাজ করলাম এবং অন্য করণিকরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম। আমার ঘরের একজন করণিক চার্লস গরতের কিছু বাকিয়া কাজ করার ছিল, তাই তাকে ঘরে রেখে আমি খেতে চলে গেলাম। যখন ফিরলাম তখন সে চলে গেছে। আমারও তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করবার ইচ্ছা ছিল, কারণ জোসেফ--মানে মিঃ হ্যারিসন যাকে এইমাত্র আপনারা দেখলেন—তখন শহরেই ছিল এবং কথা ছিল যে এগারোটার ট্রেনে সে ওকিং ফিরে যাবে, আর সম্ভব হলে আমিও সেই ট্রেনটাই ধরব।

'চুক্তি-নামাটা পড়েই বুঝতে পারলাম, এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সেবিষয়ে মামা যা বলেছেন সেটা মোটেই অত্যুক্তি নয়। বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়েও বলতে পারি, এতে ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রী-চুক্তি সম্পর্কে গ্রেট বৃটেনের মনোভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং যদি কখনও ভূমধ্যসাগরে ফরাসি নৌ-বহর ইতালীয় নৌ-বহরের উপর পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে সেক্ষেত্রে গ্রেট বৃটেনের নীতি কি হবে তারও আভাষ দেওয়া হয়েছে। এতে যেসমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সবই নৌ-বিভাগ সংক্রান্ত। সকলের শেষে রয়েছে উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিদের স্বাক্ষর। সমস্তটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমি প্রতিলিপি তৈরির কাজে বসলাম।

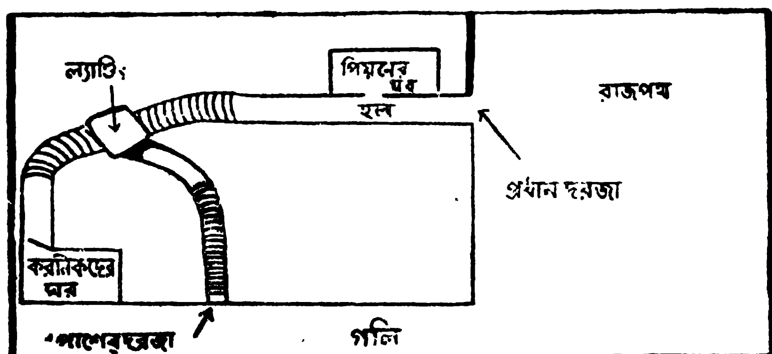
'দলিলটা দীর্ঘ, ফরাসী ভাষায় লেখা এবং ছাব্বিশটা স্বতন্ত্র ধারা সম্বলিত।

যত তাড়াতাড়ি পারি নকল করতে লাগলাম। কিন্তু ন'টা ধারা নকল করতেই ন'টা বেজে গেল। কাজেই ট্রেন ধরার আর কোন আশা রইল না। সারা দিনের কাজের ধকলের পরে সবে খেয়ে এসেছি, কাজেই কেমন যেন ঘুম-ঘুম লাগতে লাগল। এক পেয়ালা কফি পেলে মাথাটা পরিষ্কার হত। সিঁড়ির ঠিক নীচের ছোট ঘরটায় একজন পিওন-মত লোক সারা রাত থাকে; কোন পদস্থ কর্মচারী বাড়তি কাজের জন্য থেকে গেলে সে তার স্পিরিট-ল্যাম্পে কফি তৈরি করে দেয়। কাজেই তাকে ডাকবার জন্য ঘণ্টাটা বাজালাম।

'কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে উঠে এল রুক্ষ-মুখ একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক, পরনে এপ্রণ। সে জানাল, পিওনের স্ত্রী সে, ঠিকে কাজ করে। তাকেই কফির অর্ডার দিলাম।

'আরও দুটো ধারা লিখবার পরে যখন ঘুমের ভাবটা আরও বেড়ে গেল তখন পা দুটো টান করবার জন্য উঠে ঘরময় হাঁটতে লাগলাম। তখনও কফি আসে নি। এত দেরি হচ্ছে কেন ভাবতে ভাবতে দরজাটা খুলে করিডর ধরে এগিয়ে গেলাম। যে ঘরে আমি কাজ করছিলাম সেখান থেকে বাইরে যাবার একমাত্র পথ একটি স্বল্পালোকিত দালান। তার শেষ প্রান্ত থেকে একটা ঘোড়ানো সিঁড়ি নেমে গেছে। তার নীচের দালানেই পিওনের ঘব। সিঁড়ি দিয়ে নামতে মাঝপথে একটা ছোট ল্যাণ্ডিং থেকে সম-কোণ আর একটা দালান বেরিয়ে গেছে। সেই দালান থেকে আর একটা ছোট সিঁড়ি দিয়ে গেলেই একটা পাশের দরজা আছে। সাধারণত চাকর-বাকররাই দরজাটা ব্যবহার করে; করণিকরা যখন চার্লস স্ট্রীট থেকে আসে তারাও রাস্তা সংক্ষেপ করার জন্য সেটা ব্যবহার করে থাকে।

এই হল জায়গাটার একটা মোটামুটি চিত্র।'



শার্লক হোমস বলল, 'ধন্যবাদ। আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি।'

'একটা কথা আপনার নজরে আনা খুবই দরকার। সিঁড়ি দিয়ে নেমে

ঘরে ঢুকে দেখি, পিওন অঘোরে ঘুমুচ্ছে, স্পিরিট-ল্যাম্পের উপর বসানো কেট্‌লির জল টগবগ করে ফুটছে, সারা মেঝেতে জল ছড়িয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত লোকটাকে ধাক্কা দিতে যাব, এমন সময় তার মাথার উপর একটা ঘণ্টা সজোরে বেজে উঠল, আর সে চমকে জেগে উঠল।

'আমার দিকে তাকিয়ে বিমূঢ়ভাবে বলল, 'মিঃ ফেল্‌প্‌স, স্যার !'

'আমার কফিটা তৈরি হয়েছে কিনা দেখতে এসেছিলাম।'

'কেট্‌লিতে জল ফুটতে দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম স্যার।' সে আমার দিকে তাকাল, তারপর তাকাল কম্পিত ঘণ্টাটার দিকে। তার মুখে ক্রমবর্ধমান বিস্ময়।

'সে প্রশ্ন করল, 'স্যার, আপনি তো এখানে, তাহলে ঘণ্টাটা বাজাল কে ?'

'ঘণ্টা !' আমি বললাম। 'এটা কিসের ঘণ্টা ?'

'যে ঘরে আপনি কাজ করছিলেন সেই ঘরের ঘণ্টা।'

'একটা ঠাণ্ডা হাত যেন আমার গলাটা চেপে ধরল। যে-বহুমূল্যবান চুক্তি-পত্রটি টেবিলের উপর খোলা পড়ে আছে সে ঘরে তাহলে কেউ ঢুকেছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দালান বরাবর আমি পাগলের মত ছুটে গেলাম। করিডরে কেউ ছিল না মিঃ হোমস। আর সব কিছু যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনটিই ছিল, শুধু দরকারী দলিলটাই ডেস্কের উপর থেকে কে যেন নিয়ে গেছে। নকলটা পড়ে ছিল, আসলটা উধাও।'

হোমস চেয়ারে বসে হাত ঘসতে লাগল। বুঝতে পারলাম, সমস্যাটা তার মনে ধরেছে।

বলল, 'তখন আপনি কি করলেন ?'

'মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়েই নেমে এসেছিল। অন্য পথে এলে তার সঙ্গে আমার নিশ্চয়ই দেখা হত।'

'আপনি কি নিশ্চিত যে সারাক্ষণ সে ঐ ঘরে অথবা যে করিডরটাকে আপনি স্বল্পালোকিত বলে বর্ণনা করলেন সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে না ?'

'সেটা একেবারেই অসম্ভব। ঐ ঘরে বা করিডরে একটা ইঁদুরও লুকিয়ে থাকতে পারে না। লুকোবার মত কোন আড়ালই নেই।'

'ধন্যবাদ। তারপর বলুন।'

'আমার বিবর্ণ মুখ দেখে ভয় পাবার মত কিছু ঘটেছে আশংকা করে পিওনটিও তৎক্ষণে উপরে উঠে এসেছে। তখন দুজনে করিডর ধরে চার্লস স্ট্রীট যাবার খাড়া সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেলাম। দরজাটা বন্ধ, কিন্তু তালাটা খোলা। দরজা খুলে ছুটে বাইরে গেলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে, নিকটবর্তী গীর্জায় তখন তিনটে ঘণ্টা বেজেছিল। তখন রাত পৌনে দশটা।'

শার্টের আস্তিনে কি যেন লিখে হোমস বলল, 'এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'গাঢ় অন্ধকার রাত। বৃষ্টি পড়ছিল। চার্লস স্ট্রীটে লোকজন ছিল না, কিন্তু তার শেষ প্রান্তে হোয়াইট হলে যথারীতি প্রচুর লোকজন চলছে। খালি মাথায় আমরা ফুটপাথ ধরে ছুটতে লাগলাম এবং বেশ কিছুটা দূরে একটা মোড়ে একজন পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

'আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটা অত্যন্ত মূল্যবান দলিল চুরি গেছে। এপথে কেউ গেছে?'

'সে বলল, 'আজ্ঞে, আমি পনেরো মিনিট যাবৎ এখানে দাঁড়িয়ে আছি; এই সময়ের মধ্যে একটিমাত্র লোক এখান দিয়ে গেছে—একটি স্ত্রীলোক, লম্বা-বয়স্কা, গায়ে পেইসলি-শাল।"

'পিওন বলে উঠল, 'সে তো আমার স্ত্রী। আর কেউ যায় নি?'

'কেউ না।'

'চোর তাহলে নির্ঘাৎ অন্যপথে গেছে', বলেই পিওন আমার আস্তিন ধরে টান দিল।

'তার কথা আমার মনে ধরল না। তাছাড়া, আমাকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে তার এই চেষ্টায় আমার সন্দেহ বেড়ে গেল।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্ত্রীলোকটি কোন্ দিকে গেছে?'

'আজ্ঞে, তা তো জানি না। আমি তাকে যেতে দেখেছি বটে, কিন্তু তাকে বিশেষ লক্ষ্য করবার তো কোন কারণ ছিল না। তার খুব তাড়াহুড়া বলে মনে হল।'

'এটা কতক্ষণ আগেকার কথা?

'তা খুব বেশীক্ষণ নয়।'

'ধরো পাঁচ মিমিট?'

'তা, পাঁচ মিনিটের বেশী হবে না।'

'পিওন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আপনি বৃথাই সময় নষ্ট করছেন স্যার, এখন যে প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। আমার কথা শুনুন, এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বরং রাস্তার অন্য প্রান্তে চলুন। ঠিক আছে, আপনি যদি না যান, তাহলে আমিই যাব', বলেই সে অন্য দিকে চলে গেল।

'কিন্তু আমি ছুটে গিয়ে তার আস্তিন চেপে ধরলাম।'

'আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কোথায় থাক?'

'সে জবাব দিল, '১৬নং আইভি লেন, ব্রিক্সটন। কিন্তু মিঃ ফেল্প্‌স্, মিথ্যে সন্দেহের পিছনে ছুটবেন না। রাস্তার অন্যদিকে চলুন। দেখাই যাক, কিছু শোনা যায় কি না।'

'তার পরামর্শ শুনলে ক্ষতির কিছু নেই। পুলিশটিকে সঙ্গে নিয়ে দুজনে ছুটলাম। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি-ঘোড়া চলেছে, অনেক লোক আসছে যাচ্ছে;

কিন্তু এই বৃষ্টির রাতে সকলেরই নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার তাড়া। আমাদের কোন হদিস দিতে পারে এমন কোন ভ্রমণকারীকে পাওয়া গেল না।

'তখন আপিসে ফিরে গিয়ে সিঁড়ি ও দালান তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও কোন ফল হল না। ঘরে যাবার করিডরে এক ধরনের নরম লাইনোলিয়াম পাতা, যার উপর সহজেই দাগ পড়ে; আমরা সেটাকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম, কিন্তু কোন পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম না।'

'সারা সন্ধ্যাই কি বৃষ্টি হচ্ছিল?'

'প্রায় সাতটা থেকে।'

'তাহলে যে স্ত্রীলোকটি ন'টা নাগাদ ঘরে ঢুকল তার কর্দমাক্ত জুতোর কোন দাগ পাওয়া গেল না কেন?'

'এ প্রশ্নটা আপনি তুলেছেন দেখে খুশি হলাম। আমার মনেও তখন প্রশ্নটা উঠেছিল। ঠিকে স্ত্রীলোকেরা আপিসে কাজে আসবার সময় জুতো খুলে চটি পরে নেয়।'

'তাহলে তো ব্যাপারটা বেশ বোঝাই গেল। সে রাতে বৃষ্টি হলেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি, কেমন তো? ঘটনাগুলি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, তারপর আপনি কি করলেন?'

আমরা ঘরটাও পরীক্ষা করলাম। কোন গুপ্ত দরজা থাকা সম্ভবই নয়। আর জানালাগুলিও মাটি থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচুতে! দুটো জানালাই ভিতর থেকে আটকানো। মেঝেতে কার্পেট পাতা, তাই কোন চোর-দরজা থাকারও সম্ভাবনা নেই। ঘরের সিলিংও সাধারণভাবে চুণ কাম করা। আমার জীবনটা বাজী রেখেও বলতে পারি, কাগজপত্র যেই চুরি করে থাকুক সে এসেছিল দরজা দিয়েই।'

'আর অগ্নি-কুণ্ডটা?'

'ওসব নেই। একটা স্টোভ আছে। ঘণ্টার দড়িটা আমার ডেস্কের ঠিক ডান দিকে একটা তারের সঙ্গে ঝোলানো। ঘণ্টা যেই বাজিয়ে থাকুক তাকে ডেস্ক পর্যন্ত যেতেই হবে। কিন্তু অপরাধী ঘণ্টা বাজাতে যাবে কেন? সেটা তো এক আশ্চর্য রহস্য।'

'ঘটনাটা সত্যি অস্বাভাবিক। আপনি তারপর কি কি করলেন? আগন্তুক ঘরে কিছু ফেলে গেছে কি না—সিগারের পোড়া অংশ, দস্তানা, বা চুলের কাঁটা, বা এই ধরনের কোন তুচ্ছ জিনিস—সেটা জানবার জন্য নিশ্চয় ঘরটা ভাল করে পরীক্ষা করলেন?'

'না, সেরকম কিছুই ছিল না।'

'কোন গন্ধ?'

'দেখুন, গন্ধের কথাটা আমাদের মনে হয় নি।'

'কিন্তু এ ধরনের তদন্তের কাজে তামাকের গন্ধ আমাদের কাছে খুবই

মূল্যবান।'

'আমি নিজে ধূমপান করি না, তাই মনে হয় তামাকের গন্ধ থাকলে আমি বুঝতে পারতাম। কাজেই কোন রকম সূত্রই পাওয়া যাচ্ছে না। একটিমাত্র ঘটনা হাতের কাছে পাচ্ছি,—পিওনের স্ত্রী, তার নাম মিসেস ট্যাঙ্গে, খুব দ্রুত সেখান থেকে বাইরে চলে যায়। ঐ সময়েই স্ত্রীলোকটি বাড়ি যায়, এছাড়া তার চলে যাওয়ার আর কোন ব্যাখ্যাই পিওন দিতে পারেন নি। পুলিশ ও আমি একমত হলাম যে, কাগজপত্রগুলো স্ত্রীলোকটির কাছেই আছে এটা ধরে নিয়ে আমাদের উচিত কাগজপত্র সরিয়ে ফেলবার আগেই তাকে আটক করা।

'ততক্ষণে খবরটা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পৌঁছে গেছে এবং গোয়েন্দা মিঃ ফরবেস তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে মহা উৎসাহের সঙ্গে মামলাটা হাতে নিল। একটা গাড়ি ভাড়া করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ঠিকানামত বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। একটি তরুণী দরজা খুলে দিল। পরে জানলাম, সে মিসেস ট্যাঙ্গের বড় মেয়ে। তার মা তখনও ফেরে নি। আমরা সামনের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট দশেক পরে দরজায় টোকা পড়ল। তখন আমাদের একটা গুরুতর ভুল হল আর সে দোষ আমার। দরজাটা নিজেরা না খুলে মেয়েটিকে খুলতে দিয়েছিলাম। তার কথা আমরা শুনতে পেলাম, 'মা, দুটি লোক তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন।' আর পরমুহূর্তেই দ্রুত চলে যাবার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ফরবেস সপাটে দরজাটা খুলে ফেলল; আমরা দৌড়ে পিছনের ঘর বা রান্না-ঘরে ঢুকলাম; স্ত্রীলোকটি আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। সে উদ্ধত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ আমাকে চিনতে পেরে তার মুখে পরম বিস্ময় ফুটে উঠল।

'উচ্চকণ্ঠে বলল, 'সে কি! আপিসের মিঃ ফেল্‌প্‌স্ নয়!'

'আমার সঙ্গী বলল, 'আরে, আরে, আমাদের কি মনে করে এভাবে পালিয়ে চলে এসেছ?'

'সে বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম দালাল। অনেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমাদের একটা গোলমাল চলছে।'

'ফরবেস বলল, 'উঁহু, সেটা ঠিক নয়। আমাদের বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে পররাষ্ট্র দপ্তরের কিছু মূল্যবান কাগজ তুমি হাতিয়েছ এবং সেটা পাচার করবার জন্যই এখানে ছুটে এসেছ। তল্লাসীর জন্য তোমাকে আমাদের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যেতে হবে।'

'বৃথাই সে প্রতিবাদ করল, বাধা দিল। একটা চার-চাকার গাড়ি আনিয়ে আমরা তিনজন উঠে বসলাম। তার আগে রান্নাঘরটা পরীক্ষা করা হল, বিশেষ করে রান্না-ঘরের উনুনটা, পাছে যে মুহূর্তটি সে একা ছিল তখন কাগজপত্র-গুলো নষ্ট করে ফেলে থাকে। কিন্তু ছাই বা টুকরো কাগজের কোন চিহ্নই

পাওয়া গেল না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পৌছেই তাকে একটি মেয়ে-তল্লাসী-দারের হাতে তুলে দেওয়া হল। তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মেয়েটি রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এল। কাগজপত্রের কোন চিহ্নই নেই।

'তখনই সর্বপ্রথম আমার অবস্থার ভয়াবহতা যেন পূর্ণ শক্তিতে আমাকে চেপে ধরল। এতক্ষণ কাজ নিয়েছিলাম, তাই চিন্তাশক্তি স্তিমিত হয়েছিল। চুক্তি-পত্রটা উদ্ধার করার ব্যাপারে আমি এতদূর নিশ্চিত ছিলাম যে ফেরৎ না পেলে তার ফলাফল কি দাঁড়াবে সেকথা ভাবতেও সাহস হয়নি। কিন্তু যখন আর কিছুই করার রইল না তখনই নিজের অবস্থাটা বুঝবার মত সময় পেলাম। ভয়ংকর অবস্থা! ওয়াটসনই আপনাকে বলবে যে স্কুলে থাকতেই আমি দুর্বল-স্নায়ু ও অনুভূতিপ্রবণ ছিলাম। আমার প্রকৃতিই ঐ রকম। আমার মামা ও মন্ত্রীসভায় তার সহকর্মীদের কথা মনে হল; তাকে নিজেকে এবং আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কী লজ্জায় আমি ফেলেছি তাও মনে হল। একথা ঠিক যে একটা আকস্মিক অসাধারণ ঘটনায় আমি শিকার হয়েছি; কিন্তু তাতে কি যায়-আসে? যেখানে কূটনৈতিক স্বার্থ জড়িত, সেখানে দুর্ঘটনার কোন ক্ষমা নেই। আমি শেষ হয়ে গেলাম, লজ্জাজনক-ভাবে, আশাহীনভাবে শেষ হয়ে গেলাম। আমি তখন কি করেছিলাম জানি না। হয় তো কোন দৃষ্টিকটু দৃশ্যের অবতারণা করেছিলাম। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, একদল কর্মচারি আমাকে ঘিরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। একজন আমাকে গাড়িতে চাপিয়ে ওয়াটারলু স্টেশনে নিয়ে যায় এবং ওকিংগামী ট্রেনে তুলে দেয়। আমার বিশ্বাস ডাঃ ফেরিয়ারের সঙ্গে দেখা না হলে সে হয় তো সারাটা পথই আমার সঙ্গে আসত। ডাঃ ফেরিয়ার কাছেই থাকেন এবং ঐ ট্রেনেই আসছিলেন। ডাক্তার দয়া করে আমার ভার নিয়েছিলেন তাই রক্ষা, কারণ স্টেশনেই আমি রোগাক্রান্ত হই এবং বাড়ি পৌছবার আগেই আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, প্রলাপ বকছিলাম।

'ডাক্তার যখন ঘণ্টা বাজিয়ে এখানকার সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল, এবং তারা আমাকে এই অবস্থায় দেখল, তখন এখানকার অবস্থা আপনি নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেন। এই বেচারি অ্যানি ও আমার মা একেবারেই ভেঙে পড়ল। স্টেশনে গোয়েন্দার কাছ থেকে ডাক্তার যতদূর শুনেছিলেন তার থেকেই ঘটনার মোটামুটি বিবরণ সকলকে বললেন, কিন্তু তাতে অবস্থার কোন উন্নতি হল না। সকলেই বুঝতে পারল, আমার এ রোগ দীর্ঘ দিন চলবে। তাই জোসেফকে পোটলা-পুটলি নিয়ে এই সুন্দর ঘরটা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, আর এটাকে আমার জন্য রোগীর ঘরে পরিণত করা হল। মিঃ হোমস, ন' সপ্তাহের বেশী আমি এখানে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে আছি, মস্তিষ্ক-বিকারজনিত জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছি। এই মিস্ হ্যারিসন না থাকলে এবং ডাক্তারের চিকিৎসা না পেলে আজ হয় তো

আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগই আমি পেতাম না। মিস হ্যারিসন আমাকে দেখছে সমস্তটা দিন, আর একটি নার্স আমাকে দেখছে সারাটা রাত, কারণ রোগের আক্রমণ যখন হয় তখন আমি যা কিছু করে বসতে পারি। ধীরে ধীরে বুদ্ধিটা পরিষ্কার হয়ে এলেও মাত্র তিনদিন হল আমার স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি ফিরে এসেছে। কখনও মনে হয়, না এলেই বুঝি ভাল ছিল। ভাল হয়ে আমি প্রথমেই মিঃ ফরবেসকে চিঠি লিখলাম। কেসটা তার হাতেই ছিল। তিনি এখানে এসে বললেন, যদিও সব কিছুই করা হয়েছে তবু এখনও পর্যন্ত কোন সূত্রই আবিষ্কৃত হয় নি। পিওন ও তার স্ত্রীকে নানাভাবে পরীক্ষা করেও এ ব্যাপারে বিশেষ কোন আলোকপাত করা যায় নি। তারপর পুলিশের সন্দেহ পড়ে যুবক গরতের উপর। আপনার নিশ্চয় মনে আছে সে-রাতে গরত কাজের সময়ের পরেও অনেকক্ষণ আপিসে ছিল। তার এই বাড়তি সময় আপিসে থাকা এবং তার ফরাসী নামের জন্যই তার উপর সন্দেহ আসে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি কাজই আরম্ভ করি নি। তাছাড়া তারা সকলেই হুগোনাট-বংশসম্ভূত হলেও সহানুভূতি ও ঐতিহ্যে আপনার আমার মতই ইংরেজ। তাকে এ ব্যাপারে জড়াবার মত কিছুই পাওয়া যায় নি। কাজেই ব্যাপারটা সেখানেই চাপা পড়ে গেছে।' মিঃ হোমস, শেষ ভরসা হিসাবে আমি আপনার দিকেই তাকিয়ে আছি। আপনিও যদি বিফল হন, তাহলে আমার সম্মান, আমার প্রতিপত্তি সব চিরদিনের মত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।'

দীর্ঘ বিবৃতি দেওয়ার ফলে পরিশ্রান্ত হয়ে পঙ্গু লোকটি কুশনে শরীর এলিয়ে দিল। নার্স তাকে এক গ্লাস উত্তেজক ওষুধ খাইয়ে দিল। মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে চোখ দুটি বুজে হোমস এমনভাবে চুপ করে বসে রইল যেটা যে কোন অপরিচিত লোকের কাছে উদাসীনতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি তো জানি এটা তার তীব্র মনঃসংযোগেরই লক্ষণ।

অবশেষে সে বলল, 'আপনার বিবরণ এতদূর পরিষ্কার যে আমার প্রশ্ন করবার কোন সুযোগই আপনি রাখেন নি। তবু আমার একটা গুরুতর প্রশ্ন আছে। আপনাকে যে এই বিশেষ কাজটি করতে হবে সেবিষয়ে কাউকে কিছু বলেছিলেন কি?'

'কাউকে না।'

'ধরুন, এই মিস হ্যারিসনকেও না?'

'না। নির্দেশ পাওয়া এবং কাজ শুরু করার মাঝে আমি তো ওকিং-এ আসিই নি।'

'ঘটনাক্রমে কোন পরিচিত লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতেও যায় নি?'

'কেউ না।'

'তাদের মধ্যে কেউ কি আপিসে যাবার পথটা চেনে ?'

'হ্যা, চেনে ; তাদের সকলকেই পথটা দেখান হয়েছে।'

'অবশ্য এই নৌ-চুক্তি সম্পর্কে আপনি যদি কাউকে কিছু না বলে থাকেন, তাহলে এ সব প্রশ্নই অবান্তর।'

'আমি কিছুই বলি নি।'

'পিওনটি সম্পর্কে কিছু জানেন কি ?'

'সে একজন প্রাক্তন সৈনিক, এছাড়া আর কিছুই জানি না।'

'কোন্ রেজিমেণ্টের ?'

'তা শুনেছি—কোল্ডস্ট্রীম গার্ডস্-এর।'

'ধন্যবাদ। বাকি বিবরণ ফরবেসের কাছ থেকেই পাব। কর্তৃপক্ষ ঘটনার বিবরণ জোগাড় করেন চমৎকার, কিন্তু সব সময় সেগুলোকে সুবিধামত কাজে লাগাতে পারেন না। বাঃ! গোলাপের মত এমন সুন্দর জিনিস হয় না!'

কোচের পাশ দিয়ে সে খোলা জানালাটার কাছে গেল। একটা সুন্দর গোলাপের ঢলে-পড়া ডাঁটাটা তুলে ধরে লাল ও সবুজের সুন্দর সংমিশ্রণটা ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। আমার কাছে এটা তার চরিত্রের একটা নতুন দিক। এর আগে কখনও কোন প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতি তার এত গভীর আগ্রহ আমি দেখি নি।

খড়খড়ির উপর হেলান দিয়ে সে বলল, 'ধর্মের মত আর কোথাও অনুমানের প্রয়োজন এত বেশী নেই। যুক্তিবিদ্ তার উপরে একটা সঠিক বিজ্ঞান গড়ে তুলতে পারে। আমার তো মনে হয়, ঈশ্বরের কল্যাণময়তার সব চাইতে বড় প্রমাণ এই সব ফুল। আর যা কিছু, আমাদের শক্তি, আমাদের কামনা, আমাদের খাদ্য; এ সব কিছুই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু এই গোলাপটি বাড়তি। এর গন্ধ, এর বর্ণ জীবনের অলংকার, তার শর্ত নয়। একমাত্র কল্যাণময়তাই সেই বাড়তি সম্পদ আমাদের দিতে পারে। তাই আমি আবার বলছি, ফুলের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা।'

হোমসের এই কাণ্ডকারখানা দেখে পার্সি ফেল্‌প্‌স্ ও তার নার্সের মুখে বিস্ময় ও গভীর হতাশা ফুটে উঠল। গোলাপটাকে দুই আঙুলে ধরে সে যেন একটা দিবাস্বপ্ন দেখছিল। কয়েক মিনিট এইভাবে চলবার পর তরুণীটি কথা বলল।

একটু কর্কশ গলায়ই সে প্রশ্ন করল, 'এ রহস্য সমাধানের কোন সম্ভাবনা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন মিঃ হোমস ?'

চমকে উঠে জীবনের বাস্তবতায় ফিরে এসে সে জবাব দিল, 'ওঃ, রহস্য! দেখুন, কেসটা যে খুব কঠিন ও জটিল সেটা অস্বীকার করা অসম্ভব। তবে আপনাদের এইটুকু কথা দিতে পারি যে, আমি ব্যাপারটা ভাল করে দেখব

এবং উল্লেখযোগ্য কিছু পেলেই আপনাদের জানাব।'

'কোন সূত্র দেখতে পাচ্ছেন কি?'

'আপনারা সাতটা সূত্র দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলিকে পরীক্ষা করে না দেখা পর্যন্ত তাদের মূল্য সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না।'

'কাউকে সন্দেহ করেন কি?'

'সন্দেহ করি নিজেকে—'

'কি বললেন?'

'পাছে বেশী তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই।'

'তাহলে লণ্ডনে ফিরে গিয়েই আপনার সিদ্ধান্তগুলিকে পরীক্ষা করে দেখুন।'

হোমস উঠতে উঠতে বলল, 'আপনার পরামর্শটি চমৎকার মিস হ্যারিসন। ওয়াটসন, আমার তো মনে হয় সেই ভাল। মিথ্যা আশ্বাসের উপর ভরসা করবেন না মিঃ ফেল্‌প্‌স্‌। ব্যাপারটা খুবই জট-পাকানো।'

কূটনৈতিক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বলল, 'আপনাকে আবার না দেখা পর্যন্ত আমি জ্বর-বিকারেই ভুগব।'

'ঠিক আছে, কাল এই একই ট্রেনে আমি আসব; তবে আমার রিপোর্টটা নেতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।'

আমাদের মক্কেল বলল, 'আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। একটা কিছু করা হচ্ছে, এটা জেনেই আমি যেন নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছি। ভাল কথা, লর্ড হোল্ডহার্স্টের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি।'

'আচ্ছা! তা তিনি কি বললেন?'

'তিনি নিরুত্তাপ, কিন্তু কঠোর নন। আমি জানি, এই কঠিন অসুখের জন্যই তিনি আমার প্রতি কঠোর হতে পারেন নি। তিনি বার বার বলেছেন যে ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; সেই সঙ্গে আরও জানিয়েছেন, যতদিন আমার স্বাস্থ্য ভাল না হচ্ছে এবং আমার দুর্ভাগ্যজনিত ক্ষতিকে পূরণ করবার সুযোগ না পাচ্ছি, ততদিন আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কিছু করা হবে না—আমার ভবিষ্যৎ বলতে তিনি অবশ্য আমার কর্মচ্যুতির কথাই বলতে চেয়েছেন।'

হোমস বলল, 'এ তো খুবই যুক্তিপূর্ণ ও বিবেচনাপ্রসূত কথা। চল হে ওয়াটসন, শহরে ফিরে যাই। একটা গোটা দিনের কাজ আমাদের হাতে রয়েছে।'

মিঃ জোসেফ হ্যারিসন গাড়ি চালিয়ে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিল এবং শীঘ্রই একটা পোর্টসমাউথগামী ট্রেনে আমাদের যাত্রা শুরু হল। হোমস গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। ক্ল্যাপহ্যাম জংশন পার হবার আগে আর মুখ খুলল না।

'এই সব রেল-পথে লণ্ডন আসতে খুব ভাল লাগে। লাইনগুলো খুব উঁচু, তাই নীচের দিকে তাকিয়ে বাড়িগুলোকে বেশ দেখা যায়।'

আমি ভাবলাম, হোমস ঠাট্টা করছে, কারণ সেখানকার দৃশ্য খুবই বাজে। কিন্তু একটু পরেই সে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

'পাথরের উপরকার ঐসব বড় বড় পৃথক পৃথক বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে দেখ, মনে হবে যেন শিসে-রঙের সমুদ্রের বুকে ইঁট-রঙের দ্বীপপুঞ্জ।'

'ওগুলো সব বোর্ড স্কুল।'

'সব আলোকস্তম্ভরে বাবা! ভবিষ্যতের আলোর দিশারী! সব বীজ-কোষ, প্রতিটির মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট উজ্জ্বল বীজ, তার ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসবে ভবিষ্যতের বিজ্ঞতর, মহত্তর ইংলণ্ড। মনে হচ্ছে, ঐ ফেল্‌প্‌স্ লোকটি মদ খায় না?'

'মনে তো হয় না।'

'আমিও মনে করি না। কিন্তু সব রকম সম্ভাবনাকেই হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। বেচারি গভীর গাড্ডায় পড়েছে, কখনও তাকে তীরে নিয়ে যেতে পারবে কি না সেটাই সমস্যা। মিস হ্যারিসনকে কেমন মনে কর?'

'খুব তেজী মেয়ে।'

'হ্যাঁ, তবে ভাল মেয়ে, তা যদি না হয় তাহলে আমারই ভুল। সে আর তার ভাই নরদাম্বারল্যাণ্ড অঞ্চলের কোন লোহার কারখানার মালিকের একমাত্র সন্তান। গত শীতকালে বেড়াতে বেরিয়ে ফেল্‌প্‌সের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের কথা হয় এবং ফেল্‌প্‌সের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ভাইকে নিয়ে সে এখানে চলে আসে। তারপরই এই দুর্ঘটনা, মেয়েটি প্রেমিকের সেবা-যত্নের জন্য থেকে গেল, আর ভাই জোসেফও বাড়ির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকর্ষণে থেকেই গেল। তুমি জান, কিছু কিছু তদন্ত আমি নিজেই করে থাকি। কিন্তু আজকের দিনটি হবে তদন্তে ঠাসা।'

'আমার প্র্যাকটিস—' আমি বলতে গেলাম।

কিছুটা কড়া গলায় হোমস বাধা দিয়ে বলল, 'অবশ্য আমার কেসের চাইতে তোমার কেসকে যদি অধিকতর আকর্ষণীয় বলে মনে কর তাহলে—'

'আমি কিন্তু বলতে চেয়েছিলাম যে এখন তো বছরের সবচাইতে মন্দার মরশুম, কাজেই আমার প্র্যাকটিস দু' একটা দিন আমাকে ছাড়া ভালই চলে যাবে।'

পুনরায় খোসমেজাজে ফিরে গিয়ে সে বলল, 'চমৎকার। তাহলে আমরা একযোগেই ব্যাপারটায় মাথা গলাব। আমার মনে হচ্ছে, ফরবেসের সঙ্গে দেখা করেই আমাদের কাজ শুরু করা উচিত। যেসব বিস্তারিত বিবরণ আমরা চাই সে সবই হয় তো সে আমাদের বলতে পারবে, আর তখনই আমরা বুঝতে পারব, কোন্ দিক থেকে আমাদের এগোতে হবে।'

'তুমি তো বললে একটা সূত্র পেয়েছ।'

'দেখ, সূত্র তো কয়েকটাই আছে, কিন্তু আরও তদন্ত করে তবে তো তাদের মূল্য যাচাই করতে হবে। যে অপরাধের কোন উদ্দেশ্য থাকে না তার হদিস করা বড় শক্ত। কিন্তু এটা উদ্দেশ্যবিহীন নয়। একাজের ফলে কার লাভ হবে? ফরাসী রাষ্ট্রদূত আছেন, রুশ রাষ্ট্রদূত আছেন, আবার এমন লোকও আছেন যিনি এদের যে-কোন একজনের কাছে সেটা বিক্রি করতে পারেন, আর আছেন লর্ড হোল্ডহার্স্ট।'

'লর্ড হোল্ডহার্স্ট!'

'দেখ এরকমটা তো হতেই পারে যে একজন রাজপুরুষ এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে যে আকস্মিক দুর্ঘটনায় এরকম একটা দলিল নষ্ট করে ফেলতে সে মোটেই দুঃখিত নয়।'

'লর্ড হোল্ডহার্স্টের মত সম্মানিত একজন রাজপুরুষ নিশ্চয় একাজ করবেন না।'

'এটা একটা সম্ভাবনামাত্র, আর আমরা সে সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। আজই আমরা লর্ড মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করব; দেখি তিনি কিছু বলতে পারেন কি না। ইতিমধ্যে আমি তো কাজ শুরু করেই দিয়েছি।'

'দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, ওকিং স্টেশন থেকেই লণ্ডনের প্রতিটি সান্ধ্য দৈনিকপত্রে তার করে দিয়েছি। এই বিজ্ঞাপনটা প্রত্যেক কাগজে বের হবে।'

নোট বইয়ের একটা ছেঁড়া পাতা সে আমার হাতে দিল। তাতে পেন্সিলে লেখা আছে:

'দশ পাউণ্ড পুরস্কার।—যে গাড়ি ২৩শে মে সন্ধ্যা পৌনে দশটা নাগাদ চার্লস স্ট্রীটের পররাষ্ট্র দপ্তরের দরজায় বা তার কাছাকাছি জায়গায় কোন যাত্রীকে নামিয়ে দিয়েছে তার নম্বরটা চাই। আবেদন করুন, ২২১-বি, বেকার স্ট্রীট।'

'তুমি কি নিশ্চিত জান যে চোর গাড়ি করে এসেছিল?'

'যদি না হয়, তাতে তো ক্ষতি নেই। কিন্তু ফেল্‌প্‌সের কথা যদি ঠিক হয় যে ঘরে বা করিডরে লুকিয়ে থাকবার মত কোন জায়গা নেই তাহলে লোকটা নিশ্চয় বাইরে থেকে এসেছিল। এমন বৃষ্টির রাতে একটা লোক বাইরে থেকে এল অথচ তার যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরীক্ষা করে দেখা গেল লাইনোলিয়ামের উপর কোন ভিজে দাগ নেই, তখন তো এটাই সম্ভব যে সে গাড়ি করে এসেছিল। হ্যাঁ, গাড়ির কথা আমরা স্বচ্ছন্দে অনুমান করতে পারি।'

'যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে।'

'যে সব সূত্রের কথা বলেছিলাম এটা তার অন্যতম। এর থেকে আরও

কিছু জানা যেতে পারে। তারপর অবশ্য ঘণ্টাটা আছে—এক্ষেত্রে ওটা একটা বিশেষ ঘটনা। ঘণ্টাটা বাজল কেন? চোরই কি বাহাদুরি দেখাবার জন্য ওটা বাজিয়েছিল? অথবা ওটা আকস্মিক? অথবা ওটা কি—?' যে নীরব গভীর চিন্তা থেকে একটু আগে উঠেছিল আবার তার মধ্যেই তলিয়ে গেল। তার সব রকম ভাবভঙ্গী আমি চিনি বলেই বুঝতে পারলাম, হঠাৎ একটা নতুন সম্ভাবনা তার মনে আলোকপাত করেছে।

তিনটে বেজে কুড়ি মিনিটে আমাদের স্টেশনে পৌছেই তাড়াতাড়ি ভোজনালয়ে খাওয়াটা সেরে তৎক্ষণাৎ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলে গেলাম। হোমস আগেই ফরবেস্‌কে তার করে দিয়েছিল; সে আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যই অপেক্ষা করছিল। লোকটি ছোটখাট, ধূর্ত, মুখের ভাব তীক্ষ্ণ, কিন্তু প্রসন্ন নয়। আমাদের সঙ্গে প্রতিটি আচরণে বেশ কিছুটা কাঠিন্য দেখা গেল, বিশেষ করে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্যটা যখন সে জানতে পারল।

রুক্ষ গলায় বলে উঠল, 'আপনার কর্মপদ্ধতির কথা আমি আগেই শুনেছি মিঃ হোমস। পুলিশ আপনার হাতে যেসব খবর তুলে দেয় সেগুলো আপনি সহজেই গ্রহণ করেন, এবং তারপর নিজেই কেসটার ফয়সালা করে পুলিশের ঘাড়ে অখ্যাতিটুকু চাপাতে চেষ্টা করেন।'

হোমস বলল, 'ঠিক উল্টো।' বিগত তিপ্পান্নটা কেসের মধ্যে আমার নাম প্রকাশিত হয়েছে মাত্র চারটি কেসে, উনপঞ্চাশটি কেসেই সবটুকু খ্যাতি ভোগ করেছে পুলিশ। এটা না জানার জন্য আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না; কারণ আপনি বয়সে তরুণ, অনভিজ্ঞ; কিন্তু নতুন কর্মক্ষেত্রে যদি উন্নতি করতে চান তাহলে আমার সঙ্গেই কাজ করবেন, আমার বিরুদ্ধে নয়।'

মনোভাবের পরিবর্তন করে গোয়েন্দাটি বলল, 'দু একটা ইঙ্গিত পেলে আমি খুশিই হব। এখনও পর্যন্ত এ কেসের কিছুই করতে পারি নি।'

'আপনি কি কি করেছেন?'

'পিওন ট্যাঙ্গের পিছনে লোক লাগিয়েছি। সে সুখ্যাতি নিয়েই 'গার্ডস্' ছেড়ে এসেছে, আর আমরাও তার বিরুদ্ধে কিছু পাই নি। অবশ্য তার স্ত্রীটি বজ্জাত। আমার তো মনে হয় সে যেরকম ভাব দেখাচ্ছে তার চাইতে অনেক বেশী সে জানে।'

'তার পিছনে লোক লাগিয়েছেন কি?'

'আমাদের একটি স্ত্রীলোককে লাগিয়েছি। মিসেস ট্যাঙ্গে মদ খায় সেই অবস্থায় আমাদের স্ত্রীলোকটি দু'বার তার সঙ্গে দেখা করেছে, কিন্তু কিছুই বের করতে পারে নি।'

'শুনেছি তাদের বাড়িতে দালালরা যাতায়াত করে?'

'তা ঠিক, তবে টাকাটা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

টাকাটা এল কোত্থেকে?

'সে সব ঠিক আছে। তার পেন্সন পাওনা ছিল। তাদের টাকার টানা-টানির কোন লক্ষণ আমরা পাই নি।'

'মিঃ ফেল্‌প্‌স্ কফির জন্য ঘণ্টা বাজালে সে কেন গিয়েছিল তার কারণ কিছু বলেছে?'

'সে বলেছে, তার স্বামী খুব ক্লান্ত ছিল, তাই সে তাকে রেহাই দিতে চেয়েছিল।'

'ঠিক, একটু পরেই স্বামীকে তার চেয়ারে যে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল তার সঙ্গে কথাগুলো মিলে যাচ্ছে। তাহলে স্ত্রীলোকটির স্বভাব-চরিত্র ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে আর কিছুই নেই। সেরাতে সে এত তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল কেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি? তার তাড়াহুড়ো ভাবটা পুলিশ-কনেস্টবলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।'

'অন্যদিনের চাইতে দেরী হয়ে গিয়েছিল বলেই সে তাড়াতাড় বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল।'

'মিঃ ফেল্‌প্‌স্ ও আপনি তার চাইতে অন্ততঃ কুড়ি মিনিট পরে যাত্রা করেও তার আগেই সে বাড়িতে পৌছে গিয়েছিলেন, এ ব্যাপারটার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কি?'

'সে বলেছে, বাস আর গাড়ির মধ্যে সময়ের তফাৎ তো হবেই।'

'বাড়িতে পৌছেই সে ছুটে পিছনের রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল কেন, সেটা খুলে বলেছে কি?'

'কারণ দালালদের পাওনা মিটিয়ে দেবার মত টাকাটা তার কাছে ছিল।'

'দেখছি, সব প্রশ্নেরই একটা জবাব তার আছে। সেখান থেকে চলে যাবার সময় কারও সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কি না, অথবা চার্লস স্ট্রীটের আশেপাশে কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিল কি না, সেটা কি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

'কনস্টেবল ছাড়া আর কাউকে সে দেখে নি।'

'আচ্ছা। তাকে তো ভালভাবেই জেরা করেছেন দেখছি। আর কি কি করেছেন?'

'এই নয় সপ্তাহ ধরে করণিক গরতের পিছনে লোক ঘুরছে, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। তার বিরুদ্ধে কিছুই পাওয়া যায় নি।'

'আর কিছু?'

'না, কাজ চালাবার মত আর কিছুই পাই নি—কোন রকম প্রমাণই নয়।'

'ঘণ্টাটা কিভাবে বাজল সেবিষয়ে কিছু ভেবেছেন কি?'

'দেখুন, স্বীকার করছি এখানে আমি পরাস্ত হয়েছি। সেখানে গিয়ে এভাবে যে ঘণ্টা বাজিয়েছে সে যেই হোক, খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক।'

'সত্যি, কাজটা খুবই অদ্ভুত। আপনি যা যা বললেন সেজন্য অনেক

ধন্যবাদ। লোকটাকে যদি আপনার হাতে তুলে দিতে পারি, তাহলেই আমার কাছ থেকে খবর পাবেন। চলহে ওয়াটসন।'

আপিস থেকে বেরিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন আমরা কোথায় যাব?

'এবার আমরা যাব ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং ইংলণ্ডের ভাবী প্রধানমন্ত্রী লর্ড হোল্ডহার্স্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।'

আমাদের ভাগ্য ভাল লর্ড হোল্ডহার্স্ট তখনও ডাউনিং স্ট্রীটে তার ঘরেই ছিল। হোমস তার কার্ড পাঠাতে সঙ্গে সঙ্গেই উপর থেকে আমাদের ডাক এল। রাজপুরুষটি তার অভ্যস্ত পুরাকালীন সৌজন্যের সঙ্গেই আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে অগ্নিকুণ্ডের দুই পাশে দুখানি বিলাসবহুল আরামকেদারায় বসতে দিল। আমাদের দুজনের মাঝখানে দণ্ডায়মান তার একহারা দীর্ঘদেহ, সুগঠিত ভাবগম্ভীর মুখ, আর অকালে সাদার ছিটে লাগা কোকড়া চুল দেখে মনে হল সে একটি অসাধারণ মানবগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, এমন একজন সম্ভ্রান্ত লোক যে প্রকৃতই সম্ভ্রান্ত।

হেসে বলল, 'আপনার নাম আমার পরিচিত মিঃ হোমস। আর আপনার আগমনের উদ্দেশ্য আমি জানি না সে ভানও করব না। আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবার মত একটিমাত্র ঘটনাই এখানকার আপিসে ঘটেছে। আপনি কার স্বপক্ষে কাজ করছেন, প্রশ্ন করতে পারি কি?'

হোমস জবাব দিল, 'মিঃ প্যার্সি ফেল্‌প্‌সের পক্ষে।'

'আহা বেচারি ভাগ্নে আমার! বুঝতেই পারছেন, এই সম্পর্কের জন্যই তাকে কোনরকম আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে আরও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আশংকা হচ্ছে, এই ঘটনা তার জীবনের উন্নতির পথে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে।'

'কিন্তু দলিলটা যদি পাওয়া যায়?'

'আহা, তাহলে তো ভিন্ন কথা।'

'লর্ড হোল্ডহার্স্ট, আপনাকে দু'একটি প্রশ্ন করতে চাই?

'আমার সাধ্যমত আপনাকে যে-কোন খবর জানাতে পারলে আমি খুশি হব।'

'এই ঘরেই কি দলিলটি নকল করবার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন?'

'এই ঘরেই।'

'তাহলে নিশ্চয় অন্য কেউ সেটা শুনতে পায় নি?'

'সে প্রশ্নই ওঠে না।'

'চুক্তি-পত্রটি নকল করতে দেবার অভিপ্রায় আপনার আছে, একথা কি কখনও কাউকে বলেছিলেন?'

'কখনও না।

'সেবিষয়ে আপনি নিশ্চিত ?'

'পুরোপুরি।'

'দেখুন, আপনি যখন কাউকে বলেন নি, মিঃ ফেল্‌প্‌স্‌ও কখনও বলেন নি, এবং এবিষয়ে অন্য কেউ কিছু জানত না, তখন সে ঘরে চোরের উপস্থিতি নেহাৎই আকস্মিক। সুযোগ পেয়ে সে জিনিসটা হাতিয়ে নেয়।'

রাজপুরুষ হাসল। বলল, 'ওটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে।'

হোমস একমুহূর্ত কি যেন ভেবে বলল, 'আপনার সঙ্গে আর একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। শুনেছি আপনি আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, এই চুক্তি-পত্রের বিবরণ ফাঁস হয়ে গেলে তার ফল খুবই ভয়াবহ হতে পারে।'

রাজপুরুষের মুখের উপর একটা ছায়া পড়ল। 'ফল সত্যি খুব ভয়াবহ।'

'সেরকম কিছু ঘটেছে কি ?'

'এখনও ঘটে নি।'

'ধরুন, চুক্তি-পত্রটা যদি ফরাসী বা রুশ পররাষ্ট্র দপ্তরে পৌঁছে যেত, তাহলে আপনি সেটা শুনতে পেতেন ?'

লর্ড হোল্ডহার্স্ট বিকৃতমুখে বলল, 'শোনা উচিত।'

'যেহেতু প্রায় দশ সপ্তাহ পার হয়ে গেল অথচ এবিষয়ে কিছুই শোনা যায় নি, সুতরাং এটা অনুমান করা অন্যায় হবে না যে কারণ যাই হোক চুক্তিপত্রটি তাদের হাতে পৌঁছয় নি ?'

লর্ড হোল্ডহার্স্ট কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

'মিঃ হোমস, আমরা নিশ্চয়ই ভাবতে পারি না যে ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখার জন্যই চোর সেটা চুরি করেছে।'

'হয় তো সে আরও ভাল দামের অপেক্ষায় আছে।'

'সে যদি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে তাহলে কোন দামই পাবে না। কয়েক মাস পরে চুক্তি-পত্রটা আর গোপন থাকবে না।'

হোমস বলল, 'সেইটেই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা। অবশ্য এরকমও ভাবা যেতে পারে যে চোর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল—'

তার দিকে দ্রুত দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাজপুরুষ প্রশ্ন করল, 'যেমন, মস্তিষ্ক-বিকারজনিত জ্বর, কি বলেন ?'

অবিচলিত গলায় হোমস বলল, 'আমি সেকথা বলি নি। আচ্ছা লর্ড হোল্ডহার্স্ট, আপনার অনেকখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম, এবার বিদায় নিতে চাই।'

'অপরাধী যেই হোক, আপনার তদন্ত-কার্য যেন সফল হয়,' দরজায় দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে আমাদের বিদায় জানাবার সময় সম্ভ্রান্ত লোকটি কথাগুলি বলল।

সেখান থেকে বেরিয়ে হোয়াইট হলে এসে হোমস বলল, 'চমৎকার লোকটি। কিন্তু ঠাট বজায় রাখতে তাকে অনেক লড়াই করতে হচ্ছে। লোকটি মোটেই ধনী নয়, অথচ দায়-দায়িত্ব অনেক। তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে তার জুতো জোড়া রি-সোল করা হয়েছে? ওয়াটসন, তোমার নিজের কাজ ক্ষতি করে আর তোমাকে আটকে রাখব না। বিজ্ঞাপনের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত আজ আর কিছুই করব না। তবে আজ যে ট্রেনে গিয়েছিলাম সেই একই ট্রেনে কালও তুমি যদি আমার সঙ্গে ওকিং যাও তাহলে খুবই বাধিত হব।'

কথামত পরদিন সকালে তার সঙ্গে দেখা করলাম এবং একসঙ্গে ওকিং যাত্রা করলাম। সে জানাল, বিজ্ঞাপনের কোন জবাব আসে নি এবং সে কেসের উপর নতুন করে কোনরকম আলোকপাতও হয় নি। সে ইচ্ছা করলেই মুখের উপর রেড ইণ্ডিয়ানসুলভ এমন একটা অবিচলিতভাব আনতে পারে যে তাকে দেখে বুঝতেই পারলাম না, কেসটার ব্যাপারে সে খুশি, কি অখুশি। মনে পড়ছে, সে কথা বলেছিল শুধু পরিমাপের বার্টিলন-পদ্ধতি নিয়ে এবং ফরাসী পণ্ডিতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল।

মক্কেলকে তার বিশ্বস্ত নার্সের হেপাজতেই পাওয়া গেল, তবে দেখতে আগের চাইতে অনেকটা ভাল। আমরা ঢুকতেই সে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করল। তাতে তার কোনরকম কষ্ট হল না।

'কোন খবর আছে?' সে সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

হোমস বলল, 'যেমন ভেবেছিলাম, আমার রিপোর্ট নেতিবাচক। ফরবেসের সঙ্গে দেখা করেছি আপনার মামার সঙ্গে দেখা করেছি, দু'একটা ধারাবাহিক তদন্তেও হাত দিয়েছি। তাতে কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে।'

'আপনি তাহলে আশা ছাড়েন নি?'

'কোন মতেই না।'

মিস হ্যারিসন জোর গলায় বলে উঠল, 'একথা বলার জন্য ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমরা যদি সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করি, তাহলে সত্য প্রকাশিত হবেই।

পুনরায় কোচে বসে ফেল্‌প্‌স্ বলল, 'আমাদের বলবার মত আপনার কিছু না থাকলেও আপনাকে বলবার মত আমাদের কিছু কিছু কথা আছে।'

'আমি আশা করেছিলাম তাই থাকবে।

'সত্যি, গতরাতে একটা দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটেছে। খুব সাংঘাতিক কিছুও হতে পারত। বলতে বলতে তার মুখের ভাব গম্ভীর হয়ে উঠল, তার চোখে ফুটে উঠল আতংকের মত একটা দৃষ্টি। সে বলল, 'আপনি কি জানেন, আমার অজ্ঞাতেই আমি একটা দানবীয় ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে উঠেছি? আর আমার জীবন ও সম্মানই সে ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য?

'বটে!' হোমস জোর গলায় বলল।

'কথাটা শুনতে অবিশ্বাস্য, কারণ আমি যতদূর জানি এ জগতে আমার কোন শত্রু নেই। কিন্তু গত রাতের অভিজ্ঞতা থেকে অন্য কোন সিদ্ধান্তেই তো আমি যেতে পারি না।'

'দয়া করে সেটা বলুন।'

'আপনার জানা দরকার যে গত রাতই প্রথম রাত যখন নার্স ছাড়াই ঘরে আমি একাকি ঘুমিয়েছি। এত ভাল বোধ করছিলাম যে ভাবলাম, নার্স না হলেও চলবে। অবশ্য ঘরে একটা নৈশ-আলো জ্বলছিল। দেখুন, ভোর প্রায় দুটো নাগাদ একটু হাল্কা ঘুম এসেছে এমন সময় হঠাৎ একটা ক্ষীণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ইঁদুর কাঠ কাটলে যেমন শব্দ হয় অনেকটা সেইরকম শব্দ। শব্দের ঐ কারণটাই অনুমান করে কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম। শব্দটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। তারপর হঠাৎ জানালা থেকে একটা তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ বেরিয়ে এল। আমি বিস্ময়ে উঠে বসলাম। শব্দটা যে কিসের সেবিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। কোন একটা যন্ত্রকে জানালার শার্শির ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দেবার জন্যই প্রথম দিককার অস্পষ্ট শব্দটা হয়েছিল, আর দ্বিতীয় শব্দটা হয়েছিল খিলটাকে চাপ দিয়ে খুলতে গিয়ে।

'প্রায় দশ মিনিট চুপচাপ, ঐ শব্দে আমার ঘুম ভেঙেছে কিনা বুঝবার জন্যই যেন লোকটি অপেক্ষা করছিল। তারপর জানালাটা ধীরে ধীরে খুলে যাবার একটা কেঁচর-কেঁচর শব্দ শুনতে পেলাম। আর সহ্য করতে পারলাম না, কারণ আমার স্নায়ুগুলো আর আগের মত নেই। বিছানা থেকে এক-লাফে গিয়ে জানালার খড়খড়ি খুলে ফেললাম। একটা লোক জানালায় গুঁড়ি মেরে বসে আছে। তাকে ভাল করে দেখতে পেলাম না, কারণ বিদ্যুৎগতিতে সে ছুটে চলে গেল। একটা জোব্বা ধরনের কিছু তার পরনে ছিল। তাতে তার মুখের নীচু দিকটাও ঢাকা ছিল; একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে তার হাতে একটা অস্ত্র ছিল। মনে হল একটা লম্বা ছুরি। আমি স্পষ্ট দেখেছি, সে দৌড় দেবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই সেটা চক্ চক্ করে উঠেছিল।'

'খুব ইণ্টারেস্টিং', হোমস বলল। 'তারপর আপনি কি করলেন?'

'শরীরে জোর থাকলে সোজা তার পিছু নিতাম। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়িশুদ্ধ সকলকে জাগিয়ে তুললাম তাতে কিছুটা সময় লাগল, কারণ ঘণ্টাটা বাজে রান্না-ঘরে আর চাকর-বাকররা সকলেই ঘুমোয় দোতলায়। যা হোক, আমি চীৎকার করতে লাগলাম, আর তাই শুনে জোসেফ নেমে এল এবং অন্য সকলকে জাগিয়ে তুলল। জোসেফ ও সহিস জানালার বাইরে ফুলগাছ তলায় পায়ের দাগ দেখতে পায়, কিন্তু ইদানীং আবহাওয়া এতই শুকনো চলেছে যে ঘাসের উপর দিয়ে সে চিহ্ন দেখে দেখে আর অগ্রসর হতে পারল না। তবে তারা বলেছে, রাস্তা বরাবর যে কাঠের বেড়াটা আছে তার একটা জায়গায় এমন চিহ্ন রয়েছে যাতে বোঝা যায়

যে কেউ সেটার উপর চড়েছিল এবং তার ফলে রেলিং-এর মাথাটা ভেঙে গেছে। এখনও স্থানীয় পুলিশকে কিছু বলি নি, কারণ আমার মনে হল যে সকলের আগে আপনার পরামর্শ নেওয়া দরকার।'

আমাদের মক্কেলের এই কাহিনী শার্লক হোমসের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করল। চেয়ার ছেড়ে উঠে অসংযত উত্তেজনায় সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

এই দুঃসাহসিক ঘটনা তাকে বেশ কিছুটা নাড়া দিলেও ফেল্‌প্‌স হেসে বলল, 'দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না।'

হোমস বলল, 'আপনার প্রাপ্যই আপনি পেয়েছেন। আমার সঙ্গে বাড়িটার চারধারে একটু হাঁটতে পারবেন কি?'

'নিশ্চয়ই। একটু রোদ আমিও চাই। জোসেফও সঙ্গে থাকবে।'

'আর আমিও,' মিস হ্যারিসন বলে উঠল।

মাথা নেড়ে হোমস বলল, 'না, আমি চাই আপনি যেখানে আছেন ঠিক সেখানেই বসে থাকুন।'

ক্ষুব্ধ মনে তরুণী তার আসনে বসে পড়ল। তার ভাই অবশ্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। চারজন একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাগান ঘুরে তরুণ কূটনীতিকের জানালার বাইরের দিকটায় গেলাম। সে যেমন বলেছিল, ফুল-গাছতলায় পায়ের চিহ্ন ছিল, কিন্তু সেগুলো অত্যন্ত অস্পষ্ট ও মোছা-মোছা। মুহূর্তের জন্য নীচু হয়ে সেগুলি দেখে হোমস কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'এর থেকে কিছু বোঝা যাবে বলে মনে হয় না। বরং চলুন, বাড়ির চারদিকটা ঘুরে দেখি, চোর বিশেষ করে এই ঘরটাই বেছে নিয়েছিল কেন। আমার তো মনে হয়, বসবার ঘর বা খাবার ঘরের বড় বড় জানালার দিকেই তার নজর পড়া উচিত ছিল।'

মিঃ জোসেফ হ্যারিসন বলল, 'সেগুলো রাস্তা থেকে দেখা যায়।'

'হ্যাঁ, তা বটে। এই তো একটা দরজা রয়েছে। এটা দিয়ে তো ঢুকবার চেষ্টা করতে পারত। এ দরজাটা কোন্ কাজে ব্যবহার হয়?'

'যারা মালপত্র বেচতে আসে এটা তাদের দরজা। অবশ্য রাতের বেলায় এটা তালাবন্ধ থাকে।'

'এ ধরনের বিপদে কি এর আগে কখনও পড়েছেন?'

'কদাপি নয়', আমাদের মক্কেল বলল।

'দামী বাসনপত্র কি বাড়িতে রাখেন? বা এমন কিছু যাতে চোরের নজর পড়তে পারে?'

'দামী কিছুই রাখা হয় না।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে এবং তার পক্ষে অস্বাভাবিক একটা ঔদাসিন্যের ভাব

নিয়ে হোমস সারাটা বাড়ি ঘুরে দেখল।

একসময়ে জোসেফ হ্যারিসনকে বলল, 'ভাল কথা, একটা জায়গা তো আপনি দেখেছেন যেখান দিয়ে লোকটা বেড়া টপকেছিল। চলুন তো জায়গাটা দেখি।'

যুবকটি আমাদের নিয়ে সেই জায়গাটায় গেল যেখানে বেড়ার উপরকার একটা কাঠের রেলিং ভেঙে গেছে। একটা কাঠের টুকরো ঝুলেও রয়েছে। হোমস টুকরোটা টেনে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল।

'আপনি কি মনে করেন এটা কাল রাতে ভেঙেছে? টুকরোটা কিন্তু বেশ পুরনো দেখাচ্ছে, তাই নয় কি?'

'দেখে তো তাই মনে হয়।'

'ও পাশে কেউ যে লাফিয়ে পড়েছে সেরকম কোন চিহ্নও নেই। না, এখানে আর কিছু পাওয়া যাবে না। চলুন, শোবার ঘরে গিয়েই আলোচনা করা যাবে।'

ভাবী শ্যালকের হাতের উপর ভর দিয়ে পার্শি ফেল্‌প্‌স্‌ খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিল। হোমস দ্রুতগতিতে বাগানটা কোণাকুণি পার হল। ফলে অন্যরা আসার অনেক আগেই আমরা শোবার ঘরের জানালার কাছে পৌঁছে গেলাম।

কঠোর ভঙ্গীতে হোমস বলল, 'মিস হ্যারিসন, আপনি যেখানে আছেন সারাটা দিন সেখানেই থাকবেন। যা কিছু ঘটুক, আপনি সারাটা দিন এখানেই থাকবেন। এটা অত্যন্ত দরকারী।'

মেয়েটি সাবিস্ময়ে বলল, 'নিশ্চয়ই মিঃ হোমস, আপনি চাইলে তাই করব।'

'যখন শুতে যাবেন এ ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চাবিটা নিজের কাছে রাখবেন। কথা দিন, একাজ করবেন?'

'কিন্তু পার্সি?'

'তিনি আমাদের সঙ্গে লণ্ডন যাবেন।'

'আর আমি এখানে থাকব?'

'তার জন্যই এটা দরকার। এতেই আপনি তার উপকার করতে পারবেন। শিগ্‌গির! কথা দিন!'

সে সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল। ঠিক তখনই অপর দুজন এসে হাজির হল।

ভাই ডেকে বলল, 'অ্যানি, ওখানে চুপচাপ বসে আছ কেন? বাইরে রোদ্দুরে এস।'

'না, ধন্যবাদ জোসেফ। আমার সামান্য মাথা ধরেছে। এই ঘরটা খুবই ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক।'

আমাদের মক্কেল প্রশ্ন করল, 'মিঃ হোমস, এখন কি করতে চান?'

'দেখুন, এই ছোট ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে আমরা যেন মূল তদন্তের

কথাটা ভুলে না যাই। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে আসতে পারেন, তাহলে আমার পক্ষে খুব সুবিধা হয়।'

'এখনি ?'

'মানে, আপনার সুবিধামত যত তাড়াতাড়ি পারেন।'

'তাতে যদি আপনার সুবিধা হয়, আমি যাবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছি বলে মনে হয়।'

'সুবিধা ? খুব বেশী সুবিধা হবে।'

'আপনি হয় তো আমাকে সেখানেই রাত কাটাতে বলবেন।'

'আমি সেই প্রস্তাবই করতে যাচ্ছিলাম।'

'তাহলে তো আমার রাতের বন্ধু যদি আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাহলে দেখবে পাখি উড়ে গেছে। মিঃ হোমস, আমরা সবাই এখন আপনার হাতের মুঠোয়, আপনি যা করতে বলবেন তাই করা হবে। আপনি কি চান, আমার দেখাশুনা করবার জন্য যোসেফ আমাদের সঙ্গে চলুক ?'

'না, না; আপনি তো জানেন আমার বন্ধু ওয়াটসন একজন চিকিৎসক, সেই আপনাকে দেখবে। আপনি অনুমতি করেন তো, এখানে লাঞ্চ সেরে তিনজন একসঙ্গে শহরে যাত্রা করি।'

তার প্রস্তাবমতই সব ব্যবস্থা করা হল। হোমসের নির্দেশানুযায়ী মিস হ্যারিসন অবশ্য কোন ওজুহাত দেখিয়ে ঘর ছেড়ে গেল না। আমার বন্ধুর এই রণ-কৌশলের উদ্দেশ্য কি আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। একটা উদ্দেশ্য হতে পারে তরুণীটিকে ফেল্‌প্‌সের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। স্বাস্থ্য ফিরে পাবার আনন্দে এবং কিছু কাজে অংশ নেবার সম্ভাবনায় খুশি হয়ে ফেল্‌প্‌স্‌ খাবার ঘরে আমাদের সঙ্গেই লাঞ্চ খেল। হোমস কিন্তু আরও একটা আকস্মিক বিস্ময় আমাদের জন্য হাতে রেখে দিয়েছিল। একসঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত এসে আমাদের দুজনকে গাড়িতে তুলে দিয়ে সে শান্তভাবে জানাল যে, ওকিং ছেড়ে যাবার কোন অভিপ্রায় তার নেই।

সে বলল, 'যাবার আগে আরও দু' একটা বিষয় আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই। মিঃ ফেল্‌প্‌স্‌, সেকাজে আপনার অনুপস্থিতিই বরং আমার সহায়ক হবে। ওয়াটসন, লণ্ডনে পৌঁছে তুমি যদি সঙ্গে সঙ্গে এই বন্ধুটিকে নিয়ে বেকার স্ট্রীটে যাও এবং আমি হাজির না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সেখানেই থাক, তাহলে আমি বাধিত হব। সৌভাগ্যক্রমে তোমরা দুজন স্কুল-জীবনের পুরনো বন্ধু, কাজেই অনেক কথাই তোমাদের বলার আছে। মিঃ ফেল্‌প্‌স আজ রাতটা বাড়তি শোবার ঘরটায় থাকতে পারবেন। কাল প্রাতরাশের সময়ই আমি তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারব, কারণ ট্রেনটা আটটার সময় আমাকে ওয়াটারলু পৌঁছে দেবে।'

ফেল্‌প্‌স্‌ খেদের সঙ্গে বলে উঠল, 'কিন্তু লণ্ডনে আমাদের তদন্তের কাজ

কখন হবে ?'

'সেটা কাল সকালে করা যাবে। আমি মনে করি, এই মুহূর্তে এখানে থাকা আমার পক্ষে অনেক বেশী জরুরী।'

গাড়িটা প্লাটফর্ম ছেড়ে চলতে শুরু করলে ফেল্‌প্‌স্‌ চেঁচিয়ে বলল,—'ব্রায়ারব্রীতে ওদের বলে দেবেন যে আগামীকাল রাতে আমি ফিরতে পারব বলে আশা করি।'

'আমার ব্রায়ারব্রী যাবার আশা খুবই কম', বলতে বলতে হোমস সানন্দে আমাদের লক্ষ্য করে হাত নাড়তে লাগল। আমরা বিদ্যুৎগতিতে স্টেশনটা পার হয়ে গেলাম।

পথে ফেল্‌প্‌স্‌ ও আমি ব্যাপারটা নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম কিন্তু আমরা কেউ ঘটনার এই নতুন গতি-পরিবর্তনের কোন সন্তোষজনক কারণ বের করতে পারলাম না।

'আমার মনে হয় কাল রাতের চুরির কোন সূত্র সে খুঁজে বের করতে চায়, অবশ্য যদি চোর এসে থাকে। আমি কিন্তু তাকে সাধারণ চোর বলে মনে করি না।'

'তাহলে তোমার কি ধারণা ?'

'আমার কথাকে তোমরা দুর্বল স্নায়ুর বিকার বলে মনে করতে পার, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাকে ঘিরে একটা গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলেছে, এবং আমার বুদ্ধির অগম্য কোন না কোন কারণে ষড়যন্ত্রকারীদের লক্ষ্য আমার জীবন। কথাটা শুনতে বহ্বাড়ম্বর ও অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনাগুলো বিচার করে দেখ। শোবার ঘরে তো লুঠ করবার মত কোন জিনিস পাবার আশা নেই, তবু চোর সেই ঘরেরই জানালা ভাঙবার চেষ্টা করবে কেন ? আর হাতে একখানা লম্বা ছুরি নিয়েই বা সে আসবে কেন ?'

'তুমি ঠিক জান, সেটা চোরের সিঁদকাটি নয় ?'

'আরে না, একটা ছুরি। তার ফলার ঝকমকানি আমি স্পষ্ট দেখেছি।'

'কিন্তু এ রকম শত্রুতা নিয়ে তোমার পিছনে কেউ লাগবে কেন ?'

'আঃ, সেইটেই তো সমস্যা।'

'দেখ, হোমসেরও যদি ঐ একই মত হয়, তাহলে তো তার কাজের একটা কারণ পাওয়াই যাচ্ছে ; নয় কি ? ধরো, তোমার ধারণাই যদি ঠিক হয়, তাহলে যে লোক কাল রাতে তোমার জীবননাশের চেষ্টা করেছিল, হোমস যদি আজ তাকে ধরতে পারে তাহলেই তো নৌ-চুক্তিটি কে নিয়েছে সেটা জানবার পথে সে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবে। তোমার দুজন শত্রু আছে, তাদের একজন দলিল চুরি করবে আর অপর জন তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করবে,—এট ধারণা করা অবাস্তব।'

'কিন্তু মিঃ হোমস তো বললেন ব্রায়ারব্রী যাবেন না।'

'আমি বললাম, 'আমি তাকে বেশ কিছুদিন ধরে চিনি, যথেষ্ট কারণ ছাড়া সে কোন কাজ করে না।' তারপরই আমাদের আলোচনা বিষয়ান্তরে চলে গেল।

কিন্তু আমার পক্ষে দিনটা খুবই ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। দীর্ঘ অসুস্থতার পর ফেল্‌প্‌স্ তখনও খুব দুর্বল; সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্য তাকে আরও খুঁতখুঁতে ও স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে। তার মনকে এই ব্যাপার থেকে সরিয়ে নেবার জন্য আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ, সামাজিক সমস্যা এবং আরও অনেক কিছুর প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বৃথাই আমি চেষ্টা করে গেলাম; সে ঘুরে ফিরে সেই একই হারানো চুক্তি-পত্রের কথায়ই ফিরে যায়; শুধু চিন্তা করে, কল্পনা করে, অনুমান করে হোমস কি করছে, লর্ড হোল্ডহার্স্ট কি করছে, সকালে কি সংবাদ আমরা পাব। সন্ধ্যা যতই গড়িয়ে যেতে লাগল, তার উত্তেজনাও ক্রমেই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল।

প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, হোমসের উপর আপনার যথেষ্ট ভরসা আছে তো?'

'আমি তাকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাজ করতে দেখছি।'

'কিন্তু এ রকম অন্ধকারে ঢাকা কোন কিছুর উপর তো তাকে কখনও আলোকপাত করতে হয় নি?'

'হ্যাঁ হয়েছে; আমি জানি সে এমন সব সমস্যার সমাধান করেছে যেখানে তোমার কেসের চাইতেও কম সূত্র তার হাতে ছিল।'

'কিন্তু আর কোথাও তো এতবড় স্বার্থ জড়িত ছিল না?'

'স্বার্থ কতটা আমি জানি না। তবে এটা নিশ্চিত জানি, ইওরোপের তিনটি রাজ-পরিবারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়েও সে কাজ করেছে।'

'কিন্তু ওয়াটসন, তুমি তো তাকে ভাল করেই জান। তিনি এমনই একটি দুর্বোধ্য মানুষ যে তার সম্বন্ধে আমি ঠিক ঠিক ভাবতেই পারি না। তুমি কি মনে কর, আশা আছে? তুমি কি মনে কর, এ ব্যাপারে তিনি সফল হবেন বলে আশা করেন?'

'সে তো কিছুই বলে নি।'

'সেটাই তো খারাপ লক্ষণ।'

'বরং ঠিক উল্টো। আমি দেখেছি, যখন সে ভুল পথে যায়, তখন সাধারণতঃ সেকথা বলে দেয়। কিন্তু যখন সে একটা গন্ধ পায়, অথচ সেটাই যে ঠিক সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারে না, তখনই সে অত্যন্ত স্বল্পবাক হয়ে ওঠে। কিন্তু ভাই, আমরা এ নিয়ে ভেঙে পড়লে তো অবস্থার সুরাহা হবে না; কাজেই আমার অনুরোধ রাখ, এখন শুতে যাও এবং সকালে বেশ তাজা মন নিয়ে অবস্থার মোকাবিলার জন্য তৈরি হয়ো।'

শেষ পর্যন্ত সঙ্গীটিকে আমার পরামর্শমত কাজ করাতে পারলাম বটে, কিন্তু

আমি জানতাম যে সে যে পরিমাণ উত্তেজিত হয়ে আছে তাতে ঘুমের খুব আশা নেই। আসলে, তার মানসিক অবস্থা বুঝে আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল, কারণ আমি নিজেও অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটালাম, বিচিত্র সমস্যাটা নিয়ে অনেক ভাবলাম, শুয়ে শুয়ে অভিমত খাড়া করলাম, আবার তাদের প্রত্যেকটিই আগেরটার চাইতে অধিকতর অসম্ভব বলে বাতিল করে দিলাম। কিন্তু হোমস ওকিং-এ থেকে গেল কেন? মিস হ্যারিসনকেই বা সারাদিন রোগীর ঘরে থাকতে বলল কেন? সে যে ব্রায়ারব্রীর লোকজনদের কাছাকাছিই থাকতে চায় সেটা সেখানকার লোকজনরা যাতে জানতে না পারে সে ব্যাপারেই বা সে এতটা সতর্ক হয়েছে কেন? এ সব কিছুকে বুঝবার মত একটা ব্যাখ্যা আবিষ্কারের চেষ্টায় মাথায় লাঠি মারতে মারতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সাতটা বাজে। সঙ্গে সঙ্গে ফেল্‌প্‌সের ঘরে গেলাম। সারা রাত না ঘুমোনোর ফলে সে আরও হতশ্রী ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার প্রথম প্রশ্নই হল, হোমস ফিরেছে কিনা।

আমি বললাম, 'সে যখন আসবে বলেছে ঠিক তখনই আসবে, একমুহূর্ত আগেও নয়, পরেও নয়।'

আমার কথাই ঠিক হল। আটটার একটু পরেই একখানা গাড়ি একেবারে দরজার গায়ে এসে দাঁড়াল, আর তা থেকে নামল আমাদের বন্ধু। জানালায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম, তার বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এবং মুখটা শক্ত ও ফ্যাকাসে। সে বাড়িতে ঢুকল, কিন্তু দোতলায় উঠে আসতে বেশ একটু দেরি হল।

ফেল্‌প্‌স্‌ চেঁচিয়ে বলল, 'তাকে একটি বিধ্বস্ত লোকের মত দেখাচ্ছে।'

আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে তার কথাটা ঠিক। বললাম, 'তবে আসল সূত্র হয় তো এই শহরেই রয়েছে।'

ফেল্‌প্‌স্‌ আর্তনাদ করে উঠল।

বলল, 'জানি না সেটা কি; তবে তার ফিরে আসায় আমি অনেক কিছু আশা করেছিলাম। কিন্তু গতকাল তার হাতটা কি ওভাবে বাঁধা ছিল? ব্যাপার কি?'

বন্ধু ঘরে ঢুকলে আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি আহত হও নি তো হোমস?'

মাথা নেড়ে আমাদের দুজনকে গুড মর্ণিং জানিয়ে সে জবাবে বলল, 'ধ্যুৎ, নিজের অসাবধানতার ফলেই একটুখানি ছড়ে গেছে মাত্র। মিঃ ফেল্‌প্‌স্‌, আজ পর্যন্ত যত কেসের তদন্ত করেছি আপনার এই কেস তাদের মধ্যে জঘন্যতম।'

'আমিও আশংকা করেছিলাম যে আপনি এটার নাগাল পাবেন না।'

'অভিজ্ঞতা যা হয়েছে সেটা কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য।'

আমি বললাম, 'ব্যাণ্ডেজটা তো দুঃসাহসিক অভিযানের কথাই বলছে। আসলে কি ঘটেছে বলবে কি?

প্রাতরাশের পরে হবে ভাই ওয়াটসন। মনে রেখ, আজই সকালে দীর্ঘ তিরিশ মাইল আমি সারের বাতাস খেতে খেতে আসছি। কোচয়ানের বিজ্ঞাপনের কোন জবাব বোধ হয় আসে নি? ঠিক আছে, ঠিক আছে, সবগুলিই যে লাগবে তা তো আশা করা চলে না।'

টেবিল পাতাই ছিল। আমি ঘণ্টা বাজাতে যাচ্ছি, এমন সময় মিসেস হাডসন চা ও কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল। কয়েক মিনিট পরেই সে খাবারগুলো নিয়ে এল, আর আমরাও টেবিলটা ঘিরে বসে পড়লাম,—হোমস কাক-ক্ষুধার্ত, আমি কৌতূহলী, আর ফেল্‌প‌স্‌ গোমড়া-মুখ।

মুরগির ঝোলের পাত্রটা খুলে হোমস বলল, 'মিসেস হাডসন অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা করেছেন। তার খাদ্য-তালিকাটি ছোট, কিন্তু প্রাতরাশ সম্পর্কে তার ধারণা একটি স্কচ-স্ত্রীলোকেরই উপযুক্ত। ওয়াটসন, তোমার ওটায় কি আছে?'

'শূকর-মাংস ও ডিম', আমি জবাব দিলাম।

'খুব ভাল! আপনি কি নেবেন মিঃ ফেল্‌প‌স্‌: মুরগির ঝোল, ডিম, না কি নিজেই ইচ্ছামত তুলে নেবেন?'

'ধন্যবাদ, আমি কিছু খাব না', ফেল্‌প‌স্‌ বলল।

'আরে, সে কি হয়! আপনার সামনের পাত্রটাই চেখে দেখুন।'

'ধন্যবাদ, সত্যি আমি খেতে পারব না।'

চোখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে হোমস বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে সাহায্য করতে কোন আপত্তি নেই তো?'

ফেল্‌প‌স্‌ ঢাকনাটা তুলল। তুলেই চীৎকার করে উঠল। যে প্লেটটার দিকে সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার মুখটাও তখন সেইরকমই সাদা হয়ে গেছে। প্লেটের ঠিক মাঝখানে রয়েছে গোল করে পাকানো একখণ্ড নীলাভ ধূসর কাগজ। সেটাকে তুলে নিয়ে দুই চোখ দিয়ে সে যেন গিলতে লাগল; তারপর সেটাকে বুকে চেপে ধরে আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরময় নেচে বেড়াতে লাগল। তারপর একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে পড়ল। নিজের আবেগেই সে এতদূর দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে পাছে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে সেই আশংকায় আমরা তার গলায় ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিলাম।

তার কাঁধটা চাপড়াতে চাপড়াতে হোমস সান্ত্বনার স্বরে বলল, 'ঠিক আছে! ঠিক আছে! এটাকে আপনার সামনে হঠাৎ তুলে দেওয়াটা ঠিক হয় নি। কিন্তু ওয়াটসনই আপনাকে বলে দেবে যে, একটু নাটকীয়তার লোভ আমি সামলাতে পারি না।'

ফেল্‌প‌স্‌ তার হাতখানি ধরে চুম্বন করল। চেঁচিয়ে বলল, 'ঈশ্বর আপনার

মঙ্গল করুন! আপনি আমার সম্মান রক্ষা করেছেন।'

হোমস বলল, 'আরে, আমার নিজের সম্মানই যে যেতে বসেছিল। নিশ্চিত জানবেন, একটা কমিশনকে ভণ্ডুল করাটা আপনার কাছে যেমন ঘৃণার্হ, একটা সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হওয়াটা আমার কাছে তেমনই ঘৃণার্হ।'

মূল্যবান দলিলটাকে ফেল্‌প্‌স্‌ তার কোটের একেবারে ভিতরকার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

'আপনার প্রাতরাশে আর বাধার সৃষ্টি করতে আমি চাই না; তবু এটাকে কি করে পেলেন এবং এটা কোথায় ছিল, সেকথা জানবার জন্য আমি যেন মরে যাচ্ছি।'

শার্লক হোমস এক কাপ কফি খেয়ে শূকর-মাংস ও ডিমে মনোনিবেশ করল। তারপর উঠে পাইপটা ধরিয়ে আবার চেয়ারে স্থির হয়ে বসল।

'প্রথমে কি করলাম এবং পরে কিভাবে কাজ হাসিল করলাম সবই বলব। আপনাদের স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে সারে-র আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগলাম এবং সুন্দর ছোট গ্রাম রিপ্লে-তে গিয়ে একটা সরাইখানায় ঢুকে এক পেয়ালা চা খেলাম। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেখান থেকেই ফ্লাস্কটা ভরে নিলাম এবং এক প্যাকেট স্যাণ্ডউইচ পকেটে পুরলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে আবার ওকিংয়ের পথে যাত্রা করলাম, এবং সূর্যাস্তের ঠিক পরেই ব্রায়ারব্রীর অদূরস্থ বড় রাস্তায় হাজির হলাম।

'রাস্তাটা জনশূন্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম—মনে হয় রাস্তাটায় কোন সময়ই বেশী লোক চলাচল করে না—এবং তারপর বেড়া টপকে মাঠে নামলাম।

'দরজাটা নিশ্চয় খোলা ছিল?' ফেল্‌প্‌স্‌ তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল।

'তা ছিল; তবে এসব ব্যাপারে আমার একটা অদ্ভুত রুচি আছে। যেখানে তিনটে ফার গাছ দাঁড়িয়ে আছে আমি সেই জায়গাটা বেছে নিলাম এবং তাদের আড়ালে থেকে এমনভাবে দেয়ালটা পার হলাম যাতে বাড়ির কেউ আমাকে দেখতে না পায়। অপর দিককার ঝোপগুলোর ভিতরে ঢুকে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে একটার পর একটা ঝোপ পার হলাম—আমার ট্রাউজারের হাঁটুর কাছটার অভদ্র অবস্থাটা দেখুন—এবং শেষ পর্যন্ত আপনার শোবার ঘরের জানালার ঠিক বিপরীত দিককার রডোড্রেনড্রন গাছগুলোর কাছে পৌঁছে গেলাম। সেখানেই শুয়ে পড়ে পরবর্তী অবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'আপনার ঘরের খড়খড়ি নামানো ছিল না। দেখলাম, মিস হ্যারিসন টেবিলে বসে পড়ছেন। পৌনে দশটার সময় তিনি বই বন্ধ করে, খড়খড়ি আটকে দিয়ে চলে গেলেন। তার দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম, তিনি যে তালায় চাবিটা ঘোরালেন তাও নিশ্চিত বুঝতে পারলাম।

'চাবি?' ফেল্‌প্‌স্‌ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, মিস হ্যারিসনকে আমিই নির্দেশ দিয়ে এসেছিলাম, শুতে যাবার সময় তিনি যেন দরজাটায় বাইরে থেকে তালা দিয়ে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে যান। আমার প্রতিটি নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তার সহযোগিতা না পেলে ও কাগজটা আপনার কোটের পকেটে ঢুকত না। তিনি চলে গেলেন, আলো নিভে গেল, আর আমি রডোড্রেনড্রন ঝোপের মধ্যে পড়ে রইলাম।

'রাতটা ছিল সুন্দর, তবু এভাবে অপেক্ষা করে থাকা খুবই ক্লান্তিকর। অবশ্য জলার ধারে শিকারের জন্য অপেক্ষা করার সময় শিকারী যে উত্তেজনা অনুভব করে এ কাজেও সেই ধরনের উত্তেজনার স্পর্শ পাওয়া যায়। বড় দীর্ঘ সে প্রতীক্ষা—কি জান ওয়াটসন, 'বিচিত্রিত বন্ধনী (Speckled Band)-র ছোট সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সেই মারাত্মক ঘরে তুমি আর আমি যেরকম দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলাম ঠিক সেই রকম। ওকিং-এর গীর্জায় একটা ঘড়ি আছে। সেটা প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর বাজে। একাধিকবার আমার মনে হয়েছে যে, ঘড়িটা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ভোর দুটো নাগাদ হঠাৎ হুড়কো সরাবার একটা মৃদু শব্দ এবং চাবির কেঁচর-কেঁচর শব্দ শুনতে পেলাম। মুহূর্তকাল পরে চাকরদের দরজাটা খুলে গেল এবং মিঃ জোসেফ হ্যারিসন চাঁদের আলোয় বাইরে এসে দাঁড়ালেন।'

'জোসেফ!' ফেল্‌প্‌স্ চেঁচিয়ে উঠল।

'তার মাথাটা খালি হলেও একটা কালো আলখাল্লা এমনভাবে ঘাড়ের উপর দিয়ে পড়েছে যাতে বিপদ দেখা দেওয়ামাত্র মুখটা ঢেকে ফেলা যায়। দেয়ালের ছায়ার আড়ালে সে পা টিপে টিপে হেঁটে জানালার কাছে পৌঁছেই একটা লম্বা ফলাওয়ালা ছুরি শার্শির ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে খিলটায় চাপ দিতে লাগল। জানালাটা খুলে যেতেই ছুরিটাকে খড়খড়ির ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে হুড়কোটাকে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে সেটাকে সম্পূর্ণ খুলে ফেলল।

আমি যেখানটায় শুয়েছিলাম সেখান থেকে ঘরের ভিতরটা এবং তার প্রতিটি চলাফেরা বেশ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। ম্যাণ্টেলপিসের উপর রাখা মোমবাতি দুটো জ্বালিয়ে দরজাটার কাছাকাছি এগিয়ে দিয়ে কার্পেটের কোণটা তুলে ধরল। নীচু হয়ে সেখান থেকে একটুকরো চৌকো বোর্ড তুলে নিল; সাধারণত যে ধরনের কাঠের টুকরো জল-কলের মিস্ত্রিরা গ্যাসপাইপের সংযোগ খুলবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই টুকরোটা দিয়েই নীচে রান্নাঘরে গ্যাস সরবরাহের পাইপটা যেখান থেকে বেরিয়ে গেছে সেই T-সংযোগটা খোলা হল। তখন সে সেই গুপ্তস্থান থেকে গোলা-পাকানো কাগজটা টেনে বের করে নিল, এবং তারপর কার্পেটটা ঠিকঠাক করে মোমবাতিদুটো নিভিয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা এসে ধরা দিল আমার

দুই বাহুর মধ্যে কারণ আমি তো জানালার বাইরে তার প্রতীক্ষায়ই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

'দেখুন, এই মাস্টার জোসেফকে আমি যতটা শয়তান ভেবেছিলাম সে তার চাইতেও বড় শয়তান। ছুরি বাগিয়ে সে আমাকে আক্রমণ করল। দুই বার তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম, আমার হাতটা কেটে গেল, তবে তাকে বাগে আনতে পারলাম। লড়াইয়ের পরেই তার যে চোখটা অক্ষত ছিল তাতে যেন 'খুন' ঠিকরে বেরুতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমার কথা মেনে নিয়ে কাগজগুলো দিয়ে দিল। মাল হাতে পেয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। তবে আজ সকালেই ফরবেসকে 'তার' করে সব কথা জানিয়ে দিয়েছি। সে যদি তড়িঘড়ি এসে পাখিকে পাকড়াও করতে পারে তো খুব ভাল। কিন্তু যদি, আমি তো সেই সন্দেহই করছি, সে দেখে যে পৌছবার আগেই বাসা খালি হয়ে গেছে তবে সেটা তো সরকারের পক্ষে আরও ভাল। আমি তো মনে করি, কি লর্ড হোল্ডহার্স্ট, কি মিঃ পার্সি ফেল্‌প্‌স্ দুজনই চাইবেন যে ব্যাপারটা যেন পুলিশ আদালত পর্যন্ত না গড়ায়।'

আমাদের মক্কেল ঢোক গিলে বলল, 'হে ঈশ্বর! আপনি কি বলতে চান, এই যন্ত্রণাবিদ্ধ দীর্ঘ দশ সপ্তাহকাল ধরে চুরি-করা কাগজ-পত্র আমারই ঘরে আমার পাশেই ছিল?'

'তাই ছিল।'

'আর জোসেফ! জোসেফ একটা শয়তান! একটা চোর!'

'হুম! আমার তো ভয়, তার চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও জোসেফের চরিত্র অত্যন্ত বিপজ্জনক। আজ সকালে তার কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে তো দেখা যাচ্ছে স্টক-মার্কেটে মোটা লোকসান দিয়ে এখন নিজের ভাগ্য ফেরাতে সে যা কিছু করতে প্রস্তুত। লোকটা অত্যন্ত স্বার্থপর। তাই সুযোগ পাওয়ামাত্র সে তার বোনের সুখ বা আপনার সুনাম কোনটাকেই পরোয়া করে নি।'

পার্সি ফেল্‌প্‌স্ চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, 'আমার মাথা ঘুরছে; আপনার কথা আমাকে হতচকিত করে দিয়েছে।'

নীতিশিক্ষার ভঙ্গীতে হোমস মন্তব্য করল, 'আপনার কেসে অনেক বেশী প্রমাণ থাকাটাই ছিল তার প্রধান অসুবিধা। ভাবান্তর প্রমাণগুলি আসল প্রমাণকে চেপে রেখেছিল। যেসব ঘটনা আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল, তার ভিতর থেকে প্রয়োজনীয়গুলিকে বেছে নিয়ে সেগুলিকে পরপর একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা-শৃঙ্খল গড়ে তুললাম। প্রথম থেকেই জোসেফের উপর আমার সন্দেহ পড়েছিল। তার কারণ সেদিন রাতে তার সঙ্গে একত্রে বাড়ি ফিরবার ইচ্ছা আপনার ছিল এবং সেক্ষেত্রে যেহেতু পররাষ্ট্র দপ্তরটা সে ভালই চেনে তার পক্ষে ফেরার পথে একবার আপনার

সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তারপর যখন শুনলাম, কেউ একজন শোবার ঘরটাতে ঢুকতে খুবই উৎসুক, অথচ একমাত্র জোসেফের পক্ষেই সে ঘরে কিছু লুকিয়ে রাখা সম্ভব—আপনার বিবৃতিতেই বলেছিলেন যে আপনি ডাক্তারকে নিয়ে বাড়ি ফিরবার পরেই জোসেফকে অন্য ঘরে সরিয়ে দিয়েছিলেন—তখনই আমার সন্দেহ নিশ্চিতরূপ নিল, বিশেষ করে নার্সের অনুপস্থিতির সুযোগেই যখন ঘরে ঢুকবার প্রথম চেষ্টাটা করা হয়েছিল, আর তাতেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, অন্যায়-প্রবেশকারী বাড়ির সব খোঁজখবরই রাখে।

'আমি কী কানা!'

'আমার বিচার-বুদ্ধিমতে এ কেসের ঘটনাগুলি এই রকম: এই জোসেফ হ্যারিসন চার্লস স্ট্রীটের দিককার দরজা দিয়ে দপ্তরে ঢোকে এবং পথ জানা থাকায় আপনি ঘর থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার ঘরে ঢুকে পড়ে। সেখানে কাউকে না দেখে ঘণ্টাটা বাজায়, আর ঠিক সেইমুহূর্তেই টেবিলের উপরের কাগজটা তার নজরে পড়ে। একটু চোখ বুলিয়েই সে বুঝতে পারে যে আকস্মিকভাবেই একটা বহুমূল্যবান রাষ্ট্রীয় দলিল তার হাতে এসে পড়েছে। তখন সে বিদ্যুৎগতিতে সেটাকে পকেটে পুরেই ঘর থেকে চলে যায়। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, ঘুমন্ত পিওন যখন ঘণ্টার ব্যাপারটা আপনাকে বলে তখন বেশ কয়েক মিনিট সময় পার হয়ে গেছে এবং সেই ফাঁকে চোর হাওয়া হয়ে গেছে।

'সে প্রথম ট্রেন ধরেই ওকিং-এ ফিরে আসে এবং চুরির মাল পরীক্ষা করে যখন বুঝতে পারে যে তার মূল্য অনেক, তখন একটা নিরাপদ জায়গায় সেটাকে লুকিয়ে রাখে। তার ইচ্ছা ছিল, দু'একদিনের মধ্যেই সেটাকে বের করে নিয়ে ফরাসী দূতাবাসে, বা অন্য যেখানে গেলে আরও বেশী দাম পাওয়া যাবে সেখানে নিয়ে যাবে। এমন সময় ঘটল আপনার আকস্মিক প্রত্যাবর্তন। মুহূর্তমাত্র সময় না দিয়ে তাকে তল্পি-তল্পাসহ ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, আর সেই থেকে অন্তত আপনারা দুজন সে ঘরে সারাক্ষণ থেকেছেন বলে সে তার সম্পত্তি হস্তগত করবার কোন রকম সুযোগই পায় নি। এ পরিস্থিতি তাকে পাগল করে তুলল। অবশেষে তার মাথায় একটা ফন্দি এল। চুরি করে ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করল, কিন্তু আপনি সজাগ থাকায় সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। আপনার হয় তো মনে আছে, সেরাতে আপনার স্বাভাবিক পানীয়টুকুও আপনি গ্রহণ করেন নি।'

'মনে আছে।'

'মনে হয়, সেই পানীয়কে কার্যকরী করার কোন রকম ব্যবস্থা সে করেছিল এবং সেইজন্যই ভরসা করেছিল যে সেরাতে আপনি অচৈতন্য হয়েই থাকবেন। অবশ্য আমি আরও বুঝতে পারলাম যে নিরাপদে যখনই সম্ভব হবে তখনই সে

আবার ঐ একই চেষ্টা করবে। আপনি ঘর ছেড়ে যাওয়ায় বাঞ্ছিত সুযোগটি তার হাতে এসে গেল। মিস হ্যারিসনকে সারাদিন সেই ঘরে রেখে দিয়েছিলাম, যাতে আমরা ফিরে যেতে পারি একথা তার মনে না আসে। তারপর চারদিক পরিষ্কার হয়ে গেছে এই ধারণাটা তার মনে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি পূর্ব-বর্ণনামত সব দিক নজর রাখলাম। আমি জানতাম যে, কাগজগুলো সম্ভবত ঘরের মধ্যেই আছে, কিন্তু সেগুলির খোঁজে সমস্ত ঘরের পাটাতন ও দেয়াল ভেঙে তছনছ করতে আমি চাই নি। তাই গুপ্তস্থান থেকে তাকেই সেটা বের করবার সুযোগ দিয়ে নিজেকে অনেক ঝামেলার হাত থেকে বাঁচালাম। আর কোন বিষয়ে কি বুঝিয়ে বলতে হবে?'

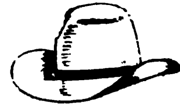
আমি প্রশ্ন করলাম, 'দরজা দিয়েই যখন ঢুকতে পারত প্রথম রাতে সে জানালা দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করেছিল কেন?'

'দরজায় পৌঁছুতে তাকে সাতটা শোবার ঘর পেরিয়ে যেতে হবে। অপর পক্ষে খুব সহজেই সে বাগানের পথে বেরিয়ে যেতে পারবে। আর কিছু?'

ফেল্‌প্‌স্ প্রশ্ন করল, 'আপনি কি মনে করেন না যে তার কোন রকম খুনের অভিপ্রায় ছিল? ছুরিটা নেহাৎই একটা অস্ত্রমাত্র।'

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে হোমস বলল, 'তা হতে পারে। আমি শুধু এইটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, মিঃ যোসেফ হ্যারিসন এমন এক ভদ্রসন্তান যার করুণার উপর আস্থা স্থাপন করতে আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক [redacted]

শেষ সমস্যা
The Final Problem



যে অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে আমার বন্ধু শার্লক হোমস বিভূষিত তারই লিপিকার হিসাবে এই শেষ কথাগুলি লিখবার জন্য ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ কলম ধরেছি। 'রক্ত সমীক্ষা' (Study in Scarlet)-র সমকালে তার সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়ের দিনটি থেকে যে 'নৌ-চুক্তি' (Naval Treaty) তে তার হস্তক্ষেপের সন্দেহাতীত ফলস্বরূপ একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক জটিলতার অবসান ঘটেছিল সেই সময় পর্যন্ত তার সঙ্গে থেকে যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, সামঞ্জস্যহীনভাবে এবং আমার মতে অত্যন্ত অক্ষম হাতে তার কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা আমি করেছি। আমার ইচ্ছা ছিল সেখানেই ইতি টানব এবং ঘটনা আমার জীবনে এতখানি শূন্যতার সৃষ্টি করেছে যে দুটি বৎসর পার হয়ে যাবার পরেও তার এতটুকুও পূর্ণ হল না সে ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলব না। কিন্তু কর্ণেল জেমস মরিয়ার্টি তার সাম্প্রতিক সব চিঠিতে যেভাবে তার ভাইয়ের স্মৃতিকে সমর্থন করে চলেছে তাতে পুনরায় কলম ধরতে আমি বাধ্য হয়েছি। ঘটনাগুলি ঠিক যেভাবে

ঘটেছিল সেটা জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই। সে ব্যাপারে প্রকৃত সত্য একমাত্র আমিই জানি। আমি আরও জানি যে, আজ এমন সময় এসেছে যখন সে ঘটনাবলীকে অপ্রকাশিত রাখলে কোন শুভ উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না। আমি যতদূর জানি, সংবাদপত্রে মাত্র তিনটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে ; ১৮৯১ সালের ৬ই মে তারিখের জার্নাল দ্য জেনিভ-এ, ৭ই মে তারিখে ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রয়টার-এর প্রতিবেদনে এবং সর্বশেষ যে চিঠিগুলোর উল্লেখ করেছি তাতে তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিবরণ ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, আর শেষেরটাতে ঘটনাকে যে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করা হয়েছে সেটাই আমি দেখাতে চাই। অধ্যাপক মরিয়ার্টি ও মিঃ শার্লক হোমসের মধ্যে আসলে কি ঘটেছিল সেকথা আমিই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছি।

স্মরণ থাকতে পারে যে, বিয়ের পরে এবং চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করার পরে হোমস ও আমার মধ্যে একসময় যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাতে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। যদিও তার তদন্তকার্যে একজন সঙ্গীর প্রয়োজন বোধ করলেই সে মাঝে-মধ্যে আমার কাছে আসত, কিন্তু সেধরনের দেখা-সাক্ষাৎ ক্রমেই এতদূর কমে এল যে ১৮৯০ সালের পুরো একটি বছরে মাত্র তিনটি কেসের বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করতে পরেছি। সে বছর শীতকালে এবং ১৮৯১ সালের বসন্তকালে সংবাদপত্রে দেখেছিলাম যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ফরাসী সরকার তাকে নিয়োগ করেছে। নরবোন এবং নিমেস থেকে লিখিত হোমসের যে দুখানি চিঠি পাই তা থেকেও বুঝতে পেরেছিলাম যে তাকে বেশ কিছুদিন ফ্রান্সে থাকতে হবে। কাজেই ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যাবেলায় সে যখন আমার রোগী দেখার ঘরে এসে ঢুকল তখন আমি বেশ একটু বিস্মিত হলাম। মনে হল, তাকে আগের থেকে আরও ফ্যাকাসে ও কৃশ দেখাচ্ছে।

কথা নয়, আমার দৃষ্টির জবাবেই সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সম্প্রতি বড় বেশী ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। খুবই কাজের চাপ পড়েছে। খড়খড়িগুলো বন্ধ করে দিলে তোমার আপত্তি আছে কি ?'

টেবিলের যে আলোয় আমি পড়ছিলাম সেটাই ঘরের একমাত্র আলো। হোমস চারদিকের দেয়াল ঘুরে সবগুলো খড়খড়ি নামিয়ে দিয়ে ভাল করে আটকে দিল।

'কোন কিছুর ভয় করছ না কি ?' প্রশ্ন করলাম।

'সতি তাই।'

'কিসের ভয় ?'

'হাওয়া-বন্দুকের।'

'ভাই হোমস, কি বলছ তুমি ?'

'তুমি তো আমাকে ভাল করেই চেন ওয়াটসন। তুমি তো জান, অল্পে

ঘাবড়াবার পাত্র আমি নই। আবার এটাও তো ঠিক যে, বিপদ যখন ঘাড়ে চেপে বসে তখনও তাকে অস্বীকার করা সাহসিকতা নয়, নির্বুদ্ধিতা। একটা দেশলাই পাব কি? সিগারেটের ধোঁয়াটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে সে যেন বেশ খানিকটা স্বস্তি বোধ করল।

বলল, 'এত রাতে আসার জন্য ক্ষমা চাইছি, কিন্তু তোমার কাছে আর একটি প্রার্থনা আছে। ব্যাপারটা যদিও খুব অসামাজিক ও অদ্ভুত, তবু এখনই তোমার বাড়ির পিছনকার বাগানের দেয়াল টপকে চলে যাবার অনুমতি আমাকে দাও ভাই।'

'কিন্তু এসবের অর্থ কি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

সে হাতটা মেলে ধরল। বাতির আলোয় দেখতে পেলাম, তার দুটো আঙুলের গাঁট কেটে রক্ত ঝরছে।

সে হেসে বলল, 'দেখতে পাচ্ছ, সবটাই ফাঁকা আওয়াজ নয়। বরং এতই কঠোর বাস্তব-যে তাকে মানতেই হবে। মিসেস ওয়াটসন আছে কি?'

'সে কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেছে।'

'বটে! তুমি তাহলে একা?'

'সম্পূর্ণ একা।'

'তাহলে তো অনায়াসেই প্রস্তাব করতে পারি যে, এক সপ্তাহের জন্য আমার সঙ্গে কন্টিনেণ্টে চল।'

'কোথায়?

'আরে, যেখানে হয়। আমার কাছে সবই সমান।'

এসবই কিছুটা অদ্ভুত। উদ্দেশ্যহীন ছুটি কাটানো হোমসের স্বভাব নয়। তাছাড়া তার ফ্যাকাসে, জীর্ণ মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম, তার স্নায়ুর উপর অত্যন্ত বেশী চাপ পড়েছে। আমার চোখে জিজ্ঞাসার আভাষ দেখে দুটো আঙুলের মাথা একত্র করে হাঁটুর উপর কনুই রেখে সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে লাগল।

'অধ্যাপক মরিয়ার্টির কথা কি কখনও শুনেছ?' সে বলল।

'না।'

'আহা, সে মালের প্রতিভা ও বিস্ময়ই তো সেখানে।' সে জোর গলায় বলে উঠল। 'লোকটা সারা লণ্ডনে ছড়িয়ে আছে, অথচ কেউ তার নামও শোনে নি। এইজন্য সে অপরাধের ইতিহাসে একেবারে তুঙ্গে উঠে বসেছে। দেখ ওয়াটসন, সত্য করেই বলছি, এই লোকটাকে যদি পরাস্ত করতে পারতাম, যদি পারতাম তার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে, তাহলে বুঝতাম যে আমার জীবন সাফল্যের চূড়ায় উঠেছে, আর তাই এবার জীবনের অন্য কোন শান্ত পথে ফিরে যাওয়াই আমার উচিত। নিজেদের মধ্যে বলছি ওয়াটসন, সম্প্রতি যেসব কেসে আমি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজপরিবারকে এবং ফরাসী

প্রজাতন্ত্র সরকারকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছি তার ফলে আজ আমার যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে আমার আকাংখিত শান্ত জীবনে ফিরে গিয়ে রাসায়নিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে আমি পারতাম। কিন্তু ওয়াটসন, যখনই ভাবি যে অধ্যাপক মরিয়ার্টির মত একটা লোক এখনও বিনা বাধায় লণ্ডনের রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন আর আমার পক্ষে বিশ্রাম নেওয়া বা চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকা সম্ভব নয়।'

'সে লোকটা করেছে কি?'

'বড়ই অসাধারণ তার জীবন। সৎ বংশে তার জন্ম, লেখাপড়াও করেছে প্রচুর, আর প্রকৃতিদত্ত একটা অদ্ভুত গণিতিক শক্তিরও অধিকারী। কুড়ি বছর বয়সে "বাইনোমিয়াল থিয়োরেম"-এর উপর সে যে প্রবন্ধটি লেখে সেটাই এখনও সারা ইওরোপে প্রচলিত। সেই প্রবন্ধের জন্যই একটা ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ে সে গণিতের প্রধান অধ্যাপকের পদ পায়। তার সামনে তখন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কিন্তু লোকটার মধ্যে রয়েছে নিষ্ঠুরতার একটি বংশানুক্রমিক প্রবণতা। তার রক্তে আছে অপরাধের নেশা; তার অসাধারণ মানসিক শক্তি সে নেশাকে প্রশমিত না করে বরং আরও বাড়িয়ে একটা সীমাহীন বিপজ্জনক পর্যায়ে ঠেলে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শহরে তাকে ঘিরে কিছু কিছু কালো গুজব ছড়াতে থাকলে সে অধ্যাপক-পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয় এবং লণ্ডনে এসে একটি সামরিক শিক্ষণ-কেন্দ্র খুলে বসে। বাইরের জগৎ এইটুকুই জানে, কিন্তু আমি তোমাকে এখন যা বলতে যাচ্ছি সেটা আমি নিজে আবিষ্কার করেছি।

'তুমি তো জান ওয়াটসন, লণ্ডনের অপরাধী জগতের উঁচু মহলের খবর আমি যতটা জানি তা আর কেউ জানে না। গত কয়েক বছর যাবৎ আমি ক্রমাগত বুঝতে পারছিলাম যে, অপরাধীদের পিছনে একটা কোন শক্তি রয়েছে এমন একটা সুগভীর সংগঠক শক্তি যা সব সময় আইনের পথকে অবরোধ করে দাঁড়ায় এবং অপরাধীকে আশ্রয় দেয়। বার বার বিচিত্র সব মামলায়—জালিয়াতি, ডাকাতি, খুন—এই শক্তির উপস্থিতিকে আমি অনুভব করেছি; আর ব্যক্তিগতভাবে আমার পরামর্শ নেওয়া হয় নি এমন অনেক অনাবিষ্কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে তারই ক্রিয়াশীল হাতকে আমি অনুমানের সাহায্যে ধরতে পেরেছি। যে যবনিকা তাকে ঘিরে রেখেছে, বছরের পর বছর সেটাকে তুলবার চেষ্টা আমি করেছি; শেষ পর্যন্ত একসময়ে আমার হাতের সুতো ধরে এগোতে এগোতে হাজার চালাকির গলি-পথে ঘুরে ঘুরে হাজির হয়েছি গণিত-জগতের বিখ্যাত গুণধর প্রাক্তন অধ্যাপক মরিয়ার্টির দরবারে।

'ওয়াটসন, অপরাধ জগতের সে এক নেপোলিয়ন। এক মহানগরের যত পাপ কাজ ধরা পড়েছে তার অর্ধেকের সংগঠক সে, আর যেগুলি ধরা পড়ে নি তার প্রায় সবগুলির পিছনেই সে আছে। সে প্রতিভাধর, দার্শনিক, বিমূর্ত

চিন্তাবিদ্‌। তার মস্তিষ্ক প্রথম শ্রেণীর। জালের কেন্দ্রস্থিত মাকড়শার মত সে চুপচাপ বসে থাকে; কিন্তু সে জালের তন্তু হাজার দিকে প্রসারিত, আর তার প্রতিটির যে কোন কম্পন সে ভালভাবেই বুঝতে পারে। নিজের হাতে সে কিছুই করে না। শুধু পরিকল্পনা করে। কিন্তু তার কর্মী অসংখ্য এবং অত্যন্ত সুগঠিত। ধর, একটা অপরাধ করতে হবে, একটা দলিল সরিয়ে ফেলতে হবে, একটা বাড়িতে গুলি চালাতে হবে, একটা মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে,—কথাটা অধ্যাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হল, বাস, ব্যাপারটা সংগঠিত হয়ে কার্যে পরিণত হল। যে কাজটা করল সে হয় তো ধরা পড়ল। সে-ক্ষেত্রে তার জামিন বা পক্ষ সমর্থনের জন্য টাকার ব্যবস্থা হল। কিন্তু যে কেন্দ্রীয় শক্তি সে লোকটিকে ব্যবহার করল সে কখনও ধরা পড়ে না।—এমন কি তাকে সন্দেহ পর্যন্ত করা যায় না। ওয়াটসন, এই সংগঠনটিকে আমি অনুমানের সাহায্যে পেয়েছি এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার মুখোশ খুলে দিতে, তাকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়েছি।

'কিন্তু অধ্যাপককে এমন সুকৌশলে চারদিকে নিরাপদ ব্যবস্থায় ঘিরে রাখা হয়েছে যে যতই করি না কেন আদালতে তার শাস্তিবিধান করবার মত সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা অসম্ভব। আমার ক্ষমতা তো তুমি জান ভাই ওয়াটসন, কিন্তু তিন মাস চেষ্টার পরে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে, অবশেষে এমন একজন প্রতিপক্ষ পেয়েছি যে বুদ্ধির বিচারে আমার সমকক্ষ। তার অপরাধকে দেখে আমার যে আতংক তা তার নিপুণতার প্রতি আমার প্রশংসার কাছে হার মেনেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও একটা ভুল করে বসল—ছোট ভুল, খুবই ছোট ভুল—কিন্তু আমি যখন তার পিছু নিয়েছি তখন সে ভুলটুকু করাও তার উচিত হয় নি। আমিও সুযোগ পেয়ে গেলাম, এবং সেখান থেকে শুরু করে তার চারদিকে এমনভাবে জাল বুনেছি যে এখন শুধু টেনে তুললেই হয়। তিন দিনের মধ্যেই, অর্থাৎ আগামী সোমবারেই সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে এবং দলের সব বড় বড় পাণ্ডাসহ অধ্যাপক স্বয়ং পুলিশের হাতে ধরা পড়বে। তারপর হবে এ শতাব্দীর সব চাইতে বড় ফৌজদারি মামলা, চল্লিশটির বেশী রহস্যের মীমাংসা হবে, আর তাদের সকলের জন্য নেমে আসবে ফাঁসির দড়ি।—কিন্তু বুঝতেই তো পারছ, আমরা যদি আটঘাট না বেঁধে অগ্রসর হই তাহলে হয় তো শেষ মুহূর্তেও তারা আমাদের হাত ফসকে গলে যেতে পারে।

'দেখ, অধ্যাপক মরিয়ার্টির অজ্ঞাতে যদি একাজটা করতে পারতাম তাহলেই সব চাইতে ভাল হত। কিন্তু সে বড় সেয়ানা লোক। তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য যা কিছু করেছি তার প্রতিটি পদক্ষেপ সে জানতে পেরেছে। বার বার সে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই বুদ্ধির খেলায় আমি তাকে মেরে দিয়েছি। তোমাকে বলছি বন্ধু, সেই নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিস্তারিত বিবরণ যদি লেখা হত, তাহলে গোয়েন্দা-ইতিহাসের পাতায় সে

বিবরণ আঘাত-প্রত্যাঘাতের উজ্জ্বলতম নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করত। এর আগে আর কখনও আমি এত উঁচুতে উঠি নি, আবার এর আগে আর কোন প্রতিপক্ষও আমাকে এমন কঠিনভাবে চেপে ধরতে পারে নি। সে আঘাত করেছে গভীরে, আমি তাকে আঘাত করেছি আরও গভীরে। আজ সকালেই শেষ ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে: সব কিছু পাকা করতে আর মাত্র তিনটি দিন চাই। আমার ঘরে বসে এই বিষয় নিয়েই চিন্তা করছিলাম, এমন সময় দরজা খুলে গেল, আর অধ্যাপক মরিয়ার্টি এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

'আমার স্নায়ু মোটামুটি আঘাত সইতে সক্ষম, কিন্তু ওয়াটসন, আমি স্বীকার করছি, যে লোকটি আমার চিন্তাকে এতখানি আচ্ছন্ন করেছিল তাকেই আমার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি চমকে উঠলাম। তার চেহারা আমার পরিচিত। বেশ লম্বা, একহারা, কপালটা বেঁকে চূড়ার মত উঠে গেছে, চোখ দুটো গর্তের মধ্যে অনেকখানি বসানো। মুখটা পরিষ্কার করে কামানো, বিবর্ণ, ঋষিসুলভ, সব মিলিয়ে অধ্যাপকের ছাপ-। দুটো কাঁধ অনেক পড়াশুনার দরুণ গোলাকার, মুখটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, অদ্ভুত একটা সর্পিল ভঙ্গীতে সব সময় ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক দুলছে। দুটো কোঁচকানো চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে সে আমাকে দেখতে লাগল।

'তারপর বলল, "আপনার কপালটা আরও সুগঠিত হবে আশা করেছিলাম। আহা, ড্রেসিং গাউনের পকেটে গুলি-ভরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আঙুল দিয়ে সেটা নাড়াচাড়া করা খুবই বিপজ্জনক অভ্যাস।"

'আসল ব্যাপার কি জান, তাকে ঢুকতে দেখেই আমি নিজের সমূহ বিপদ বুঝতে পেরেছিলাম। চুপ করে থাকাই তার হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায়। মুহূর্তের মধ্যে রিভলবারটাকে দেরাজ থেকে বের করে পকেটে ভরে নিলাম এবং কাপড়ের ভিতর থেকেই তার দিকে তাক করলাম। তার এই মন্তব্য শুনে অস্ত্রটাকে বের করে সগর্বে টেবিলের উপর রেখে দিলাম। সে তখনও মিটি মিটি হাসছে; কিন্তু তার চোখে এমন কিছু ছিল যা দেখে বুঝতে পারলাম যে অস্ত্রটাকে ওখানে রেখে ভালই করেছি।

'সে বলল, "আপনি নিশ্চয় আমাকে চেনেন না?"

'আমি জবাব দিলাম, "ঠিক উল্টো। আপনাকে খুব ভাল করেই চিনি। দয়া করে চেয়ারে বসুন। আপনার যদি কিছু বলার থাকে, পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারি।"

'সে বলল, "আমি যা বলতে চাই সে তো ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন।"

'আমি জবাব দিলাম, "তাহলে সম্ভবত আমার জবাবও আপনার মনে ধরা পড়েছে।"

"আপনি তাহলে অনড়?"

"সম্পূর্ণ।"

'সে পকেটে হাত ঢোকাতেই আমিও টেবিল থেকে পিস্তলটা তুলে নিলাম। কিন্তু সে শুধু একখানা স্মারক-পুস্তক বের করল ; তাতে কিছু তারিখ লেখা।

'সে বলল, "৪ঠা জানুয়ারি আপনি আমার পথে এসে দাঁড়ালেন, ২৩ তারিখে আপনি আমাকে অসুবিধায় ফেলেছিলেন ; ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে সে অসুবিধা চরমে তুললেন ; মার্চের শেষ নাগাদ আমার পরিকল্পনা-গুলো বাধা পেতে লাগল ; আর এখন এপ্রিলের শেষে আপনার অবিরাম উৎপীড়ণ আমাকে এমন এক অবস্থায় ফেলেছে যে আমার স্বাধীনতা পর্যন্ত বিপন্ন হতে বসেছে। পরিস্থিতি একেবারেই অচল হয়ে পড়েছে।"

'আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি কোন পরামর্শ দেবেন কি ?"

'মুখটা দুলিয়ে সে জবাব দিল, "এসব আপনাকে বন্ধ করতে হবে। সত্যি বন্ধ করতে হবে, তা জানবেন।"

'আমি বললাম. "সোমবারের পরে।"

"ধ্যেৎ! ধ্যেৎ!" সে বলল। "আপনার মত বুদ্ধিমান একজন লোক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে এ অবস্থার একটিমাত্র ফলই হতে পারে। আপনার সরে দাঁড়ানো দরকার। আপনি এমনভাবে সব কিছু করেছেন যে মাত্র একটি পথই আমাদের সামনে খোলা আছে। যেভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে আপনি পরিচালনা করেছেন বুদ্ধিগতভাবে সেটাকে আমি উপভোগ করেছি, এবং সহজভাবেই বলছি যে কোন চরম ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হলে সেটা আমার পক্ষে দুঃখের কারণ হবে। আপনি হাসছেন মশাই, কিন্তু সত্যি আমি দুঃখিত হব।"

'আমি বললাম, "বিপদ আমার জীবিকার অঙ্গ।"

'সে বলল, "এ তো বিপদ নয়, এ যে অনিবার্য ধ্বংস। আপনি শুধু একটি ব্যক্তির পথে বাধা নন, আপনি একটি মহা শক্তিমান সংগঠনের পথে বাধা ; আর আপনি যতই চতুর হন না কেন, সে যে কত শক্তিমান সেটা আপনি বুঝতে পারেন নি। মিঃ হোমস, আপনাকে সরে দাঁড়াতেই হবে, অন্যথায় আপনি পদদলিত হবেন।"

'আমি উঠে বললাম, "আমার আশংকা হচ্ছে, এই সংলাপের আনন্দ উপভোগের জন্য আমার জন্য অন্যত্র যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ অপেক্ষা করছে সেটাকে আমি উপেক্ষা করে চলেছি।"

'সেও উঠে দাঁড়াল। বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে নীরবে আমার দিকে চেয়ে রইল।

অবশেষে সে বলল, "দেখুন, ব্যাপারটা খুবই দুঃখের, কিন্তু আমার যা করার তা করেছি। আপনার খেলার প্রতিটি চাল আমি জানি। সোমবারের আগে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। মিঃ হোমস, এটা আপনার আর আমার মধ্যে দ্বৈত-যুদ্ধ। আপনি আশা করছেন আমাকে কাঠগড়ায় তুলবেন।

আমি বলছি, কোন দিন আাম কাঠগড়ায় দাঁড়াব না। আপনি আশা করছেন, আমাকে পরাস্ত করবেন। আমি বলছি, কোন দিন আপনি আমাকে পরাস্ত করতে পারবেন না। যদিই আমাকে ধ্বংস করবার মত চাতুর্য আপনার থাকে, তাহলে নিশ্চিত জানবেন, আমিও আপনাকে ধ্বংস করব।"

'আমি বললাম, "মিঃ মরিয়ার্টি, আপনি আমার অনেক প্রশংসা করলেন। তার প্রত্যুত্তরে এই বলে আমিও আপনার প্রশংসা করতে চাই যে, পূর্বোক্ত ঘটনা সম্পর্কে যদি আমি নিশ্চিত হতে পারি তাহলে জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে শেষোক্ত ঘটনাকে আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।"

"একটার জন্য আপনাকে কথা দিতে পারি, কিন্তু অন্যটার জন্য নয়" ; এই বলে গর্জে উঠেই সে আমার দিকে পিছন ফিরে চোখ মিট মিট করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'এই হল অধ্যাপক মরিয়ার্টির সঙ্গে আমার বিশেষ সাক্ষাৎকার। স্বীকার করছি, এর ফলে আমার মনের উপর একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে। তার সঠিক ললিত বাকভঙ্গীতে এমন একটি আন্তরিকতা প্রকাশ পায় যেটা নেহাৎই একটা গুণ্ডার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য তুমি বলবে, "তার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশের সাহায্য নিচ্ছ না কেন?" তার কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে আঘাত আসবে তার অনুচরদের কাছ থেকে। সেবিষয়ে আমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।'

'তুমি তো ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছ?'

'ভাই ওয়াটসন, পায়ের নীচে ঘাস গজাতে দেবার মত লোক অধ্যাপক মরিয়ার্টি নয়। একটা কাজে দুপুর নাগাদ অক্সফোর্ড স্ট্রীটে গিয়েছিলাম। বেণ্টিংক স্ট্রীট থেকে ওয়েলবেক স্ট্রীট ক্রসিং-এর দিকে যাবার মোড়টার কাছে পৌছতেই একটা দুই-ঘোড়ার গাড়ি দুরন্ত বেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ বাঁক ঘুরে বিদ্যুৎগতিতে আমার উপর এসে পড়ল। আমি একলাফে ফুটপাথে উঠে গেলাম এবং এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ের জন্য বেঁচে গেলাম। গাড়িটা মেরিলবোন লেন থেকে মোড় ঘুরে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর থেকে ফুটপাথ ধরেই চলতে লাগলাম। কিন্তু ভেরে স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা বাড়ির ছাদ থেকে একখানা ইট এসে আমার ঠিক পায়ের কাছে পড়ে ভেঙে খানখান হয়ে গেল। পুলিশ ডেকে স্থানটা পরীক্ষা করালাম। মেরামতের জন্য বাড়ির ছাদে পাথর ও ইট জমা করা ছিল ; আর তারা আমাকে বোঝাতে চাইল যে একটা ইট বাতাসে ছিটকে নীচে পড়ে গেছে। আসল ব্যাপারটা আমি তো ভালই জানি, কিন্তু কিছু তো প্রমাণ করা যাবে না। এই ঘটনার পরে একটা গাড়ি নিয়ে পল মল-এ ভাইয়ের ঘরে গিয়ে সেখানেই সারাটা দিন কাটালাম। তারপরই তোমার এখানে চলে আসি। এবারেও একটা গুণ্ডা মুগুর নিয়ে আমাকে আক্রমণ করল। এক ঘুষিতে তাকে ধরাশায়ী করে

পুলিশের হেফাজতে দিয়ে দিলাম। কিন্তু আমি তোমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, যে ভদ্রলোকের সামনের দাঁতের পাটিতে আঘাত করে আমার আঙুলের গাঁটগুলি ছড়ে গেছে, আর যে অবসরপ্রাপ্ত গণিতশিক্ষক দশ মাইল দূরে ব্ল্যাক-বোর্ডের উপর কোন সমস্যার সমাধান কষছে—এ দুজনের মধ্যে কোন যোগাযোগ কোন দিনই আবিষ্কৃত হবে না। কাজেই তোমার ঘরে ঢুকেই আমার প্রথম কাজ যদি হয়ে থাকে তোমার ঘরের খড়খড়িগুলো বন্ধ করা, এবং সামনের দরজাটা এড়িয়ে অন্য কোন আড়ালের দরজা দিয়ে তোমার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাবার অনুমতি চাইতে যদি আমি বাধ্য হয়ে থাকি, তাহলেও তুমি বিস্মিত হয়ো না ওয়াটসন।

বন্ধুর সাহসের প্রশংসা আমি অনেক সময়ই করেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা আতংকপূর্ণ দিনের ঘটনাবলীর বিবরণ সে যেভাবে শান্ত হয়ে বসে দিয়ে গেল তাতে তার সাহসের প্রশংসা যেন আমার মনের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'রাতটা এখানেই থাকবে তো?' আমি বললাম।

'না বন্ধু; আজ রাতে আমি একজন বিপজ্জনক অতিথি হয়ে উঠতে পারি। আমার কাজের ছক ঠিক করাই আছে, সবই ঠিক ঠিক মত হয়ে যাবে। এখন ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে আমার সহায়তা ছাড়াই পুলিশ গ্রেপ্তার করা পর্যন্ত যেতে পারবে, অবশ্য বিচারের সময় আমাকে দরকার হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, পুলিশ তার খুশি মত কাজ শুরু করবার আগে যে কয়েকটা দিন হাতে আছে সে ক'টা দিনের জন্য বাইরে কোথাও চলে যাওয়াই আমার পক্ষে মঙ্গল। কাজেই তুমি যদি আমার সঙ্গে কন্টিনেণ্টে যাও তাহলে খুবই খুশি হব।'

আমি বললাম, 'আমার ব্যবসা এখন মন্দা; তা ছাড়া আমার প্রতিবেশী খুবই সুবিবেচক। আমি আনন্দের সঙ্গেই তোমার সঙ্গে যাব।'

'কাল সকালেই যাত্রা করতে পারবে?'

'যদি প্রয়োজন হয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব প্রয়োজন। তাহলে আমার নির্দেশগুলো জেনে নাও। আমার অনুরোধ, সেগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, কারণ এখন তুমি এক চতুরতম দুর্বৃত্ত ও ইওরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এক অপরাধী সংঘের বিরুদ্ধে "ডাবলস্"-এর খেলায় নেমেছ। শোন, তোমার যা কিছু মালপত্র ঠিকানা না লিখে একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আজ রাতেই ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পাঠিয়ে দেবে। সকালে একখানা গাড়ি ডাকাবে। যে গাড়ি ডাকতে যাবে তাকে বলে দেবে সেখানে উপস্থিত প্রথম বা দ্বিতীয় গাড়িটা যেন না নেয়। লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠেই একটুকরো কাগজে ঠিকানা লিখে কোচয়ানকে দিয়ে বলবে সে যেন কাগজটা ফেলে না দেয়। তারপর সোজা চলে যাবে লোদার

আর্কেডের স্ট্যাণ্ডের দিকে। ভাড়াটা হাতেই রাখবে এবং গাড়িটা থামামাত্রই আর্কেডের ভিতর দিয়ে এমনভাবে ছুটবে যাতে সোয়া নটা সময় অপর দিকটায় পৌঁছতে পার। সেখানে দেখতে পাবে ফুটপাথ ঘেঁসে একটা ছোট ব্রুহাম গাড়ি অপেক্ষা করছে। চালকের পরনে ভারী কালো জোব্বা, কলারের কাছটায় লাল দাগ। সেই গাড়িতে উঠে বসলেই কন্টিনেণ্টাল এক্সপ্রেসের সময় মতই ভিক্টোরিয়াতে পৌঁছে যাবে।'

'তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?'

'স্টেশনে। সামনের দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় গাড়িটাই আমাদের জন্য রিজার্ভ করা থাকবে।'

'তাহলে গাড়িটাই আমাদের মিলনস্থল?'

'হ্যাঁ।'

রাতটা থেকে যেতে হোমসকে অনেক করে বললাম, কিন্তু কোন লাভ হল না। বেশ বুঝতে পারলাম, সে জানত যে-বাড়িতে সে থাকবে তারই বিপদ হবে, আর সেইজন্যই সে চলে গেল। সকালবেলাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটি কথা বলেই সে আমাকে নিয়ে বাগানে গেল এবং দেয়াল টপকে মার্টিমার স্ট্রীটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শিস দিয়ে একটা গাড়ি ডেকে তাতে উঠে চলে গেল।

সকালে হোমসের নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। আগে থেকেই আমার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ ধরনের গাড়ি যাতে না হয় সেদিকে নজর রেখেই একটা গাড়ি ডাকিয়ে আনলাম। প্রাতরাশের পরেই যাত্রা করলাম এবং লোদার আর্কেডে পৌঁছেই রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। কালো জোব্বায় ঢাকা একজন মোটাসোটা চালক সহ একটা ব্রুহাম দাঁড়িয়েই ছিল। আমি গাড়িতে ওঠামাত্রই সে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসে ঘর্ঘর শব্দে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছে গেল। আমি নামতেই সে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে দ্রুত চলে গেল। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

এ পর্যন্ত সব কাজই চমৎকারভাবে সমাধা হল। আমার মালপত্র পেয়ে গেলাম; হোমসের নির্দেশমত গাড়িটা পেতেও কোন অসুবিধা হল না, বিশেষত সে ট্রেনে মাত্র ঐ একটি কামরাই 'সংরক্ষিত' ছিল। আমার একমাত্র উদ্বেগ হল হোমস তখন এসে পৌঁছয় নি। স্টেশনের ঘড়িতে দেখলাম, ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি। নানা যাত্রী ও ছুটি-ভোগকারীদের মধ্যে আমার বন্ধুর ছোট মূর্তিটাকে বৃথাই খুঁজে ফিরলাম। তার চিহ্নও নেই। একজন মাননীয় ইতালীয় পুরোহিত ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কুলিকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে তার মালপত্র ভায়া প্যারিস বুক করতে হবে। তাকে সাহায্য করতে কয়েক মিনিট গেল। তারপর আর একবার চারদিক খুঁজে আমার কামরায় ফিরে গেলাম। কী আশ্চর্য, বাইরে টিকিট ঝোলানো সত্ত্বেও কুলিটা

সেই ন্যুব্জদেহ ইতালীয় বন্ধুটিকেই আমার ভ্রমণ-সঙ্গী করে রেখে গেছে। সে যে এ কামরায় অনধিকার প্রবেশ করেছে সেকথা বলেও কোন লাভ হল না, কারণ আমার ইতালীয় ভাষার জ্ঞান তার ইংরেজী জ্ঞান অপেক্ষাও সীমিত। কাজেই হাল ছেড়ে দিয়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বন্ধুর জন্য বাইরে তাকালাম। রাতের বেলায় সে হয় তো আবার আক্রান্ত হয়েছে, একথা মনে হতেই একটা ভয় যেন আমার শরীরটাকে ঠাণ্ডা করে দিল। সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল, বাঁশী বাজল, এমন সময়—

কে যেন বলে উঠল, 'ভাই ওয়াটসন, তুমি আমাকে গুড মর্ণিং পর্যন্ত জানালে না যে।'

সীমাহীন বিস্ময়ে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ পুরোহিতও আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে মুখের বলি-রেখা মিলিয়ে যেতে লাগল, নাকটা থুতনির কাছ থেকে উঠে গেল, নীচের বাড়ানো ঠোঁটটা স্বস্থানে ফিরল আর মুখের কাঁপুনিও থেমে গেল, অস্বচ্ছ চোখ দুটোতে আগুন জ্বলে উঠল, ন্যুব্জ দেহটা শটান হল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হা ভগবান! তুমি যে আমাকে চমকে দিয়েছ!'

সে চুপি চুপি বলল, 'এখনও সব রকম সতর্কতার প্রয়োজন। বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে তারা হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্বয়ং মরিয়ার্টিও আছে সে দলে।'

হোমস কথা বলতে বলতেই ট্রেনটা চলতে শুরু করল। পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, একটি লম্বা লোক দুই হাতে ভীড় ঠেলে দ্রুত ছুটে আসছে এবং হাত নেড়ে ট্রেনটাকে থামাতে বলছে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, কারণ গাড়ির গতি তখন বেড়ে গেছে; দেখতে দেখতে আমরা স্টেশনটা পার হয়ে গেলাম।

হোমস হেসে বলল, 'দেখছ তো, সাবধান হয়েছিলাম বলেই সব ভালয় ভালয় কেটে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে সে ছদ্মবেশের কালো জোব্বা ও টুপি খুলে একটা হাত-ব্যাগে ভরে ফেলল।

'সকালের কাগজটা দেখেছ ওয়াটসন?'

'না।'

'তাহলে বেকার স্ট্রীটের খবরটা দেখ নি?'

'বেকার স্ট্রীট?'

'গত রাতে তারা আমাদের ঘরে আগুন দিয়েছিল। তবে বড় ধরনের ক্ষতি হয় নি।'

'কী সাংঘাতিক কথা হোমস! এ যে অসহ্য।'

'তাদের মুগুরওয়ালা গ্রেপ্তার হওয়ায় তারা আমার খোঁজ হারিয়ে ফেলেছিল। নইলে আমি আমার ঘরে ফিরে গিয়েছি একথা তারা ভাবত না।

মনে হচ্ছে, তারা তোমার উপরে নজরটা রেখেছে, আর সেই জন্যই মরিয়ার্টি ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত এসেছিল। আসার পথে কিছু ভুল কর নি তো?'

'তুমি যেমনটি বলেছিলে ঠিক তেমনটি করেছি।'

'ব্রুহামখানা পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, দাঁড়িয়েইছিল।'

'কোচয়ানকে চিনতে পেরেছিলে?'

'না।'

'আমার ভাই মাইক্রফ্‌ট্। এসব ক্ষেত্রে কোন ভাড়াটে লোকের উপর ভরসা না করাই ভাল। কিন্তু এখন আমাদের ভাবতে হবে, মরিয়ার্টিকে নিয়ে কি করব।'

'এটা যখন এক্সপ্রেস ট্রেন, আর ওপারে যাবার নৌকোটার সময় যখন এর সঙ্গে বাঁধা, তখন তো মনে হচ্ছে তাকে ঠিকই ফাঁকি দেওয়া গেছে।'

'ভাই ওয়াটসন, আমি যখন বলেছিলাম যে বুদ্ধির দৌড়ে এই লোকটাকে আমার সমকক্ষ বলে ধরে নিতে পার, তখন আমার কথার অর্থ তুমি বুঝতে পার নি। আমি যদি কারও পিছু নিতাম তাহলে এমন একটা ছোট বাধায়ই হাল ছেড়ে দিতাম একথা তুমি নিশ্চয়ই ভাববে না। কাজেই, তাকে এত ছোট মনে করছ কেন?'

'সে এখন কি করবে?'

'আমার এখন কি করা উচিত!'

'বেশ তো, তুমি কি করতে চাও?'

'একটা স্পেশ্যালের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কিন্তু তার তো দেরী হয়ে গেছে।'

'দেরী হয় নি। ট্রেনটা ক্যাণ্টারবেরিতে থামে; আর নৌকোটা ছাড়তেও সব সময়ই অন্তত পনেরো মিনিটের মত দেরী হয়। সেখানেই সে আমাদের ধরে ফেলবে।'

'এতে তো মনে হচ্ছে যেন আমরাই অপরাধী। তার চাইতে সে এলেই তাকে ধরিয়ে দেওয়া হোক।'

'তাহলে তো তিন মাসের সব কাজই পণ্ড হয়ে যাবে। বড় মাছটাকে ঠিকই ধরব, কিন্তু ছোটগুলো যে জাল থেকে এদিক-ওদিক ছিটকে বেরিয়ে যাবে। সোমবারে যে তাদের সকলকেই হাতে পাওয়া চাই। না, গ্রেপ্তার করা চলবে না।'

'তাহলে কি চলবে?'

'আমরা ক্যাণ্টারবেরিতে নেমে যাব।'

'তারপর?'

'তারপর গ্রামের পথে পথে নিউহ্যাভেন যাব এবং সেখান থেকে ওপারে

ডিয়েপ্পে-তে। মরিয়ার্টি আবারও তাই করবে আমি হলে যা করতাম। প্যারিসে পৌঁছে সে আমাদের মালপত্রের উপর লক্ষ্য রাখবে এবং ডিপোতে দুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে আমরা একজোড়া কার্পেট ব্যাগের ব্যবস্থা করে নেব, যেসব দেশের ভিতর দিয়ে যাব সেখানকার দ্রব্যজাত ব্যবহার করব এবং লুক্সেমবুর্গ ও ব্রুস্‌ল্‌স্‌ হয়ে ধীরে সুস্থে সুইজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করব।'

আমি একজন পুরনো পর্যটক, কাজেই মালপত্র হারালেও আমার খুব অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু যে লোকটার ইতিহাস অনুচ্চারণীয় অপরাধে মসিলিপ্ত তার কাছ থেকে এভাবে পালিয়ে বেড়াবার কথা ভাবতেও আমি বিরক্ত বোধ করছিলাম। যা হোক, এসব বিষয় হোমস যে আমার চাইতে ভাল বোঝে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং আমরা ক্যাণ্টারবেরিতে নেমে পড়লাম; কিন্তু হায়, নিউহ্যাভেনের ট্রেন ধরতে আমাদের একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।'

যে লাগেজ-ভ্যানে আমার জামাকাপড় ছিল সেটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বিমর্ষচিত্তে সেইদিকেই তাকিয়েছিলাম। এমন সময় আমার আস্তিনে টান দিয়ে হোমস রেল-লাইনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'এরই মধ্যে, দেখতে পাচ্ছ,' সে বলল।

অনেক দূরে কেণ্টের জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা পাতলা ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে। এক মিনিট পরেই দেখা গেল, একটা গাড়ি ও ইঞ্জিন সামনের বাঁক ঘুরে স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা কোন রকমে একগাদা মালপত্রের পিছনে লুকিয়ে পড়লাম, আর তখনই গাড়িটা সগর্জনে ঘটাং ঘটাং শব্দ করতে করতে আমাদের মুখে একঝলক গরম হাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

একটা পয়েণ্টের উপর গাড়িটা তখন দুলছে। সেদিকে চোখ রেখে হোমস বলল, 'ঐ সে চলে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছ, আমাদের বন্ধুর বুদ্ধিরও সীমা আছে। আমার মত করে অনুমান করে তদনুযায়ী যদি সে কাজ করত তাহলে একটা মোক্ষম আঘাত হানতে পারত।'

'আমাদের ধরতে পারলে সে কি করত?'

'আমাদের খুন করতে যে চেষ্টা করত সেবিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। যাই হোক, এটা এমন খেলা যাতে দুজনই খেলতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা আগেভাগে এখানেই লাঞ্চ খেয়ে নেব, নাকি নিউহ্যাভেন-এ পৌঁছে বুফে-র সময় পর্যন্ত উপোশ করে থাকব।'

সেরাতেই ব্রুসেল্‌স্‌ পৌঁছে সেখানে দু'দিন কাটিয়ে তৃতীয় দিনে হাজির হলাম স্ট্রাসবুর্গ-এ। সোমবার সকালে হোমস লণ্ডন পুলিশকে একটা তার করে দিল। সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে দেখি আমাদের জন্য জবাবটা এসে গেছে। খাম ছিঁড়ে হোমস তারটা খুলল, আর তারপরই তিক্তকণ্ঠে অভিশাপ দিতে

দিতে সেটাকে আগুনে ছুঁড়ে দিল।

'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল', সে আর্তনাদ করে উঠল। 'সে পালিয়েছে।'

'মরিয়ার্টি!'

'শুধু তাকে ছাড়া বাকি সমস্ত দলটাকেই ধরেছে। সেই তাদের বোকা বানিয়েছে। অবশ্য আমি দেশ ছেড়ে চলে আসায় তার সঙ্গে তাল ঠুকবার মত কেউ ছিল না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, শিকার তাদের হাতে তুলেই দিয়ে এসেছি। ওয়াটসন, আমার মনে হয় এ অবস্থায় তোমার ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়াই ভাল।'

'কেন?'

'কারণ এখন থেকে সঙ্গী হিসাবে আমি খুবই বিপজ্জনক। এই লোকটির হাতে এখন কোন কাজ নেই। লণ্ডনে ফিরে গেলে সে শেষ হয়ে যাবে। তার চরিত্র যদি আমি ঠিকমত বুঝে থাকি তাহলে সে এখন সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে। আমাদের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে একথা সে আমাকে বলেওছিল; মনে হচ্ছে, সে যা বলেছে তাই করবে। কাজেই আমার পরামর্শ শোন, লণ্ডনে ফিরে গিয়ে ডাক্তারিতে মন দাওগে।'

সে যেমন একজন পুরনো অভিযাত্রী, তেমনি একজন পুরনো বন্ধুও বটে। আমার আবেদনে সে সাড়া দিল। স্ট্র্যাসবুর্গের খাবার হলে বসে আধ ঘণ্টা ধরে এ নিয়ে আলোচনা করে সেই রাতেই আবার যাত্রা শুরু করে জেনিভা পৌঁছলাম।

চমৎকার একটি সপ্তাহ ধরে রোন-এর উপত্যকায় বেড়াতে গেলাম; সেখান থেকে লিউক-এ বাঁক নিয়ে বরফে ঢাকা জেম্মি গিরিবর্ত্মের উপর দিয়ে ইন্টারল্যাকেন পার হয়ে মীরিঙ্গেন-এ পৌঁছলাম। সে যাত্রা বড়ই মনোরম; নীচে বসন্তকালীন সবুজের সমারোহ, আর মাথার উপরে শীতের নিষ্কলংক সাদার সমাবেশ; তবু স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম, তার সামনে যে একটা ছায়া ঘনিয়ে আসছে সেকথা সে মুহূর্তের জন্যও ভোলে নি। আল্পসের শান্ত গ্রামাঞ্চলেই হোক আর নির্জন গিরিবর্ত্মেই হোক আশেপাশের প্রতিটি মানুষকে সে যেরকম দ্রুত দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণভাবে খুঁটিয়ে দেখছিল তা থেকেই আমি বলে দিতে পারি যে, আমরা যেখানেই যাই না কেন যে-বিপদ আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরছে তাকে যে কিছুতেই এড়ানো যাবে না এটা সে খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল।

মনে পড়ে, একদিন জেম্মি গিরিবর্ত্ম পার হবার সময় বিষণ্ণ ডোবেস্‌সির সীমান্ত ধরে হেঁটে চলেছি, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই আমাদের ডান দিকের পাহাড় থেকে খসে সবেগে নীচে নামতে নামতে সশব্দে আমাদের

পিছনকার হ্রদের জলে গিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে হোমস ছুটে পাহাড়ের উপরে উঠে পড়ল এবং একটা উঁচু শিখরের উপর দাঁড়িয়ে গলা বের করে চারদিক দেখতে লাগল। গাইড তাকে অনেক বোঝাল যে বসন্তকালে এখানে এ ধরনের পাথরের ধ্বস্ হামেসাই ঘটে থাকে, কিন্তু কোন ফল হল না। সে মুখে কিছু বলল না, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসতে লাগল যাতে বোঝা গেল যে সে জানত যে এই রকমটাই ঘটবে।

কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও সে কিন্তু কখনও মুষড়ে পড়ে নি। বরং আগে কখনও তাকে এমন খোশ মেজাজে দেখি নি। বার বার সে একই কথা বলতে লাগল: যদি সে শুধু এইটুকু জানতে পারত যে ইংলণ্ডের সমাজ অধ্যাপক মরিয়ার্টির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে, তাহলেই সে সানন্দে তার এই জীবিকার উপর যবনিকা টেনে দেবে।

'সে বলেছে, 'দেখ, ওয়াটসন, একথা বলতে পারি যে আমার বেঁচে থাকাটা একেবারেই বৃথা যায় নি। আজ রাতেই যদি আমার ইতিহাস শেষ হয়ে যায়, তাহলেও শান্ত মনে আমি তার পাতা উল্টে যেতে পারব। আমি ছিলাম বলেই লণ্ডনের বাতাস মধুরতর হয়েছে। আমি জানি, এক হাজারেরও বেশী ক্ষেত্রে আমার শক্তিকে আমি কখনও ভুল পথে পরিচালিত করি নি। যে সমস্ত বাহ্যিক সমস্যার জন্য আমাদের কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থাই দায়ী সেগুলি অপেক্ষা যেসব সমস্যা প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছি, ইদানিংকালে সেগুলির দ্বারাই আমি অধিক প্রলুব্ধ হয়েছি। কি জান ওয়াটসন, ইওরোপের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ও সক্ষম অপরাধীর গ্রেপ্তার বা বিনষ্টির দ্বারা আমার জীবন যেদিন সাফল্যমণ্ডিত হবে সেইদিনই তোমার স্মৃতি-কথাও সমাপ্ত হবে।'

আর যৎসামান্য যা বলার বাকি আছে সেটা আমি সংক্ষেপে অথচ সঠিক-ভাবেই বলব। স্বেচ্ছায় এবিষয়ের অবতারণা আমি করতাম না; কিন্তু আমি জানি, কোন বিবরণ যাতে বাদ না পড়ে সে ব্যাপারে আমি দায়াবদ্ধ।

৩রা মে ছোট গ্রাম মীরিঙ্গেন-এ পৌঁছে আমরা বুড়ো পিটার স্টীলারের 'এংলিশার হফ'-এ উঠলাম। হোটেলের মালিক বুদ্ধিমান লোক, চমৎকার ইংরেজি বলতে পারে, কারণ তিন বছর সে লণ্ডনের গ্রস্‌ভেনর হোটেলে ওয়েটারের কাজ করেছে। তার পরামর্শমত পাহাড় পার হয়ে রোজেনলই গ্রামে রাতটা কাটাবার জন্য ৪টা বিকেলে সেখান থেকে যাত্রা করলাম। আমাদের বিশেষভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল, কোন কারণেই আমরা যেন পাহাড়ের মাঝামাঝি উপরকার রাইকেনবাক প্রপাতের পাশ দিয়ে না যাই; আর যদি সেটা দেখতেই হয় তাহলে যেন আর একটা পথে ঘুরে যাই।

জায়গাটা সত্যি ভয়াবহ। গলিত বরফে ফুলে-ফেঁপে ওঠা জলস্রোত একটা প্রকাণ্ড খাদের মধ্যে আছড়ে পড়ছে, আর সেখান থেকে জলীয় বাষ্প

কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠছে, ঠিক অগ্নিদগ্ধ বাড়ির ধোঁয়ার কুণ্ডলির মত। যে গহ্বরের মধ্যে জলস্রোতটা সবেগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সেটা একটা প্রকাণ্ড খাদ; তার চারদিকটা চকচকে কালো কালো পাথরে ঘেরা; ক্রমশঃ সরু হতে হতে একটা ফেনায়মান ফুটন্ত অতলস্পর্শ জলাধারে পরিণত হয়েছে, আর সেই উদ্বেলিত জলরাশি তার কর্কশ মুখের ভিতর থেকে শতধারায় উৎসারিত হয়ে চলেছে। দীর্ঘ সবুজ জলধারা অবিশ্রাম সবেগে নীচে পড়ছে আর বিচ্ছুরিত বাষ্পরাশির ঘন কম্পমান যবনিকা হিস্ হিস শব্দে অবিশ্রাম উপরে উঠছে। তার অবিরাম ঘূর্ণন ও গর্জনে যে-কোন মানুষের মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে। পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমাদের থেকে অনেক নীচে কালো পাথরের বুকে ভেঙেপড়া সেই জলরাশির ঝলকানি আমরা দেখেছিলাম আর শুনেছিলাম গহ্বরের ভিতর থেকে উৎসারিত জলকণার সঙ্গে বেরিয়ে আসা অর্ধ-মানবিক শব্দরাজি।

প্রপাতকে ঘিরে অর্ধ-বৃত্তাকারে পথটাকে কেটে বের করা হয়েছে, ফলে তার একটা সম্পূর্ণ দৃশ্যই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু পথটা হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়ায় পথিককে সেই একই পথে ফিরে যেতে হয়। ফিরবার জন্য সবে মোড় ঘুরেছি এমন সময় একটি সুইস্ ছোকরা একটা চিঠি হাতে দৌড়ে এল। যে হোটেল আমরা এইমাত্র ছেড়ে এসেছি চিঠিতে সেই হোটেলের ছাপমারা, উপরে মালিকের হাতে আমার নাম লেখা। চিঠি পড়ে জানতে পারলাম আমরা চলে আসার কয়েক মিনিট পরেই ক্ষয়রোগের আক্রমণে জীবনের প্রায় শেষ-প্রান্তে উপনীত একটি ইংরেজ মহিলা সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। শীতকালটা ডাভোজ প্লাজ-এ কাটিয়ে লুসার্ণে বন্ধুর কাছে যাবার পথে হঠাৎ রক্ত-বমন শুরু হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে আর কয়েক ঘণ্টার বেশী তিনি বাঁচবেন না, তবু একজন ইংরেজ ডাক্তারকে পাশে পেলে তিনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাবেন, কাজেই আমি যদি ফিরে যেতে পারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভালমানুষ স্টীলার পুনশ্চ দিয়ে জানিয়েছে, যেহেতু মহিলাটি কোনমতেই কোন সুইস ডাক্তারকে দেখাতে রাজী হচ্ছেন না, এবং এ ব্যাপারে তারও একটা বড় রকমের দায়িত্ব রয়েছে, সেই হেতু আমি তার অনুরোধ রাখলে তিনি নিজেও খুবই অনুগৃহীত বোধ করবেন।

'এ আবেদনকে উপেক্ষা করা যায় না। বিদেশে মরণাপন্ন একটি স্বদেশের স্ত্রীলোকের এ অনুরোধ উপেক্ষা করা অসম্ভব। তবু হোমসকে একা রেখে যেতে আমার যথেষ্ট আপত্তি। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, পথপ্রদর্শক ও সঙ্গী হিসাবে সে ওই সুইস ছোকরাকে কাছে রাখবে এবং আমি মীরিঙ্গেন-এ ফিরে যাব। বন্ধুটি আরও কিছুক্ষণ প্রপাত দেখে কাটিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর উঠে রোজেনলই চলে যাবে আর সন্ধ্যা নাগাদ সেখানেই আমি তার সঙ্গে দেখা করব। আমি যখন চলে আসি হোমস তখন একটা পাথরে পিঠ রেখে

হাত দুখানি ভাঁজ করে একদৃষ্টিতে জলপ্রবাহ দেখছিল। এ জগতে আমার ভাগ্যে সেই তাকে শেষ দেখা।

একেবারে নীচে পা দেবার আগে একবার ফিরে তাকালাম। সেখান থেকে জল-প্রপাত দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু যে ঘোরানো পথটা পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে সেখানে নেমে গেছে সেটা দেখতে পেলাম। মনে পড়ছে, একটি লোক সেই পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। তার পিছনকার সবুজের পশ্চাৎপটের উপর স্পষ্ট কালো মূর্তিটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। যে উৎসাহ নিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিল সেটা আমার দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু দ্রুতগতিতে আমার নিজের কাজে যাবার তাড়া থাকায় তার কথা ভুলেই গেলাম।

একঘণ্টার কিছু পরে আমি মীরিঙ্গেন পৌছলাম। বৃদ্ধ স্টীলার হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়েছিল।

দ্রুত তার কাছে পৌছে আমি বললাম, আশা করি মহিলাটি ভালই আছেন?'

তার মুখের উপর বিস্ময় ফুটে উঠল, আর তার ভুরুর প্রথম কাঁপন দেখেই আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা বুঝি জমে শিসে হয়ে গেল।

পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে বললাম, 'এ চিঠি 'আপনি লেখেন নি? হোটেলে একটি রুগ্ন ইংরেজ মহিলা আসে নি?'

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই না। কিন্তু এর উপরে তো হোটেলের ছাপ রয়েছে। ও হো। আপনারা চলে যাবার ঠিক পরেই সেই দীর্ঘকায় ইংরেজ ভদ্রলোক এসেছিলেন, এটা তাহলে তিনিই লিখেছেন। তিনি বললেন—'

কিন্তু হোটেল-মালিকের কৈফিয়ৎ শোনার সময় আমার ছিল না। ভয়ের তাড়নায় আমি গ্রামের পথ ধরে ছুটতে শুরু করলাম। একটু আগেই যেপথে নেমে এসেছিলাম সেই পথেই আবার উঠতে লাগলাম। নামতে সময় লেগে-ছিল একঘণ্টা, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আরও দু'ঘণ্টা কাটিয়ে তবে আবার রাইকেনবাক্ জলপ্রপাতের ধারে উপস্থিত হলাম। যে পথটার পাশে হোমসকে ছেড়ে গিয়েছিলাম তার গায়ে হোমসের লোহা-বাঁধানো লাঠিটা তেমনি দাঁড় করানো রয়েছে, কিন্তু লোকটির চিহ্নমাত্র নেই। বৃথাই অনেক হাঁক-ডাক করলাম। আমার কণ্ঠস্বর চারদিকের পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে বার বার শুধু প্রতিধ্বনি হয়েই ফিরে এল।

লোহা-বাঁধানো লাঠি দেখেই আমার মাথা ঘুরে গেল, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। সে তাহলে রোজেনলই-তে যায় নি। সে তাহলে ওই তিন ফুট চওড়া রাস্তায়ই দাঁড়িয়েছিল; তার একদিকে পাথরের প্রাচীর, আর অন্যদিকে অতলস্পর্শ খাদ। ঠিক এই অবস্থাতেই শত্রু তাকে আক্রমণ করেছিল। সুইস ছোকরাটাও কোথাও নেই। হয়তো সেও মরিয়ার্টির ভাড়া-করা লোক, দুজনকে

একত্র রেখেই চলে গেছে। কিন্তু তারপর কি হয়েছে? কে আমাকে বলে দেবে তারপর কি হয়েছে?

সম্বিৎ ফিরে পেতে আমি দু'এক মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম, কারণ ভয়াবহ ঘটনা আমাকে বিমূঢ় করে ফেলেছিল। তারপরই হোমসের নিজস্ব পদ্ধতিগুলো আমার মনে পড়ে গেল, আর সেগুলি প্রয়োগ করেই এক শোকাবহ ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজতে চেষ্টা করতে লাগলাম। হায়! সমস্ত ব্যাপারটা কতই না সরল। কথা বলতে বলতে আমরা পথটার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যাই নি; যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তার চিহ্ন লোহা-বাঁধানো লাঠিটার মুখেই করা আছে। অবিশ্রাম বাষ্পের স্পর্শে জায়গাটার কালো মাটি এতই নরম হয়ে আছে যে একটা পাখি বসলেও তার পায়ের ছাপ আঁকা পড়বে। পথটার শেষ পর্যন্ত দু সারি পায়ের দাগ আমার সামনের দিকে চলে গেছে কিন্তু কোন পদচিহ্নই ফেরার পথে আসে নি। শেষের কয়েক গজ জায়গা যেন চষে চষে কাদা করে ফেলা হয়েছে, গর্তটার মুখে যে সব ঝোপঝাড় ও ফার্ণগাছ ছিল সব দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করলাম। জলের বাষ্পীয়ধারা আমার চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। তারই মধ্যে দেখতে পেলাম, পাথরের কালো প্রাচীরের গায়ে জল-কণাগুলি চকচক করছে, আর অনেক নীচে তীব্র জলধারার উজ্জ্বল আভাষ। চীৎকার করে ডাকলাম; আমার কানে ফিরে এল জলপ্রপাতের সেই একই অর্ধ-মানবিক কান্নার রোল।

কিন্তু এটাই বোধ হয় ছিল নিয়তির বিধান যে আমার বন্ধু ও সহকর্মীর কাছ থেকে শেষ সম্ভাষণ-বাণী আমি পাবই। আগেই বলেছি, তার লোহা-বাঁধানো লাঠিটা পথের উপরে বেরিয়ে আসা একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা ছিল। সেই পাথরের উপর একটা চকচকে জিনিস আমার চোখে পড়ল। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিতেই বুঝলাম সে উজ্জ্বলতা তার সিগারেট-কেস থেকে আসছিল। সেটা তুলে নিতেই সিগারেট-কেসটা দিয়ে চাপা দেওয়া একটুকরো চৌকো-কাগজ উড়ে মাটিতে পড়ল। ভাঁজ খুলে দেখি, নোট বইয়ের তিনটে পাতা ছিঁড়ে সে আমাকে চিঠি লিখে গেছে। তার স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চিঠিতে দেওয়া নির্দেশ এতই সঠিক এবং হাতের লেখা এত স্পষ্ট ও দৃঢ় যে মনে হয় বুঝি নিজের পড়ার ঘরে বসেই চিঠিটা লিখেছে।

সে লিখেছে: 'প্রিয় ওয়াটসন, মিঃ মরিয়ার্টির সৌজন্যেই তোমাকে এই কয়েক পংক্তি লিখছি। আমাদের মধ্যে যে সব কথা আছে তার চূড়ান্ত আলোচনার জন্য সে আমার সুবিধার অপেক্ষায় আছে। কিভাবে সে ইংরেজ পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছে এবং আমাদের সব গতিবিধির খবর রেখেছে তার একটি রেখাচিত্র সে আমাকে জানিয়েছে। তার গুণাবলী সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা আমি পোষণ করতাম এতে তাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তার

উপস্থিতির কুফল থেকে সমাজকে মুক্ত করতে আমি পারব এই চিন্তায় আমার আনন্দ, যদিও আমার আশংকা আছে যে তার জন্য যে-মূল্য আমাকে দিতে হবে সেটা আমার বন্ধুদের কাছে এবং বিশেষ করে প্রিয়বন্ধু ওয়াটসন, তোমার কাছে হবে খুবই বেদনাদায়ক। অবশ্য আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে আমার জীবন সাফল্যের উচ্চতর চূড়ায় উঠেছে তাই আমার কাছে সে জীবনের এর চাইতে কাম্য পরিণতি আর কিছুই হতে পারে না। আসলে তোমাকে সব কথা খুলেই বলছি, আমি ঠিকই জানতাম যে মীরিঙ্গেন থেকে আসা চিঠিটা একটা ধাপ্পামাত্র; আর তোমাকে যে সেই পত্রানুযায়ী কাজের জন্য যেতে দিয়েছিলাম তারও কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই ধরনের একটা পরিণতি ঘটতে পারে। ইন্সপেক্টর প্যাটারসনকে বলো, ঐ দলটার শাস্তিবিধানের জন্য যেসব কাগজপত্র দরকার সেগুলিকে নীল খামে ভরে তার উপরে 'মরিয়ার্টি' লিখে 'এম'-মার্কা খোপে রেখে দিয়েছি। ইংলণ্ড ছাড়বার আগেই আমার সমস্ত সম্পত্তির হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে সে দলিলপত্র আমার ভাই মাইক্রফটের হাতে দিয়ে এসেছি। দয়া করে মিসেস ওয়াটসনকে আমার প্রীতি জানিও, আর বিশ্বাস রেখ, প্রিয় ভাই আমার,

তোমার একান্ত বিশ্বস্ত,
শার্লক হোমস।'

তারপরেও যেটুকু বাকি রইল সে তো কয়েকটিমাত্র কথায়ই বলা যায়। বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষার ফলে সন্দেহাতীতভাবেই জানা গেছে যে, এ অবস্থায় যা অনিবার্য তাই ঘটেছে, ব্যক্তিগত লড়াই চলাকালে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে এবং সেই অবস্থায়ই উল্টে নীচে পড়ে যায়। মৃতদেহ দুটি উদ্ধারের কোন রকম চেষ্টা করাই সম্ভব নয়; ফলে তাদের যুগের সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর অপরাধী এবং আইনের সর্বাগ্রগণ্য সমর্থক দুজনই বহুনিম্নের ঘূর্ণায়মান জলরাশি ও উচ্ছ্বলিত ফেনপুঞ্জময় বিরাট কটাহে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে রইল। সেই সুইস ছোকরাকে আর কখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি; কাজেই সেও যে মরিয়ার্টির বেতনভুক অসংখ্য কর্মীগোষ্ঠিরই একজন তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথায় বলি, হোমসের সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণ কিভাবে তাদের সংগঠনের মুখোশ খুলে দিয়েছিল এবং সেই প্রয়াত লোকটির হাত কিভাবে তাদের উপর চেপে বসেছিল সে কথা জনসাধারণের নিশ্চয় স্মরণ আছে। মামলা-প্রসঙ্গে তাদের ভয়ঙ্কর প্রধানটি সম্পর্কে খুব অল্প কথাই জানা গেছে; তবু যে আজ তার জীবনের ইতিহাসকে আমি এমন স্পষ্ট করে তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছি তার কারণ সেই সব অপরিণামদর্শী বীরপুরুষের দল যারা সেই মানুষটির স্মৃতিকে মুছে ফেলবার জন্য বার বার তাকেই আক্রমণ করেছে যাকে আমি চিরদিনই আমার পরিচিত জনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞতম লোক বলেই মনে করব।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥